সীমিত

অপরাধ তদন্ত নির্দেশিকা

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
ঢাকা, বাংলাদেশ

অপরাধ তদন্ত নির্দেশিকা

প্রথম প্রকাশ : ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫

প্রকাশক
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
বাংলাদেশ পুলিশ
৬, ফিনিক্স রোড, ঢাকা-১০০০।

এই বইয়ের সকল স্বত্ব পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণ : লেটার এন কালার লি.
[পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান
৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭]

মূল্য : ৪০০ টাকা

মুখবন্ধ

দেশের বিদ্যমান ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দেশের সংবিধান ও বিদ্যমান আইনের আলোকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা পুলিশের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে পুলিশের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে অপরাধের মাত্রা, ধরণ এবং প্রকৃতিতে এসেছে বহুমুখী পরিবর্তন। সময়ের পরিক্রমায় সাথে সাথে অপরাধের তথ্য উদঘাটন ও অপরাধীকে সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশকে নিরলসভাবে কাজ করতে হচ্ছে। সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশের তদন্ত কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তদন্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিধিবদ্ধ আইনের পাশাপাশি তদন্তকারী কর্মকর্তার মেধা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এছাড়াও পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রত্যেক তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ফৌজদারি অপরাধ তদন্তে অধিকতর উৎকর্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে পুলিশের সকল পর্যায়ের তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের জন্য আইন-বিধি ও নির্দেশনার ভিত্তিতে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ উপযোগী একটি তদন্ত নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান ও বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে একটি তদন্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে যা সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিতকরণে একটি অনবদ্য সংকলন হিসেবে বিবেচিত হবে। জেলা পুলিশ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, পুলিশের বিশেষায়িত সংস্থা, সিআইডি, পিবিআই, র‍্যাবসহ মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ এ নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ নির্দেশিকাটির অনুসরণের বিষয়টি তদারকপূর্বক তদন্তের সার্বিক মানোন্নয়নে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকবেন।

তদন্ত কার্যে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তদন্তের গুণগত উৎকর্ষ সাধন তথা ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে নির্দেশিকাটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মপ্রয়াসে এ তদন্ত নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম
ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদের ৩১-এ আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার বিবৃত আছে। বিবৃত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনগত সুরক্ষার দাবি করতে পারেন।

নাগরিকদের আইনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান; পুলিশ তাদের কর্মকাণ্ডের সুরক্ষা বর্ম দ্বারা জনসাধারণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে আসছে।

পুলিশের কার্যক্রমকে প্রধানত Prevention, Detection & Prosecution– এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান ও মৌলিক ধাপটি হচ্ছে Detection & Detention। তদন্ত মূলত পরিচালিত হয় কার্যবিধি, পিআরবি ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এতদ্‌সংক্রান্ত সার্কুলার ও উচ্চ আদালতের রুলিং অনুসারে। এ আইন, বিধি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নির্দেশনাগুলো পৃথক পৃথক উৎসে অবস্থিত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে তদন্ত পরিচালনায় সক্ষম হন না।

পুলিশি তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিষয়বস্তুর গভীর অনুধাবন এবং প্রায়োগিক নির্দেশনার সংহত সংকলন-এর অভাব গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছিল। পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক পৃথক পৃথকভাবে তদন্তসংশ্লিষ্ট বিষয়ে খণ্ড খণ্ড নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। মৌলিক তদন্ত, ফরেনসিক তদন্ত ও প্রযুক্তি সম্পৃক্ত তদন্তকে অন্তর্ভুক্ত করে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক একটি যুগোপযোগী তদন্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তদন্ত কার্যক্রমকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিচারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বস্তুগত সাক্ষ্য, যোগাযোগ উপাত্ত, বিশেষজ্ঞ মতামত ও প্রায়োগিক যুক্তিনির্ভর তথ্য উত্থাপন ও বিশ্লেষণের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

এই নির্দেশিকাটি প্রণয়নকালে পুলিশ বিভাগের তদন্ত সম্পৃক্ত সকল ইউনিটকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন অধ্যায় প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী প্রকাশনাসমূহের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই তদন্ত নির্দেশিকাটির অধিকতর সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে যেকোনো ধরনের গঠনমূলক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন নিশ্চিতকরণ পূর্বক নির্দিষ্ট সময় অন্তর রিভিউ করা হবে।

তদন্ত নির্দেশিকাটি প্রস্তুতকালে ইন্সপেক্টর জেনারেল, **জনাব এ কে এম শহীদুল হক** বিপিএম, পিপিএম-এর ব্যক্তিগত দিকনির্দেশনা গভীর অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

জনাব হাবিবুর রহমান বিপিএম (বার), পিপিএম, পুলিশ সুপার, ঢাকা, জনাব প্রলয় কুমার জোয়ারদার বিপিএম, এআইজি, প্ল্যানিং অ্যান্ড রিসার্চ (ভারপ্রাপ্ত), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, জনাব এম এ জলিল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ ও বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তদন্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন কমিটির অন্যান্য সদস্যের অসামান্য অবদান এ কাজকে সম্ভব করে তুলেছে।

তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ জনসাধারণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার এ পবিত্র দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে এবং প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠদানে নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন–এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ গোলাম রসুল
অতিরিক্ত ডিআইজি
বাংলাদেশ পুলিশ
ও
সদস্য সচিব
তদন্ত ম্যানুয়েল প্রস্তুত কমিটি

মোঃ শাহাব উদ্দীন কোরেশী
ডিআইজি
বাংলাদেশ পুলিশ
ও
সভাপতি
তদন্ত ম্যানুয়েল প্রস্তুত কমিটি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১ তদন্ত: ধারণা ও পরিচিতি

১.১ পটভূমি ১
১.২ তদন্তের সংজ্ঞা ১
১.৩ অনুসন্ধান-এর সংজ্ঞা ১
১.৪ তদন্তের উদ্দেশ্য ২
১.৫ তদন্তকারী অফিসারের বৈশিষ্ট্য ২
১.৬ তদন্তের প্রকারভেদ ২
১.৭ তদন্তের বিষয়বস্তু ৩
১.৮ আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি ৪
১.৯ অপরাধ প্রশাসনে তদন্ত প্রক্রিয়ার গুরুত্ব ও ভূমিকা ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

২ প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর)

২.১ আমলযোগ্য বা ধর্তব্য অপরাধ ১১
২.২ এফআইআর-এর সংজ্ঞা ১১
২.৩ এফআইআর-এর প্রকারভেদ ১১
২.৪ কোন ধরনের ঘটনায় এজাহার হবে ১১
২.৫ এফআইআর বা প্রাথমিক তথ্য দাখিলকারীর সাথে আচরণ ১২
২.৬ এফআইআর নেয়ার পদ্ধতি ১২
২.৭ এফআইআর-এর মূল উপাদানসমূহ ১৩
২.৮ এফআইআর ফরম পূরণকালে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ১৪
২.৯ এফআইআর-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি ১৫
২.১০ এফআইআর নেয়ার ক্ষেত্রে করণীয় ১৬
২.১১ এফআইআর-এর সাক্ষ্য-মূল্য ১৬
২.১২ এফআইআর প্রেরণ পদ্ধতি ১৭
২.১৩ বিবিধ

তৃতীয় অধ্যায়

৩ ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট

৩.১ ক্রাইমসিন কী ২১
৩.২ ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ২১
৩.৩ ক্রাইমসিনের নিরাপত্তা ২২
৩.৪ ক্রাইমসিনে ব্যবহৃত ফরেনসিক কিট ২৫
৩.৫ স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত ক্রাইমসিন কিট ২৬
৩.৬ ক্রাইমসিনের বিস্তৃতি ও ক্রাইমসিন অ্যানালাইসিস ২৭
৩.৭ বিস্ফোরণ বা বিস্ফোরণজনিত ঘটনায় ক্রাইমসিন সংরক্ষণ ও এ সংক্রান্তে সতর্কতা ২৭

৩.৮	ক্রাইমসিন হস্তান্তর	২৮
৩.৯	বিশেষজ্ঞ টিমের ভূমিকা এবং তাদের সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি	২৮
৩.১০	বিশেষজ্ঞ টিমের অনুপস্থিতিতে করণীয়	২৯
৩.১১	ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের (স্বাস্থ্য, অগ্নিনির্বাপক ইত্যাদি) ভূমিকা	২৯
৩.১২	তদন্তকারী কর্মকর্তার করণীয়	২৯
৩.১৩	আলামত সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/অফিসার ইনচার্জের করণীয়	৩০
৩.১৪	ক্রাইমসিন চেকলিস্ট	৩১
৩.১৫	ক্রাইমসিনে সার্চিং পদ্ধতি	৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

৪ ভিকটিম ও মরদেহ ব্যবস্থাপনা

৪.১	ভিকটিম ও অভিযুক্তকে হাসপাতালে প্রেরণ ও নিরাপত্তা হেফাজত	৩৯
৪.২	ভিকটিম সাপোর্ট	৩৯
৪.৩	অপমৃত্যু মামলার তদন্ত	৪০
৪.৪	সুরতহাল	৪২
৪.৫	হাসপাতালে প্রেরিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুরতহাল	৪৩
৪.৬	পুলিশ হেফাজতে মৃত ব্যক্তির সুরতহাল	৪৩
৪.৭	অপমৃত্যুর ঘটনা তদন্ত না করার ক্ষেত্রে করণীয়	৪৩
৪.৮	অশনাক্তকৃত লাশের আঙুলের ছাপ	৪৩
৪.৯	আলামত জব্দ	৪৪
৪.১০	কবর হতে লাশ উত্তোলন	৪৪
৪.১১	সুরতহাল রিপোর্ট কীভাবে তৈরি করা হয়	৪৫
৪.১২	লাশ প্রেরণ	৪৫
৪.১৩	মৃতদেহের সাক্ষ্যের চেকলিস্ট	৪৫
৪.১৪	লাশ পরীক্ষার জন্য মর্গে প্রেরণের চালান ফরম	৪৬

পঞ্চম অধ্যায়

৫ তদন্ত প্রক্রিয়া

৫.১	ফৌজদারি তদন্তের বিষয়বস্তু	৪৯
৫.২	তদন্তের ফ্লো-চার্ট	৪৯
৫.৩	তদন্ত কার্যক্রমে স্তরভিত্তিক করণীয়	৫০
৫.৪	তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ঘটনাস্থল পরিদর্শন	৫২
৫.৫	তদন্তকালে আদালতে প্রেরণযোগ্য ডকুমেন্টসমূহ	৫৪
৫.৬	সাক্ষ্য ও সাক্ষী	৫৫
৫.৭	ঘটনাস্থলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ	৫৮
৫.৮	তদন্তে সম্ভাব্য ত্রুটি/ভুলভ্রান্তি	৫৯
৫.৯	অধিকতর তদন্ত	৬১

৫.১০	তদন্ত পুনরুজ্জীবিতকরণ	৬১
৫.১১	অভিযুক্ত, ভিকটিম ও সাক্ষীদের খসড়া কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ কৌশল	৬২
৫.১২	জবানবন্দি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল	৬৪
৫.১৩	তদন্ত সমাপ্ত হওয়ার পর করণীয়	৬৮
৫.১৪	তদন্ত চেকলিস্ট	৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬ তদন্ত সহায়ক অপারেশনাল কার্যক্রম

৬.১	ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ	৭৩
৬.২	ভিসিএনবি পর্যালোচনা	৭৩
৬.৩	অন্যান্য অফিসারের সাথে আলোচনা	৭৩
৬.৪	বাদী ও সাক্ষীর সাথে আলোচনা	৭৪
৬.৫	আসামি গ্রেপ্তার পদ্ধতি	৭৪
৬.৬	নারী ও শিশুদের গ্রেপ্তার এবং তল্লাশি পদ্ধতি	৭৬
৬.৭	গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির অধিকার	৭৭
৬.৮	তল্লাশি ও জব্দ তালিকা	৭৮
৬.৯	তল্লাশির ক্ষমতা	৭৯
৬.১০	তল্লাশির সময় করণীয়	৭৯
৬.১১	তল্লাশির পর করণীয়	৭৯
৬.১২	খানা তল্লাশির সময় সহায়তাকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব	৮০
৬.১৩	নারী ও শিশু গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে দেহ তল্লাশি	৮০
৬.১৪	শনাক্তকরণ মহড়া	৮০
৬.১৫	পুলিশ হেফাজতের পদ্ধতি	৮০
৬.১৬	আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর হেফাজত এবং শিশু আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক	৮১

সপ্তম অধ্যায়

৭ তদন্তসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা কার্যক্রম ও নথি প্রস্তুতকরণ

৭.১	অপরাধসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা তৎপরতা	৮৫
৭.২	গোয়েন্দা তথ্যের প্রয়োগ	৮৬
৭.৩	উপাত্ত সংগ্রহ ও উপাত্তের উৎস	৮৬
৭.৪	গোয়েন্দা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং এর উপাদান	৮৭
৭.৫	উৎস নির্ভরযোগ্যতা স্কেল	৮৭
৭.৬	উপাত্তের নির্ভুলতা স্কেল	৮৭
৭.৭	অ্যানালাইটিক্যাল চার্টের বিবরণ	৮৭
৭.৮	কেস ডায়েরি লেখার পদ্ধতি	৯১
৭.৯	যে সকল বিষয় সিডিতে লিপিবদ্ধ করা যাবে না	৯৪
৭.১০	ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত জবানবন্দি	৯৫

৭.১১	ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি	৯৬
৭.১২	মৃত্যুকালীন জবানবন্দি	৯৮

অষ্টম অধ্যায়

৮ ফরেনসিক তদন্ত

৮.১	ফরেনসিক বিজ্ঞান কী	১০১
৮.২	জখম বা আঘাত সম্পর্কিত তথ্যাদি	১০২
৮.৩	আঘাতের ধরন অনুযায়ী অপরাধ	১০২
৮.৪	ডাক্তারি সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রসমূহ	১০৩
৮.৫	সার্টিফিকেট প্রদানকারী ইউনিট	১০৩
৮.৬	ডাক্তারি সনদপত্র পর্যালোচনা ফরমেট	১০৩
৮.৭	বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সিআইডির ভূমিকা	১০৫
৮.৮	তদন্তে আলোকচিত্র ও আলোকচিত্র শাখার ভূমিকা	১০৫
৮.৯	বাংলাদেশে সংঘটিত হস্তলিপি সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ	১০৬
৮.১০	ছাপ	১০৮
৮.১১	অঙ্গুলাঙ্ক	১০৯
৮.১২	আঙুলের ছাপ প্রেরণ পদ্ধতি	১১১
৮.১৩	AFIS	১১১
৮.১৪	পদচিহ্ন	১১৩
৮.১৫	যন্ত্রপাতির দাগ	১১৪
৮.১৬	ব্যালিস্টিকস	১১৪
৮.১৭	অণুবিশ্লেষণ	১১৭
৮.১৮	ডিএনএ	১১৮
৮.১৯	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক	১১৯
৮.২০	আইটি ক্রাইম ও আইটি ফরেনসিক	১২০
৮.২১	তদন্ত প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞ রিপোর্টের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা	১২০
৮.২২	বিশেষজ্ঞ মতামত প্রয়োগের চ্যালেঞ্জসমূহ	১২২

নবম অধ্যায়

৯ তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক তদন্ত

৯.১	অপরাধ তদন্তে তথ্যপ্রযুক্তি	১২৫
৯.২	সাইবার ক্রাইম	১২৫
৯.৩	মোবাইল ট্র্যাকিং	১২৮
৯.৪	Call Details Record	১২৮
৯.৫	মোবাইল Registration Form	১২৯
৯.৬	সিডিআর পর্যালোচনা	১৩০
৯.৭	আইপি ট্র্যাকিং	১৩১
৯.৮	LIC-এর ভূমিকা	১৩২

৯.৯	প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার	১৩২
৯.১০	Telephone Tapping	১৩২
৯.১১	ডিজিটাল সাক্ষ্য	১৩২
৯.১২	আলামত সংগ্রহে সাবধানতা	১৩৬
৯.১৩	বিভিন্ন প্রকার আলামত ও ডিজিটাল মিডিয়া	১৩৭
৯.১৪	কম্পিউটার এবং রিমুভেবল মিডিয়ার বিষয়ে সাবধানতা	১৩৭
৯.১৫	মেমোরি কার্ডের গুরুত্ব	১৩৭
৯.১৬	আলামত পরিবহন ও সংরক্ষণ	১৩৭
৯.১৭	আদালতে উপস্থাপনের জন্য মূল আলামতকে অক্ষুণ্ন রাখা ও কপিকৃত হার্ডড্রাইভ নিয়ে কাজ করা	১৩৭
৯.১৮	হার্ডডিস্ক হতে মুছে ফেলা তথ্য উদ্ধার	১৩৮
৯.১৯	তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক কম্পিউটার বা কম্পিউটার সামগ্রী জব্দ করাকালীন পূরণীয়	১৩৮

দশম অধ্যায়

১০ ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস

১০.১	তদন্তসংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট কী	১৪৩
১০.২	ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার পদ্ধতি	১৪৩
১০.৩	ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস কী	১৪৩
১০.৪	ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও উন্নতকরণ	১৪৩
১০.৫	ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ কেন প্রয়োজন	১৪৩
১০.৬	তদন্তের ক্ষেত্রে কোন কোন ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করতে হয়	১৪৪
১০.৭	রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব/চরমপন্থী সংশ্লিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের তথ্যাদি	১৪৮
১০.৮	ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি	১৪৮
১০.৯	বিশেষজ্ঞ মতামত	১৪৮
১০.১০	মেডিকোলিগ্যাল রিপোর্ট	১৪৯
১০.১১	ডকুমেন্টসমূহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি	১৪৯
১০.১২	বিশেষজ্ঞ মতামত ও মেডিকোলিগ্যাল রিপোর্ট-এর ক্ষেত্র সমূহ	১৪৯
১০.১৩	সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	১৪৯
১০.১৪	তদন্তকাজে প্রযোজ্য সাক্ষ্য আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি	১৫০

একাদশ অধ্যায়

১১ তদন্ত তদারকি

১১.১	তদন্ত তদারকি অফিসারের দায়িত্ব এবং অধিক্ষেত্র	১৫৯
১১.২	এসআর ও এমআর মামলা	১৬০
১১.৩	তদন্ত তদারকির সময়সীমা	১৬১
১১.৪	নিয়মিত ও আকস্মিক তদারকিকরণ	১৬২
১১.৫	তদন্তে সহযোগী অফিসের ভূমিকা নিশ্চিতকরণে তদারকি কর্মকর্তার করণীয়	১৬২
১১.৬	নির্দেশাবলি প্রদান	১৬২
১১.৭	তদন্ত তদারকি প্রতিবেদনের নমুনা	১৬২

দ্বাদশ অধ্যায়

১২ তদন্তের চূড়ান্ত পর্ব

১২.১	তদন্ত চূড়ান্তকরণ	১৬৯
১২.২	তদন্ত তদারককারী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান	১৬৯
১২.৩	পুলিশ রিপোর্ট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়	১৬৯
১২.৪	মামলার সূচি ও সাক্ষ্য স্মারকলিপি	১৭০
১২.৫	চার্ট অব এভিডেন্স	১৭০
১২.৬	ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান	১৭১
১২.৭	ফাইনাল রিপোর্টসমূহের মধ্যকার পার্থক্য	১৭২
১২.৮	অভিযোগপত্র	১৭২
১২.৯	সম্পূরক অভিযোগপত্র	১৭২
১২.১০	বাদী যখন নিজেই আসামি তখন করণীয়	১৭২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১৩ ডকেট ব্যবস্থাপনা

১৩.১	ডকেট কী?	১৭৫
১৩.২	ডকেট ব্যবস্থাপনা	১৭৫
১৩.৩	ডকেটের গোপনীয়তা ও প্রয়োজনীয়তা	১৭৫
১৩.৪	ডকেটের অন্তর্ভুক্ত রেকর্ডসমূহ	১৭৬
১৩.৫	ডকেটের চেকলিস্ট	১৭৮
১৩.৬	ডকেট সংক্রান্ত জবাবদিহি	১৭৯
১৩.৭	ডকেট হস্তান্তরের নিয়মাবলি	১৭৯
১৩.৮	তদন্ত শেষে পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের সময় যে সকল ডকুমেন্ট ডকেট তৈরির মাধ্যমে আদালতে পাঠাতে হবে	১৭৯
১৩.৯	কেস ডকেট মোড়ককরণ	১৮০
১৩.১০	ডকেটের সারসংক্ষেপ	১৮০

চতুর্দশ অধ্যায়

১৪ তদন্ত-পরবর্তী পর্ব (বিচারিক)

১৪.১	মামলার সংক্ষিপ্তসার বা মামলার ব্রিফ	১৮৩
১৪.২	ব্রিফ সংশোধনের উপায়	১৮৩
১৪.৩	মামলার ব্রিফের নমুনা	১৮৩
১৪.৪	বিচারের জন্য মামলা প্রস্তুত করা	১৮৭
১৪.৫	ওয়ারেন্ট ব্যবস্থাপনা	১৮৯
১৪.৬	ওয়ারেন্ট তামিল	১৯০
১৪.৭	এনইআর দাখিল ও আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার	১৯০

১৪.৮	বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক মামলার কার্যক্রম স্থগিতকরণ	১৯৫
১৪.৯	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া	১৯৬
১৪.১০	মামলা প্রত্যাহার এবং আসামি প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া	১৯৮
১৪.১১	জেল প্যারেড	১৯৯

পঞ্চদশ অধ্যায়

১৫ বিচার-পরবর্তী কার্যক্রম

১৫.১	রায়ের কপি সংগ্রহ	২০৩
১৫.২	আলামত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মিস কেসের আবেদন	২০৩
১৫.৩	ফাইনাল মেমো	২০৩
১৫.৪	কেস ডকেটিং-এর ক্ষেত্রে সার্কেল এএসপির দায়িত্ব	২০৩
১৫.৫	পিআর স্লিপ বা পুলিশ নিবন্ধন কার্যক্রম	২০৫
১৫.৬	ভিসিএনবি-এর কার্যক্রম	২০৫
১৫.৭	ভিসিএনবি-এর শ্রেণিবিন্যাস	২০৫
১৫.৮	মোশন ও রিভিশন	২০৮
১৫.৯	বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কার্যক্রম	২০৮
১৫.১০	বিচার-পরবর্তী বিবিধ কার্যক্রম	২০৮

ষোড়শ অধ্যায়

১৬ পুলিশ, জনগণ ও মানবাধিকার

১৬.১	মানবাধিকার কী	২১১
১৬.২	মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা	২১১
১৬.৩	বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহের বিষয়ে জ্ঞানলাভ	২১১
১৬.৪	মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট পুলিশি কার্যক্রম	২১২
১৬.৫	পুলিশ-জনগণ সহযোগিতার ক্ষেত্র	২১৩
১৬.৬	তদন্তকাজে সামাজিক নেতৃবর্গের ভূমিকা	২১৩
১৬.৭	মৌলিক আইন প্রয়োগের ক্ষমতা, শক্তি প্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার	২১৩

সপ্তদশ অধ্যায়

১৭ পুলিশ ও গণমাধ্যম

১৭.১	পুলিশি কার্যক্রমে তথ্য অধিকারের প্রয়োগ	২১৭
১৭.২	তথ্য প্রকাশের উদ্দেশ্য	২১৭
১৭.৩	তথ্য প্রকাশের মাধ্যমসমূহ	২১৭
১৭.৪	তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য প্রকাশের সীমারেখা	২১৯
১৭.৫	তদন্তকালে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা	২২১

অষ্টাদশ অধ্যায়

১৮ তদন্ত কর্মকর্তার সহায়ক পরিপত্র ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা

১৮.১	তদন্তকার্যে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহের গুরুত্ব	২২৫
১৮.২	এফআইআর রুজু সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ	২২৫
১৮.৩	ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ	২২৫
১৮.৪	তল্লাশি এবং আলামত জব্দকরণের ক্ষেত্রে নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ	২২৭
১৮.৫	অপরাধী শনাক্তকরণ ও গ্রেপ্তার সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ	২২৭
১৮.৬	সুরতহাল রিপোর্ট সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ	২২৮
১৮.৭	পুলিশ রিপোর্ট সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ	২২৮
১৮.৮	বিবিধ নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ	২২৯
১৮.৯	মামলা তদন্তে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত কৌশল জনসম্মুখে প্রকাশ হতে বিরত থাকা	২৩০
১৮.১০	মামলা তদন্তসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইডি কার্ড নম্বর ব্যবহার	২৩০
১৮.১১	বিচারাধীন মামলা তদন্তে গাফিলতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুকরণ	২৩০
১৮.১২	ফৌজদারি মামলায় সরকারি পূর্বানুমতি	২৩০

ঊনবিংশ অধ্যায়

১৯ বিশেষ ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া

১৯.১	তদন্তের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তা	২৩৩
১৯.২	তদন্ত কার্যক্রমে ইন্টারপোল ও এনসিবির সহায়তা	২৩৩
১৯.৩	বিদেশে অবস্থানরত অপরাধীদের বিষয়ে করণীয়	২৩৪
১৯.৪	ইন্টারপোল নোটিশসমূহ এবং জারির উদ্দেশ্য	২৩৪
১৯.৫	রেড নোটিশ জারির প্রক্রিয়া	২৩৪
১৯.৬	রেড নোটিশ জারি পরবর্তী কার্যক্রম	২৩৫
১৯.৭	প্রবাসী বাংলাদেশিদের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তদন্ত পদ্ধতি	২৩৫
১৯.৮	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিদেশি নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের তদন্ত পদ্ধতি	২৩৫
১৯.৯	Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) স্বাক্ষরকৃত দেশসমূহের মধ্যকার সহযোগিতা	২৩৬
১৯.১০	সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কেসগুলোতে আইনের যেসব বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে	২৩৬

বিংশতিতম অধ্যায়

২০ পরিশিষ্ট

২০.১	বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার জন্য তফসিলভুক্ত অপরাধ	২৩৯
২০.২	এজাহারের নমুনা	২৪১
২০.৩	এফআইআর ফরম	২৪২
২০.৪	সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী স্বীকারোক্তি গ্রহণ	২৪৩

২০.৫	নমুনা জব্দ তালিকা	২৪৩
২০.৬	আহত ব্যক্তির জখমি সনদপত্র সংগ্রহ করার জন্য আবেদনপত্রের নমুনা	২৪৫
২০.৭	নমুনা সুরতহাল প্রতিবেদন	২৪৫
২০.৮	গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা সংক্রান্ত একটি অপমৃত্যু মামলার সুরতহালের নমুনা	২৪৬
২০.৯	জব্দকৃত আলামত বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণের জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদনের নমুনা	২৪৮
২০.১০	আলামত পরীক্ষার জন্য ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র	২৪৯
২০.১১	নিহত ব্যক্তির ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রদানের জন্য নমুনা আবেদনপত্র	২৪৯
২০.১২	এক্সপ্রেস লেটার (ডাকাতি বা এসআর মামলার ক্ষেত্রে)	২৫০
২০.১৩	ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দি নমুনা ফর্দ	২৫০
২০.১৪	সাক্ষী, অভিযুক্ত ও জামিনদারদের জন্য নমুনা অঙ্গীকারনামা ও জামিননামা	২৫১
২০.১৫	কাঃ বিঃ ১৬০ ধারা অনুযায়ী পুলিশ অফিসার কর্তৃক সমনের নমুনা	২৫১
২০.১৬	হত্যা মামলার আসামি কোর্টে প্রেরণ ও পুলিশ রিমান্ডের আবেদন	২৫২
২০.১৭	পুলিশ রিমান্ড শেষে আসামি আদালতে ফেরত পাঠানোর নমুনা ফরোয়ার্ডিং রিপোর্ট	২৫৩
২০.১৮	হত্যা মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবেদন	২৫৪
২০.১৯	সাক্ষ্য সংগ্রহকালে আসামির স্বীকারোক্তি	২৫৪
২০.২০	হত্যা মামলার সাক্ষ্যের তালিকা প্রস্তুত, তদন্ত ও তদারকির নির্দেশনাসমূহ	২৫৫
২০.২১	বিভিন্ন ধরনের চালানের নমুনা	২৬১
২০.২২	একটি হত্যা মামলার কেস স্টাডি	২৬১
২০.২৩	সাইবার ক্রাইম কেস তদন্ত বিষয়ক নমুনা কেস স্টাডি	২৬৭
২০.২৪	নরহত্যা মামলা তদন্ত	২৬৮
২০.২৫	বিগ কেস ম্যানেজমেন্ট	২৭৩
২০.২৬	ডাকাতি মামলার সাক্ষীর লিংক চার্ট	২৭৯
২০.২৭	সাক্ষ্য লিংক চার্ট	২৮০
২০.২৮	সিআইবি রেফারেন্স ফরম	২৮১
২০.২৯	বাংলাদেশ অপরাধ সমীক্ষা	২৮২
২০.৩০	গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের তদন্ত চেকলিস্ট	২৮৪

প্রথম অধ্যায়

তদন্ত: ধারণা ও পরিচিতি

তদন্ত: ধারণা ও পরিচিতি

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। পুলিশ অফিসার কর্তৃক তদন্ত ও অনুসন্ধান বিষয়ক পেশাগত ধারণা অর্জন
২। তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানলাভ
৩। তদন্তকারী হিসেবে পুলিশ ইউনিটের দায়িত্ব ও এখতিয়ার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

১.১ পটভূমি

ফৌজদারি মামলায় তদন্তের ক্ষমতা প্রধানত পুলিশের; যা ফৌজদারি কার্যবিধি, দণ্ডবিধি, পুলিশ আইনসহ দেশের প্রচলিত আইনসমূহ দ্বারা স্বীকৃত। দেশের আইন ও দণ্ডবিধি এবং প্রচলিত অন্যান্য আইন অপরাধ তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনসমূহ তদন্তকাজে গুরুত্বপূর্ণ। ফৌজদারি কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইনসহ অন্যান্য আইন ও বিধিবিধান, যা অপরাধীর বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোও অপরাধ তদন্তে সরাসরি ব্যবহার করা যায়। প্রচলিত আন্তর্জাতিক চর্চাসমূহও অপরাধ তদন্তকারীদের জন্য আইনগত ও কারিগরি দিক দিয়ে সহায়ক। বাংলাদেশ পুলিশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তদন্ত ইউনিট থানায় রুজুকৃত মামলার তদন্তভার নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত হয়ে তদন্তকার্য সমাপ্তিপূর্বক উক্ত থানার ক্রম নম্বর অনুযায়ী বিজ্ঞ আদালতে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করে। বাংলাদেশ পুলিশ-বহির্ভূত তদন্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইউনিটসমূহও অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট থানায় রুজুকৃত মামলার তদন্তভার গ্রহণপূর্বক তদন্ত সমাপ্তিতে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করে। তদন্ত ফলাফল গ্রহণে আদালত সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো তদন্ত ফলাফল আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হলে তা অধিকতর তদন্তের জন্য আদালত একই তদন্তকারী বা ভিন্ন কোনো তদন্তকারী অফিসার বা ইউনিটকে নির্দেশ দিতে পারেন।

১.২ তদন্তের সংজ্ঞা

আইনগত সংজ্ঞা

তদন্ত হচ্ছে সাক্ষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত কর্মকাণ্ড। কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহকল্পে পুলিশ অফিসার কর্তৃক কিংবা আদালতের নির্দেশে অন্য কারো দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমকে তদন্ত বলে।

ধারা-৪(১)(ঠ) ফৌঃ কাঃ বিঃ

বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা

প্রকৃত ঘটনাকে উদ্‌ঘাটনপূর্বক প্রাপ্ত সাক্ষ্য তথ্য ও যুক্তিনির্ভর উপায়ে আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করাকে তদন্ত বলে। একটি বৈজ্ঞানিক তদন্তে পাঁচটি ধাপ বিদ্যমান, যথা: সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্য সংগ্রহ, সমাধানকল্পে প্রস্তাবনা (Hypothesis), প্রস্তাবনা যাচাইকল্পে পরীক্ষাকরণ, ফলাফল বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

Investigation is reconstructing the incident with action (according to CrPC) before the court as far as possible with forensic support.

১.৩ অনুসন্ধান-এর সংজ্ঞা

অনুসন্ধান বা ইনকোয়ারি-এর সংজ্ঞা

অনুসন্ধান বা ইনকোয়ারি অর্থ কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত কর্তৃক বিচার কার্যক্রম বহির্ভূত অনুসন্ধান। ইনকোয়ারি অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেট অথবা আদালত কর্তৃক নির্দেশিত পুলিশ অফিসারের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে। পক্ষান্তরে, একটি তদন্ত পুলিশ অফিসার কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়।

ফৌঃ কাঃ বিঃ-এর ধারা ৪(১)(ট)

১.৪ তদন্তের উদ্দেশ্য

- কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না? ঘটে থাকলে কী ঘটনা?
- ঘটনার সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কে?
- অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধী চিহ্নিতকরণ।
- অপরাধী গ্রেপ্তার, লুণ্ঠিত মালামাল ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধারকরণ।
- অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহকরণ।
- তদন্ত শেষে অপরাধীকে বিচারে সোপর্দকরণ।
- ঘটনার সত্যতা উদ্‌ঘাটন।
- ঘটনার অভিমুখ উদ্‌ঘাটন।
- অপরাধের দায় নিরূপণ।
- অপরাধের মাত্রা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ।
- বিচার প্রক্রিয়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন।

১.৫ তদন্তকারী অফিসারের বৈশিষ্ট্য

একজন ভালো তদন্ত কর্মকর্তাকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী হতে হয়:

- নিরপেক্ষ এবং সংস্কারমুক্ত মন
- ঔৎসুক্য
- ভালো স্মৃতিশক্তি
- নিবিড় পর্যালোচনা ক্ষমতা
- বিশ্লেষণ ক্ষমতা
- যোগাযোগ দক্ষতা
- অন্যের সহযোগিতা অর্জনের ক্ষমতা
- আত্মপ্রত্যয়
- সততা ও নিষ্ঠা
- অধ্যবসায়
- অন্যকে শোনার মতো ধৈর্য থাকতে হবে। অর্থাৎ Patient hearing দেয়ার ধৈর্য থাকতে হবে।

তদন্তকালে একজন দক্ষ তদন্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবেন:

- **WHO?**
- **WHAT?**
- **WHERE?**
- **WHEN?**
- **WHY?**
- **HOW?**

১.৬ তদন্তের প্রকারভেদ

(ক) পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রমকে পুলিশি তদন্ত বলে। ধর্তব্য অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশি তদন্তের ফলাফল চার্জশিট বা ফাইনাল রিপোর্টের মাধ্যমে আদালতে দাখিল করতে হয়। অধর্তব্য অপরাধের বেলায় নন-এফআইআর প্রসিকিউশন রিপোর্ট দাখিল করতে হয়।

(খ) আদালত কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রমকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত (Judicial Inquiry) বলে।

(গ) সাধারণত আদালত নিজ উদ্যোগে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে থাকেন। এ ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ অভিযোগকারীদের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে থাকেন।

(ঘ) পুলিশ রিপোর্ট (চার্জশিট/ফাইনাল রিপোর্টের) বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ নারাজি দিলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হতে পারে।

(ঙ) আদালতের নির্দেশে পুলিশ যে কোন বিষয়ে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে।

১.৭ তদন্তের বিষয়বস্তু

তদন্তের মূল বিষয়বস্তু বা উপজীব্যগুলো হলো:

- এফআইআর
- জিডি
- আদালতের মাধ্যমে প্রাপ্ত পিটিশন বা অভিযোগ

তদন্তের বেশ কিছু মৌলিক ধরন আছে, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ তাদের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের সময় অবলম্বন করতে পারেন। যেমন–

ক. আইন বা অধ্যাদেশের আওতায় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, যেমন– ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, হত্যা, আঘাত, অবৈধ অস্ত্র, মাদকসংক্রান্ত, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, অপহরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তদন্ত।

খ. তদন্ত বা অনুসন্ধানের প্রয়োজনে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের চরিত্র, গ্রহণযোগ্যতা, ব্যক্তির অপরাধ ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে তদন্ত।

গ. কোনো বেআইনি পরিস্থিতি, যাকে অবহেলা করলে প্রথাগত অপরাধ সংঘটনের আশঙ্কা আছে, সে সম্পর্কে তদন্ত।

বেআইনি পরিস্থিতি বা অবস্থা বলতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি বোঝানো যেতে পারে:

মাদকদ্রব্য বিক্রয়, অবৈধ সম্পদ পরিবহন/পাচার, খারাপ ধরনের অপরাধ (জুয়া, পতিতাবৃত্তি), সড়কে দস্যুতা, দলবদ্ধ অপরাধ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, প্রতারণা ও জুয়া, জালিয়াতি, কম্পিউটার সম্পর্কিত অপরাধ। যদিও এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো নাগরিকের কাছ থেকে অভিযোগ আসার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ব-উদ্যোগে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এ রকম তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে ব্যক্তি পর্যায়ের অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ থেকে। এ সকল ক্ষেত্রে তদন্ত কার্যক্রমকে নিবারণমূলক পুলিশি কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের সময় কী খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন? উত্তর হচ্ছে, 'তথ্য-উপাত্ত'। তদন্তকারী কর্মকর্তা সংগৃহীত তথ্য থেকে কী ফলাফল আশা করেন? উত্তর হচ্ছে, 'সাক্ষ্য'। উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক, সকল তদন্তেরই উদ্দেশ্য থাকে তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন। তদন্ত কার্যক্রমকে সাক্ষ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে পরিচালিত না করে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে দেখা উচিত। সম্পূর্ণ কার্যক্রম এই বিশ্বাসে পরিচালনা করতে হবে যে, 'তথ্য থেকেই সাক্ষ্য আসে'। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, তদন্ত কার্যক্রম থেকে যত তথ্য পাওয়া যায় তন্মধ্যে আদালতে উপস্থাপিত তথ্যমূলক সাক্ষ্য নিতান্তই একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। একটি তথ্য আদালতে উত্থাপিত হওয়ার আগে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা, মূল্যায়ন এবং বাছাই করা হয়।

এই বাছাই প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত হয়, যেমন–

- আইন প্রয়োগকারী পর্যায়ে
- তদন্ত কার্যক্রমের ক্রমঊর্ধ্ব সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে
- ঘটনার গুরুত্ব ও ব্যাপ্তির ওপর নির্ভর করে প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে
- বিচারিক কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে: যার মধ্যে আছে দাখিলকৃত অভিযোগপত্র, মূল বিচার পর্বের পূর্ব পর্যন্ত প্রসিডিং, প্রাক-বিচারিক শুনানির প্রক্রিয়া এবং মূল বিচার পর্বের সময়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী আদালতে উপস্থাপনযোগ্য নয়। তথাপি, সংগৃহীত তথ্যাদি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে উপযুক্ত সাক্ষ্য নির্বাচনে সাহায্য করে। প্রতিটি তথ্যই কিছু না কিছু মূল্য রাখে।

তদন্তের দুই ধরনের প্রাথমিক উৎস আছে:

- জনগণ
- বস্তু

এগুলো এতই পৃথক যে, তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়নে প্রতিটি তথ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা। মূলত অপরাধসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা মানব আচরণের নিম্নরূপ আবেগসমূহ নিয়ে কাজ করেন:

- মনস্তাত্ত্বিক
- পরিবেশগত
- সামাজিক

ক্রাইমসিন তদন্তকারী কর্মকর্তা অথবা বিশেষজ্ঞগণ যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, তা হলো–

- কখনো মিথ্যা বলে না
- ভুল পথে চালিত করে না
- বিরুদ্ধাচরণ করে না

তদন্তকারী কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, পরস্পর নির্ভরশীল। সে জন্য তারা একে অন্যের দায়-দায়িত্বের বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। তারা কার্যক্ষেত্রে প্রায়োগিকভাবে সংশ্লিষ্ট এবং এ কারণেই এদের জন্য প্রয়োজন যথাযথ দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি অনুসরণ।

যথাযথ সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বাছাইয়ের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পরীক্ষাগার ও এর টেকনিশিয়ানদের দক্ষতার অভাব ও সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। সংগৃহীত উপকরণের সাক্ষ্য-মূল্য ও ব্যাপ্তি তদন্তকারী কর্মকর্তার যথাযথ দক্ষতার ওপর, তার ক্রাইমসিন থেকে উপাদান সংগ্রহ করার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। তদন্তকারী কর্মকর্তা যখন পরীক্ষার জন্য কোনো বস্তুকে পরীক্ষাগারে জমা দেবেন, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এর সাক্ষ্য-মূল্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা না থাকার জন্য তার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এটা উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন সময় দেখা গেছে, আদালতের কাছে জনগণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অপেক্ষা ক্রাইমসিন হতে সংগৃহীত উপাদানগুলোর সাক্ষ্য-মূল্য বেশি।

ক্রাইমসিন থেকে সংগৃহীত ফরেনসিক তথ্যসমূহের পাশাপাশি জনগণও ইঞ্জিনের মতো একটি তথ্যযন্ত্রকে চালিত করে। বিশেষ করে যখন বস্তুগত সাক্ষ্যের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। একজন তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তার তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বা ব্যর্থতার ভিত্তিতে ক্রমাগত মূল্যায়ন করা হয়। তার তথ্য সংগ্রহের উৎস হতে পারে জনগণ, অপরাধী, অপরাধের শিকার, সাক্ষী, ব্যক্তিগত উৎস এবং সাধারণ উৎস। এসব তদন্তমুখী উৎস বা সাক্ষ্যগুলোকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণির সকল স্তরের জনগণের সাথে মেশার যোগ্যতা রাখতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন চর্চা এবং এটা পরিশুদ্ধ হয় অভিজ্ঞতায়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সকল সদস্যকেই মনে রাখতে হবে, তার আশপাশে যে সমস্ত লোকজন বাস করে, কাজ করে এবং চলাফেরা করে তাদেরকে ভালোভাবে চিনতে হবে এবং নৈতিকভাবে তাদের সাথে কখনোই সমঝোতা করা যাবে না।

একজন অপরাধ তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই বাস্তবমুখী হতে হবে ও তদন্ত পরিচালনার সময় সব দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তার উচিত হবে ঘটনাকে অনুসরণ করে সঠিক পথে থাকা এবং পূর্বনির্ধারিত সমাপ্তিতে পৌঁছানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর জোর দিতে গিয়ে একটি তদন্তকে বাধাগ্রস্ত না করা। তাকে অবশ্যই সাক্ষ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সত্যকে খুঁজতে হবে।

১.৮ আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি

আরোহী পদ্ধতি (Inductive Reasoning) -এর সংজ্ঞা

আরোহী পদ্ধতি হলো পরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কতিপয় বিশেষ পর্যবেক্ষণ বা উপাত্ত পরীক্ষণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত পরিসরের একটি সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়।

অবরোহী পদ্ধতি (Deductive Reasoning) -এর সংজ্ঞা

অবরোহী পদ্ধতি হলো কোনো পূর্বানুমান পরীক্ষণের এমন একধরনের পদ্ধতি যেখানে একটি বিশেষ তত্ত্ব বা সাধারণ বিবৃতি দিয়ে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধারণা পরীক্ষণ শেষে একটি সুনির্দিষ্ট উপসংহারে উপনীত হওয়া যায়।

তদন্তে অবরোহী পদ্ধতি (Investigation Deduction Chart)

ক্রমিক	সম্ভাবনা	অগ্রাধিকার	বিয়োজন	সিদ্ধান্ত
১.	পায়ের ছাপ অথবা অঙ্গুলি ছাপ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে ওই ব্যক্তির জড়িত থাকার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।	সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদেরকে আটক করে ওইরূপ অঙ্গুলি ছাপ সংবলিত ব্যক্তি যদি পাওয়া যায়, তাহলে তার অঙ্গুলি ছাপ সংগ্রহ করে ঘটনাস্থলের ছাপ (যা পূর্বেই সংগৃহীত) বিশেষজ্ঞের কাছে মতামতের জন্য পাঠাতে হবে।	মূল সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে রেখে অপর সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।	বিশেষজ্ঞের মতামত যদি ইতিবাচক পাওয়া যায় তবে ওই ব্যক্তির ঘটনার সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।
২.	ওই ব্যক্তিকে যারা দেখেছে বা ওই ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে যারা বলেছে অথবা যারা নিকটবর্তী স্থান থেকে অনুসরণ করেছে, তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নেয়া প্রয়োজন।	যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ওই ব্যক্তিকে স্বচক্ষে দেখেছে তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নিতে হবে। দেখা সাক্ষী না পেলে অনুসরণকারীর সাক্ষ্য নিতে হবে।	যে ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে কারো মাধ্যমে শুনে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার বক্তব্য বাদ দিতে হবে।	ঘটনাটি যারা সরাসরি দেখেছে তাদের কাছ থেকে গৃহীত সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে। অপরাধীর অপরাধের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হবে।
৩.	ওই ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে ঘটনাস্থলে কিছু কাগজপত্র ফেলে রেখে যায়, যার মধ্যে তার নিজের হাতে লেখা একটি চিরকুট ছিল।	অপরাধীর নিজের হাতে লেখা চিরকুট।	অন্য কারো হাতের লেখা বা অন্যান্য কাগজপত্র।	অপরাধীর নিজের লেখা চিরকুট, হস্তলিপি বিশারদ দ্বারা পরীক্ষাপূর্বক মতামত সংগ্রহ করতে হবে। অপরাধীর অপরাধের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হবে।

১.৯ তদন্তে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের ক্ষমতা ও এখতিয়ার

- ফৌজদারি মামলা তদন্তের ক্ষমতা প্রধানত পুলিশের। যা দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত। কাঃ বিঃ ১৫৪ ধারামতে, কোনো ধর্তব্য অপরাধের সংবাদ প্রাপ্তির পর একমাত্র স্থানীয় থানাতেই মামলা রেকর্ড হয়ে থাকে। এরূপ মামলা রেকর্ড হবার পর কাঃ বিঃ ১৫৬ ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশই মামলাটি তদন্তের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় এবং কাঃ বিঃ ১৭৩ ধারা মতে প্রদত্ত পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি বিচারের জন্য আমলে নেন।

- কোনো কারণবশত যদি থানা পুলিশ কর্তৃক সুষ্ঠু তদন্ত পরিচালনায় ব্যত্যয় ঘটে, সে ক্ষেত্রে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মামলার তদন্ত গোয়েন্দা পুলিশের ওপর ন্যস্ত করতে পারেন। অতঃপর গোয়েন্দা পুলিশও থানার মতো একই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হয়।

- পুলিশের অপর একটি বিশেষ তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি। থানা পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা পুলিশের তদন্তের পাশাপাশি আন্তঃজেলা অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ হলে কিংবা বাদীপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের তদন্তের দায়িত্ব সিআইডি পুলিশকে দেয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া সিআইডি পুলিশের কতিপয় তফসিলভুক্ত অপরাধ আছে যার বর্ণনা পিআরবি রুল ৬১২ বিধিতে বিধিবদ্ধ করা আছে, সেগুলো থানা পুলিশের তদন্ত সঠিকভাবে না এগোলে সিআইডি কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগে সেগুলোর তদন্ত নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রেও সিআইডি পুলিশ কাঃ বিঃ ১৫৬ ধারার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

- পুলিশের যে সংস্থাই তদন্ত করুক না কেন পুলিশের তদন্তের উক্তরূপ বিধিবদ্ধ ক্ষমতা কাঃ বিঃ ১৫৬ ধারা মতে স্বীকৃত, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবার সুযোগ আইনানুগভাবে নেই। উপধারা (২)-এ এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

- পুলিশের তদন্তের ফলাফল আদালতকে অবহিত করা হয় পুলিশ রিপোর্টের মাধ্যমে। সেটি একমাত্র চার্জশিট কিংবা ফাইনাল রিপোর্ট আকারে প্রদান করা হয়। পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কোনো কর্তৃপক্ষ এমনকি আদালতও তদন্ত সম্পর্কে কোনোরূপ মন্তব্য করতে পারেন না।

- পুলিশের তদন্ত কার্যক্রম শুরু হবার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত যেকোনো ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য লিখিত নোটিশ/সমন দিতে পারেন। [কাঃ বিঃ ১৬০ ধারা] অতঃপর এরূপ সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য এবং প্রয়োজনে আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বন্ড দিতে বাধ্য। [কাঃ বিঃ ১৭০(২)]

- মামলা তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজ থানা এলাকার বাইরে যেকোনো এলাকায় গমন করতে পারবেন। মামলার আলামত কিংবা চোরাই মালামাল উদ্ধার কার্যে কিংবা আসামি গ্রেপ্তারের জন্য যেকোনো এলাকায় গমন করতে পারেন এবং যেকোনো স্থানে তল্লাশি চালাতে পারেন। এরূপ কার্যে কারো পূর্বানুমতির প্রয়োজন পড়ে না। [কাঃ বিঃ ১৬৫ ও ১৬৬ ধারা এবং পিআরবি রুল-২৮০, ১ম খণ্ড]

- অধর্তব্য অপরাধের সংবাদ প্রাপ্তির পর আদালতের অনুমতি ছাড়া তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা পুলিশের নেই। বিষয়টি সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করে তদন্ত পরিচালনার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। অতঃপর আদালতের অনুমতি পাওয়া গেলে পুলিশি তদন্তের বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হবে। [কাঃ বিঃ ১৫৫ ধারা এবং পিআরবি রুল-২৬৮]

- ধর্তব্য আপরাধের মামলায় আসামিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তার রয়েছে। কাঃ বিঃ ৫৪(১) ধারা এবং পিআরবি রুল-৩১৬। কিন্তু অধর্তব্য অপরাধের মামলায় আসামি গ্রেপ্তারের পূর্বে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আবশ্যক।

- আসামি গ্রেপ্তার কিংবা আলামত উদ্ধার অথবা চোরাই মাল উদ্ধারকল্পে পুলিশ যেকোনো স্থানে বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি করতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে যেকোনো স্থানে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক তথায় প্রবেশের অনুমতি প্রদানে বাধ্য। যদি সংশ্লিষ্ট স্থাপনা বন্ধ থাকে এবং প্রবেশের অনুমতি যথাযথভাবে চাওয়ার পরও না পাওয়া যায় তাহলে সেখানকার দরজা-জানালা পর্যন্ত ভেঙে পুলিশ তথায় প্রবেশ করতে পারে। [ধারা ৪৬-৪৯ কাঃ বিঃ]। যেকোনো স্থানে তল্লাশিকালীন সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক/দখলদারকে তল্লাশিতে হাজির থাকতে দিতে হবে এবং স্থানীয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে তল্লাশিতে সাক্ষী হবার জন্য ডাকতে হবে। [ধারা ১০২/১০৩ কাঃ বিঃ]। পুলিশের এরূপ আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৭৪ ধারা মতে প্রসিকিউশন দাখিল করা যাবে।

- তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামি গ্রেপ্তারের পর ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনে নিজ হেফাজতে রাখতে পারেন [কাঃ বিঃ ৬১ ধারা]। অতঃপর যদি আরো জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হয় কিংবা চোরাই মালামাল/আলামত উদ্ধারকল্পে পুলিশের সঙ্গে আসামিদের উপস্থিতি আবশ্যক হয় সে ক্ষেত্রে আসামিকে অতিরিক্ত সময়ের জন্য আদালতে আবেদন করে পুলিশ রিমান্ডে আনা যেতে পারে। বিভিন্ন দফায় এরূপ পুলিশ রিমান্ডের মেয়াদ ১৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে। অবশ্য মনে রাখতে হবে– যদি আদালত থেকে আসামিকে পুলিশ রিমান্ডে গ্রহণ করা হয় তাহলে রিমান্ডকাল গণনার দিন পরের দিন থেকে শুরু হবে। অপরদিকে, জেলখানা হতে আসামি রিমান্ডে নেয়া হলে যেহেতু কারা কর্তৃপক্ষ সকালেই আসামি হস্তান্তর করে থাকেন সেহেতু ওই দিন থেকেই রিমান্ডকাল গণনায় ধরতে হবে। তবে তদন্তকারী কর্মকর্তার রিমান্ডের উদ্দেশ্য সফল হলে রিমান্ডের মেয়াদ হাতে থাকা সত্ত্বেও আসামিকে অহেতুক পুলিশ হেফাজতে না রেখে আদালতে পাঠিয়ে দেয়াই উত্তম। [ধারা-১৬৭ কাঃ বিঃ এবং পিআরবি রুল-৩২৪]

- একজন তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রধান দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট মামলার ভিকটিম/ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুরক্ষা দেয়া এবং সহায়তা করা। ভিকটিমকে আশ্বস্ত করা যে, ভবিষ্যতে তিনি আর কোনো ক্ষতির শিকার হবেন না এবং পুলিশ সার্বক্ষণিক তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তাহলেই তদন্তকার্যে ভিকটিমের সহায়তা পাওয়া যাবে। অন্যথায় ভিকটিম কোনোরূপ তথ্য প্রদানে বিরত থাকবে। ফলে তদন্তকার্য ব্যাহত হবে।

- বিশেষত নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলায় ভিকটিম বা দণ্ডবিধিতে বর্ণিত শারীরিক জখমের মামলার ভিকটিমদের শারীরিকভাবে পরীক্ষা করার অধিকার তদন্তকারী কর্মকর্তার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের পরীক্ষা করার জন্য মহিলা পুলিশ কিংবা অপর কোনো মহিলাকে ব্যবহার করতে হবে, যেন কোনো প্রকার শালীনতা বিঘ্নিত হবার প্রশ্ন না উঠতে পারে। ভিকটিমদেরকে চিকিৎসা কিংবা ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর জন্য এবং প্রয়োজনে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট উপস্থাপনের জন্য মহিলা পুলিশের সাহায্য নেয়া বাঞ্ছনীয়।

- মামলার তদন্তকালীন আসামি গ্রেপ্তারের ব্যাপক ক্ষমতা যেভাবে আইনে পুলিশকে দেয়া হয়েছে তদ্রূপ গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া না গেলে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়ার ক্ষমতাও পুলিশের রয়েছে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট আসামি জামিন দেয়ার ব্যাপারে যেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও একই রূপ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। [ধারা-৪৯৬, ৪৯৭(২) কাঃ বিঃ]

- মামলা তদন্তের পর্যায়ে যদি কোনো গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের মতো পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে আসামিকে অহেতুক হাজতবাস না করিয়ে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল করা যেতে পারে। [কাঃ বিঃ ১৬৯ ধারা]

- থানায় দায়েরকৃত মামলা ছাড়াও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরাসরি আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। আদালতে দায়েরকৃত মামলাকে সি আর কেস বলা হয়। আদালত সরাসরি মামলা আমলে নিয়ে আসামির বিরুদ্ধে সমন/ওয়ারেন্ট দিতে পারেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্তব্য অপরাধের বেলায় আদালত সংশ্লিষ্ট অভিযোগ এফআইআর হিসেবে গণ্য করে তদন্তের ব্যবস্থা করার জন্য থানা পুলিশের নিকট পাঠিয়ে থাকেন। এরূপ মামলার তদন্তের ক্ষেত্রেও পুলিশকে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হয়।

- পুলিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিচার বিভাগীয় তদন্তে অভিযুক্ত ব্যতিরেকে একজন পুলিশ অফিসার সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন (পিআরবি রুল-২৯)।

- পিবিআই পুলিশের নবসৃষ্ট একটি বিশেষায়িত তদন্ত সংস্থা। থানা পুলিশের ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পাশাপাশি পিবিআই নিজস্ব তফসিলভুক্ত অপরাধের তদন্ত পরিচালনা করে। এ ছাড়াও আদালত এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত মামলার তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য ক্ষমতাবান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর)

প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর)

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। প্রাথমিক তথ্য বিবরণী বা এফআইআর সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন
২। এফআইআর গ্রহণকালে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞানলাভ
৩। এফআইআর-এর সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

২.১ আমলযোগ্য বা ধর্তব্য অপরাধ

ফৌজদারি কার্যবিধি অথবা কোনো বিশেষ আইনবলে যে সমস্ত অপরাধের অপরাধীদেরকে পুলিশকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেগুলো ধর্তব্য অপরাধ বলে বিবেচিত। দণ্ডবিধিতে বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে ধর্তব্য অপরাধ বলতে ফৌজদারি কার্যবিধির ২য় তফসিল মোতাবেক চিহ্নিত অপরাধসমূহকে বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য সকল আইনে ধর্তব্য অপরাধকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.২ এফআইআর -এর সংজ্ঞা

এফআইআর বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী	কোনো ধর্তব্য অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ-এর নিকট কোনো সংবাদদাতা প্রথমে যে সংবাদ দেন তা বিপি ফরম নং-২৭ মোতাবেক থানার সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে সংবাদদাতাকে পাঠ করে শুনিয়ে তার স্বাক্ষর গ্রহণ করার পর অফিসার ইনচার্জ নিজ নাম স্বাক্ষর ও সিলমোহর দেবেন। উক্ত রেকর্ডকৃত তথ্যকে First Information Report (FIR) বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী বলা হয়। *সূত্র: ধারা-১৫৪ ফৌঃ কার্য বিঃ এবং পিআরবি রুল ২৪৩*

২.৩ এফআইআর -এর প্রকারভেদ

FIR মূলত দুই প্রকার: (ক) মৌখিক এবং (খ) লিখিত।

(ক) সংবাদদাতার মৌখিক বিবরণীর ভিত্তিতে থানার অফিসার ইনচার্জ কর্তৃক যে এফআইআর রুজু করা হয় তাকে মৌখিক FIR বলা হয়।

(খ) কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বাদী কর্তৃক প্রেরিত লিখিত দরখাস্তকে থানার অফিসার ইনচার্জ এফআইআর হিসেবে গণ্য করতে পারেন। কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতেও লিখিত অভিযোগ বা নালিশি পিটিশন দাখিল করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আদালত অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রাথমিক তদন্তপূর্বক বা সরাসরি এফআইআর হিসেবে গণ্য করার আদেশ দিতে পারেন। এ ধরনের এফআইআরকে লিখিত FIR বলা হয়।

২.৪ কোন ধরনের ঘটনায় এজাহার হবে

- বিষয়টি অবশ্যই কোনো ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য হতে হবে, রটনা নহে।
- ঘটনাটি বাংলাদেশের সীমানা এবং সংশ্লিষ্ট থানার সীমানা এলাকার মধ্যে সংঘটিত হতে হবে।
- ঘটনাটি অবশ্যই ধর্তব্য অপরাধ সম্পর্কিত হতে হবে।

২.৪.১ কোন ধরনের সংবাদকে এফআইআর হিসেবে গণ্য করা যাবে না: পিআরবি-২৪৩ (ঘ, ঞ)

- ডাকযোগে প্রেরিত পত্র
- এসএমএস
- টেলিফোন/মোবাইল ফোনে প্রেরিত তথ্য
- নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষরবিহীন আবেদন
- ফ্যাক্সবার্তা
- ই-মেইল
- পত্রপত্রিকার রিপোর্ট
- পিআরবি-২৫৪ অনুযায়ী ক্ষেত্রসমূহ

২.৪.২ নোট: গুজবের ভিত্তিতে এফআইআর রুজু করা যাবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে এফআইআর-এ অভিযোগকারীর স্বাক্ষর গ্রহণের এবং তার নাম-পরিচয় যাচাই করার সুযোগ থাকে না। এ সকল ক্ষেত্রে থানার অফিসার ইনচার্জ বিষয়টি জেনারেল ডায়েরিতে নোট করে তাৎক্ষণিকভাবে একজন অফিসারকে ঘটনাস্থলে প্রেরণপূর্বক যাচাই করে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রাথমিক অনুসন্ধানকারী পুলিশ অফিসার অথবা অফিসার ইনচার্জ নিজে বাদী হয়ে মামলা রুজু করতে পারবেন।

২.৫ এফআইআর বা প্রাথমিক তথ্য দাখিলকারীর সাথে আচরণ

(ক) এফআইআর তথ্য প্রদানকারীর সাথে অবশ্যই মার্জিত ও সুশীল আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।
(খ) এফআইআর তথ্য প্রদানকারী নিজে যদি ভিকটিম হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসাসহ (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে।
(গ) আসামি গ্রেপ্তার/মালামাল উদ্ধারের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(ঘ) অপরাধীদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাজনিত হুমকি থাকলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(ঙ) বাদীকে এফআইআর-এর কপি প্রদান করতে হবে।
(চ) তদন্ত শেষে বাদীকে তদন্ত ফলাফল জানাতে হবে।
(ছ) এফআইআর প্রদানকারী/বাদীকে আস্থায় এনে তদন্তসহায়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।
(জ) ভিকটিম নারী/ শিশু অথবা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী (নৃগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু) হলে তাদের সঙ্গে জেন্ডার সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে।

২.৬ এফআইআর নেয়ার পদ্ধতি

- ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকটস্থ ব্যক্তি, যিনি ঘটনা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত এমন সুস্থ, সচেতন, সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি স্বপ্রণোদিত হয়ে অফিসার ইনচার্জের নিকট এফআইআর দায়ের করতে পারবেন। অফিসার ইনচার্জ ঘটনাস্থলে প্লেইন পেপার এজাহার গ্রহণ করতে পারবেন।
- ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারা মোতাবেক লিখিত অথবা মৌখিক যেভাবেই সংবাদ আসুক না কেন, থানার অফিসার ইনচার্জ নিজে অথবা তার নির্দেশ মোতাবেক অন্য কোনো অফিসার থানায় রক্ষিত রেজিস্টার বহিতে পিআরবি রুল ২৪৩-এ প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বিপি ফরম নং ২৭-এ এফআইআর লিপিবদ্ধ করবেন :
- থানার অফিসার ইনচার্জ ঘটনাস্থলে সাদা কাগজে এফআইআর গ্রহণপূর্বক থানায় প্রেরণ করে এজাহার রেকর্ড করা।
- রেকর্ডকৃত তথ্য সংবাদদাতাকে পাঠ করে শুনিয়ে তাতে সংবাদদাতার স্বাক্ষর/টিপসহি গ্রহণ করা।
- থানার অফিসার ইনচার্জ কর্তৃক উক্ত এফআইআর-এ তারিখসহ স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করা।
- এফআইআর সংবাদদাতার নিজ বর্ণনা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করা।
- ঘটনা সংঘটনের এবং থানায় এফআইআর দায়ের করার মধ্যকার সময়ের উপযুক্ত ব্যাখ্যা এফআইআর-এ উল্লেখ করা।
- বাদী এবং আসামিদের নাম-ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট কলামে লিপিবদ্ধ করা।
- সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা এবং অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংশ্লিষ্ট কলামে উল্লেখ করা।
- ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও শনাক্তকৃত অভিযুক্ত অপরাধী এবং তাদের সহায়তাকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা।

- প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আসামিদের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর প্রথম পাতার ২ নং কলামে অন্তর্ভুক্ত করা।
- পরোক্ষভাবে জড়িত অপরাধী এবং সন্দিগ্ধদের নাম ২য় পৃষ্ঠার বিবরণীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা।
- ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, আহত, নিহত, ক্ষতিগ্রস্ত, ভিকটিমদের পূর্ণ নাম-পরিচয় ও ঠিকানা বিবরণীতে উল্লেখ করা।
- ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি মামলায় লুণ্ঠিত/চোরাই মালামালের তালিকা, শনাক্তকরণ চিহ্নসহ বিস্তারিত বিবরণ, আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করা।
- আহত ও নিহত ব্যক্তির আহত-নিহতের কারণ, আঘাতের কারণে জখমের ধরন, আঘাতের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ উল্লেখ করা।
- ডাকাতি, দস্যুতাসহ সংঘবদ্ধ অপরাধীদের কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধের কর্মপদ্ধতি (Modus Operandi) অপরাধীর শারীরিক গঠনের বিবরণ, আচরণ, কথিত ভাষা, বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন, পোশাক, আনুমানিক বয়স, ব্যবহৃত অস্ত্র, আগমন-প্রস্থানের রাস্তা, অপরাধীদের সংখ্যা, কতক্ষণ অবস্থান করেছিল ইত্যাদি বিবরণে উল্লেখ করা।
- দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটনার ক্ষেত্রে মোট ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এবং পরিমাণ উল্লেখ করা।
- ঘটনার সময় বাদী, ভিকটিম ও সাক্ষীদের ঘটনাস্থলে উপস্থিতির কারণ, তাদের অবস্থানস্থল, আসামিদের শনাক্তকরণের মাধ্যম এবং কে, কীভাবে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা।
- অপরাধীদের কৃত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করা।
- ঘটনাস্থলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, ডাকাতি মামলার ক্ষেত্রে থানা হতে ঘটনাস্থলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ উল্লেখ করা।
- ঘটনাস্থলে অপরাধীদের ফেলে যাওয়া বস্তুগত সাক্ষ্যসহ সকল আলামতের বর্ণনা উল্লেখ করা।

বিঃ দ্রঃ নমুনা এজাহার ও এফআইআর ফরম পরিশিষ্ট-২০.২: ২০.৩-এ সংযুক্ত।

২.৭ এফআইআর-এর মূল উপাদানসমূহ

এফআইআর রুজু করার সময় অবশ্যই নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে:

'কী ঘটনা, কে করেছে, কীভাবে করেছে, কোথায় করেছে, কখন করেছে, কে দেখেছে, কী দেখেছে, কে সহায়তাকারী ছিল'

কে	:	(১) কে/কারা অপরাধ সংঘটন করেছে (অপরাধীর বিস্তারিত পরিচয়)। (২) কে/কারা অপরাধ সংঘটন করতে দেখেছে/শুনেছে।
কী	:	কী ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ।
কখন	:	কখন ঘটনা ঘটেছে (অপরাধ সংঘটনের সংবাদ পুলিশ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে জানানোর সময়)।
কোথায়	:	ঘটনাস্থল, বস্তুগত সাক্ষ্য প্রাপ্তিস্থলের বিস্তারিত বিবরণ ইত্যাদি।
কীভাবে	:	ঘটনা কীভাবে, কীসের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং মোডাস অপারেন্ডি কী?
কেন	:	ঘটনাটি সংঘটনের পেছনে জানা মতে বা সম্ভাব্য কী কী কারণ ছিল?
সহায়তাকারী	:	অপরাধ সংঘটনকালে অপরাধীর সহায়তাকারী কে/কারা ছিল, তাদের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসমূহ কী ছিল তার বর্ণনা।

এফআইআর-এ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সন্নিবেশ করতে '11 W' পদ্ধতিতে সংবাদদাতাকে পরীক্ষা করা যেতে পারে, যথা:

1st W	What information do you want to give?
2nd W	What capacity? (a) eye witness (b) hearsay
3rd W	Who committed? (with physical and social description)
4th W	Whom?
5th W	When?
6th W	Where? (including the direction and distance from the police station)
7th W	Why?
8th W	How? (a) Details of act or acts by each accused (b) Description of arms and weapons used (C) Modus operandi (d) Modes of arrival and departure with direction of the offenders from the crime scene (e) Description of the vehicle if any used by the offenders (f) Description of the injury of the victim and the offender, if any;
9th W	Who witnessed (details with sequence and activities done in the crime scene)
10th W	What they (accused) carried? (Right and title of the stolen property with documents)
11th W	What they (accused) left? (Detailed description)

২.৮ এফআইআর ফরম পূরণকালে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

এফআইআর ফরম পূরণের সময় ফরমে বিবৃত সকল কলাম যথাযথভাবে পূরণসহ নিম্নে বর্ণিত তথ্যসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে:

(ক) থানা ও জেলার নাম।
(খ) মামলার মাসিক ক্রমিক নম্বর ও বাৎসরিক ক্রমিক নম্বর।
(গ) এজাহার গ্রহণের তারিখ ও সময়।
(ঘ) এজাহার থানা হতে কোর্ট/পুলিশ সুপার অফিসে প্রেরণের তারিখ ও সময়।
(ঙ) ঘটনাস্থলের নাম, অবস্থান, থানা হতে দূরত্ব ও দিক, মৌজা/বিট নং।
(চ) সংবাদদাতা/অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর (জাতীয় পরিচয়পত্র থাকলে, পরিচয়পত্র নং)।
(ছ) অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা।
(জ) ধারাসহ অভিযোগ এবং লুণ্ঠিত মালের বিবরণসহ তালিকা।
(ঝ) তদন্তের জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থা এবং এজাহার রেকর্ডে বিলম্বের কারণ।
(ঞ) মামলার বিচার শেষে ফলাফল সন্নিবেশ করার জন্য নির্দিষ্ট কলাম খালি রাখা।
(ট) মামলা রেকর্ডিং অফিসারের স্বাক্ষর, তারিখ, পদমর্যাদা ও বিপি নং।
(ঠ) লিখিত ও মৌখিক উভয় প্রকার এজাহারের ক্ষেত্রে সংবাদদাতার স্বাক্ষর/টিপসহি এবং এজাহার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর।
(ড) বাদীর পক্ষে যিনি এজাহার নিয়ে আসবেন তাকে পুলিশ অফিসারের সামনে লিখিত দিতে হবে। আমি বাদীর স্বাক্ষর চিনি, শনাক্ত করে নাম ঠিকানাসহ স্বাক্ষর করবেন। তদন্তকালে তার জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে নিতে হবে।

তা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে

- ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও শনাক্তকৃত অভিযুক্ত অপরাধী এবং তাদের সহায়তাকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা।
- প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আসামিদের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর প্রথম পাতার ২ নং কলামে অন্তর্ভুক্ত করা।
- পরোক্ষভাবে জড়িত অপরাধী এবং সন্দিগ্ধদের নাম ২য় পৃষ্ঠার বিবরণীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা।
- ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, আহত, নিহত, ক্ষতিগ্রস্ত, ভিকটিমদের পূর্ণ নাম-পরিচয় ও ঠিকানা বিবরণীতে উল্লেখ করা।
- ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি মামলায় লুণ্ঠিত/চোরাই মালামালের শনাক্তকরণ চিহ্নসহ বিস্তারিত বিবরণ, আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করা।
- আহত-নিহত ব্যক্তির আহত-নিহতের কারণ, আঘাতের কারণে জখমের ধরন, আঘাতের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ উল্লেখ করা।
- ডাকাতি, দস্যুতাসহ সংঘবদ্ধ অপরাধীদের কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধের কর্মপদ্ধতি (Modus Operendi) শারীরিক গঠনের বিবরণ, আচরণ, কথিত ভাষা, বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন, পোশাক, আনুমানিক বয়স, ব্যবহৃত অস্ত্র, আগমন-প্রস্থানের রাস্তা, অপরাধীদের সংখ্যা, কতক্ষণ অবস্থান করেছিল ইত্যাদি বিবরণে উল্লেখ করা।
- দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটনার ক্ষেত্রে মোট ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এবং পরিমাণ উল্লেখ করা।
- ঘটনার সময় বাদী, ভিকটিম ও সাক্ষীদের ঘটনাস্থলে উপস্থিতির কারণ, তাদের অবস্থানস্থল, আসামিদের শনাক্তকরণের মাধ্যম এবং কে, কীভাবে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা।
- অনেক মামলার ঘটনায় বাদী বা সাক্ষীগণ অপরাধীর শারীরিক, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা প্রদান করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে এজাহারে বাদী বা সাক্ষীগণ পরবর্তীতে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে দেখলে চিনতে পারবে মর্মে এজাহারে উল্লেখ করতে হবে। তা না হলে পরবর্তীতে শনাক্তকরণ মহড়া আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
- অপরাধীদের কৃত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসহ উল্লেখ করা।

২.৯ এফআইআর-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি

(ক) এফআইআর দায়ের করার সময় 'কী ঘটনা, কে করেছে, কীভাবে করেছে, কোথায় করেছে, কখন করেছে, কে দেখেছে, কী দেখেছে, কে সহায়তাকারী ছিল'– এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা। এফআইআরে এ সকল বিষয়ের একটিরও অনুপস্থিতি বড় ত্রুটি।
(খ) এফআইআর রেকর্ড করে বাদীকে পাঠ করে না শোনানো।
(গ) থানায় উপস্থিত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কর্তৃক এফআইআর রেকর্ড না করা।
(ঘ) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এবং চোরাই/লুণ্ঠিত মালামালের শনাক্তকরণ চিহ্ন, আনুমানিক মূল্যসহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা উল্লেখ না করা।
(ঙ) বাদীর ভাষা পরিবর্তন করা।
(চ) একাধিক দিনে সংঘটিত ঘটনায় একটি মামলা রুজু করা।
(ছ) আহত/নিহত ব্যক্তির আহত/নিহতের কারণ, ব্যবহৃত অস্ত্রের ধরন এবং জখমের প্রকৃতি উল্লেখ না করা।
(জ) এফআইআর রুজুতে বিলম্বের কারণ উল্লেখ না করা।
(ঝ) অসতর্ক জিজ্ঞাসাবাদ ও তাড়াতাড়ি এজাহার করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ পড়া।
(ঞ) না বোধক এবং পরস্পরবিরোধী কথা লিপিবদ্ধ করা।
(ট) অপরাধ প্রক্রিয়া উল্লেখ না করা।
(ঠ) অভিযুক্তের সার্বিক বর্ণনা এবং শনাক্তকরণ চিহ্ন বাদ পড়া।
(ড) সাক্ষীদের অবস্থান বা চাক্ষুষ সাক্ষীর নাম বাদ পড়া।
(ঢ) চোরাই মালের মূল্য বা ক্ষতির মূল্য উল্লেখ না করা
(ণ) অপরাধীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আচরণ উল্লেখ না করা।

(ত) অপরাধী শনাক্তকরণের পরিস্থিতি উল্লেখ না করা।
(থ) অপরাধের পূর্বে অপরাধীদের সমবেত হওয়ার স্থানে বা অপরাধস্থলে ফেলে যাওয়া বস্তুগত সাক্ষ্য সম্পর্কে উল্লেখ না করা।
(ধ) এজাহারে এজাহারদাতার বা এজাহার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি না থাকা।
(ন) অপরাধীদের আগমন ও প্রস্থান সম্পর্কিত সময় ইত্যাদি উল্লেখ না থাকা।
(প) অপরাধীদের কথোপকথনের ভাষা, আনুমানিক বয়স, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বর্ণনা না থাকা।
(ফ) মূল ঘটনার বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা না করা।

২.১০ এফআইআর নেয়ার ক্ষেত্রে করণীয়

- লিখিত অথবা মৌখিক যেভাবেই সংবাদ আসুক না কেন থানার অফিসার ইনচার্জ নিজে অথবা তার নির্দেশ মোতাবেক অন্য কোনো অফিসার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিপি ফরমে থানায় রক্ষিত রেজিস্টার বহিতে পিআরবি রুল ২৪৩-এ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে বিপি ফরম নং ২৭-এ এফআইআর লিপিবদ্ধ করবেন।
- থানার অফিসার ইনচার্জ উক্ত এফআইআর-এ তারিখসহ স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করবেন।
- ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও শনাক্তকৃত অভিযুক্ত অপরাধী এবং তাদের সহায়তাকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আসামিদের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর প্রথম পাতার ২ নং কলামে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- পরোক্ষভাবে জড়িত অপরাধী এবং সন্দিগ্ধদের নাম ২য় পৃষ্ঠার বিবরণীতে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে।
- ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, আহত, নিহত, ক্ষতিগ্রস্ত, ভিকটিমদের পূর্ণ নাম-পরিচয় ও ঠিকানা বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে।
- ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি মামলায় লুণ্ঠিত/চোরাই মালামালের শনাক্তকরণ চিহ্নসহ বিস্তারিত বিবরণ, আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।
- এফআইআর রেকর্ড করে বাদীকে পাঠ করে শোনাতে হবে।
- এফআইআর প্রদানকারীর সাথে মার্জিত ও সুশীল আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।
  এফআইআর রজুর পর CDMS এ-এন্ট্রি প্রদান করতে হবে।
  এফআইআর প্রদানকারী নিজে যদি ভিকটিম হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানসহ (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে।

২.১১ এফআইআর-এর সাক্ষ্য-মূল্য

সাক্ষ্য আইন-এর ৩২ ধারা মতে FIR-কে Relevant and Supporting Evidence হিসেবে করা গণ্য হয়। ঘটনা স্মরণ রাখার স্বার্থে বাদী এফআইআর-এর একটি কপি সংরক্ষণ করতে পারবেন।

নোট: বিচারকালে কোর্টে সাক্ষ্য প্রদানের সময় থানায় প্রদত্ত এজাহারের সাথে বাদীর প্রদত্ত জবানবন্দির অসঙ্গতিসমূহকে তার বিপক্ষে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। কাজেই এফআইআর রুজুর সময় যথাযথ সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে।

২.১২ এফআইআর প্রেরণ পদ্ধতি: (পিআরবি ২৪৬)

(ক) FIR থানায় রেকর্ড হওয়ার পরপরই এর মূল কপি অনতিবিলম্বে বিশেষ বাহক মারফত কগনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে। একই সঙ্গে প্রথম কার্বন কপি পুলিশ সুপারের নিকট এবং একটি স্পষ্ট কপি (কার্বন কপি নয়) সার্কেল এএসপিকে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) পার্শ্ববর্তী থানার সীমান্তে ০৩ (তিন) মাইলের মধ্যে সংঘটিত কোনো সংঘবদ্ধ অপরাধের (ডাকাতি, দস্যুতা, সিঁধেল চুরি, চুরি ইত্যাদি) মামলার এফআইআর-এর কপি সীমান্তবর্তী থানায় প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অফিসার ইনচার্জ এফআইআর প্রাপ্তির পর থানার জেনারেল ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করবেন, অপরাধ চিত্রে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২.১৩ বিবিধ

(ক) আইনের যথাযথ ধারায় মামলা রুজু করতে হবে

প্রকৃতপক্ষে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেটা বিবৃত করেই পেনালকোড অথবা সংশ্লিষ্ট আইনের বর্ণিত ধারায় মামলা রুজু করতে হবে।

নোট: ডাকাতি মামলাকে দস্যুতা অথবা চুরি এবং হত্যা মামলাকে আত্মহত্যা অথবা দুর্ঘটনা হিসেবে মামলা রুজু করা পেনালকোড ১৬৭/২১৮ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের ঘটনায় অনেক পুলিশ অফিসারকে বিভাগীয় মামলায় অথবা কোর্টে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

(খ) এজাহার গ্রহণে বিলম্ব অথবা অস্বীকৃতি আইনগত অপরাধ

কোনো সুস্থ, সচেতন, বিবেকবান এবং ধর্তব্য অপরাধের শিকার অথবা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কোনো ব্যক্তি থানায় হাজির হয়ে কোনো অভিযোগ করলে ঘটনার সত্যতা যাচাই করা বা অন্য কোনো অজুহাতে এজাহার গ্রহণে বিলম্ব করা আইনগত অপরাধ। এমনকি, গুরুতর আহত কোনো ব্যক্তির মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রাপ্তির অজুহাতেও মামলা রুজুতে বিলম্ব করা যাবে না। বরং এ ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণপূর্বক তার চিকিৎসার এবং সার্টিফিকেট সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন (পিআরবি ২৪৩ ও ৩১২)।

নোট: এফআইআর গ্রহণে বিলম্ব পেনালকোড-এর ১৬৬/২১৭ ধারার অপরাধ।

(গ) এফআইআর পরিবর্তন করা যাবে না

যেকোনো ধর্তব্য অপরাধের বিষয়ে থানায় এফআইআর রুজু হওয়ার পর হতে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাদীর নিকট থেকে সম্পূরক এফআইআর নিয়ে প্রাপ্ত তথ্য থানার সাধারণ ডায়েরিতে নোট করে মামলার নথিতে সন্নিবেশিত করে কোর্টকে অবহিত করতে হবে।
এফআইআর-এর যেকোনো ধরনের পরিবর্তন পেনালকোডের ২০৪ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমনকি একবার এফআইআর রেকর্ড করা হলে কোনোক্রমেই তা বাতিল করা যাবে না। [পিআরবি-২৪৩ (জ)]

(ঘ) মামলার ক্রমিক নম্বর

প্রতি থানায় প্রতি মাসের এবং প্রতিবছরের জন্য পৃথক পৃথক ক্রমিক অনুযায়ী মামলার নম্বর লিপিবদ্ধ হবে, এ ক্ষেত্রে ওপরে মাসিক ক্রমিক নম্বর এবং নিচে বাৎসরিক ক্রমিক নম্বর বসিয়ে সংশ্লিষ্ট ধারায় রুজুকৃত মাসিক ও বাৎসরিক মামলার হিসাব রাখতে হবে।

(ঙ) এসআর মামলা হৈচৈ নোটিশ, জরুরি বার্তা এবং সিআইবি রেফার করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট

ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। ক্রাইমসিন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ
২। প্রথম সাড়া প্রদানকারী ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ক্রাইমসিন সংক্রান্ত সম্যক ধারণা অর্জন
৩। ক্রাইমসিন সার্চিং পদ্ধতি ও চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন

৩.১ ক্রাইমসিন কী

ক্রাইমসিন-এর সংজ্ঞা

ক্রাইমসিন বলতে অপরাধ সংঘটনস্থল এবং ওই অপরাধটির সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সাক্ষ্য-প্রমাণাদি থাকতে পারে এমন কোনো স্থানকে বোঝায়। ক্রাইমসিন শব্দটিতে কোনো ব্যক্তি, বাড়ি বা ঘর, গাড়ি বা দূরবর্তী কোনো স্থানও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ অপরাধসংশ্লিষ্ট আলামত, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি প্রাপ্তির স্থানসমূহকে ক্রাইমসিন বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ: একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে খুনের ঘটনা ঘটে। এটি অপরাধ সংঘটনের প্রাথমিক স্থান। খুনের ঘটনার স্থান হতে ০১ কিলোমিটার দূরত্বে রাস্তার পার্শ্বে পরিত্যক্ত গাড়িতে রক্তমাখা ছুরি পাওয়া যায়। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সেকেন্ডারি (দ্বিতীয়) ক্রাইমসিন হলো এটি এবং ২.৫ কি.মি. দূরত্বে সন্দিগ্ধদের বাড়ি থেকে রক্তমাখা জামা ও সেন্ডেল উদ্ধার হলো, এটি হলো টারসিয়ারি (তৃতীয়) ক্রাইমসিন। যদিও স্থানসমূহের অবস্থান অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রাথমিক স্থানের নিকটবর্তী নয়, কিন্তু স্থানসমূহ থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়ায় অপরাধের সঙ্গে অপরাধীর জড়িত থাকার বিষয়টি সুস্পষ্ট।

অপরাধের ধরন অনুসারে ক্রাইমসিন একাধিক হতে পারে (যথা: প্রাথমিক, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা আরো অধিক)।

৩.২ ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

মামলা তদন্তের সাফল্য নির্ভর করে সঠিকভাবে ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনার ওপর। এ ক্ষেত্রে ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব নিম্নরূপ:

(ক) ক্রাইমসিন অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করে।
(খ) ক্রাইমসিন হচ্ছে সর্বাধিক বস্তুগত আলামত প্রাপ্তির উৎসস্থল।
(গ) ক্রাইমসিনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেখা বা শোনা সাক্ষীদের উপস্থিতি থাকে।
(ঘ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্য, যেমন: ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফুটপ্রিন্ট বা ডিএনএ ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে অপরাধীকে শনাক্তকরণ এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধের দায় হতে মুক্ত করতে সাহায্য করে।
(ঙ) অপরাধীর মানসিক অবস্থা, অপরাধের প্রকৃতি ও ধরন প্রমাণে সহায়তা করে।
(চ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্য সংঘটিত অপরাধ প্রমাণ করতে পারে অথবা কোনো অপরাধের মূল উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যেমন: ধর্ষণের ক্ষেত্রে, ধর্ষিতার ছেঁড়া কাপড় এবং আঘাতসমূহ ধর্ষিতার আত্মরক্ষার চেষ্টা বা অসম্মতির পর্যাপ্ত প্রমাণ বহন করে।
(ছ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্যের কারণে অপরাধীকে ভিকটিম বা ক্রাইমসিনের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে দেখানো সম্ভব। উদাহরণ: সন্দেহভাজন ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র অথবা তার শরীরের কোনো স্থানে ভিকটিমের চুল।
(জ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্যের সাহায্যে অপরাধের সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ স্থাপিত হতে পারে। উদাহরণ: অপরাধ সংঘটিত হওয়ার স্থানে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে এবং এর ফলে পরবর্তীতে ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।
(ঝ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্য কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করতে পারে। উদাহরণ: কথিত ধর্ষণের ক্ষেত্রে, সংগৃহীত আলামতসমূহের ডিএনএ পরীক্ষা করার মাধ্যমে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

(ঞ) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্যের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য দৃঢ় হতে পারে।
উদাহরণ: কথিত আঘাতের ক্ষেত্রে, সন্দেহভাজন ব্যক্তির আঙুলের গাঁটের সাধারণ আঘাতের ফলে ভিকটিমের দাবি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যে, তাকে ঘুষি মারা হয়েছিল।

(ট) ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত বস্তুগত সাক্ষ্যের মুখোমুখি হলে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি স্বীকারোক্তি প্রদান করতে পারে।
উদাহরণ: সন্দেহভাজন ব্যক্তির নিকট থেকে চুরি হয়ে যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধার।

(ঠ) প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের তুলনায় বস্তুগত সাক্ষ্য বেশি নির্ভরযোগ্য। সহিংস অথবা কঠিন পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ যথাযথ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

৩.৩ ক্রাইমসিনের নিরাপত্তা

বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তে ক্রাইমসিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে আমরা ক্রাইমসিন সংরক্ষণ করি তা হলো, এর ফলে প্রাপ্ত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ, প্রকৃত অবস্থান ও অবস্থাতে পাওয়া যেতে পারে, যা আমাদেরকে ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করার ব্যাপারে এবং অপরাধটি কে সংঘটিত করেছে তা নির্ণয় করতে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

প্রতিটি সংস্পর্শেরই চিহ্ন থেকে যায়

ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ আলামত হিসেবে পরবর্তীতে আদালতে ব্যবহার করে অপরাধের সঙ্গে দোষী ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যেতে পারে। এ জন্য ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রকৃত অবস্থাতে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যখনই কোনো বস্তু অপর কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখনই কোনো না কোনো চিহ্ন পেছনে থেকে যায়। অপরাধের চিহ্নটি আঙুলের ছাপ, পদচিহ্ন অথবা এমন কিছু হতে পারে যার ফলে অপরাধের সঙ্গে অপরাধীর সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করা যায়।

৩.৩.১ প্রথম সাড়াদানকারীর (First Responder) দায়িত্ব

যে পুলিশ অফিসার প্রথম ক্রাইমসিনে উপস্থিত হয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তিনিই প্রথম সাড়াদানকারী। ক্রাইমসিন নিরাপত্তা বিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বস্তুগত সাক্ষ্যসমূহ ন্যূনতম দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। একটা ঘটনার প্রাথমিক সাড়াদানের বিষয়টি যথাসম্ভব দ্রুত এবং পদ্ধতিগতভাবে ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। প্রথম সাড়াদানকারী কর্মকর্তা অপরাধস্থলে পৌঁছানোর পর তিনি প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন করে ক্রাইমসিনের প্রকৃতি নির্ধারণ করবেন।

প্রাথমিক সাড়াদানকারী অফিসার (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে) অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সার্বিক সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গাড়ি, ঘটনা, সম্ভাব্য বস্তুগত সাক্ষ্যসমূহ এবং পরিবেশগত অবস্থা বিবেচনা করে ক্রাইমসিনে প্রবেশ করবেন।

প্রাথমিকভাবে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ লক্ষ্য করতে হবে

(ক) প্রথম সাড়াদানকারী অফিসারের প্রধান কাজ হলো যথাসম্ভব দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন, ক্রাইমসিনের চারদিকে তাৎক্ষণিকভাবে বেষ্টনী তৈরি করে ক্রাইমসিনের ভেতরে থাকা আলামতসমূহ যেটি যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় সংরক্ষণ করা।

(খ) অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা (যেমন: ঘটনার তারিখ, সময়, ভিকটিম/সন্দিগ্ধদের অবস্থান, নাম, ঠিকানা, আলামতের বর্ণনা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি)।

(গ) ক্রাইমসিনের যেকোনো পরিত্যক্ত বস্তু বা আলামত সম্পর্কে সতর্কতা।

(ঘ) অপরাধের চিহ্নসমূহ সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান করা এবং সম্পূর্ণ এলাকাকে (যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা এবং ক্রাইমসিনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সকল তথ্যসমূহ যদি থাকে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করা।

(ঙ) প্রাথমিক পর্যবেক্ষণসমূহ (দেখা, শোনা, গন্ধ) বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।

(চ) নিজ নিজ নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ সজাগ ও যত্নবান থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, অপরাধ সংঘটনের সমাপ্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অপরাধটি সংঘটিত হচ্ছে।

(ছ) অন্য কোনোভাবে মূল্যায়ন এবং নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘটনাস্থলকে ক্রাইমসিন হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

(জ) ক্রাইমসিন এন্ট্রিলগের কার্যক্রম শুরু করা।

(ঝ) ক্রাইমসিনে যেকোনো ব্যক্তি বা গাড়ি যার সাথে ঘটনার যোগসূত্র থাকতে পারে তার সম্পর্কে সতর্ক থাকা।

প্রাথমিক দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে অবশ্যই পর্যবেক্ষক হিসেবে অপরাধ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে হবে।

৩.৩.২ ক্রাইমসিনের নিরাপত্তা প্রণালি

(ক) ক্রাইমসিনে নিরাপত্তা এবং ক্রাইমসিন-সংশ্লিষ্ট সকলের শারীরিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করা প্রথম সাড়াদানকারী কর্মকর্তার অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব।

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিপজ্জনক ব্যক্তি বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থাকে চিহ্নিত করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(গ) অন্যান্য তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি হুমকি হতে পারে এমন কিছু না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা। অপরাধ তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত এলাকার শব্দ অথবা গন্ধ স্ক্যান করে তাদের নিরাপদ করতে হবে (যেমন: ক্ষতিকারক পদার্থসমূহের দিকে নজর দিতে হবে)। যদি তদন্ত এলাকায় কোনো গোপন ড্রাগ ল্যাবরেটরি, অন্য কোনো জীবনবিধ্বংসী জীবাণু, বিস্ফোরক এবং রাসায়নিক পদার্থ থাকে, সে ক্ষেত্রে ক্রাইমসিনে প্রবেশের পূর্বে এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সংবাদ দিতে হবে।

(ঘ) অপরাধের শিকার ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ, সাক্ষী এবং ক্রাইমসিন-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিয়ে একটি কর্মপন্থা তৈরি করতে হবে।

(ঙ) ক্রাইমসিন টিম তদন্তকারী অফিসারকে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করবে।

৩.৩.৩ জরুরি অবস্থায় করণীয় কার্যসমূহ

বিপজ্জনক যেকোনো অবস্থা বা ব্যক্তিবর্গকে নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে আহত ব্যক্তির চিকিৎসার দিকে নজর দেয়া। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহের যথাসম্ভব কম দূষণ নিশ্চিত করা।

(ক) আহত ব্যক্তি জীবিত থাকলে তার চিকিৎসার ধরন নিরূপণ করে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) সম্ভব হলে চিকিৎসক তলব করা।

(গ) চিকিৎসককে আহত ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা এবং ক্রাইমসিনে যাতে কোনো দূষণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন না হয় সে ব্যাপারে সচেতন করা।

(ঘ) চিকিৎসক আসার সাথে সাথে তার নাম, ঠিকানা, পদমর্যাদা, টেলিফোন নম্বর এন্ট্রিলগে লিপিবদ্ধ করা এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যেখানে চিকিৎসা দেয়া হবে তার সুযোগ-সুবিধা নিরূপণ করা।

(ঙ) যদি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে 'Dying declaration' বা 'মৃত্যুকালীন জবানবন্দি' নেয়ার ব্যবস্থা করা।

(চ) ঘটনাস্থলে ভিকটিম, সন্দেহজনক ব্যক্তি ও সাক্ষীদের বক্তব্য/মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা।

(ছ) যদি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোনো চিকিৎসালয়ে পাঠানো হয় তবে অবশ্যই একজন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার সাথে থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে অপরাধের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য লিপিবদ্ধ করা এবং সাক্ষ্য সংরক্ষণ করা যায়।

(জ) সম্ভব হলে তাৎক্ষণিক অডিও/ভিডিও/ছবি সংগ্রহ করা।

৩.৩.৪ ক্রাইমসিন নিরাপত্তা বিধানে জনসাধারণের ভূমিকা

ক্রাইমসিন নিরাপত্তায় জনসাধারণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যেকোনো ঘটনা ঘটার পরপরই ভিকটিম ও ভিকটিমের আপনজন, প্রতিবেশী ও স্থানীয় জনতা প্রথম ক্রাইমসিনে পৌছান। তাদের অজ্ঞতা এবং তারা আবেগতাড়িত হয়ে ক্রাইমসিনে থাকা অনেক বস্তুগত আলামত দূষণ/নষ্ট করে ফেলেন। অনেক সময় অপরাধীরাও ক্রাইমসিনে সাধারণ জনতার সাথে প্রবেশ করে গুরুত্বপূর্ণ আলামত গোপনে সরিয়ে ফেলে কিংবা দূষণ করে দেয়। দেশের সাধারণ মানুষ প্রধানত ক্রাইমসিন দূষণের মাত্রা প্রায় শতভাগে পৌছালে পুলিশকে ঘটনার বিষয়ে সংবাদ প্রদান করে। অথচ ঘটনা ঘটার সাথে সাথে ভিকটিম কিংবা জনতা কর্তৃক ক্রাইমসিনের বস্তুগত আলামত দূষণ কিংবা নষ্ট হতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধের সাথে অপরাধীর সম্পৃক্তের বিষয়টি সহজে উদ্‌ঘাটন করা যায়। ফলে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলার প্রকৃত ঘটনার অনেক রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয়।
জনসাধারণকে দ্রুত ক্রাইমসিন নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন করতে হলে নিম্নের পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

- অপরাধ প্রতিরোধ সভা, ওপেন হাউজ ডে, কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়ক কার্যক্রম, চৌকিদারি প্যারেড-এর মাধ্যমে জেলা/মেট্রোর সিনিয়র অফিসার কর্তৃক ক্রাইমসিন সংরক্ষণ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা।
- ক্রাইমসিন সংরক্ষণ সংক্রান্তে জনসাধারণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা।
- ক্রাইমসিন সংরক্ষণ সংক্রান্তে ভিডিও চিত্র প্রস্তুতপূর্বক নিম্নলিখিতভাবে প্রচার করা যেতে পারে।
  (ক) সিনেমা হল (খ) অপরাধ প্রতিরোধ সভা (গ) ক্যাবল/ডিশ চ্যানেল (ঘ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ।
- জনপ্রতিনিধি ও মসজিদের ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে ক্রাইমসিন-এর গুরুত্ব সংক্রান্তে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।

৩.৩.৫ ক্রাইমসিনে ব্যক্তি নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ

ক্রাইমসিন সংরক্ষণ করার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে অবশ্যই ঘটনাস্থলে অবস্থানরত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও অপসারণপূর্বক ঘটনাস্থলে ব্যক্তির প্রবেশ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রথম সাড়াদানকারী ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে

(ক) অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রাকৃতিক সাক্ষ্যসমূহের কেউ যাতে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া। এ ক্ষেত্রে অপরাধসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা।

(খ) ক্রাইমসিনের সকল ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণ:

- সন্দেহভাজন : নিরাপদ এবং পৃথকীকরণ
- সাক্ষী : নিরাপদ এবং পৃথকীকরণ
- আশপাশের লোকজন : যদি সাক্ষী হয় তবে তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে আলাদা করতে হবে। আর যদি সাক্ষী না হয় তবে ক্রাইমসিন থেকে সরিয়ে নিতে হবে।
- আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের সমবেদনামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা।
- চিকিৎসক এবং অন্যান্য সহকারী ব্যক্তিবর্গের যাতায়াত সীমিত রেখে নিয়ন্ত্রণ করা।

(গ) অনুমোদিত এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গকে ক্রাইমসিন থেকে সরিয়ে দেয়া, যেমন: (আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তি যে কাজের সাথে সম্পর্কিত নয়, রাজনৈতিক এবং গণমাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন ব্যক্তিবর্গ)। আবহাওয়া, বিশেষত বাতাস এবং বৃষ্টি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্রুত ধ্বংস করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শেড দিয়ে ক্রাইমসিন ঢেকে রাখা যেতে পারে।

৩.৩.৬ কীভাবে ক্রাইমসিনের নিরাপত্তা বিধান করা যায়

মানুষ: ক্রাইমসিনের দিকে কিছুসংখ্যক দর্শক এবং ভিকটিমের বন্ধু এবং পারিবারিক সদস্যবৃন্দ আকৃষ্ট হবে। এর ফলে ওই সকল লোকজন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মূল্যবান সাক্ষ্য-প্রমাণ স্থানান্তর অথবা ধ্বংস বা নষ্ট করতে পারে। এ ছাড়া অনেক সময় অপরাধী নিজে বা তার পক্ষের কোনো লোক ভিকটিমের আত্মীয় বেশে ক্রাইমসিনের গুরুত্বপূর্ণ আলামত নষ্ট বা সরিয়ে নিতে পারে। এ জন্য ক্রাইমসিনে লোকজনের অবাধ গমনাগমন কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রাণী: কুকুর, শুকরছানা এবং অন্যান্য প্রাণী সাধারণত মৃত জীব খেয়ে ফেলে অথবা ক্রাইমসিনে উপদ্রব সৃষ্টি করে এবং তারা মূল্যবান সাক্ষ্য-প্রমাণ ধ্বংস করতে অথবা অন্য স্থানে সরিয়ে ফেলতে পারে। এসব প্রাণীর ক্রাইমসিনে প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

যানবাহন: মোটরযান বিশেষত পুলিশের গাড়ি সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর দিয়ে চালনা করা হয় এবং এর ফলে সাক্ষ্য-প্রমাণ যেমন টায়ারের চিহ্ন, পায়ের ছাপ এবং রক্তের দাগ ধ্বংস (নষ্ট) হয়। এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া ক্রাইমসিন দ্রুত নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে এর সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে ক্রাইমসিন এন্ট্রিলগের কার্যক্রম শুরু করা।

৩.৪ ক্রাইমসিনে ব্যবহৃত ফরেনসিক কিট

ক্রাইমসিনে নিম্নবর্ণিত ফরেনসিক কিট বা তদন্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয়:

(১) (ক) ভিডিও ক্যামেরা
(খ) স্টিল ক্যামেরা
(গ) ফটো ডকুমেন্টেশন কিট বক্স

(২) ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিট

(ক) বিভিন্ন রঙের সাধারণ পাউডার
(খ) বিভিন্ন রঙের ম্যাগনেটিক পাউডার
(গ) বিভিন্ন রঙের ফ্লোরোসেন্ট পাউডার
(ঘ) ফাইবার ব্রাশ
(ঙ) ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ
(চ) ম্যাগনেটিক ব্রাশ
(ছ) ম্যাগনিফাইং গ্লাস
(জ) সাদা ও কালো রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার
(ঝ) লিফটিং টেপ
(ঞ) মেজারমেন্ট টেপ
(চ) এভিডেন্স ট্যাগ
(ছ) স্কেল
(ঝ) মাইক্রোসিল জেল
(ঞ) এএলএস (অলটারনেটিভ লাইট সোর্স)

(৩) ফুটপ্রিন্ট

(ক) ট্রেসিং পেপার
(খ) জেল লিফটার
(গ) ইলেকট্রোস্টাটিক ডাস্ট প্রিন্ট লিফটার
(ঘ) অ্যাডজাস্টেবল কাস্টিং ফ্রেম
(ঙ) কাস্টিং পাউডার
(চ) 'এল' স্কেল
(ছ) টর্চলাইট
(জ) বায়ো হ্যাজার্ড টিউব
(ঝ) ফ্লুইড ও ইউরিন কালেকশন কিট
(ঞ) এভিডেন্স কালেকশন ব্যাগ
(ট) এভিডেন্স কালেকশন এনভেলপ
(ঠ) হ্যান্ড গ্লোভস ও মাস্ক
(ড) এপ্রোচ ট্যাপ
(ঢ) কর্ডন ট্যাপ
(ন) ডাইরেকশনাল কম্পাস
(ত) ক্লাইম্বিং স্ট্যান্ড
(থ) ডিজাস্টার ব্যাগ
(দ) গারবেজ ব্যাগ
(ধ) বিভিন্ন প্রকার জিপ-লক ব্যাগ
(ণ) বিভিন্ন আকৃতির টিনের কৌটা
(প) বিভিন্ন রঙের মার্কার কলম
(ফ) পোস্টমর্টেম কিট বক্স
(ব) বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স কালেকশন কিট
(ভ) মেটাল ডিটেক্টর
(ম) সেক্স এসল্ট কিট
(য) সিজার
(র) ফরসেফ
(ল) গান সট্ রেসিডিউ কিট বক্স ইত্যাদি।

৩.৫ স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত ক্রাইমসিন কিট: (Improvised crime scene kit)

- কটন বাড (Applicators/swab-এর পরিবর্তে)।
- রশি বা দড়ি বা কলাগাছের মোথা, ডালপালা ইত্যাদি কর্ডন করার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার।
- Tracing paper-এর পরিবর্তে স্বচ্ছ কোনো উপাদান যেমন কাচ বা পলিথিন ব্যবহার।
- ফিঙ্গারপ্রিন্ট উত্তোলনের জন্য মিহি কয়লার গুঁড়া বা সাদা পাউডারের পরিবর্তে ট্যালকম পাউডার ব্যবহার।
- পোস্ট অফিসে বা রেজিস্ট্রি অফিসে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প প্যাড দিয়ে মৃতদেহের কিংবা সুপ্ত আঙুলের ছাপ উত্তোলনের সাময়িক ব্যবস্থা রাখা।
- কাস্টিং-এর জন্য মোম অথবা সিমেন্ট ব্যবহার করা। অনুঃ ২ কেজি (মোম) ঃ ০১ লিটার (পানি)।
- ক্রাইমসিন ফটোগ্রাফির জন্য নম্বর বা স্কেল না থাকলে কাগজে নম্বর লিখে এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপক বস্তুর সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ।

- ক্যামেরার বিকল্প হিসেবে ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লিফটিং টেপের বিকল্প হিসেবে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত স্বচ্ছ স্কচটেপ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার না থাকলে সাদা কাগজ বা কালো কাগজ বা আর্ট পেপার ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সুপার গ্লুর বিকল্প হিসেবে স্থানীয়ভাবে সরবরাহকৃত সুপার গ্লু ব্যবহার করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট উত্তোলন করা যেতে পারে (সুপার গ্লু পদ্ধতি)।

৩.৬ ক্রাইমসিনের বিস্তৃতি ও ক্রাইমসিন অ্যানালাইসিস (চিহ্নিতকরণ, প্রতিষ্ঠাকরণ, সুরক্ষাকরণ এবং নিরাপত্তা বিধান)

সীমা নির্ধারণের এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্রাইমসিনের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। ঘটনাস্থলের সংখ্যা ও সীমানা নির্ভর করে অপরাধের ধরন ও স্থানের ওপর। সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রাইমসিনের প্রাথমিক পরিধি ধর্তব্যের মধ্যে আনা যাবে না।

বিবেচনায় রাখতে হবে সীমার আকৃতি প্রয়োজনে হ্রাস করা যাবে, কিন্তু বর্ধিত করা যাবে না। তবে প্রয়োজনে বর্ধিত করার সুবিধার্থে প্রথমেই বহির্বেষ্টনী বা সেকেন্ডারি বেষ্টনী তৈরি করা যেতে পারে। প্রাথমিক সাড়াদানকারী কর্মকর্তা ক্রাইমসিনের প্রাথমিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে অপরাধ এলাকার সীমা নির্ধারণ করবেন।

(ক) ঘটনাস্থলের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহির্মুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে সীমা নির্ধারণ করতে হবে। এ সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে:

- কোথায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।
- কেন্দ্র হতে সর্বশেষ দূরত্বে অবস্থিত আলামতের দূরত্ব এবং তার অর্ধেকের যোগফলের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে সীমা নির্ধারণ করা।
- সাক্ষী এবং সন্দেহভাজনের সম্ভাব্য আগমন এবং নির্গমনের পথসমূহ নির্ধারণ করা।
- ভিকটিম ও প্রাপ্ত আলামতসমূহ যেসব স্থান থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে সেসব স্থানকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখা (ঘটনাস্থল পরিমাপের সময় ট্রেস এভিডেন্স ও ছাপ জাতীয় সাক্ষ্যের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে)।

(খ) জরুরি প্রয়োজনে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, গাছের ডাল, সুতলি, দড়ি, ক্রাইমসিন টেপ, পর্যাপ্ত গাড়ি, সীমানা প্রাচীর, লোকজন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি/উপাদানসমূহের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ক্রাইমসিন বেষ্টনী তৈরি করা।

(গ) চৌহদ্দি প্রতিষ্ঠার পর সংশ্লিষ্ট লোকজনের আগমন এবং নির্গমনের বিষয়টি এন্ট্রিলগে লিপিবদ্ধ করা।

(ঘ) ক্রাইমসিনের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নির্গমনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা।

(ঙ) যে সমস্ত সাক্ষ্যসমূহ নষ্ট বা নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর সংরক্ষণ/নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া (যেমন: বৃষ্টি, কুয়াশা, সূর্যের তাপ ও বাতাস ইত্যাদি থেকে সাক্ষ্যসমূহ কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করা)।

(চ) কোনো ভিকটিম বা বস্তুকে স্থানান্তরিত করা হয়ে থাকলে সেগুলোর প্রাথমিক অবস্থান লিপিবদ্ধ করা।

নোট: ক্রাইমসিনের সীমানা চিহ্নিতকরণের পর কোনো ব্যক্তিকে ধূমপান করা, চুইংগাম খেতে দেয়া, বাথরুম বা টেলিফোন ব্যবহার করতে দেয়া, খাবার বা পানীয় ব্যবহার করতে দেয়া এবং অন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র সরানো বা সরানো হয়েছে এমন বস্তুর পুনঃস্থাপন, বর্জ্য বা থুথু ফেলা যাবে না।

৩.৭ বিস্ফোরণ বা বিস্ফোরকজনিত ঘটনায় ক্রাইমসিন সংরক্ষণ ও সতর্কতা

কোনো থানা এলাকায় কোথাও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হলে বিস্ফোরণস্থলের আশপাশ এলাকায় কর্তব্যরত অফিসারকে উক্ত ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়, যিনি প্রথম সাড়াদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ ধরনের ঘটনায় প্রথম সাড়াদানকারী কর্মকর্তার বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন:

(ক) তিনি অতি দ্রুত সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিস্ফোরণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবেন।

(খ) ক্রাইমসিনের ব্যাপ্তি শনাক্ত করে কন্ট্রোলরুমসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য অনুরোধ করবেন।

(গ) বিস্ফোরণের ফলে বিস্ফোরকদ্রব্যের যে অংশসমূহ বিস্ফোরণস্থলের বাইরে গিয়ে পড়ে সে জায়গাকে ক্রাইমসিনের এলাকা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

(ঘ) বিস্ফোরণস্থলে অবিস্ফোরিত কোনো কিছু আছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। অবিস্ফোরিত কোনো কিছু থাকলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে জনসমাগম রোধ ও অপসারণের লক্ষ্যে কর্ডনের ব্যবস্থা করবেন।

(ঙ) একটি বাফার এলাকা এর সাথে যুক্ত হবে এবং তা হবে বিস্ফোরণস্থলের বাইরে যেখানে গিয়ে বিস্ফোরকদ্রব্যের অংশসমূহ পড়ে তার প্রায় অর্ধেক দূরত্বের সমান।

(চ) বিস্ফোরণে আহত ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করবেন।

(ছ) বিস্ফোরণে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করবেন।

(জ) ক্রাইমসিন যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বহিরাগত লোকজনের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবেন, যাতে আলামত নষ্ট না হয়।

(ঝ) বিস্ফোরণ ঘটনার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে সচেষ্ট থাকবেন।

(ঞ) বিশেষ প্রয়োজনে ক্রাইমসিনে ক্যামেরার মাধ্যমে ফ্লাশবিহীন প্রাথমিক ছবি ধারণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(ট) PBI Team (Post Blast Investigation) এবং EIC Team (Explosive Incident Countermeasures) প্রেরণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাবেন।

(ঠ) বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল (EIC) এবং বিস্ফোরণ-পরবর্তী তদন্তকারী দল (PBI Team) ক্রাইমসিনে না পৌছানো পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করবেন। EIC এবং PBI Team না থাকলে নিজ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ড) EIC Team এবং PBI Team ক্রাইমসিনে পৌছানোর পর দলনেতার নিকট ক্রাইমসিন বুঝিয়ে দিয়ে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন এবং সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবেন।

৩.৮ ক্রাইমসিন হস্তান্তর

নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নোট আকারে লিপিবদ্ধ করে নাম-ঠিকানা, স্বাক্ষর, পদবি, তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক প্রাথমিক সাড়াদানকারী অফিসার একজন তদন্তকারী অফিসার অথবা ফরেনসিক কর্মকর্তার নিকট ক্রাইমসিন হস্তান্তর করবেন।

- প্রাথমিক পর্যবেক্ষণসমূহ
- সাক্ষীর তালিকা
- ভিকটিমের বিস্তারিত বর্ণনা
- সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিস্তারিত বর্ণনা
- ক্রাইমসিন এন্ট্রিলগ
- তদন্ত-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য, যেমন: আপনার উপস্থিতিতে সন্দেহভাজন ব্যক্তির উচ্চারিত মন্তব্য।

৩.৯ বিশেষজ্ঞ টিমের ভূমিকা এবং তাদের সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি

কোনো ক্রাইমসিনে পায়ের ছাপ, আঙুলের ছাপ, ফায়ার কার্তুজ, অস্ত্র, বুলেট বা অন্য কোনো টুলস মার্ক পাওয়া গেলে তদন্তকারী অফিসার যদি মনে করেন এ সকল বস্তুগত সাক্ষ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষজ্ঞের সহায়তা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ টিমের সহযোগিতা চাইতে পারেন। ক্রাইমসিন থেকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত সাক্ষ্য যথাযথভাবে সংগ্রহপূর্বক সংগৃহীত বস্তুগত আলামতসমূহ পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত থানার কর্মকর্তাকে হস্তান্তর করাই বিশেষজ্ঞ টিমের প্রধান ভূমিকা। ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট টিম বিভিন্ন ফরেনসিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত। মনে রাখতে হবে, অপরাধী অপরাধস্থলে জীবনে একবারই আসে; তাই বস্তুগত আলামত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। যাতে কোনোভাবেই আলামত দূষণ কিংবা নষ্ট না হয়। স্পর্শকাতর ক্রাইমসিনে অসাবধানতা বা অজ্ঞতার কারণে প্রাণহানি, আলামত নষ্ট, জখম কিংবা সম্পদহানিসহ সব বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিস্ফোরণের ঘটনায় বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ টিম (Explosive Incident Countermeasures-EIC), বিস্ফোরণ-পরবর্তী তদন্ত টিম (Post Blast Investigation-PBI)-এর সুবিধা পেতে ডিবি, ডিএমপি এবং ডিবি, সিএমপি এবং ঘটনাস্থল এলাকায় আঞ্চলিক র‍্যাব অফিসের অধিনায়ক বরাবর সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ফায়ার/আর্সনের ঘটনায় নিকটতম ফায়ার ব্রিগেড ইউনিটের সাথে এবং সিআইডির ফরেনসিক ডিভিশনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফুটপ্রিন্ট, ব্যালিস্টিকস, ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট টিমের সহযোগিতার জন্য বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক) বরাবর যোগাযোগ করা যেতে পারে। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ফরেনসিক শাখার বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত টিম ক্রাইমসিন ইউনিটে সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত থাকে। বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক), এএসপি (ক্রাইমসিন), সিআইডি কন্ট্রোলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে বিশেষজ্ঞ টিমের সেবা পাওয়া যেতে পারে।

৩.১০ বিশেষজ্ঞ টিমের অনুপস্থিতিতে করণীয়

- যথাযথভাবে ক্রাইমসিন নিরাপদ (কর্ডন) করা।
- লোকেশন-এর ফটোগ্রাফ নেয়া।
- ভিকটিমকে সহায়তা করা।
- সাক্ষী ও সন্দেহভাজনদের হেফাজতে নেয়া এবং প্রয়োজনীয় নোট নেয়া।
- যে সমস্ত সাক্ষ্য নষ্ট বা দূষণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সেগুলোর সংরক্ষণ/নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া (যেমন: রৌদ্র, তাপ, বৃষ্টি, তুষার, বাতাস থেকে যেকোনো আলামত সংরক্ষণ করা)।
- প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ টিমের সহায়তা চাওয়া।

৩.১১ ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের (স্বাস্থ্য, অগ্নিনির্বাপক ইত্যাদি) ভূমিকা

বিশেষ বিশেষ ক্রাইমসিন তদন্তে যথা বিস্ফোরণের ঘটনায় বিস্ফোরকদ্রব্য বা অবিস্ফোরিত দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য সেনা, র‍্যাব, ডিবি ইত্যাদি সংগঠনের EIC (Explosive Incident Countermeasures-EIC) সহায়তা নিতে হয়। ওই টিমের সদস্য উপস্থিত না হলে যুক্তিসঙ্গতভাবেই ক্রাইমসিনে প্রবেশ করা নিষেধ। তবে প্রথমত, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ফায়ার/আর্সন বা অন্য কোনো দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ফায়ার সার্ভিস, ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, সাহায্যকারী অন্যান্য সংস্থার উপস্থিতি জরুরি। তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩.১২ তদন্তকারী কর্মকর্তার করণীয়

বস্তুগত সাক্ষ্য (Physical Evidence) হচ্ছে তদন্তের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। ক্রাইমসিনে সাধারণত নিম্নলিখিত সাক্ষ্য/আলামতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে।

- সুপ্ত ছাপসহ সকল প্রকার আঙুলের ছাপ।
- সব ধরনের সারফেস (মসৃণ, অমসৃণ তল, যেমন: মোজাইককৃত মেঝে, টাইলস বা কার্পেট)-এ পায়ের ছাপ, জুতার ছাপ ও টায়ার প্রিন্ট।
- বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স, যেমন: রক্ত, সিমেন, বমি, মলমূত্র, থুথু ইত্যাদি।
- ডিএনএ ক্রাইমসিন স্যাম্পল (সিগারেটের শেষাংশ, টুপি বা হ্যাট, গ্লোভস, জুতা, মোজা, চুইংগাম, তরল পানীয়ের ক্যান বা বোতল, ময়লা ও অপরাধীর স্পর্শ আছে এমন বস্তু)।
- চুল, সুতা, ফাইবার বা আঁশ, গাড়ির চাকা-খসা মাটি, রাসায়নিক পদার্থ, খালি বোতল, খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি।
- বিস্ফোরকদ্রব্যাদি বা বিস্ফোরণের আলামত, স্প্লিন্টার, ভাঙা কৌটা, ব্রিফকেস, ঘড়ির কাঁটা, স্কচটেপ ইত্যাদি।
- আগ্নেয়াস্ত্র, ফায়ার কার্তুজ, বুলেট, পিলেট, লাইভ কার্তুজ, গানশট রেসিডিও ইত্যাদি।

- ফায়ার/আর্সনের ঘটনায় বাঁশ, কাঠের পোড়া অংশ, ছাই, বোতল, কন্টেইনার, নারিকেলের মালা, মাটির পাত্র, রঙের বোতল, অ্যালুমিনিয়ামের কৌটা, কার্পেট ইত্যাদির দগ্ধ-অদগ্ধ অংশ।
- ডিজিটাল ডিভাইস, যথা: ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, হার্ডডিস্ক, পেনড্রাইভ, সিডি, ভিডিও, ফ্লপি ডিস্ক, মেমোরি কার্ড, মোবাইল ফোন, সিম, রিম, এমপিথ্রি, আইপড, সার্কিট ক্যামেরা, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ইত্যাদি।
- খুনের ঘটনায় রক্তমাখা দা, ছুরি, হাঁসুয়া, কাঁচি, অন্য কোনো অস্ত্র, পরিধেয় পোশাক, ব্যবহৃত ঔষধ ও ঔষধের খোসা, ব্যাংকে জমা রশিদ ও চেক বই, ব্যাংক হিসাব, অন্যান্য হিসাবাদি দলিল ও রেজিঃপত্র, ক্যান, বোতল, ফেলে দেয়া সকল প্রকার গার্বেজ (প্রয়োজন মতো), পত্রপত্রিকা, ব্যক্তিগত ডায়েরি, টেলিফোন ইনডেক্স, সংগৃহীত ভিজিটিং কার্ড, ফটো অ্যালবাম, পাসপোর্ট, আইডি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, চিঠিপত্র, ফেলে যাওয়া উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, কাপ, গ্লাস বা যেকোনো তরল পদার্থ ইত্যাদি।
- আত্মহত্যার ঘটনায় বিষের পাত্র, অন্য তরল পদার্থ, ফাঁসের রশি, ঔষধ, ঔষধের খোসা, পরিধেয় কাপড়-চোপড়, নখে হাতে ধরে রাখা কিংবা লেগে থাকা বস্তু, যথা: চুল, কাপড়-চোপড়, অন্য কোনো বস্তু এবং খাদ্যদ্রব্য, মানিব্যাগ, কাগজপত্র, চিঠি বা চিরকুট ইত্যাদি, তছনছ করা দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র ইত্যাদি।

এ ছাড়া তদন্তকারী সদস্যগণ নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করবেন

(ক) ঘটনাস্থল প্রক্রিয়াকরণের শুরু থেকে ঘটনাস্থল পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত ঘটনাস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
(খ) আলামত সংগ্রহকালে সংগ্রহের তারিখ এবং সংগ্রহকারীর নাম নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে সাক্ষ্য সংগ্রহ।
(গ) সাক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত প্রত্যেকটি জিনিস সংগ্রহে রাখা।
(ঘ) Chain of custody প্রতিষ্ঠিত করা।
(ঙ) ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সাক্ষ্য সংগ্রহ।
(চ) Control sample সংগ্রহে রাখা।
(ছ) বাদ পড়া তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।
(জ) জরুরি ভিত্তিতে ইলেকট্রনিকস যন্ত্রে ধারণকৃত প্রমাণাদি, রেকর্ড (যেমন: টেপ, ক্যামেরা, ভিডিও টেপ, কম্পিউটার) ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে রাখা।
(ঝ) ঘটনাস্থল থেকে কন্টেইনারে (যেমন: লেবেল, তারিখ) সাক্ষ্য-প্রমাণ চিহ্নিতকরণ ও নিরাপদে রাখা। বিভিন্ন ধরনের প্রমাণাদির জন্য ভিন্ন ধরনের কন্টেইনার ব্যবহার করা।
(ঞ) জিনিসপত্রের দূষণ রোধ করার জন্য মোড়কে আবদ্ধ করা।
(ট) ঘটনাস্থল থেকে সরানো বা জমাদানের পূর্বেই আগ্নেয়াস্ত্র, অস্ত্র প্রভৃতির অবস্থা নথিভুক্ত করা।
(ঠ) সংগৃহীত জিনিসপত্র/প্রমাণাদি অতিরিক্ত নাড়াচাড়া না করা।
(ড) সংগৃহীত প্রমাণাদির ক্ষয়/হ্রাস যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
(ঢ) মালখানায় রাখার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণাদির স্থানান্তর এবং জমাদানকালে চেইন অব কাস্টডিতে স্বাক্ষর নেয়া।

৩.১৩ আলামত সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/অফিসার ইনচার্জের করণীয়

৩.১৩.১ ক্রাইমসিন অফিসার ইনচার্জের করণীয়

- অফিসার ইনচার্জ ক্রাইমসিনে First Responder নিয়োজিত করতে পারেন, কর্ডন করার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।
- টিম লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
- ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ না থাকলে তিনি ক্রাইমসিনের কার্যক্রম সতর্কতার সাথে পরিচালনা করতে পারেন।
- তিনি নিজে এক্সপার্ট না হলে এক্সপার্টের সহায়তা নিতে পারেন।

- যে সকল আলামত বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন, সে সকল আলামত ল্যাবে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন।
- মিডিয়াসহ বাদী, বিবাদী, অভিযুক্ত, সাক্ষী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ অন্যান্য টিম অবস্থানকালে সমন্বয় সাধন করতে পারেন।
- লজিস্টিকস সাপোর্ট প্রদানে অফিসার ইনচার্জ সহায়তা করতে পারেন।

৩.১৩.২ পুলিশ সুপারের করণীয়

- পুলিশ সুপার ক্রাইমসিন কর্ডনের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।
- তিনি ক্রাইমসিন তদারকির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
- তিনি গণমাধ্যম, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন শিল্প ও সংস্কৃতি এবং পেশাজীবী সংগঠনের সাথে ক্রাইমসিনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে জনগণকে সচেতন করতে পারেন।

৩.১৪ ক্রাইমসিন চেকলিস্ট

সূত্র:

আউট জিডি নম্বর.....তারিখ ও সময়:.....

ইন জিডি নম্বর.....তারিখ ও সময়:.....

ক্রাইমসিনে যাওয়ার পূর্বে

(১) টিম প্রস্তুত করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(২) লজিস্টিক সাপোর্ট প্রস্তুত আছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩) টিম লিডার মনোনীত করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪) বিকল্প আলো/জেনারেটর প্রস্তুত আছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৫) সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা/জিডি হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	

ক্রাইমসিনে পৌছার পর

(৬) কমান্ড পোস্ট তৈরি করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৭) ক্রাইমসিনে টিমের সদস্যগণ নিরাপদ কি না?	হ্যাঁ		না	
(৮) ফার্স্ট রেসপন্ডার/ভিকটিম/সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৯) ক্রাইমসিন পূর্ব থেকে সংরক্ষিত ছিল কি না?	হ্যাঁ		না	
(১০) মাস্ক ও গ্লাভস পরিধান করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(১১) ডকুমেন্টেশন করা হচ্ছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(১২) ফটো নেয়া শুরু হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(১৩) এপ্রোচ পথ তৈরি করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(১৪) টিম লিডার সিন সম্পর্কে ইন্সপেকশন ও সদস্যগণকে ধারণা দিয়েছেন কি না?	হ্যাঁ		না	
(১৫) কর্ডন করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(১৬) পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা আছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(১৭) সন্দিগ্ধ ব্যক্তি শনাক্ত করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(১৮) সন্দিগ্ধ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(১৯) সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(২০) ক্রাইমসিন অ্যাডমিন লগ শুরু করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(২১) সার্চের বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(২২) সকল বস্তুগত আলামত শনাক্ত করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	

(২৩)	ড্রয়ার, ড্রয়ারের হ্যান্ডেল, চেয়ার, টেবিল, ডাস্টবিন, বিছানা, সিলিং, দরজা, দরজার হ্যান্ডেল, জানালা, বেসিন ইত্যাদি তল্লাশি করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(২৪)	ট্যাপ, কমোড, বাথরুমের আয়না, সুইচ বোর্ড, ফ্লোর, আলমিরার হ্যান্ডেল, আলমিরার ড্রয়ার, রেকসিনের চেয়ার, পলিশ করা অন্যান্য বস্তু, ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি ইত্যাদি তল্লাশি করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(২৫)	ফুটপ্রিন্ট, স্যু-প্রিন্ট পাওয়া গেছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(২৬)	সকল বস্তুগত আলামত শনাক্ত করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(২৭)	সকল বস্তুগত আলামত মার্ক করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(২৮)	মার্কিং ছাড়া ও মার্কিংসহ ছবি নেয়া হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(২৯)	সমস্ত ক্রাইমসিন ভিডিও করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩০)	লং, মিডিয়াম ও শর্ট রেঞ্জে ছবি নেয়া হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩১)	অস্ত্র উদ্ধার হলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট উত্তোলনের চেষ্টা করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩২)	ফায়ার্ড কার্তুজ সংগ্রহ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩৩)	লাইভ কার্তুজ পাওয়া গেছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩৪)	পিলেট/বুলেট পাওয়া গেছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩৫)	প্রোজেক্টাইল ডাইরেকশন ভিকটিমের অবস্থানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩৬)	গুলির এন্ট্রি পয়েন্ট অর্থাৎ ক্ষতের ওপরে গানশট রেসিডিও অস্তিত্ব আছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩৭)	সেলফ ফায়ার কি না? হয়ে থাকলে ভিকটিমের হাতে গানশট রেসিডিও -এর অস্তিত্ব আছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩৮)	সেলফ ফায়ার হলে অস্ত্রে ভিকটিমের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৩৯)	গুলি ছাড়া অন্য কোনো আঘাতের চিহ্ন আছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪০)	গুলি এন্ট্রি ও এক্সিটের ক্ষতের সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪১)	আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু হলে ভিকটিমের আশপাশে বিষ কিংবা অন্য কোনো বস্তু/ আলামত পাওয়া গেছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪২)	ফাঁসজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ভিকটিমের পা থেকে ভূমির দূরত্ব মাপা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪৩)	ফাঁস দেয়ার বস্তুটি কী ধরনের কিংবা ফাঁস দেয়ার মতো নির্ভরযোগ্য কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪৪)	ফাঁসজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ভিকটিমের হাত কিংবা পায়ের নাগালে চেয়ার, টেবিল কিংবা অন্য কোনো বস্তু ছিল কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪৫)	ফাঁসের চিহ্ন ছাড়া দেহে অন্য কোনো আঘাতের চিহ্ন আছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪৬)	ফাঁসের ক্ষেত্রে গলার চারপাশে ন্যূনপক্ষে চারটি ক্লোজ ছবি নেয়া হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪৭)	অশনাক্তকৃত মৃত ব্যক্তির ও বিদেশি মৃত ব্যক্তির দশ আঙুলের ছাপ ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪৮)	মৃত ব্যক্তির পরিধেয় কাপড়, মানিব্যাগ, পকেট, কাগজপত্র ইত্যাদি তল্লাশি করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৪৯)	জখমসমূহে স্কেল ও মার্কিং নম্বর ব্যবহার করে ছবি নেয়া হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৫০)	জখমপ্রাপ্ত ভিকটিমের চিকিৎসার ব্যবস্থা বা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৫১)	সকল বায়োলজিক্যাল আলামত কাগজের প্যাকেটে সাধারণ তাপমাত্রায় শুকিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৫২)	ভিকটিমের ও সাক্ষীদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৫৩)	ডিএনএ স্যাম্পল সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	

(৫৪) ডিজিটাল ডিভাইস ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, পেনড্রাইভ, সিডি, ভিডিও, ফ্লপি ডিস্ক, মেমোরি কার্ড, মোবাইল ফোন, সিম, রিম, এমপিথ্রি, আইপড ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৫৫) ডিজিটাল আলামতসমূহ টিমের সদস্য কর্তৃক বন্ধ কিংবা সংগ্রহ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৫৬) আর্সন সম্পর্কিত আলামত টিনজাত কৌটায় সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৫৭) সকল আলামত যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৫৮) নিয়মমাফিক স্কেচ ম্যাপ অঙ্কন করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৫৯) আঙুলের ছাপ সংগ্রহ/উত্তোলন করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৬০) ছাপের পাশে মামলার সূত্র ও সাক্ষীদের স্বাক্ষর এবং উত্তোলনকারীর স্বাক্ষর করে ছবি নেয়া হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৬১) সকল আলামত সংগ্রহ শেষে ওভারঅল ছবি নেয়া হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৬২) প্রতিটি বিষয়ে ডকুমেন্টেশন করা হয়েছে কি না?				

ক্রাইমসিনে কাজ শেষে

(৬৩) ডি-ব্রিফিং করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৬৪) চেইন অব কাস্টডি সঠিকভাবে মানা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৬৫) বস্তুগত সকল আলামত তদন্তকারী অফিসারকে বুঝিয়ে দিয়ে স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৬৬) তদন্তকারী অফিসারের নাম ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
(৬৭) পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে তদন্তকারী অফিসারকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	

৩.১৫ ক্রাইমসিনে সার্চিং পদ্ধতি

ঘটনাস্থলের বাস্তব প্রকৃতি এবং সংঘটিত অপরাধ অনুযায়ী প্রতিটি ক্রাইমসিনই পৃথক। অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। ক্রাইমসিনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অনুসন্ধান কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না, বরং দৃষ্টিভঙ্গি ও অপরাধীর প্রস্থান পথ অনুযায়ী অনুসন্ধান কর্মসূচি সম্প্রসারণ করতে হবে। এ উপায়ে সম্পন্ন একটি প্রস্থান কার্যক্রমের সাহায্যে অপরাধীর ফেলে যাওয়া অথবা পরিত্যাগ করা বস্তু উদ্ধার করা সম্ভব হবে, পরবর্তীতে যা অপরাধীকে শনাক্ত করার কাজে অথবা আদালতে অপরাধীর দোষ প্রমাণ করার কাজে ব্যবহার করা যাবে।

৩.১৫.১ সার্চিংয়ের (অনুসন্ধান) উদ্দেশ্য

বস্তুগত সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রাইমসিনে কোনো অনুসন্ধান চালানো হলে অনুসন্ধান কার্যক্রমে নিচের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

- অপরাধের সঙ্গে জড়িত বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা।
- অপরাধীকে শনাক্ত করা।
- অপরাধীর দোষ প্রমাণের ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

৩.১৫.২ ক্রাইমসিনে সার্চিং (অনুসন্ধান) কার্যক্রম

অনুসন্ধান কার্যক্রমের সূচনাতে, ক্রাইমসিন বিশেষজ্ঞ পুরো ঘটনাস্থল জরিপ করবেন এবং এলাকাটির সীমারেখা নির্ণয় করবেন। এর উদ্দেশ্য হলো কীভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম আয়োজন করবেন তা নির্ধারণ করা এবং কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করা। অনুসন্ধানটি শুরু করার পূর্বে তদন্তকারী এবং ক্রাইমসিন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষ্য-প্রমাণের বিভিন্ন দৃশ্যমান বিষয়, অপরাধীর প্রবেশ এবং প্রস্থান পথ চিহ্নিত করা এবং যে এলাকা অনুসন্ধান করতে হবে তার আকার, আকৃতি এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে।

ক্রাইমসিনের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে ক্রাইমসিন বিশেষজ্ঞ তা প্রাথমিক মূল্যায়ন করবেন এবং ক্রাইমসিনের প্রাথমিক আলোকচিত্র গ্রহণ করবেন। অতঃপর অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করবেন।

ক্রাইমসিন সংরক্ষণের অনুসৃত নিয়মের আওতায়, দুর্বল এবং ভঙ্গুর সাক্ষ্য-প্রমাণসমূহ প্রথমে সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর অধিকতর মজবুত সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। ক্রাইমসিনের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে এবং স্কেচ অঙ্কন সম্পন্ন করতে হবে, কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রাইমসিন পরিবর্তিত হতে থাকে। পরীক্ষকের লক্ষ্য হলো যত দূর সম্ভব সাদৃশ্য বজায় রেখে ঘটনাস্থলের একটি রেকর্ড (নথি) তৈরি করা। ঘটনাস্থল পরীক্ষা করার সময় জন এডমন্ড লকার্ডের বিনিময় নীতি প্রয়োগ করার কথা স্মরণ রাখতে হবে।

৩.১৫.৩ সার্চিং (অনুসন্ধান) কৌশল

ঐতিহ্যগতভাবে, ক্রাইমসিনে তিন ধরনের অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়: স্পাইরাল অনুসন্ধান, গ্রিড অনুসন্ধান এবং জোন অনুসন্ধান। সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করা তেমন জরুরি নয়, কিন্তু সংগঠিতভাবে এবং পদ্ধতিগতভাবে কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া স্ট্রিপ অনুসন্ধান এবং পাই (PIE) অথবা চাকা অনুসন্ধান নামে আরো দুই ধরনের অনুসন্ধান করা যায়।

৩.১৫.৪ স্পাইরাল সার্চিং (অনুসন্ধান) পদ্ধতি

ক্রাইমসিনের কেন্দ্রবিন্দুতে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার সূচনা করার মাধ্যমে সর্বদা প্রসারণশীল চক্র পদ্ধতি পরিচালনা করা হয়, এ ক্ষেত্রে ক্রাইমসিনের বাইরের প্রান্তের দিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে অথবা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বৃত্ত পূরণ করার মাধ্যমে বহির্মুখী কার্যক্রম সম্পাদনা করা হয়। সীমাবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রে স্পাইরাল পদ্ধতি একটি ভালো কৌশল। ক্ষুদ্র কক্ষতেও এ পদ্ধতি ভালো ফল প্রদান করে। একটি কক্ষতে স্পাইরাল নকশা ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে স্তর ভিত্তিতে কাজ করার ক্ষেত্রেও এটি কার্যকর। নিম্নলিখিত উপায়ে এটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

- দৃশ্যমানভাবে, কক্ষের ওপরের এক-তৃতীয়াংশ এবং ছাদ অনুসন্ধান করা। প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, পুলিশ কর্মকর্তা ওপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, কিন্তু ক্রাইমসিনে পুলিশকে ওপরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। ছাদে অনেক গুলির ছিদ্র, রক্তের দাগ এবং লুক্কায়িত বস্তু থাকতে পারে।
- ড্রয়ার এবং ক্যাবিনেটসহ কক্ষের মাঝের এক-তৃতীয়াংশ অনুসন্ধান করা।
- স্পাইরাল পদ্ধতি অনুসারে নিচের এক-তৃতীয়াংশ অনুসন্ধান করা। মেঝে এবং নিচের ক্যাবিনেটসমূহে সাধারণত সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আলামত পাওয়া যায়।

৩.১৫.৫ গ্রিড সার্চিং (অনুসন্ধান)

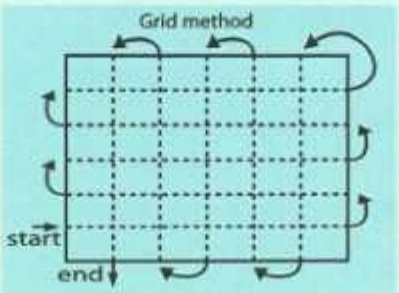

স্ট্রিপ অনুসন্ধানেরই একটি ধরন হলো গ্রিড অনুসন্ধান এবং বৃহৎ আকারের অপরাধ সংঘটনস্থলের জন্য এটি কার্যকর, বিশেষত ঘরের বাইরে অবস্থিত ক্রাইমসিনের জন্য। স্ট্রিপ অনুসন্ধান সমাপ্ত করার পরেও, অনুসন্ধানকারীবৃন্দ অনুসন্ধানকৃত এলাকাজুড়ে উলম্বভাবে দ্বিতীয়বার অনুসন্ধান করেন। এটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ, কিন্তু এর জন্য এলাকাটির অত্যন্ত পদ্ধতিগত এবং ব্যাপক পরীক্ষণ প্রয়োজন। এর আরো এরূপ সুবিধা রয়েছে যে, এর ফলে দুটি ভিন্ন স্থান থেকে অনুসন্ধানকারীবৃন্দ ক্রাইমসিন দেখতে এবং অনুসন্ধান করতে পারেন, যার দ্বারা পূর্বে অলক্ষিত সাক্ষ্য-প্রমাণ উন্মোচন করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৩.১৫.৬ সার্চিং (অনুসন্ধান) সমাপ্তিকরণ

ক্রাইমসিন সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করা সমাপ্ত হয়েছে এ মর্মে প্রধান তদন্তকারী এবং ক্রাইমসিন বিশেষজ্ঞ সন্তুষ্ট হওয়ার পরে, অনুসন্ধান সমাপ্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। যদি তদন্তকারী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত তথ্য-প্রমাণ থাকতে পারে তবে আরেকবার অনুসন্ধান করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রয়োগ করা উত্তম। অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরে বাড়তি কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ক্রাইমসিন পরিত্যাগ করার পূর্বে অনুসন্ধান কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবৃন্দকে ঐকমত্যে পৌছাতে হবে যে, আলামত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সকল উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভিকটিম ও মরদেহ ব্যবস্থাপনা

ভিকটিম ও মরদেহ ব্যবস্থাপনা

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। পুলিশ অফিসার ও তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ভিকটিম ও তাদের অধিকারসমূহ এবং এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন

২। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘটিত অপমৃত্যুর ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারদের কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন

৩। মরদেহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

৪.১ ভিকটিম ও অভিযুক্তকে হাসপাতালে প্রেরণ ও নিরাপত্তা হেফাজত পদ্ধতি

ভিকটিম ও অভিযুক্তকে হাসপাতালে প্রেরণ ও নিরাপত্তা হেফাজত প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

(ক) পিআরবি বিধি ৩১২ অনুযায়ী কোনো আহত ব্যক্তিকে বিপি ফরম নং-৫০ পূরণপূর্বক একটি প্রতিবেদনসহ মেডিক্যাল অফিসারের নিকট প্রেরণ। অপরাধীদের দ্বারা কোনো আক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে হাসপাতালে পুলিশ এস্কর্ট মোতায়েন করা।

(খ) চালানের প্রতিলিপি প্রেরণ করার জন্য ময়নাতদন্তের ক্ষেত্রে যে বিধি রয়েছে তা অনুসরণ করা।

(গ) যেহেতু এ সকল প্রতিবেদন কোনো আইনগত সাক্ষ্য নয়, তাই তা মামলায় রেকর্ডের অংশ নয়।

(ঘ) সন্দিগ্ধ নয় এ রকম কোনো আহত ব্যক্তিকে পুলিশ থানায় নিয়ে এলে, ওই ব্যক্তির আপত্তি না থাকলে তাকে নিকটতম হাসপাতালে পাঠানো যেতে পারে, যার খরচ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বহন করবেন।

(ঙ) অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত সন্দিগ্ধগণকে জামিনে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত জেল হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হবে; জামিনে মুক্তি দেয়া হলে তাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠানো যেতে পারে।

(চ) পুলিশ হেফাজতে রাখার প্রয়োজন নেই এরূপ আহত ব্যক্তিকে থানার অফিসার অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাবেন; আহত ব্যক্তি হাসপাতালে যেতে অস্বীকৃতি জানালে পুলিশ আইনগত চিকিৎসা প্রত্যয়নপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী সরকারি মেডিক্যাল অফিসারের নিকট অধিযাচনপত্র (রিকুইজেশন) প্রেরণ করবেন।

(ছ) যদি সরকারি চিকিৎসক না পাওয়া যায় তাহলে প্রাইভেট রেজিস্টার্ড চিকিৎসক-এর নিকট হতে সনদপত্র গ্রহণ করা যেতে পারে।

(জ) আহত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে অবিলম্বে একজন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের দ্বারা আহত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করতে হবে।

নোট:

- হাসপাতালে নেয়ার জন্য আহত ব্যক্তির সম্মতি প্রয়োজন।
- মহিলাদের কোনো অবস্থাতেই তার সম্মতি ছাড়া ডাক্তারি পরীক্ষা বা হাসপাতালে নেয়া যাবে না।

৪.২ ভিকটিম সাপোর্ট

ভিকটিম সংজ্ঞা	কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ দ্বারা অপরাধ, উদ্দেশ্যমূলক অবহেলা ও দুর্ঘটনাজনিত কারণে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির শিকার হন অথবা উক্তরূপ ঘটনা সংঘটনের আশঙ্কায় ভীত হন তবে তিনিই ভিকটিম।
নারী ও শিশু ভিকটিমের সংজ্ঞা	একজন নারী ও শিশু যদি অপর কোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রচলিত আইনে বর্ণিত অপরাধ, অন্যায়, অবহেলা, উদ্দেশ্যেমূলক দুর্ঘটনাসহ লিঙ্গবৈষম্যের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির শিকার হন অথবা উক্তরূপ ক্ষতির সম্ভাবনায় ভীত হন তবে তিনিই নারী ও শিশু ভিকটিম।

ভিকটিমের প্রতি প্রদত্ত সেবাসমূহ

(ক) সৌজন্য ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে সহমর্মিতা প্রকাশ।
(খ) ভিকটিমের ভয়ভীতি, উদ্বেগ ও অসহায়ত্ব দূর করে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করা।
(গ) ভিকটিম যাতে তার নিজের মতো করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারেন তার সুযোগ সৃষ্টি করা।
(ঘ) ভিকটিম ঘটনার ব্যাপারে তার দেয়া বক্তব্যের কারণে ভবিষ্যতে তার কোনোরূপ ক্ষতির শিকার হবেন না মর্মে তাকে সন্তুষ্ট করা।
(ঙ) ভিকটিমের আইনগত অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
(চ) প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
(ছ) নারী ভিকটিমের ক্ষেত্রে আস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে নারী পুলিশ অফিসারের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
(জ) ধর্ষণ ও যৌন নিগ্রহের ক্ষেত্রে নারী পুলিশ সদস্যদের মাধ্যমে সংবেদনশীল আচরণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
(ঞ) শিশু ভিকটিমদের প্রতি দেশীয় আইন ও বিধি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী আইনগত, সামাজিক ও মানবিক সেবা প্রদান।

ভিকটিম সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ভিকটিমের সার্বিক নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করে আদালতের অনুমতি নেয়া প্রয়োজন:

১. যেকোনো বয়সের নারী ও ১০ বছরের অধিক নয় এমন শিশু (ছেলে)-দের জন্য যথাক্রমে ডিএমপি ঢাকার তেজগাঁও থানা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ডবলমুরিং থানা, সিলেট বিভাগে কোতোয়ালি থানা, খুলনা বিভাগে সোনাডাঙ্গা থানা, রাজশাহী বিভাগে শাহমখদুম থানা, বরিশাল বিভাগে কোতোয়ালি থানা ও রাঙামাটি জেলার রাঙামাটি সদর থানা চত্বরে অবস্থিত ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে ভিকটিমকে সহায়তা প্রদান।
২. ডিএমপি, ঢাকার মেডিক্যাল কলেজসমূহে শিশু হাসপাতালসহ 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের' অধীনে ভিকটিমকে সহায়তা দিতে পারে।
৩. ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (OCC)-এর মাধ্যমে ফরিদপুর সদর হাসপাতালসহ সাতটি বিভাগের সদর হাসপাতালে নারী ভিকটিমদের সহায়তা দিতে পারে।
৪. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে 'মহিলা সেফহোম' লালমাটিয়া, ঢাকায় নারী ভিকটিমদের সহায়তা দিতে পারে।
৫. মাদকাসক্ত ভিকটিমদের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীনে মাদক নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে সহায়তা দিতে পারে।
৬. সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, গাজীপুর-এর মাধ্যমে সহায়তা দিতে পারে।

ভিকটিমের সহযোগীদের সাথে আচরণ

(ক) ভিকটিমকে ভয়ভীতিমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় সঙ্গ প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা।
(খ) সৌজন্য ও মানবিক আচরণ দ্বারা সহমর্মিতা প্রকাশ করা।
(গ) প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা।
(ঘ) ঘটনার নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সংগ্রহ করা।
(ঙ) মহিলা, শিশু ও প্রবীণদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশ করা।
(চ) প্রান্তিক, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আইনের সমান সুযোগ লাভ ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা।

৪.৩ অপমৃত্যু মামলার তদন্ত

মৃত্যু স্বাভাবিক হতে পারে কিংবা অন্য কোনোভাবে আত্মহত্যা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু কোনো অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর পুলিশ অফিসার অপমৃত্যু মামলা রুজু করে থাকেন। অপমৃত্যু মামলা রুজু হলে মৃতদেহ যে স্থানে পাওয়া যাবে সুরতহাল রিপোর্ট অবশ্যই সেই ঘটনাস্থলে প্রণয়ন করতে হবে। সুরতহালের উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর কারণ খুঁজে দেখা এবং সংক্ষিপ্ত সাক্ষ্য নেয়া (এ, আই, আর ১৯৪০ লাহোর ২১০ঃ রেফ-১১)। হামলাকারী ও সাক্ষীদের নামের তালিকা সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখের প্রয়োজন নেই (১৯৮১ রাজস্থান, সিআর, সি ৩৫১)। ফৌজদারি কার্যবিধি ১৭৪ ধারায় উল্লিখিত অবস্থাসমূহের যেকোনোটিতে সংঘটিত মৃত্যুর খবর প্রাপ্তির অব্যবহিত পর বিপি ১৮ নং ফরমে একটি প্রাথমিক সংবাদ দাখিল করতে হবে।

অপরাধীরা কোনো সূত্র কিংবা অন্য কিছু ফেলে গেছে কি না তা তদন্তের স্বার্থে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও তল্লাশি করে বের করতে হবে। অনেক সময় অপরাধীরা কাউকে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করতে পারে। সে জন্য তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থলে পৌছানোর সাথে সাথে মৃতদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে থাকেন।

সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- সুরতহালে মৃতদেহের পূর্ণ বিবরণ যথা মৃতের বয়স, লিঙ্গ, আকৃতি, কাপড়-চোপড় ও জখমের চিহ্ন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা উল্লেখ করতে হবে।
- গুলি করলে বা ধারালো অস্ত্র, যেমনঃ ছোরা, চাকু, খুর ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করলে পরনের কাপড় ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং, তদন্তকারী অফিসার মৃতের পরিধেয় কাপড় পরীক্ষা করবেন।
- শরীরে রক্তের চিহ্ন থাকলে তা তাজা কিংবা শুকনা কি না, রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে।
- হাতে কোনো জখম, রক্ত কিংবা হাতের মুষ্টিতে কোনো খড় বা চুল ছিল কি না তাও উল্লেখ করতে হবে এবং জব্দ করতে হবে। বিশেষজ্ঞের দ্বারা চুল পরীক্ষা করে আসামিকে শনাক্তকরণ সম্ভব হতে পারে। আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো হাতিয়ার পাওয়া গেলে জব্দ করে প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা করাতে হবে।
- ঘরের মধ্যে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেলে, দেয়ালে বুলেটের কোনো চিহ্ন আছে কি না এবং কক্ষে থাকা কাচের বোতল, চীনা মাটির বাসন সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করতে হবে।
- ব্লেড পাওয়া গেলে নাড়াচাড়া না করে সংগ্রহ করতে হবে এবং অঙ্গুলাঙ্ক বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করাতে হবে। গলায় দড়ি কিংবা কাপড় দিয়ে আত্মহত্যার কথা জানা গেলে দড়ি বা কাপড় কোথায়, কী অবস্থায় ছিল তাও উল্লেখ করতে হবে। আত্মহত্যার প্রশ্ন উঠলে কক্ষের উচ্চতা এবং দড়ি লাগানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল কি না তাও রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে। গাছের ডালে ফাঁসি লাগিয়ে মৃত্যু ঘটলে গাছের ডালের বিবরণ (উচ্চতা, ব্যাস ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে। ওই ধরনের ডালে গলায় দড়ি দিলে ডালটি ভাঙতে পারে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে। দড়ি বা কাপড়ও ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে ওই ধরনের দড়ি বা কাপড় দ্বারা ফাঁস লাগানো সম্ভব কি না।
- অশনাক্তকৃত লাশের আঙুলের ছাপ, ছবি, দন্ত সম্পর্কিত তথ্য, স্কেলিটন পরীক্ষা, Tattoos scars, DNA ইত্যাদি বিষয়গুলো খেয়াল করতে হবে।
- সুরতহালের সাক্ষীর বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।
- ময়নাতদন্তের সময় মর্গে তদন্তকারী/সুরতহাল প্রস্তুতকারী অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এবং ময়নাতদন্ত পর্যবেক্ষণ করবেন।
- হত্যা মামলার ক্ষেত্রে হত্যার উদ্দেশ্য অবশ্যই জানা প্রয়োজন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন

ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও পরীক্ষার সময় তদন্তকারী অফিসার নিম্নলিখিত জিনিসগুলো বিশেষভাবে পরীক্ষা করবেন:

- মৃতদেহ যদি কোনো কক্ষে পাওয়া যায় তাহলে কক্ষ বন্ধ ছিল কি না, বন্ধ থাকলে কোন দিক হতে জানালা খোলা বা বন্ধ ছিল।
- মৃত্যুর সঠিক জায়গা নিরূপণের জন্য রক্ত বা ভূমিতে ধস্তাধস্তির বা সংঘর্ষের চিহ্ন লক্ষ্য করতে হবে।
- মৃতদেহ কোনো পুকুরে বা নদীতে ভাসমান ছিল কি না, গাছের সাথে, ঘরের ছাদে বা সিলিং ফ্যানে লটকানো ছিল কি না বা রেললাইনের ওপর ট্রেনে চাপা পড়েছিল কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- অপরাধ সংঘটনের সম্ভাব্য অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। কোনো অস্ত্র দ্বারা মৃত্যু সংঘটন করা হলে তার বিবরণ ও অস্ত্রে কোনো শনাক্তকরণ চিহ্ন আছে কি না তা উল্লেখ করতে হবে।
- বুলেট বা বন্দুকের নিদর্শন, জুতা, কাপড়-চোপড়, আংটি বা অন্যান্য জিনিসপত্র শনাক্তকরণ চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। হাত বা পায়ের আঙুলের ছাপ, রক্তের দাগ, আঘাতের চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- মৃতের শরীরে সর্বপ্রকারের জখমের সংখ্যা, আকৃতি ও আয়তন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- মৃত ব্যক্তির হাতে যদি কোনো অস্ত্র পাওয়া যায় তাহলে তা দ্বারা আত্মহত্যা সম্ভব কি না যাচাই করতে হবে।

- ফাঁস দিয়ে বা বিষ প্রয়োগ করে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যু-পরবর্তী লক্ষণ; বিষ প্রয়োগে মৃত্যু সংঘটন হলে ঔষধের শিশি, বমি, বমিমিশ্রিত দ্রব্য, প্রশ্রাবযুক্ত কাপড় বা খড়ের টুকরা আছে কি না পরীক্ষা করতে হবে।
- মৃত ব্যক্তির হাতে চুল, কাপড় বা খড়ের টুকরা আছে কি না পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- ঘটনাস্থলের নকশা অঙ্কন করতে হবে। মৃত ব্যক্তি অপরিচিত হলে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরির পূর্বে তার ফটোগ্রাফ নিতে হবে এবং সুরতহাল রিপোর্টের সাক্ষীগণ, আলোকচিত্রী ও তদন্তকারী পুলিশ অফিসার তাতে দস্তখত করবেন।

অপমৃত্যু মামলা তদন্তের জন্য সরঞ্জামাদি, যেমন: অপমৃত্যু বিষয়ক মৃত্যুর বিবরণ ফরম, কেস ডায়েরি বই, পেন্সিল, কার্বন পেপার, মৃতদেহ চালান ফরম, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ফিল্মসহ ক্যামেরা তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে থাকতে হবে।

৪.৪ সুরতহাল

মৃত্যুর পর লাশটি যে অবস্থায় থাকে, সে অবস্থা নির্ণয় এবং লাশের বাহ্যিক বর্ণনা করাকে সুরতহাল বলে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৪ ধারা মতে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তা [একজন সাব-ইন্সপেক্টর, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর অথবা হেড কনস্টেবল-পিআরবি ১৯৯ (খ)] যদি এ মর্মে সংবাদ পান যে, (ক) কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে অথবা (খ) অপর কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রাণী কর্তৃক বা কোনো যন্ত্র দ্বারা বা কোনো দুর্ঘটনার ফলে নিহত হয়েছে বা (গ) এরূপ পরিস্থিতিতে মারা গেছে, যার ফলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ হতে পারে যে, অপর কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ করেছে, তাহলে অবিলম্বে সুরতহাল তদন্তের জন্য ক্ষমতাবান নিকটতম নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে তা জানাবেন এবং সরকারের নির্ধারিত কোন বিধি অথবা কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা অন্যরূপ নির্দেশিত না হয়ে থাকলে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাবান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যে স্থানে মৃতদেহ আছে সে স্থানে যাবেন এবং স্থানীয় দুই বা ততোধিক গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে মৃতদেহের বাহ্যত প্রতীয়মান জখম, ভাঙা, মচকানোর চিহ্ন, আঁচড়ের দাগ অথবা অন্য কোনো ক্ষতচিহ্নসমূহ এবং কীভাবে বা কোনো অস্ত্রের বা যন্ত্রের সাহায্য সৃষ্টি হয়েছে, তা উল্লেখ করবেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন। রিপোর্টে উক্ত কর্মকর্তা নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর নেবেন এবং অতঃপর উক্ত রিপোর্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে শত্রুর কর্মকাণ্ডের ফলে কারো মৃত্যু হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে এ উপধারা অনুসারে কোনো তদন্ত করা বা রিপোর্ট প্রণয়ন করা বা সুরতহাল করার ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে সংবাদ দেয়া প্রয়োজন হবে না। [ফৌজদারি কার্যবিধি ১৭৪(১)]

উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা ও উপস্থিত ব্যক্তিগণ অথবা তাদের মধ্যে যারা রিপোর্ট সম্পর্কে একমত হন, তারা প্রতিবেদনটিতে স্বাক্ষর প্রদান করবেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট প্রেরণ করতে হবে (ফৌজদারি কার্যবিধি ১৭৪(২)। কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার তদন্ত করার সময় কমপক্ষে দুজন সাক্ষীকে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৭৫ ধারার ক্ষমতাবলে লিখিতভাবে সমন ইস্যু করতে পারেন। যদি উক্ত লিখিত সমন পাবার পর সাক্ষী হাজির না হয়, তাহলে উক্ত সাক্ষীদের বিরুদ্ধে ১৭৪ দণ্ডবিধির অধীনে প্রসিকিউশন রিপোর্ট দাখিল করতে পারেন। সাক্ষীরা হাজির হয়ে তদন্তকারী অফিসারের প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকবে। যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তা দণ্ডবিধি আইনের ১৭৯ ধারায় শাস্তিযোগ্য হবে। যদি কোনো সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে দণ্ডবিধি ১৯৩ ব্যাখ্যা (২) ধারা অনুসারে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য দ.বি. ১৯৩ ধারায় শাস্তিযোগ্য হবে।

উক্ত ধারায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকলে সুরতহাল প্রস্তুতকারী কর্মকর্তা উক্ত লাশ ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করবেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট লাশের সুরতহাল করার জন্য ক্ষমতাবান। সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে তদন্তকারী অফিসার যদি তার তদন্তে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন, তাহলে কালবিলম্ব না করে উক্ত মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

তদন্ত যদি এক দিনের বেশি স্থায়ী হয়, তবে অস্বাভাবিক কিংবা সন্দেহজনক মৃত্যুর তদন্তের ক্ষেত্রে কেস ডায়রি দাখিল করতে হবে। কিন্তু যদি তদন্তকারী পুলিশ অফিসার কোনো আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হবার সন্দেহ করার কারণ দেখেন, তবে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৭ ধারার অধীন তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে এবং কেস ডায়রি দাখিল করা হবে। যে স্থানে কতিপয় ব্যক্তি একই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে সে স্থানে প্রতিটি মৃতদেহ সম্পর্কে আলাদা রিপোর্ট তৈরি করা হবে, তবে আলাদা এজাহার কিংবা চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করার প্রয়োজন নেই। প্রাথমিক অভিযোগ ও চূড়ান্ত রিপোর্টের একটি

অনুলিপি থানায় রাখতে হবে। মৃত্যু সংক্রান্ত রেজিস্টার এবং হিংস্র প্রাণী কর্তৃক নিহত ব্যক্তিদের রেজিস্টারে নাম লিপিবদ্ধকরণের ক্রমিক নম্বর উপরিভাগে উল্লেখ করতে হবে (পিআরবি-২৯৯)।

৪.৫ হাসপাতালে প্রেরিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুরতহাল

যে ক্ষেত্রে মফস্বল থানা হতে শহর হাসপাতালে মারাত্মকভাবে আহত লোককে পাঠানো হবে, সেরূপ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার পক্ষ হতে হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট চিঠি পাঠানো হবে। এ চিঠিতে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সেইসঙ্গে জখমসংক্রান্ত ঘটনা প্রমাণ করতে সক্ষম এরূপ সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ করা হবে। অধিকন্তু আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে ময়নাতদন্তের সময় মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য আহত ব্যক্তির কোনো আত্মীয় কিংবা সংশ্লিষ্ট থানার কোনো কনস্টেবলের হাসপাতালে বা তার আশপাশে কোথাও অবস্থান করতে হবে।

৪.৬ পুলিশ হেফাজতে মৃত ব্যক্তির সুরতহাল

পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন কোনো আসামির মৃত্যু হলে পিআরবি-এর ৩০২ (বি) ধারার বিধান মতে, ওই মৃত্যুর তদন্তের জন্য ক্ষমতাবান পুলিশ অফিসার নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটকে অবিলম্বে এ বিষয়ে অবহিত করবেন এবং নিজে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৪ ধারার অধীনে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করবেন। এ বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৬ ধারায় বলা হয়েছে, যেকোনো ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে মারা গেলে ক্ষমতাবান ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত লাশের সুরতহাল করবেন। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির লাশের সুরতহাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক করানো বাধ্যতামূলক। এখানে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু বলতে থানা হাজতে, কোর্ট হাজতে বা জেলখানায় মৃত্যু বোঝাবে।

৪.৭ অপমৃত্যুর ঘটনা তদন্ত না করার ক্ষেত্রে করণীয়

যখন কোনো ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য আত্মহত্যা কিংবা অবৈধ কাজের পরিণাম বলে সন্দেহ করা চলে না এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ তদন্তের ব্যাপারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে অনুরূপ কোনো তদন্ত পরিচালনা করেন, তখন তিনি মৃত ব্যক্তির দুজন আত্মীয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পাঠাবেন। যদি কোনো আত্মীয় পাওয়া না যায়, তবে মৃত ব্যক্তির দুজন সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীর স্বাক্ষরিত রিপোর্ট পাঠাবেন। রিপোর্টে যদি কোনো ভুল বা নিয়মবিরুদ্ধ কিছু না থাকে তবে তিনি তা সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল)-এর মাধ্যমে কোর্ট অফিসারের নিকট পাঠাবেন। যদি ভুল বা নিয়মবিরুদ্ধ কিছু থাকে তবে তিনি এজাহার লিপিবদ্ধ করবেন এবং রিপোর্টটি সংশোধনের জন্য প্রেরকের নিকট পাঠাবেন। এ রিপোর্ট প্রাপ্তির পর যদি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আত্মহত্যা বা অবৈধ কার্যকলাপ বলে সন্দেহ করার কারণ না দেখেন তবে তিনি ঘটনাস্থলে যাবেন না বা তদন্ত করবেন না।

৪.৮ অশনাক্তকৃত লাশের আঙুলের ছাপ

অশনাক্তকৃত মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্য নিম্নবর্ণিত বিধিসম্মত উপায়সমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে:

(ক) যে ক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনায়, সন্দেহজনক অবস্থায়, ডাকাতি, সিঁধেল চুরি বা অন্য কোনো অপরাধজনক কার্যে মৃত্যু হবার ফলে মৃত ব্যক্তির লাশ নিশ্চয়তার সাথে শনাক্ত করা সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে আঙুলের ছাপের জন্য ৫২ নং বিপি ফরমে আঙুলের ছাপ নিয়ে তা একটি পুলিশ রেফারেন্সসহ অঙ্গুলাঙ্ক সংস্থার কাছে তল্লাশির জন্য বিপি-৫৩ নং ফরমে পাঠাতে হবে। চামড়া কুঁচকানোর কারণে ছাপ নেয়া সম্ভব না হলে ময়নাতদন্তকারী মেডিক্যাল অফিসারকে আঙুল হতে চামড়া খুলে নিতে বলা হবে। তখন ১০টি আঙুল হতে খুলে নেয়া চামড়ার টুকরাগুলোকে সাবধানে আলাদা আলাদা নম্বরযুক্ত খামে রেখে সংস্থার নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে (পিআরবি-৩১৩)।

(খ) মৃতদেহের আঙুল হতে ছাপ গ্রহণ করা সাধারণভাবে কষ্টকর কিছু নয়। কিন্তু অনেক সময় আঙুলের চামড়া সংকুচিত ও কুঁকড়ে যাবার ফলে স্পষ্ট ছাপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ সকল ক্ষেত্রে পোস্টমর্টেম পরীক্ষাকারী মেডিক্যাল অফিসারকে আঙুল হতে চামড়া সরিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে হবে। অতঃপর দশটি আঙুল হতে সরিয়ে নেয়া চামড়ার টুকরা পৃথক পৃথক খামে সাবধানতার সাথে প্যাকেট করে তা পরীক্ষার জন্য ব্যুরোতে পাঠাতে হবে।

(গ) ইন্সপেক্টরের নিচে নয় এমন কোনো অফিসারের তত্ত্বাবধানে অবশ্যই অজ্ঞাতনামা মৃতদেহের আঙুলের ছাপ গ্রহণ করতে হবে। আঙুলের চামড়া সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন হলেও দশটি আঙুলের ছাপ নিতে হবে। তত্ত্বাবধানকারী অফিসার অনুসন্ধান স্লিপ-এ স্বাক্ষর দিয়ে ঘোষণা দেবেন যে, তার উপস্থিতিতে সঠিকভাবে ছাপ নেয়া হয়েছে। অনুসন্ধান স্লিপের মন্তব্যের কলামে তত্ত্বাবধানকারী অফিসার মৃতদেহটি বিকৃত হবার পর্যায়ে রয়েছে বা অন্য কোনো অবস্থায় আছে সেই সম্পর্কে উল্লেখ করবেন।

(ঘ) বন্দিদের শনাক্তকরণ সম্পর্কে ৪৫৪ এবং ৪৫৮ প্রবিধানের নির্দেশ মোতাবেক অপরিচিত বন্দির আঙুলের ছাপ প্রেরণ করার সময় স্থানীয়ভাবে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা ত্যাগ করা যাবে না।

(ঙ) মৃত ব্যক্তি যে সকল বস্তু যুক্তিগ্রাহ্যভাবে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় সে সকল বস্তুর ওপর স্পষ্ট বা অস্পষ্ট আঙুলের যে ছাপ পড়েছে তা গ্রহণ করতে হবে। খুন বা সন্দেহজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে অবশ্যই মৃত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ নিয়ে তা মৃত ব্যক্তি কর্তৃক স্পর্শকৃত বস্তুর ওপর হতে নেয়া আঙুলের ছাপের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে।

(চ) ঘটনাস্থলে পৌছার পর পরই তদন্তকারী অফিসার মৃত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ নেবেন। এ ক্ষেত্রে বিলম্ব হলে বিকৃতি ঘটতে পারে। বাংলাদেশে মৃতদেহ পচন খুব দ্রুত হয় এবং তার ফলে আঙুলের ছাপ নেয়া অসম্ভব হতে পারে।

পিআরবি-৩১৪

(ক) অনুসারে অপরিচিত মৃতদেহের পরিচিতি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে অনুরূপ মৃতদেহের ছবি তুলতে হবে। সম্ভব হলে অর্ধ-প্লেট আকারে ও বিভিন্ন এঙ্গেলে তাদের ছবি তুলতে হবে।

(খ) এ ক্ষেত্রে ক্রাইমসিন দলের ফটোগ্রাফার ব্যবহার করা ভালো। সম্ভব না হলে স্থানীয়ভাবে যোগ্য ফটোগ্রাফার কিংবা অন্য কোনো পুলিশ অফিসার ফটোগ্রাফ নিতে পারবেন।

(গ) অপরিচিত কোনো মৃতদেহের ফটো এমনভাবে তুলতে হবে যেন দেহের সবটাই অন্তর্ভুক্ত হয়। দেহকে এমনভাবে রাখতে হবে যেন সকল প্রকারের কাটা দাগ বা অনুরূপ চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। মৃতদেহের বিকৃতি ঘটলে এ সকল চিহ্ন শনাক্তকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিধেয় বস্ত্রের চেয়ে বিভিন্ন চিহ্ন, পরিচিতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৃতদেহের সাথে পরিধেয় বস্ত্র নষ্ট হয়ে যায় বলে এসবের যথার্থ রেকর্ড রাখা প্রয়োজন।

(ঘ) কোনো অপরিচিত মৃতদেহের ফটো নেয়া হলে, গৃহীত ফটোর বিভিন্ন অংশ ফটোর উল্টো দিকে স্পষ্টভাবে লিখে রাখতে হবে। DNA (De- oxyribonucleic Acid) পরীক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞাতনামা মৃত ব্যক্তির লাশ শনাক্ত করা যেতে পারে। মৃত ব্যক্তির শরীর হতে নমুনা সংগ্রহ করে যথাযথ নিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাহায্য নেয়া যেতে পারে। বর্তমানে সিআইডি বাংলাদেশ ঢাকার অধীনে DNA ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪.৮.১ অশনাক্তকৃত লাশের ফটো তোলা

প্রবিধান ৯৩ (পিআরবি) অনুযায়ী অশনাক্তকৃত লাশের আঙুলের ছাপ গ্রহণ করা ছাড়াও সম্ভব হলে পরিচিতি উদ্ধার করার লক্ষ্যে লাশের ছবি তুলতে হবে। এ ছবি হাফপ্লেট সাইজের হবে। ছবি তোলা হলে লাশের বিস্তারিত বিবরণ ছবির পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে (পিআরবি-৩১৪)।

৪.৯ আলামত জব্দ

মৃত ব্যক্তির লাশের ওপর বা আশপাশে কোনো আলামত পাওয়া গেলে পুলিশের কর্তব্য হবে তার বিবরণসহ সিলগালা প্যাকেটে কোর্ট মালখানায় প্রেরণ করা। অন্যথায় সাক্ষ্য হিসেবে উদ্ধারকৃত আলামতের নির্ভরতা থাকে না (এআইআর ১৯৪৯, অল ২৯১; রেফ-১১)।

৪.১০ কবর হতে লাশ উত্তোলন

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৬(২) ধারার বিধান মতে, যে লাশ ইতোমধ্যে কবরস্থ করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট যদি মৃত্যুর কারণ আবিষ্কারের জন্য তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করেন, তাহলে তিনি লাশটি কবর হতে ওঠানো এবং পরীক্ষা

করাতে পারবেন অথবা অভিযোগ পেয়ে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য যদি কোনো পুলিশ অফিসার কোনো ব্যক্তির লাশ কবর হতে ওঠানোর জন্য আবেদন করেন, তাহলে ক্ষমতাবান ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত লাশ কবর হতে উত্তোলন ও পরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারেন। কবর হতে লাশ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট মৃত ব্যক্তির কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন এবং সমাধিস্থকারী ব্যক্তিগণকে কবরটি শনাক্ত করতে বলবেন এবং অতঃপর কবর খোঁড়ার আদেশ দেবেন। কবর খোঁড়ার পর কবরে কী অবস্থায় লাশটি আছে তা ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যক্ষ করবেন এবং অতঃপর তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণের নির্দেশ দেবেন। উল্লেখ্য যে, কবর হতে লাশ উত্তোলনের জন্য যে নির্ধারিত ফরম রয়েছে, তা তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষরের পর ম্যাজিস্ট্রেট তাতে প্রত্যয়নপত্র দেবেন।

৪.১১ সুরতহাল রিপোর্ট কীভাবে তৈরি করা হয়

সুরতহাল রিপোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৭৪ ধারা ও পিআরবি ২৯৯ ধারা এবং ৩০৩ ধারায় উল্লিখিত Appendix-১৯ অনুসারে প্রস্তুত করতে হয়। সুরতহাল রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ করতে হবে:

- সুরতহাল প্রস্তুতকারীর নাম।
- যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করে তার নাম এবং মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক।
- কমপক্ষে দুজন সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা, যারা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নয়।
- যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া যায় সে স্থানের নিখুঁত বর্ণনা।
- মৃতদেহের অবস্থান, তার পরিধেয় বস্ত্র, পুরুষ বা মহিলা কি না এবং তার বয়স।
- মৃতদেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান দূরত্ব, যেমন: বাহুমূল, পা ইত্যাদি।
- মৃতদেহের শরীরে জখম বা ক্ষতচিহ্ন আছে কি না এবং থাকলে তার অবস্থান, ধরন বা প্রকৃতি, সংখ্যা, ক্ষতস্থানের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা এবং কোন ধরনের অস্ত্র দ্বারা জখম বা ক্ষত হয়েছে, তার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।
- যদি শরীরে কোনো ফাটা বা মটকানো দেখা যায় তার অবস্থান ও ব্যাসার্ধ।
- যদি শরীরে কোনো গুলি বিদ্ধের চিহ্ন দেখা যায়, তবে গুলিবিদ্ধ স্থান ও বের হবার স্থান ও পরিধি।
- মৃতদেহের পরিধেয় বস্ত্রে বীর্যপাত ও রক্তের চিহ্ন।
- যদি কোনো ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যায় বা তাকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়, তাহলে হাত ও পায়ের আঙুল ও নখ পরীক্ষা করতে হবে।
- মৃতদেহের উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও অন্য কোনো চিহ্ন দৃশ্যমান হয় কি না তা পরীক্ষা করা ও লিপিবদ্ধ করা।
- গলায় কোনো কাটা চিহ্ন আছে কি না তা লক্ষ্য করা।
- ঠোঁটের রং ও চুলের অবস্থান পরীক্ষা করা ও লিপিবদ্ধ করা।
- তদন্তকারী অফিসার মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তদন্তপূর্বক তার মতামত ব্যক্ত করবেন। যে সকল সাক্ষী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করে, তাদের স্বাক্ষর সুরতহাল রিপোর্টে গ্রহণ করতে হবে।

৪.১২ লাশ প্রেরণ

নিম্নে উল্লিখিত মৃতদেহের সাক্ষ্যের চেকলিস্ট অনুসারে আলামত সংগ্রহ ও সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে সংযুক্ত বিপি ফরম-৪৯ অনুসারে মর্গে প্রেরণের চালান ফরম পূরণ করে লাশ মর্গে প্রেরণ করতে হবে। লাশ চালান ফরম ০২ কপি, সুরতহাল প্রতিবেদন এবং পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে অন্য কোনো আলামত যথা: পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদিসহ তদন্তকারী/শনাক্তকারী অফিসারের মাধ্যমে লাশ মর্গে প্রেরণ উত্তম।

৪.১৩ মৃতদেহের সাথে প্রাপ্ত সাক্ষ্যের চেকলিস্ট

- মৃতদেহের মাথার দিকে ডান পার্শ্বে অবস্থান করে কার্যক্রম শুরু করা।
- কোনো কিছু সরানোর পূর্বে অথবা স্পর্শ করার পূর্বে ব্যাপক মাত্রায় পরীক্ষা সম্পন্ন করা এবং ছবি নেয়া।

- অজ্ঞাত হলে ছবি ও দশ আঙুলের ছাপ নেয়া।
- মৃতদেহে প্রাপ্ত ভঙ্গুর উপকরণ (চুড়ি, অলংকার, শাঁখা ইত্যাদি) সংগ্রহ করা।
- অন্যান্য ধরনের দলিল প্রমাণ সংগ্রহ করা (আইডি, পাসপোর্ট, মানিব্যাগ, চিরকুট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও অন্যান্য বস্তুগত সাক্ষ্যের অবস্থান ও যৌক্তিক কারণ ইত্যাদি নোট করা)।
- চুল, নখ এবং অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা। মোম, কাগজ (যদি থাকে) এগুলো সংরক্ষণ করে খামে রাখা।
- মাথার চুল এবং শরীরের গোপন স্থান পরিষ্কার করা। যে স্থান পরিষ্কার করছেন তার নিচে বুচার কাগজ রাখুন। সাক্ষ্য-প্রমাণ কাগজে লিপিবদ্ধ করা।
- স্কচ প্যাড অথবা লিন্ট (ব্যান্ডেজ বাঁধার নরম কাপড়) রোলারের সাহায্যে পুরো দেহের ত্বক এবং কাপড় থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা। মুখমণ্ডল, হাত, শরীরের গোপনীয় স্থান এবং ঘাড় থেকে আলামত সংগ্রহ করা।
- ছড়ানো রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা।
- সম্ভব হলে হেমাস্টিক ব্যবহার করে পরীক্ষণকৃত উপাদানটি যে রক্ত সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।
- সংগৃহীত নমুনা (Collected sample) সংগ্রহ করা (ঘটনাস্থলের যত দূর সম্ভব নিকট থেকে)। শীতলীকরণ যন্ত্রে সাক্ষ্য সংরক্ষণ করা।
- পর্যাপ্ত নমুনা সংগ্রহ করা।
- পরিবেশ (গাছগাছালি, মাটি ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ করা।
- আবাসস্থলের ভেতরের বিভিন্ন বস্তু, যেমন: গালিচার আঁশ, রং, ঔষধ, ঔষধের খোসা, মদ, বিয়ার, মাদক বা অন্য কোনো তরল ও বিবিধ সাক্ষ্য সংগ্রহ করা।
- যানবাহনের ভেতরের বস্তুগত সাক্ষ্য (গালিচার আঁশ, আসনের আঁশ, টায়ারের কুণ্ডলী, ভিন্ন নম্বর, চাকার ভিত্তি) সংগ্রহ করা।
- ধর্ষণের ক্ষেত্রে 'সেক্সুয়াল অ্যাসাল্ট এভিডেন্স কালেকশন কিট' ব্যবহার করে আক্রান্ত দেহ থেকে বিভিন্ন নমুনা ও আলামত সংগ্রহ করা।
- নখের ভেতরে থাকা নমুনা সংগ্রহ করা। প্রয়োজনে টুথপিক ব্যবহার করা।
- কামড়ের দাগ থেকে আলামত সংগ্রহ করা।
- মুখগহ্বর থেকে আলামত সংগ্রহ করা।
- চুল সংগ্রহ করা (ভিকটিমের চুলের সাথে সাংঘর্ষিক চুল পাওয়া গেলে)।
- মোবাইল বা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইস (ক্রেডিট কার্ড, ভিসাকার্ড, পেনড্রাইভ, পেজার ইত্যাদি) থাকলে তা যথাযথভাবে সংগ্রহ করা।

৪.১৪ লাশ পরীক্ষার জন্য মর্গে প্রেরণের চালান ফরম সূত্র: বিপি ফরম নং-৪৯ (পুলিশ প্রবিধান ৩০৪)

মৃতের নাম ও জাতি/বর্ণ	লিঙ্গ এবং বয়স	বাসস্থান	কোথায় মৃতদেহটি পাওয়া গেছে	ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ পাঠানোর তাং ও সময় এবং মর্গের দূরত্ব	কার মাধ্যমে প্রেরণ করা হলো	শনাক্তকারী পুলিশ অফিসারের নাম ও পদবি	মৃতের দেহ শনাক্তকরণ চিহ্নসমূহ	যত দূর জানা মতে, মৃত্যুর কারণ	মন্তব্য, কী কী (কাপড়-চোপড় এবং আসবাবপত্র মৃতদেহের সাথে প্রেরণ করা হলো)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

পঞ্চম অধ্যায়

তদন্ত প্রক্রিয়া

তদন্ত প্রক্রিয়া

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। পুলিশি তদন্ত কার্যক্রমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য করণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

২। সাক্ষ্য, সাক্ষী ও আসামিদের সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল ও জবানবন্দি বিশ্লেষণ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ধারণা অর্জন

৩। তদন্তকালে সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অধিকতর তদন্ত বিষয়ক জ্ঞানার্জন

৫.১ ফৌজদারি তদন্তের বিষয়বস্তু

- এফআইআর (ফৌঃ কাঃ বিঃ-১৫৪ ধারা মোতাবেক রেকর্ডকৃত ধর্তব্য অপরাধের মামলা) পিআরবি-২৪৩
- কোর্ট পিটিশন/অভিযোগ (ফৌঃ কাঃ বিঃ-১৫৬ ধারা মোতাবেক রেকর্ডকৃত মামলা) পিআরবি-২৪৫
- ইউডি কেস (ফৌঃ কাঃ বিঃ-১৭৪ ধারা মোতাবেক রেকর্ডকৃত মামলা) পিআরবি-২৯৯

৫.২ তদন্তের ফ্লো-চার্ট

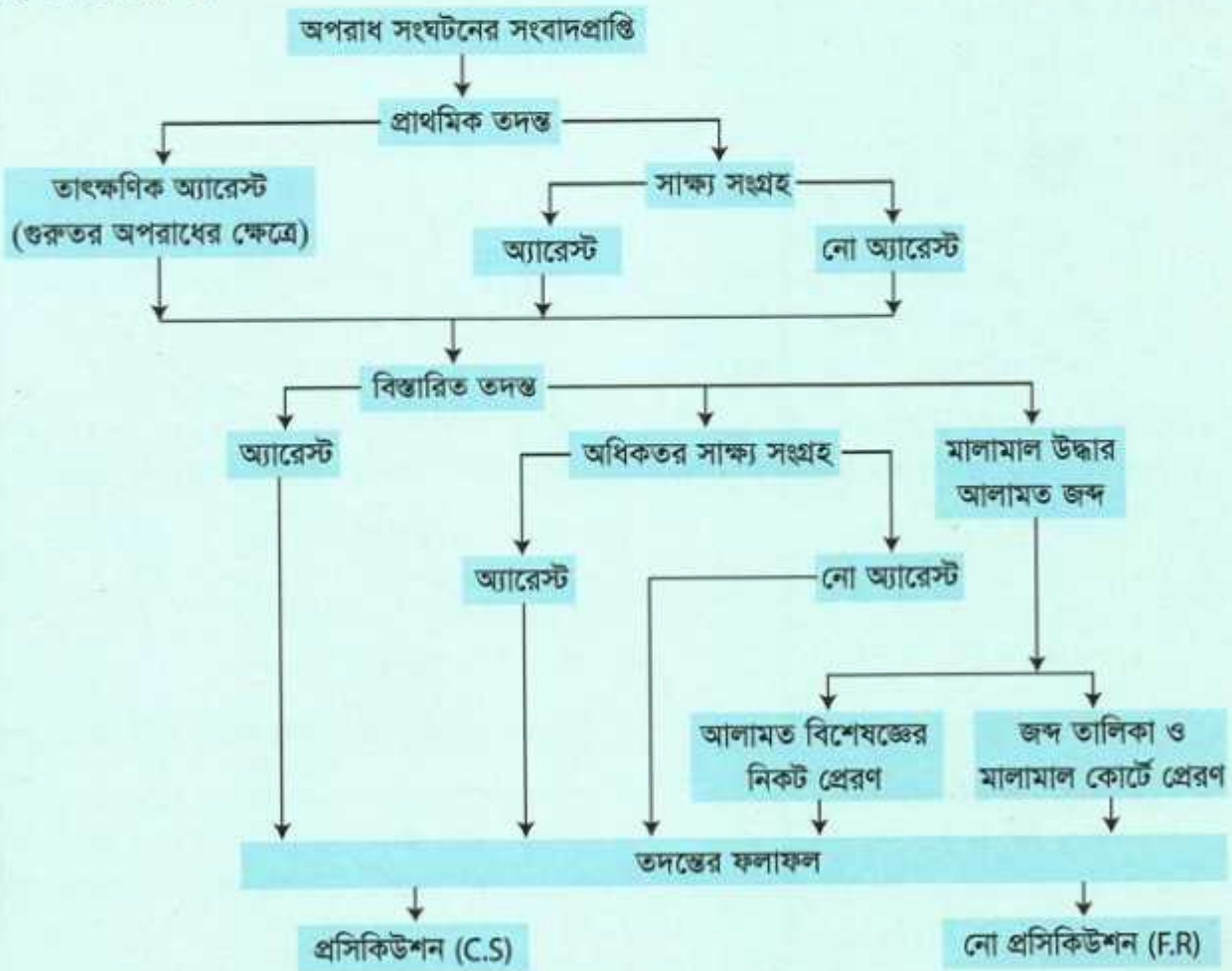

৫.৩ তদন্ত কার্যক্রমে স্তরভিত্তিক করণীয়

মামলা রুজুর পর তদন্ত কার্যক্রমের নিম্নবর্ণিত তিন স্তরে করণীয় রয়েছে:

(ক) তদন্ত-পূর্ব (খ) তদন্তকালীন ও (গ) তদন্ত সমাপ্ত হওয়ার পর।

৫.৩.১ তদন্ত-পূর্ব করণীয়

(ক) প্রাথমিক তথ্য বিবরণী পর্যালোচনাপূর্বক নোট গ্রহণ এবং প্রয়োজনে এজাহারে অধিকতর সম্পূরক তথ্য সংযোজনের লক্ষ্যে কার্যবিধি ১৬১ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(খ) থানায় সংরক্ষিত রেজিস্টার ও নথিপত্র পর্যালোচনা (Document Analysis).

(গ) ঘটনাস্থলে রওনার জন্য প্রস্তুতি (Preparation for Crime Scene Visit).

(ঘ) ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা।

(ক) রেজিস্টার/রেকর্ড পর্যালোচনা

নিম্নে বর্ণিত অপরাধের মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে অবশ্যই থানার অপরাধ তালিকা পর্যালোচনা করতে হবে (পিআরবি-২৫৬)।

(১) সম্পত্তি সংক্রান্তে অপরাধ (চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা, সিঁধেল চুরি)।

(২) অভ্যাসগত অপরাধী সম্পর্কিত (ভাড়াটে খুনি, চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, মাদক ব্যবসায়ী)।

সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ (চুরি, দস্যুতা, ডাকাতি, সিঁধেল চুরি) মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত রেকর্ডসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে:

- ✓ ভি সি এন বি (পিআরবি ৩৯১-৩৯৪)
- ✓ অপরাধীদের জীবনবৃত্তান্ত (পিআরবি-১১২৩)
- ✓ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও কনভিকশন রেজিস্টার (পিআরবি-১১০৪)
- ✓ অপরাধ মানচিত্র (পিআরবি-৩৯০)
- ✓ ক্রাইম ইনডেক্স (পিআরবি-১৯৪)
- ✓ খতিয়ান পরিদর্শন রেজিস্টার (পিআরবি-৩৮০)
- ✓ সি ডি এম এস
- ✓ এ-রোল, বি-রোল (পিআরবি-৩৪২-৩৪৪)
- ✓ বিগত পাঁচ বছরের অপরাধ পরিসংখ্যান
- ✓ সাধারণ ডায়েরি (পিআরবি-৩৭৭)
- ✓ অপরাধ তালিকা (স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত)
- ✓ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার
- ✓ পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী দাগী আসামি ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের তালিকা (পিআরবি-৩৮১)
- ✓ সি আই বি গেজেট
- ✓ কার্ড ইনডেক্স (সার্কেল অফিস)

এ ছাড়া নিম্নবর্ণিত অপরাধের মামলা তদন্তের জন্য ঘটনার কারণ, ঘটনার উৎস, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা লাভ করা জরুরি:

(১) নারীঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অপরাধের প্রেক্ষাপট কি না তা যাচাই করা প্রয়োজন:

- প্রেম
- ধর্ষণ
- পরকীয়া
- বলপূর্বক দেহ ব্যবসা
- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য নিয়ে
- গুরুতর জখম/হত্যা
- যৌতুক
- নারী ও শিশু পাচার

(২) খুন/অগ্নিসংযোগ/মারামারি/দাঙ্গা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অপরাধের প্রেক্ষাপট কি না তা যাচাই করা প্রয়োজন:

- অবৈধ দখলদারি ও চাঁদাবাজি
- গ্রাম্য কোন্দল
- পূর্বশত্রুতা
- আকস্মিক উত্তেজনা
- বৈদ্যুতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, গ্যাস সংযোগ বিস্ফোরণ, ব্যক্তিগত আক্রোশ, ব্যক্তিগত অবৈধ লাভ (বাড়ি, অফিস, ফ্যাক্টরি, গাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি)
- সামাজিক বা আধিপত্য বিস্তার
- নেশা বা মাদক ব্যবসা
- ধর্মীয় কলহ

(৩) মুক্তিপণ দাবির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অপরাধের প্রেক্ষাপট কি না তা যাচাই করা প্রয়োজন:

- রাজনৈতিক কারণে সর্বহারা, ডানপন্থী বা বামপন্থী সংগঠন ইত্যাদি কর্তৃক অপহরণ।
- সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র কর্তৃক অপহরণ।
- নারী ও শিশু পাচারকারী কর্তৃক অপহরণ।
- অন্যান্য।

৫.৩.২ তদন্তকালীন কর্তব্য

- ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও সংরক্ষণ করা।
- ক্রাইমসিন ব্যবস্থাপনা ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করা।
- সূচিসহ খসড়া মানচিত্র প্রস্তুত করা।
- কে কে সাক্ষী হতে পারে তা শনাক্ত করা।
- বাদী, সাক্ষী, ভিকটিম, আহত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক জবানবন্দি রেকর্ড করা।
- এজাহার নামীয় অথবা সন্দিগ্ধ আসামি গ্রেপ্তার করা।
- ঘটনার কারণ, স্থান ও সময়সহ সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করা।
- ভিকটিমকে শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।
- ঘটনার তিনটি পর্যায় অর্থাৎ ঘটনার পূর্বে, ঘটনার সময় ও ঘটনার পরে বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে দেখতে হবে।
- প্রাপ্ত তথ্যের উৎস।
- হত্যা মামলা সংক্রান্তে নিহত ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত।
- একই বিষয়ে বেশিসংখ্যক সাক্ষী থাকলে অভিযোগপত্রে কীভাবে কম সাক্ষী উপস্থাপন করা যায়।
- সাক্ষী বিভিন্ন শ্রেণির হয়, যেমন: স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাক্ষী, অনাগ্রহী সাক্ষী, অনির্ভরশীল সাক্ষী, ভীতসন্ত্রস্ত সাক্ষী, পক্ষপাতমূলক সাক্ষী, বিরূপ সাক্ষী, দুর্বল সাক্ষী, মৃত্যুকালীন সাক্ষী, কপট সাক্ষী, বাচাল সাক্ষী। সাক্ষ্য গ্রহণের কালে সাক্ষীদের ভালোভাবে যাচাই করতে হবে।
- চোরাই/লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার ও জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা, আলামতে লেবেল লাগানো ও সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা।
- সংগৃহীত আলামত সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ ও মতামত গ্রহণ।
- খুন মামলার ক্ষেত্রে মৃতদেহের ছবি গ্রহণ, সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি এবং ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করা।
- অশনাক্তকৃত মৃত ব্যক্তির হাতের আঙুলের ছাপ গ্রহণ করা এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য CID-তে প্রেরণ।
- আসামিদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ ও যাচাই করা।
- প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদিসহ আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা।
- পলাতক আসামিদের মালামাল ক্রোক করা (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে)।
- সাক্ষী ও আসামিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করা (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে)।
- সাক্ষীদের নিকট থেকে কোর্টে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য হাজির থাকবে মর্মে মুচলেকা গ্রহণ করা।
- আসামিদের পিসি ও পিআর যাচাই করা।
- দৈনন্দিন কেস ডায়েরি লিপিবদ্ধ করা।
- দালিলিক সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করে মতামত গ্রহণ করা।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে CDR এবং তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করা।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৈদেশিক অফিস বা সংস্থা হতে তথ্য সংগ্রহ করা।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মৃতদেহের DNA নমুনা সংগ্রহকরে DNA Lab- এ প্রেরণ করা।

- আরোহ/অবরোহ পদ্ধতিতে ঘটনার সাথে সাক্ষ্যসমূহের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয় করা।
- ঘটনায় সংঘটিত অপরাধসমূহ এবং আইনের সঠিক ধারা নির্ধারণ করা।
- প্রতিটি অপরাধ প্রমাণে সংগৃহীত সাক্ষ্যসমূহকে সুনির্দিষ্ট করা।
- প্রতিটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের অপরাধীকে চিহ্নিত করা।
- অপরাধীর প্রোফাইল তৈরি করে ঘটনার সাথে তার যোগসূত্র নির্ধারণ করা।
- প্রাপ্ত সাক্ষ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা।
- চার্ট অব এভিডেন্স এবং লিংক চার্ট তৈরি করা।
- গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে মেমো অব এভিডেন্স প্রস্তুত করা।

৫.৪ তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ঘটনাস্থল পরিদর্শন

থানা এলাকায় তদন্ত: ঘটনাস্থল নিজ থানার সীমানার মধ্যে হলে জিডিতে নোট প্রদানপূর্বক অপরাধস্থলে পৌঁছে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করতে হবে। ঘটনাস্থল থেকে ফেরত আসার পর গৃহীত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ সাধারণ ডায়েরিতে নোট করতে হবে।

থানা এলাকার বাইরে তদন্ত: থানা এলাকার বাইরে তদন্তের প্রয়োজন হলে সার্কেল এএসপি অথবা উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারের অনুমতি নিতে হবে (পিআরবি-২৫৯ বিধি, কাঃ বিঃ ১৫৬)।

৫.৪.১ ঘটনাস্থলের কার্যক্রম

(ক) ঘটনাস্থল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং নোট নেয়া প্রয়োজন:

- অপরাধের প্রকৃতি
- অপরাধীর মোডাস অপারেন্ডি
- অপরাধী শনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নসমূহ (পারসোনেশন বা সিগনেচার অ্যাসপেক্ট)
- অপরাধস্থলে প্রবেশ ও নির্গমন পথ (ঘটনাস্থলের ১ কিলোমিটার পর্যন্ত)
- ঘটনার সময় আলোর উৎস এবং তার অবস্থান

(খ) ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত আলামতসমূহ যথাযথভাবে প্যাকিং করে তার ওপর ট্যাগ লাগিয়ে আদালতের নির্দেশক্রমে বিশেষজ্ঞ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা/তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি করা (নিলাম, ধ্বংস ইত্যাদি)।

৫.৪.২ খসড়া মানচিত্র প্রস্তুত

- খসড়া মানচিত্রের ওপর মামলার সূত্র ও আইনের ধারা নোট করা।
- দিকনির্দেশনা চিহ্নিত করা।
- ঘটনাস্থলে থাকা বস্তুগত সাক্ষ্যের দূরত্ব উল্লেখ করা।
- সম্ভব হলে স্কেলের সাহায্যে মানচিত্র তৈরি করা। সম্ভব না হলে মানচিত্রে পরিষ্কারভাবে তথ্যসমূহের উল্লেখ করা।
- চাঞ্চল্যকর, গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল মামলার ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র তৈরির ক্ষেত্রে ড্রাফট্সম্যানের সাহায্য নেয়া।
- সাক্ষী, ভিকটিম ও আসামিদের অবস্থান চিহ্নিত করা। ব্যক্তি সাক্ষীর অবস্থানস্থলকে নম্বর দিয়ে (১, ২, ৩) এবং বস্তুগত সাক্ষ্য-এর অবস্থান অক্ষর (ক, খ, গ) দিয়ে চিহ্নিত করা।
- পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে অভিন্ন কাগজে সূচিপত্র তৈরি করা, তবে ব্যাখ্যামূলক সূচি ভিন্ন কাগজে উল্লেখ করা।
- খসড়া মানচিত্র অঙ্কনকারী অফিসারের নাম, পদবি, পুলিশ আইডি কার্ড, তারিখ, কর্মস্থলের নাম উল্লেখ করে স্বাক্ষর করা।
- খসড়া মানচিত্র অঙ্কনের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করা।

৫.৪.৩ খসড়া মানচিত্রের ব্যাখ্যামূলক সূচি (নমুনা)

খসড়া মানচিত্র

সূত্রঃ ..... থানার মামলা নং ..... তারিখ ..... ইং ধারা ..... পেনালকোড/অন্য আইন

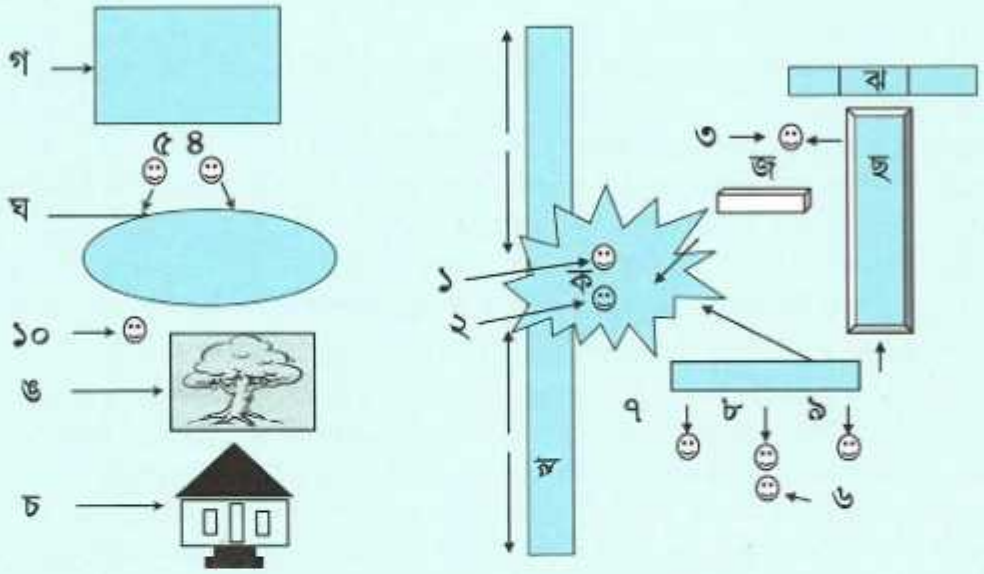

ক = ঘটনাস্থল	১ = নিহত	ট
খ = একটি রাস্তা	২ = নিহত	ঠ
গ = একটি ঘর	৩ = আহত	ড
ঘ = একটি পুকুর	৪ = সাক্ষী	ঢ
ঙ = একটি গাছ	৫ = সাক্ষী	ণ
চ = একটি ঘর	৬ = অভিযুক্ত	ত
ছ = একটি বিল্ডিং	৭ = আহত	থ
জ = একটি স্টেজ	৮ = অভিযুক্ত	দ
ঝ = একটি বিল্ডিং	৯ = অভিযুক্ত	ধ
	১০ = সাক্ষী	ন

প্রস্তুতকারী অফিসার
'ক'
.....
এসআই
থানা ও জেলা
তারিখ:.....
স্থান: .....

সূচিপত্রের ব্যাখ্যা

সূত্র :.....থানার মামলা নং.....তারিখ ..... ইং ধারা..... পেনালকোড

(ক) ঘটনাস্থল। যা সৈয়দপুর থানাধীন নতুন বাবু পাড়া এলাকায় ডা. জিকরুল হক সড়কে অবস্থিত। যার মৌজা নং ৩৬৭, বাড়ি নং-৫৩। সড়কটির পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ফুটপাতসংলগ্ন এলাকায় এই মামলার ঘটনা ঘটেছে।

(খ) একটি রাস্তা। যা ডা. জিকরুল হক সড়ক নামে পরিচিত এবং রেলওয়ে স্টেশন হতে মদিনার মোড় অভিমুখে গিয়েছে।

(গ) একটি পাকা একতলা ঘর। যা নাভানা ফার্নিচার-এর শো-রুম হিসেবে ব্যবহৃত এবং ঘটনাস্থল হতে অনুমান ৩০ গজ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

(ঘ) একটি জলাশয়। যা জনৈক মোঃ সেলিমের মালিকাধীন এবং ঘটনাস্থল হতে অনুমান ২৫ গজ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

(ঙ) ঘটনাস্থল হতে অনুমান ৩০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত বটগাছ।

(চ) ঘটনাস্থল হতে অনুমান ৩৫ গজ পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত একটি টিনের ঘর যাতে জনৈক শাহ্ আলম বসবাস করেন।

(ছ) গুরুগৃহ নামের একটি স্কুলঘর, ঘটনাস্থল হতে অনুমান ১৫ গজ পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত।

(জ) অনুমান ৫ গজ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি স্টেজ।

(ঝ) ঘটনাস্থল হতে অনুমান ৩০ গজ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত গুরুগৃহ স্কুলের ২য় ভবন।

১. ঘটনার শিকার নিহত ট-এর অবস্থানস্থল। যিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন।

২. ঘটনার শিকার নিহত ঠ-এর অবস্থানস্থল। যিনি ঘটনার সময় ঘটনাস্থলেই ছিলেন।

৩. ঘটনার শিকার আহত ড-এর অবস্থান। যিনি ঘটনার সময় ঘটনাস্থলের ১২ গজ উত্তরে বসা অবস্থায় ছিলেন।

৪. ঘটনাস্থল হতে অনুমান ৩০ গজ উত্তর-পশ্চিম ঘটনার সময় সাক্ষী ঢ-এর অবস্থান।

৫. ঘটনাস্থল হতে অনুমান ৪০ গজ উত্তর-পশ্চিমে ঘটনার সময় সাক্ষী ণ-এর অবস্থান।

৬. ঘটনাস্থল হতে অনুমান ৩০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে ঘটনার সময় অবস্থানরত আসামি ত-এর অবস্থান।

৭. ঘটনাস্থল হতে অনুমান ১৫ গজ দক্ষিণ-পূর্বে ঘটনার সময় অবস্থানরত আসামি থ-এর অবস্থান।

৮. ঘটনাস্থল হতে অনুমান ২০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে ঘটনার সময় অবস্থানরত আসামি দ-এর অবস্থান।

৯. ঘটনাস্থল হতে অনুমান ২০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে ঘটনার সময় অবস্থানরত আসামি ধ-এর অবস্থান।

১০. ঘটনাস্থল হতে অনুমান ২৫ গজ পশ্চিমে ঘটনার সময় সাক্ষী ন-এর অবস্থান।

আমি প্রস্তুত করলাম

তারিখ -------

সময়---------

স্থান----------

ক

পুলিশ পরিদর্শক/এস আই

থানা -------- জেলা ---------

৫.৫ তদন্তকালে আদালতে প্রেরণীয় ডকুমেন্টসমূহ

মামলা তদন্তকালে কতিপয় ডকুমেন্ট বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করতে হয়

৫.৫.১ তদন্তকালে নিম্নবর্ণিত ডকুমেন্টস্ প্রস্তুতের সাথে সাথে আদালতে পাঠাতে হবে

- এজাহারের মূল কপি।
- জব্দ তালিকা ও তল্লাশি তালিকার মূল কপি।
- কোনো মালামাল জিম্মায় দেয়া হলে জিম্মানামার মূল কপি।
- তদন্তকালে আদালত স্ব-উদ্যোগে কোনো আসামি বা অন্য কোনো বিষয়ে রিপোর্ট/মতামত দাখিলের নির্দেশ দিলে সে আদেশনামা ও রিপোর্টের কপি।
- মৃত্যুকালীন জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হলে রেকর্ডকৃত মৃত্যুকালীন জবানবন্দি।
- সুরতহাল রিপোর্ট/ময়নাতদন্ত রিপোর্ট।

৫.৫.২ নিম্নবর্ণিত ডকুমেন্টস্ কেস ডকেটের সাথে আদালতে পাঠাতে হবে

- মালামাল জিম্মায় প্রদানের জন্য আদালতের অনুমতি গ্রহণের লক্ষ্যে দাখিলকৃত আবেদনের কপি।
- আসামি চালান দেয়া হলে বা রিমান্ডের আবেদন করা হলে Forwarding Report-এর কপি।
- রিমান্ড শুনানির ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের সি, ডি তলব দিলে আদেশনামার কপি।
- বিচারকালে নমুনা আলামত হিসেবে নমুনা রেখে অবশিষ্ট আলামত ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আদালতে দাখিলকৃত আবেদনের কপি।
- তদন্তকালে গ্রেপ্তারকৃত আসামি, জব্দকৃত মালামালের T.I.P করার প্রয়োজন হলে আদালতে দাখিলকৃত আবেদনের কপি।
- কোনো আসামিকে অপর কোনো মামলা হতে Shown Arrest করার প্রয়োজনীতা দেখা দিলে আদালতে দাখিলকৃত আবেদনের কপি।
- কোনো আলামত বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলে আদালত হতে অনুমতি গ্রহণের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের কপি।
- কোনো মালামাল নিলামে বিক্রির প্রয়োজন হলে, সে ক্ষেত্রে আদালতে দাখিলকৃত আবেদনের কপি।
- তদন্তকালে কোনো দলিল, জখমি সনদপত্র/ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ইত্যাদি তদন্তকারী কর্মকর্তার চাহিদা মতো প্রদান না করা হলে এবং সে জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা কোর্টের শরণাপন্ন হয়ে থাকলে কোর্টের নির্দেশ গ্রহণ করার জন্য দাখিলকৃত আবেদনের কপি।
- তদন্তকালে আদালত স্ব-উদ্যোগে কোনো আসামি বা অন্য কোনো বিষয়ে রিপোর্ট/মতামত দাখিলের নির্দেশ দিলে সে আদেশনামা ও রিপোর্টের কপি।
- আসামি/সাক্ষীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হলে আদালতে দাখিলকৃত আবেদনের কপি।
- তল্লাশি পরোয়ানার জন্য আবেদন করা হলে তার কপি।
- আসামিকে জেলগেটে জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুমতিপত্রের কপি।

নোট: উল্লিখিত আবেদনপত্রের কার্বন কপি/ফটোকপি ডকেটে তারিখওয়ারি সাজিয়ে সংযুক্ত করে পাঠাতে হবে।

৫.৬ সাক্ষ্য ও সাক্ষী

সাক্ষ্য (Evidence) অর্থ হলো, যা প্রমাণ হাজির করে। আর সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণের অর্থ, যৌক্তিক পদ্ধতিতে কোনো জানা তথ্য থেকে অজানা বিষয়ে তথ্য পাওয়া। সাক্ষ্য আইনে 'সাক্ষ্য' বলতে বোঝানো হয়েছে, কোনো বিচার্য বিষয়ে বা অন্য কোনো বিষয়কে যে উপায়ে আদালতে প্রমাণ বা অপ্রমাণ হয়ে থাকে।

সাক্ষ্য-এর সংজ্ঞা	'সাক্ষ্য' শব্দের অর্থ হইবে এবং এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত হইবে: (১) আদালতে যে ঘটনার বিষয়ে বিচার বা তদন্ত হইতেছে, সে সম্পর্কে সাক্ষীর যে সকল বিবৃতি দেয়ার জন্য আদালতে অনুমতি দেয় বা তাহার যে সকল বিবৃতি আদালতের প্রয়োজন হয়, এই সকল বিবৃতিকে বলা হয় মৌখিক সাক্ষ্য (২) যেই সকল দলিল আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়, এই সকল দলিলকে বলা হয় দলিলি সাক্ষ্য *সূত্র: সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারা*

সাক্ষ্য আইনে দু'ধরনের সাক্ষ্যের উল্লেখ রয়েছে–

(১) **মৌখিক সাক্ষ্য:** আদালতে শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষী যে বিবৃতি দিয়ে থাকে তাই মৌখিক সাক্ষ্য।
রাম বলিল, 'করিমকে লাঠি দিয়া রহিমকে আঘাত করিতে আমি দেখিয়াছিলাম।' রামের এই বিবৃতি মৌখিক সাক্ষ্য।

(২) **দালিলিক সাক্ষ্য:** আদালতের পরিদর্শনের জন্য যে সমুদয় দালিলিক বা লিপিবদ্ধ বস্তু উপস্থাপন করা হয় তাই দালিলিক সাক্ষ্য। আত্মহত্যাকারীর লিখিত চিরকুট, ডাকাতের লেখা চিঠি, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ইত্যাদি দালিলিক সাক্ষ্য।
উপরোক্ত দুই ধরনের সাক্ষ্যের কথা আইনে উল্লেখ থাকলেও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এই দুয়ের বাইরেও ভিন্নতর সাক্ষ্যের অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন:

(ক) **বস্তুসাক্ষ্য (Real evidence):** দলিল ব্যতীত অন্যান্য বাস্তব বিষয়, যা আদালতের পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। চোরাই মাল, অস্ত্রশস্ত্র, রক্তমাখা জামা-কাপড় ইত্যাদি। এগুলো প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে অনিবার্য প্রতীতি দিয়ে থাকে।

(খ) **অভিযুক্তের বিবৃতি:** এ ধরনের সাক্ষ্য সাধারণত মৌখিক সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও ফৌজদারি কার্যবিধি ৩৪২ ধারা মোতাবেক আদালত বিবেচনায় নিতে পারেন। আসামির স্বীকৃতি বা স্বীকারোক্তি বা অন্য কোনো বিষয়ে তার বক্তব্য বিচার্য বা প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয়।

(গ) **আদালতের নজরে আসা বিষয়:** যে সকল বিষয় আদালতের নজরে আসে (Judicial Notice) সে সকল বিষয় আদালত ধরে নিতে পারেন (May presume) কিংবা জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানের ফলাফল সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

(ঘ) **বাদী-বিবাদী ও সাক্ষীদের আচার-আচরণ:** বিচারিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের কোর্টরুমে প্রদর্শিত আচরণ শারীরিক ভাষা এবং প্রতিটি মামলার পারিপার্শ্বিকতা সাক্ষ্য হিসেবে আদালত বিবেচনায় নিতে পারেন। আদালত সাক্ষীগণের শারীরিক ভাষা (Body language) ও আচার-আচরণ থেকে সত্যবাদিতা ও ঘটনার অস্তিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। জেরার সময় সাক্ষীর ক্রুদ্ধ আচরণ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, আবেগ ইত্যাদি থেকে সাক্ষীর বিবৃতির সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আদালত ধারণা নিতে পারেন।

৫.৬.১ বস্তুগত সাক্ষ্য (ফৌঃ কাঃ বিঃ ৫১০/সাক্ষ্য আইন ৪৫ ধারা)

- বস্তুগত সাক্ষ্য বিচার কাজে প্রাসঙ্গিক (সাক্ষ্য আইন ৪৫ ধারা)।
- বস্তুগত সাক্ষ্য, যেমন: আঙুলের ছাপ, পায়ের ছাপ, হাতের লেখা, আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলির খোসা, রক্ত বা রক্তাক্ত দ্রব্যাদি, চুল, বস্ত্রাদি, বিষ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আলামত, দলিল বা কাগজপত্রাদি, কম্পিউটার, মোবাইল, ডিজিটাল যন্ত্রপাতি, মাদকদ্রব্য, জাল মুদ্রা, বীর্য বা বীর্যের দাগ, ধুলাবালি, মাটি, জুতার ছাপ, যন্ত্রপাতির ছাপ, শরীর থেকে নিঃসৃত ঘাম, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, ধারালো অস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৫.৬.২ বস্তুগত সাক্ষ্যের সংরক্ষণ ও প্রেরণ

- **আঙুলের ছাপ:** যে বস্তুর ওপর সুপ্ত আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় তা এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সেটা অন্য কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসতে না পারে। কেননা অন্য কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এলে ছাপটি নষ্ট হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সম্ভবপর হবে না। আঙুলের ছাপ টেপ দিয়ে সংগ্রহের পর তা কাগজের সাথে আটকিয়ে সেলুফেন খামের মধ্যে রাখতে হবে।
- **গ্যাস এবং বোতল:** গ্যাস ও বোতল সংরক্ষণের জন্য মোটা কাগজের বাক্সে ভর্তি করে পরে পুনরায় কাঠের বাক্সের মধ্যে সংরক্ষণ করতে হবে।
- **আগ্নেয়াস্ত্র, ছুরি ও যন্ত্রপাতি:** এগুলোকে খড়কুটো দিয়ে সাজিয়ে কাঠের বাক্সে সংরক্ষণ করতে হবে।
- **চুল/আঁশ:** এ জাতীয় আলামতকে চিমটি জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে তুলে হালকাভাবে চোষ কাগজ জাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে ছোট বোতল বা এনভেলাপের মধ্যে সংরক্ষণ করতে হবে।
- **বুলেট/ব্যবহৃত খোসা:** একটি গুলির দুই মাথা এমনভাবে ধরতে হবে যাতে বুলেটের গায়ে সংগ্রহকারীর আঙুলের ছাপ না লাগে। সংগ্রহের পর তুলা দিয়ে চারদিকে আচ্ছাদিত করে বাক্সের মধ্যে সংরক্ষণ করতে হবে।
- **বীর্য/বীর্যের দাগ:** বীর্য ভেজা থাকলে টেস্টটিউবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। কাপড় অন্যত্র শুষ্ক দাগ থাকলে ডিস্টিলড ওয়াটারের সাহায্যে তরল করে সংগ্রহ করতে হবে। যে স্থানে বীর্যের দাগ থাকবে তার চারদিকে গোলাকার চিহ্ন দিতে হবে। পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে যে স্থানে বেশি পরিমাণ শুষ্ক বীর্যের দাগ আছে উক্ত স্থানটি কাপড় বা সাদা কাগজের মাধ্যমে মুড়িয়ে সেলাই করে সংরক্ষণ করতে হবে। পরবর্তীতে বাক্সের ভেতর রেখে লেবেলের মাধ্যমে পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- **চামড়া এবং মাংস:** এগুলো একটি বৈয়মের মধ্যে লবণ-পানিভর্তি অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- **রক্ত :** রক্ত জমাটবাঁধার পূর্ব পর্যন্ত ড্রপারের সাহায্যে টেস্টটিউবে রেখে তার মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে। শুষ্ক দাগ থাকলে ডিস্টিলড ওয়াটারের সাহায্যে তরল করে কটন বাড দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে।
- **মলমূত্র এবং বমি জাতীয় পদার্থ:** এগুলো সংগ্রহ করে কাচ বা প্লাস্টিকের পাত্রের মধ্যে সংরক্ষণ করতে হবে।

নোট: বস্তুগত সাক্ষ্যসমূহ পরীক্ষা/মতামত প্রদানের জন্য আদালতের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় (রাসায়নিক পরীক্ষক, মহাখালী, ঢাকা/ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, সিআইডি, ঢাকা/ডিএনএ ল্যাব, ঢাকা) প্রেরণ করতে হবে। এ সংক্রান্তে বিস্তারিত ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৬.৩ সাক্ষী

(ক) সাক্ষী নির্বাচন

- ফৌজদারি মামলায় প্রত্যক্ষ সাক্ষীই সর্বোত্তম। যে সাক্ষী সরাসরি আসামিকে অপরাধ করতে দেখেছে এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই পুলিশকে বিস্তারিত বলতে আগ্রহী, নিঃসন্দেহে সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য ও ইতিবাচক সাক্ষী।
- যদি এজাহার বাদী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা লেখা হয় এবং বাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় তখন সাক্ষ্য আইনের ৬৭ ধারা অনুসারে লেখক -এর লেখা প্রমাণ করা বাঞ্ছনীয় বিধায় লেখককে সাক্ষী করতে হবে।
- যে সাক্ষীর ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে এমন কিছু জানা আছে যা থেকে আসামির অপরাধ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণে সহায়ক হবে, সেই সাক্ষীর বক্তব্যও মামলা প্রমাণে অতীব মূল্যবান।
- বাদী ছাড়াও বাদীর পরিবারের সদস্য যারা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন অথবা শুনেছেন, ঘটনার শিকার অথবা আহত হয়েছেন তাদেরকে সাক্ষী নির্বাচন করা জরুরি।
- মামলার তদন্তকারী অফিসার, তদারককারী অফিসার, রেকর্ডিং অফিসার, মৃত অথবা আহত ব্যক্তিকে বহনকারী পুলিশ সদস্যদেরকে সাক্ষী করা প্রয়োজন।
- তল্লাশি অথবা যেকোনো উদ্ধারের ক্ষেত্রে তল্লাশি তালিকায় উল্লিখিত সাক্ষীদেরকে মামলায় সাক্ষী করা প্রয়োজন।
- পোস্টমর্টেমকারী, আহতদেরকে চিকিৎসাদানকারী ডাক্তার, ভিসেরা পরীক্ষক এবং সকল বিশেষজ্ঞকে সাক্ষী করা প্রয়োজন (সাক্ষ্য আইন-৪৫ ধারা)।

নোট: অনাগ্রহী, অপরাধীর প্রিয়ভাজন/সহযোগী, বিশ্বাসঘাতক, সমাজের খারাপ শ্রেণির ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত এমন ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ বা সাক্ষী হিসেবে বিবেচনা না করাই শ্রেয়।

(খ) আসামি কখন সাক্ষী হতে পারে

মামলা তদন্তকালে কোনো আসামি যদি নিজেকে সম্পৃক্ত করে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে এবং তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কোনো মালামাল উদ্ধার বা সহযোগী আসামি গ্রেপ্তার হয় এবং মামলা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষী না পাওয়া যায় তবে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী আসামিকে সাক্ষী হিসেবে বিবেচনা করার জন্য অভিযোগপত্রে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করা যেতে পারে (এআইআর ১৯৩৯, পিসি ৪৭)।

(গ) সাক্ষীর সংখ্যা নির্ধারণ: (সাক্ষ্য আইনের ১৩৪ ধারা)

কোনো বিশেষ ঘটনা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীর কোনো নির্ধারিত সংখ্যা আইনে উল্লেখ নেই। ঘটনা প্রমাণের জন্য ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। তবে কোনো মামলা প্রমাণের জন্য মামলার বাদীসহ কমপক্ষে তিনজনকে সাক্ষী করার প্রচলন রয়েছে।

(ঘ) সাক্ষীর যোগ্যতা/অযোগ্যতা: (সাক্ষ্য আইন-১১৮, ১১৯ ধারা)

- নিম্ন আদালতে খালাসপ্রাপ্ত আসামির শপথপূর্বক প্রদত্ত সাক্ষ্য উচ্চ আদালতে পুনর্বিচারকালে গ্রহণীয় হতে পারে।
- আদালত যদি মনে করেন যে, সাক্ষী অতি অল্প বয়সী, অতিবৃদ্ধ, দৈহিক বা মানসিক ব্যাধির কারণে তাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের অর্থ বুঝতে অক্ষম কিংবা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের বোধগম্য জবাব দিতে অপারগ, তবে তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ নাও করতে পারেন।
- বোবা সাক্ষী ভাবভঙ্গির মাধ্যমে কিংবা লিখিতভাবে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

(ঙ) তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক সাক্ষী তলবের ক্ষমতা এবং সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করার শাস্তি

- কোনো মামলা তদন্তকালে প্রাপ্ত সংবাদ বা অন্য কোনোভাবে যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে এমন বিষয়ে অবগত আছেন যা মামলা তদন্তে সহায়ক, তাহলে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে নিজের থানায় বা পার্শ্ববর্তী থানায় উক্ত অফিসারের সম্মুখে হাজির হতে সমন দিতে পারেন (ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬০ ধারা)।
- কোনো অপমৃত্যু মামলা তদন্তকারী অফিসার মামলা তদন্তকালে প্রাপ্ত সংবাদ বা অন্য কোনোভাবে যদি সংবাদ পান যে, কোনো ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে এমন বিষয়ে অবগত আছেন, যা মামলা তদন্তে সহায়ক তাহলে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে নিজের থানায় বা পার্শ্ববর্তী থানায় উক্ত অফিসারের সম্মুখে হাজির হতে সমন দিতে পারবেন (ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৭৫ ধারা)।
- তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের লিখিত নোটিশ পেয়ে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে তিনি পেনালকোড ১৮৭ ধারায় অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

নোট: মনে রাখতে হবে যে, Delayed examination of witness casts a doubt on the whole prosecution of case. কাজেই ঘটনার পরপরই যত দ্রুত সম্ভব সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক তাদের জবানবন্দি ১৬১ ধারায় রেকর্ড করতে হবে।

৫.৭ ঘটনাস্থলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ

ঘটনাস্থলে মামলা তদন্তের সময় বাদী/সাক্ষী অথবা আসামি (যদি থাকে) জিজ্ঞাসাবাদের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে অধিক যত্নশীল হলে মামলা তদন্তে ও তথ্য সংগ্রহে সহায়ক হবে:

(ক) সাক্ষী

- প্রথমে তাকে নিজের মতো করে ঘটনা বলতে দেয়া;
- বর্ণনাতে বাধা না দিয়ে, একটানা বলার সুযোগ দেয়া;
- সাক্ষী নিজের মতো করে ঘটনার বিবরণ দেয়ার সময় প্রয়োজনীয় নোট নেয়া;
- বক্তব্য শেষে সতর্ক প্রশ্নের মাধ্যমে কোনো বিষয় বিস্তারিত জেনে নেয়া;
- সাক্ষীর জবানবন্দি বাস্তবে যাচাই করা এবং অসঙ্গতি থাকলে ব্যাখ্যা গ্রহণ করা;
- যদি মনে হয় সাক্ষীর স্মৃতি দুর্বল ও বিভ্রান্তিমূলক, তবে প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয়ে প্রশ্ন করে তার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করা;
- আসামি কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দি এজাহারের বর্ণনা ও সাক্ষীদের জবানবন্দির সাথে মিলিয়ে দেখা।

(খ) আসামি

- আসামির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করতে হবে;
- প্রয়োজনে আসামিকে ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করতে হবে;
- আসামিকে একান্ত সান্নিধ্যে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার সাথে সহজ এবং সাবলীল ভাষা ব্যবহার করতে হবে;
- আসামিকে একটানা জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে;
- জিজ্ঞাসাবাদকালীন আসামি কোনো চতুরতা অবলম্বন করছে কি না তা লক্ষ রাখতে হবে;

- আসামির নিজের মতো করে ঘটনা সম্পর্কে বক্তব্য দেয়ার পরে সতর্কতার সাথে প্রশ্নের মাধ্যমে মূল ঘটনা জানতে হবে;
- আসামি কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দি বাস্তবে যাচাই করে কোনো অসঙ্গতি থাকলে তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা;
- আসামি কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দি এজাহারের বর্ণনা ও সাক্ষীদের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে;
- আসামির প্রদত্ত তথ্যের কোনো আলামত উদ্ধারের প্রয়োজন হলে তাকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে নিয়ে আলামত উদ্ধার করতে হবে।

নোট: ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ডের পূর্বে তদন্তকারী অফিসার অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রশ্ন করে নিশ্চিত হয়ে জবানবন্দি রেকর্ড করবেন:

- কী ঘটনা ঘটেছে
- কোথায় ঘটেছে
- কখন ঘটেছে
- কীভাবে ঘটেছে
- কেন ঘটেছে
- কে/কারা ঘটিয়েছে
- কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (আহত)
- কী কী ক্ষতি করেছে
- কে/কারা সহায়তা করেছে
- কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে
- কে দেখেছে/শুনেছে/জেনেছে
- কীভাবে জেনেছে/শুনেছে/দেখেছে
- কী কী আলামত রেখে গেছে

বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিয়ে নোট করতে হবে।

৫.৭.১ আসামির নাম-ঠিকানা যাচাই

কোনো মামলার তদন্তকালে সংশ্লিষ্ট আসামিদের নাম-ঠিকানা যাচাই করা তদন্তকারী অফিসারের অন্যতম দায়িত্ব। ফৌজদারি কার্যবিধি ১৭৩ ধারা মোতাবেক যে সমস্ত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হবে তাদের নাম-ঠিকানা যাচাই করার পাশাপাশি পূর্ববর্তী কার্যকলাপ (পিসি/পিআর) যাচাই করাও জরুরি। যে থানায় অপরাধ সংঘটিত হয় সেই থানা এলাকার বাইরে বসবাসকারী আসামিদের নাম-ঠিকানা যাচাই করার জন্য পিআরবি বিধি ৩৮৯ মোতাবেক ইনকোয়ারি স্লিপ (বিপি ফরম নং-৭৬, ৭৭) সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করে নাম-ঠিকানা যাচাই করার জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে। যে থানায় অপরাধ সংঘটিত হয় ওই থানায় বসবাসকারী অপরাধীদের নাম-ঠিকানা যাচাই করার দায়িত্ব তদন্তকারী অফিসারের। তিনি নিজে যদি নাম-ঠিকানা যাচাই করতে না পারেন তাহলে অন্য অফিসারের মাধ্যমে যাচাই করিয়ে নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে নাম-ঠিকানা যাচাই করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসারের নিকট থেকে নাম-ঠিকানা যাচাই সংক্রান্তে একটি সম্পূরক কেস ডায়েরি নিয়ে কেস ডকেটে সংযুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অফিসারকে অভিযোগপত্রের সাক্ষীর কলামে সাক্ষী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

৫.৮ তদন্তে সম্ভাব্য ত্রুটি/ভুলভ্রান্তি

- ঘটনার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করা।
- ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিস্তারিত ডায়েরিতে উল্লেখ না করা।
- খসড়া মানচিত্রে ঘটনাস্থল সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত না করা।
- মানচিত্রে চিহ্নিত স্থানসমূহ ঘটনাস্থলের কোন দিকে, কত দূরে তা উল্লেখ না করা।
- ঘটনাস্থলে অপরাধীদের ফেলে যাওয়া আলামত বা চিহ্ন যথাযথ সন্ধান না করা ও হেফাজতে না নেয়া।

- যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ তালিকা প্রণয়ন না করা।
- জব্দ তালিকায় জব্দকৃত মালের বিশদ বর্ণনা, জব্দ করার সঠিক সময় উল্লেখ না করা।
- সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ তালিকা প্রস্তুত না করে পরে সাক্ষী ডেকে স্বাক্ষর নেয়া।
- সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড না করে বা সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণের প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ না করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা এবং পরবর্তীতে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই বলে আসামিদের অব্যাহতি দেয়া।
- সাক্ষীর জবানবন্দি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ না করা।
- দেখা সাক্ষী কখন ঘটনাস্থলে এসেছে, ঘটনার কোন অংশ দেখেছে, কোন অপরাধীকে কী অপরাধ করতে দেখেছে, কোন অপরাধী কী অস্ত্র ব্যবহার করেছে, উক্ত সাক্ষী ঘটনাস্থলে অন্য কোন কোন সাক্ষীকে দেখেছে ইত্যাদি বিশদভাবে উল্লেখ না করা।
- শোনা সাক্ষী কখন ঘটনাস্থলে এসে, কার কাছ থেকে ঘটনা শুনেছে, সে ব্যক্তি উক্ত ঘটনা দেখেছে কি না ইত্যাদি পূর্বে উল্লিখিত তথ্যাদি (১১ নং ক্রমিক-এর বর্ণিত তথ্য) উল্লেখ না করা।
- তদন্তকালে এজাহারে বর্ণিত আসামিদের বা তদন্তে প্রাপ্ত আসামিদের নাম, ছদ্মনাম বা মূল নাম, জাতীয় পরিচয় ইত্যাদি সংগ্রহ না করা।
- এক সাক্ষীর জবানবন্দি অপর সাক্ষীর জবানবন্দির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা যাচাই না করা।
- কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মতে, লিপিবদ্ধ জবানবন্দি পিআরবি, রুল-২৮৩ মতে, যাচাই না করা।
- মামলার প্রসিকিউশনের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদকৃত সাক্ষীদের নাম-ঠিকানা, পরিচিতি যাচাই না করে সকলকে সাক্ষীর কলামে সাক্ষী হিসেবে দেখানো।
- জব্দ তালিকার সাক্ষীদের জবানবন্দি রেকর্ড না করা এবং তাদের নাম সাক্ষীর কলামে না দেখানো।
- বিশেষজ্ঞদের নাম সাক্ষীর কলামে অন্তর্ভুক্ত না করা অথবা উল্লিখিত সাক্ষীদের পুরো নাম-ঠিকানা উল্লেখ না করা।
- তদন্তকালে বাদী বা বাদীপক্ষের মুষ্টিমেয় সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা, ঘটনা উদ্‌ঘাটনে নিরপেক্ষ সাক্ষীর সন্ধান না করা।
- তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থলে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান করে সাক্ষী পাওয়া গেল না বলে তদন্তে বিরতি দেয়া।
- তদন্তের বিরতির কারণ পরবর্তী ডায়েরিতে উল্লেখ না করা এবং কোন কোন বিষয় তদন্তের জন্য বাকি আছে, ডায়েরি বন্ধ করার পূর্বে তা উল্লেখ না করা।
- কেস ডায়েরি পিআরবি-এর দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত অ্যাপেনডিক্স ১৬-তে বর্ণিত বিধান মতে না লিখে মনগড়া মত লেখা।
- অভিযোগপত্র দাখিলের পূর্বে প্রস্তুতকৃত কেস ডায়েরিতে, মামলা তদন্তের ফলাফল, তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ না করে দায়সারাভাবে অভিযোগপত্র দাখিল করা।
- শেষ ডায়েরিতে এবং অভিযোগপত্রে কোন অপরাধী কী অপরাধ করেছে, কার বিরুদ্ধে কোন ধারা মতে কী কী অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তা উল্লেখ না করা।
- চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিস্তারিতভাবে না লেখা এবং তদন্তের ফলাফল বাদীকে অবহিত না করা।
- কাউকে মামলায় সন্দিগ্ধ করা হলে সন্দেহের কারণ বিস্তারিতভাবে না লেখা।
- অভিযোগপত্রে/চূড়ান্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী অফিসারের নাম ও কোন ধারা মতে অভিযোগপত্র/চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে তা উল্লেখ না করা।
- নিজ হাতে অথবা যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে কেস ডায়েরি না লেখা।
- কেস ডায়েরি, ব্যক্তিগত ডায়েরি এবং সাধারণ ডায়েরিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় না রাখা।
- মামলায় অভিযুক্ত এবং সন্দিগ্ধদের পিসি/পিআর সঠিকভাবে যাচাই না করা।
- আসামিদের পিসি/পিআর অন্য থানা হতে যাচাইয়ের ক্ষেত্রে, ইনকোয়ারি স্লিপ সঠিক সময়ে প্রেরণ না করা/ইনকোয়ারি স্লিপের সাথে সম্পূরক কেস ডায়েরি সংগ্রহ বা কেস ডকেটে সংযুক্ত না করা।
- ঘটনাস্থল একাধিকবার পরিদর্শন এবং ঘটনাসংশ্লিষ্ট ও অপরাধস্থলের আশপাশের ব্যক্তিদের সঠিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ না করা।
- মামলায় সন্দিগ্ধ আসামিদের গ্রেপ্তার, চোরাই/লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারের জন্য ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

- বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণে বিলম্ব অথবা ফলাফলভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আসামি অথবা সাক্ষীগণের জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিধির ১৬৪ ধারায় রেকর্ড না করা।
- সন্দিগ্ধ আসামিদের শনাক্তকরণ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার না করা।
- ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদেরকে মামলার সাক্ষী হিসেবে বিবেচনা না করা অথবা সাক্ষী হিসেবে না দেখানোর কারণ কেস ডায়েরিতে উল্লেখ না করা।
- মামলা রুজুর অব্যবহিত পরেই সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাদের জবানবন্দি রেকর্ড না করা।
- অভিযোগপত্রের অপর পৃষ্ঠায় অভিযুক্ত আসামিদের পিসি/পিআর উল্লেখ না করা।
- সাক্ষীদের নিকট থেকে কোর্টে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদানের মুচলেকা গ্রহণ করে কেস ডকেটে সংযুক্ত না করা।
- দায়সারাভাবে তদন্ত সম্পন্ন করা।
- চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের সময় 'পরবর্তীতে কোনোরূপ Clue পাওয়া গেলে মামলার তদন্ত পুনরুজ্জীবিত করা হবে' মর্মে উল্লেখ না করা।
- জব্দকৃত আলামত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আদালতের নির্দেশনা না চাওয়া।

৫.৯ অধিকতর তদন্ত: (ফৌজদারি কার্যবিধি-১৭৩(৩-বি) ধারা এবং পিআরবি ২৭৭ রুল)

থানায় রুজুকৃত কোনো মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারি কাঃ বিঃ ১৭৩ ধারা মোতাবেক অভিযোগপত্র দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট কগনিজেন্স কোর্ট তার শুনানিকালে ওই চার্জশিট গ্রহণ করতে অথবা আসামি/আসামিদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের আদেশ দিতে পারেন (জিতেন্দ্র ঘোষ বনাম রাষ্ট্র ১৯৭৬ জি আর এল জি ১২৯৬) ও (৪৮ ডিএলআর)। এ ছাড়া তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগপত্র গ্রহণের পর বিচারিক আদালত কর্তৃক মামলাটির বিচার চলাকালে, চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত, থানার অফিসার ইনচার্জ অথবা তদন্তকারী অফিসার যদি কোনো আসামির বিরুদ্ধে নতুন কোনো তথ্য পান, তাহলে তিনি মামলাটির অধিকতর তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কোর্টে আবেদন করতে পারবেন (এআইআর ১৯৬৯ কলিকাতা-৩১) ও (১৯৭৬ সিআরএলজি ১২৯৬)।

অধিকতর তদন্তের উদ্দেশ্যই হলো বিচারাধীন আসামিদের বিরুদ্ধে অধিকতর সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন অথবা অধিকতর ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা। অফিসার ইনচার্জ/তদন্তকারী কর্মকতার নিকট এ ধরনের তথ্য থাকলেই কেবল অধিকতর তদন্তের আবেদন করা যাবে (মেহতাব চৌধুরী বনাম রাষ্ট্র-০২/০৩/২০১০ ইং)। এজাহারে নাম নাই অথবা নাম থাকা সত্ত্বেও সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে যাদের/যার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে অভিযোগপত্র দাখিল করা সম্ভবপর হয় নাই এমন আসামির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে তদন্তকারী অফিসার সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারবেন। তবে, কোনো মতে ইতোপূর্বে অভিযোগপত্র দাখিলকৃত আসামির নাম বাদ দেয়ার অথবা তাদের অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ করতে পারবেন না। ৩৬ ডিএলআর ৬৩ এবং ৪৭ ডিএলআর ৪২০ স্মরণীয় যে, কোনো মামলা তদন্ত শেষে অফিসার ইনচার্জ/তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের পরে কোর্ট ওই চূড়ান্ত রিপোর্ট গ্রহণ না করে সুয়োমোটো ওই মামলাটি অধিকতর তদন্তের আদেশ দিতে পারেন (পিআরবি-২৭৬)।

৫.১০ তদন্ত পুনরুজ্জীবিতকরণ: (পিআরবি-২৭৭/ফৌজদারি কাঃ বিঃ-১৭৩ ধারা)

থানায় কোনো ধর্তব্য অপরাধের মামলা রুজু হওয়ার পর মামলাটি তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া গেলে অফিসার ইনচার্জ/তদন্তকারী অফিসার বিপি ফরম-৪২ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট এএসপি সার্কেল-এর সুপারিশ ও মন্তব্য সহকারে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন কোর্টে প্রেরণ করবেন (ফৌঃ কাঃ বিধি-১৭৩ পিআরবি ২৭৫)/উল্লেখ্য কোনো মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা হলেই মামলাটির তদন্ত সমাপ্ত হয়েছে বলা যাবে না। চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের সময় তদন্তকারী অফিসার 'ভবিষ্যতে যদি নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায় বা কোনো রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, তবে পুনঃতদন্ত করা হবে'-মর্মে চূড়ান্ত রিপোর্টে উল্লেখ থাকলে শুধু কগনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করেই থানার অফিসার ইনচার্জ মামলার পুনঃতদন্ত শুরু করতে পারবেন (পিআরবি-২৭৬)। কোনো মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের পর থানার অফিসার ইনচার্জ যখন ওই মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটনের মতো তথ্য পান তখন মামলাটির তদন্ত পুনরুজ্জীবনের জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবর একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করে মামলাটির তদন্ত পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন। পুনরুজ্জীবিত মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে নতুন মামলা তদন্তের মতো একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। পুনরুজ্জীবিত মামলার তদন্তকালে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৭৩ ধারা মতে, একটি অভিযোগপত্র দাখিল করতে হবে। অন্যথায় একটি সম্পূরক চূড়ান্ত রিপোর্ট কোর্টে দাখিল করতে হবে (পিআরবি-২৭৭)।

৫.১০.১ মামলা তদন্ত কখন পুনরুজ্জীবিত করা যায়

মামলার তদন্ত শেষে অফিসার ইনচার্জ/তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের পর যদি নতুন কোনো রহস্য উদ্‌ঘাটন হওয়ার পর যেকোনো পর্যায়ে তদন্ত পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে। তবে অপরাধ উদ্‌ঘাটন করা যাবে এমনটি নিশ্চিত না হয়ে মামলার তদন্ত পুনরুজ্জীবিত না করাই শ্রেয়।

৫.১০.২ পুনরুজ্জীবিত তদন্ত শেষে ব্যবস্থা

পুনরুজ্জীবিত মামলা তদন্তের সময় নতুন মামলা তদন্তের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পুনরুজ্জীবিত মামলার তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র অথবা সম্পূরক চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, অধিকতর তদন্ত করার উদ্দেশ্য হলো পূর্বে অভিযোগপত্রে উল্লিখিত আসামিদের বিরুদ্ধে নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা অথবা ইতোপূর্বে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় নাই এমন আসামিদের বিরুদ্ধে সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করা। কিন্তু মামলা পুনরুজ্জীবিত করার অর্থ পূর্বে তদন্তকালে ঘটনাটিতে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত বা গ্রেপ্তার করা যায়নি অথবা গ্রেপ্তার হলেও তখন পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি– এখন পাওয়া যাচ্ছে বা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (৩৬ ডিএলআর৬৩) (৪৭ ডিএলআর ৪২০)।

৫.১১ অভিযুক্ত, ভিকটিম ও সাক্ষীদের খসড়া কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ কৌশল

জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ একটি পুলিশি দক্ষতা। এ ক্ষেত্রে কার্যকর ও স্বীকৃত কৌশল ব্যবহার করে অভিযোগকারী, ভিকটিম, সাক্ষী, অভিযুক্ত ও সন্দিগ্ধদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

৫.১১.১ অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি

জিজ্ঞাসাবাদকালে অভিযুক্ত বা সন্দিগ্ধদের ক্ষেত্রে শারীরিক ভাষা পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের এ ক্ষেত্রে শারীরিক ভাষা পৃথকভাবে নোট নেয়া প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে একাধিক জিজ্ঞাসাবাদকারীদের মধ্যে একজন প্রশ্নোত্তর ও অপর কর্মকর্তা পর্যবেক্ষণ নোট নিতে পারেন।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ভাষার স্বীকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো:

মৌখিক সংকেত (শারীরিক ভাষা)

(ক) মৌখিক প্রকাশ যখন অমৌখিক প্রকাশের সঙ্গে সংগতিহীন হয় তখন তা প্রবঞ্চনা হিসেবে গণ্য করা যায়।
(খ) যে ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে তার শারীরবৃত্তীয় এবং মানসিক পরিবর্তন তার শরীরেও সুস্পষ্ট হতে পারে।

মিথ্যা লক্ষণগুলো নিম্নরূপ

ঘাম বৃদ্ধি, চামড়ায় রং পরিবর্তন, শুষ্ক মুখ, বারবার জিজ্ঞাসা করা, ঢোক গেলা, ঠোঁট ভেজানো, ক্রমাগত তৃষ্ণা, পালস রেট বৃদ্ধি, শ্বাস-প্রশ্বাস ঘনঘন, স্বাভাবিকের তুলনায় অধিকতর মাত্রায় চোখ পিটপিট করে।

বসার ভঙ্গি

(ক) যে মিথ্যা বলছে তার বসার ভঙ্গি যে মিথ্যা বলছে না তার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর হতে পারে।
(খ) যে মিথ্যা বলছে তার বসার ভঙ্গি সরাসরি না হয়ে অবসাদগ্রস্তের মতো হবে। রিলাক্সভাবে না বসে রুক্ষভাবে বসবে। তদন্তকারীর মুখের দিকে না তাকিয়ে পাশের দিকে তাকাবে। বাহু অথবা পায়ে ক্রস করে বসবে, দ্রুত বসার অবস্থান পরিবর্তন করবে।

টেনশন

টেনশন বোঝার ধরন হলো– হাত মোচড়ানো, হাতের আঙুল ফোটানো, নখ চর্বণ, কাপড় থেকে সুতা টানা এবং গলা সাফ/খাকারি দেবে।

মৌখিক সংকেত

(ক) তোতলামি ছলচাতুরির একটি ইঙ্গিত হতে পারে।
(খ) দ্রুত বক্তব্য স্নায়ুচাপজনিত হতে পারে।
(গ) অস্বাভাবিক ধীর বক্তব্য অপরাধে সম্পৃক্ততা এড়ানোর কৌশল হতে পারে।
(ঘ) অসাধারণভাবে উচ্চ কণ্ঠস্বর ছলচাতুরি নির্দেশক হতে পারে।
(ঙ) ধর্মীয় বিবৃতি, যেমন: 'আল্লাহর দোহাই' এবং 'পুরোপুরি সৎ' দাবি প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা হতে পারে।
(চ) বক্তব্যের বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতবাহী হতে পারে।
(ছ) অভিযুক্ত সাধারণত প্রাথমিকভাবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, যেমন: রাগ, হতাশা, অস্বীকার, ঝগড়া করে এবং পরিশেষে স্বীকার করে নেয়।

স্বীকার ও ছলচাতুরি মোকাবিলা

একজন ব্যক্তি সত্য নাকি মিথ্যা বলছে তা মৌখিক এবং অমৌখিক প্রকাশের মাধ্যমে যাচাই করে বুঝে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চার্টে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির তাৎপর্য উপস্থাপন করা হলো।

৫.১১.২ শারীরিক ভাষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভঙ্গি ও অর্থ

শরীরের অংশ	অঙ্গভঙ্গি	অর্থ
মাথা	দ্রুত মাথা নোয়ানো/নাড়ানো	আগ্রহ
	ধীরে ধীরে মাধা নোয়ানো/নাড়ানো	ক্লান্ত/বিরক্ত
	মাথা নিচু করে রাখা	লজ্জা/অবিশ্বাস
চুল	চুল ধরে টানা	আত্মবিশ্বাসের অভাব; অনিশ্চয়তা
ঘাড়	ঘাড় চুলকানো	সিদ্ধান্তহীনতা/অনিশ্চয়তা
মুখমণ্ডল	নিচের দিকে তাকানো, মুখ ঘুরিয়ে নেয়া	অবিশ্বাস
মুখ	মুখে আঙুল দেয়া	প্রতারণা করা
চোখ	চোখ ডলা	সন্দেহ/অবিশ্বাস
	চোখ চুলকানো	অসম্মতি, সন্দেহ, মিথ্যা বলা
	চোখ কুঁচকানো	নেতিবাচক মূল্যায়ন
কান	কান টানা	সিদ্ধান্তহীনতা
ভ্রূ	ভ্রূ ওপরে ওঠানো	বিস্ময়সূচক ভঙ্গি
	ভ্রূ কুঁচকানো	কর্তৃত্বপরায়ণতা/দুঃখ
নাক	নাক চুলকানো	অসম্মতি, সন্দেহ, মিথ্যা বলা
	নাক কুঁচকানো	নেতিবাচক মূল্যায়ন
চিবুক	চিবুকে হাত	মূল্যায়ন করা/চিন্তা করা
	চিবুকে মৃদু আঘাত	সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা
বাহু	বুকের ওপর আড়াআড়ি বাহু রাখা	আত্মরক্ষার চেষ্টা
আঙুল	আঙুল ফোটানো	অধৈর্য
	আঙুল উঁচু করা	কর্তৃত্ব
নখ	নখ কামড়ানো	অনিরাপত্তা বোধ/দুর্বলতা
	কোমরে হাত রাখা	প্রস্তুত, আগ্রাসী
	পকেটে হাত রেখে হাঁটা/কাঁধ কাত করা	হতাশা
	পেছনে হাত মুষ্টিবদ্ধ করা	রাগ, হতাশা, ভয়

শরীরের অংশ	অঙ্গভঙ্গি	অর্থ
হাঁটা	দ্রুত, সোজাসুজি হাঁটা	আত্মবিশ্বাস
পায়ের পাতা	পায়ের ভর বদলানো (পা বদলানো)	অধৈর্য/উত্তেজনা/দুর্বলতা
বসা	পা আড়াআড়ি করে বসা/আস্তে আস্তে পা দিয়ে আঘাত করা	বিরক্ত/ক্লান্ত
	পা ছড়িয়ে বসা	স্বস্তি
কলার	কলার ওঠানো	রাগ/হতাশা/ঘাম
	কোনো কিছু ধরা	লজ্জা/প্রতিরোধ
	কাছাকাছি দাঁড়ানো	আরামদায়ক নয়
হাসি	নকল/মেকি হাসি	প্রতারণা/প্রতারক
নাড়াচাড়া	ছোট জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করা	উদ্বিগ্ন/অপ্রস্তুত

৫.১১.৩ নোট গ্রহণ

অভিযুক্ত, ভিকটিম ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদকালে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর প্রদানের সময় শারীরিক অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন:

অভিযুক্ত, ভিকটিম ও সাক্ষীদের বক্তব্যের অংশ	শারীরিক অভিব্যক্তিক ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণ
প্রশ্ন: উত্তর:	প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকালীন পর্যবেক্ষণ: উত্তর প্রদানকালীন পর্যবেক্ষণ:
প্রশ্ন: উত্তর:	প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকালীন পর্যবেক্ষণ: উত্তর প্রদানকালীন পর্যবেক্ষণ:
প্রশ্ন: উত্তর:	প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকালীন পর্যবেক্ষণ: উত্তর প্রদানকালীন পর্যবেক্ষণ:

৫.১২ জবানবন্দি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল

ঘটনা অনুসন্ধান বা তদন্তকালে বেশির ভাগ লোকই সত্য কথা বলে না বা বলতে চায় না। অনেক সময় লোকে নানা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করে। তবে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে 'জবানবন্দি বিশ্লেষণ' বা 'Statement Analysis'-এর মতো কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধান বা তদন্তের এই মৌলিক কৌশল আমাদেরকে সত্য তথ্য বের করতে, অতিরিক্ত তথ্য পেতে ও গোপন তথ্য আবিষ্কারে সাহায্য করবে। এ ছাড়া এই কৌশল অনেক ঘটনায় আমাদেরকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে সাহায্য করবে।

কোনো ঘটনা অনুসন্ধান বা তদন্তকার্যে ৪ ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কিত, যথা:

(১) অভিযোগকারী
(২) ভিকটিম (ঘটনার শিকার ব্যক্তি)
(৩) সাক্ষী
(৪) সন্দিগ্ধ বা অভিযুক্ত।

সুতরাং, এই চার ধরনের লোককে একসাথে 'Subject' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৫.১২.১ জিজ্ঞাসাবাদের সনাতন পদ্ধতি হতে বের হয়ে আসা

কোনো ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তথ্য প্রাপ্তির প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে subject-কে প্রশ্ন করে উত্তর পাবার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। যেমন: কাউকে 'তোমার নাম কী?' 'তুমি কোথায় থাকো?' 'ঘটনার সময় তুমি কোথায় ছিলে?' 'তাকে কোন দিক দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেছ?' ইত্যাদি প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। প্রচলিত এই পদ্ধতিকে 'প্রশ্ন-উত্তর' পদ্ধতি বলা হয়।

তদন্ত বা অনুসন্ধান কার্যক্রমের শুরুতেই 'প্রশ্ন-উত্তর'-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পন্থা বহুলাংশে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। Statement Analysis পদ্ধতি আবিষ্কারের পর 'প্রশ্ন-উত্তর' পদ্ধতি অকার্যকর ও ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। Statement Analysis পদ্ধতিতে 'প্রশ্ন-উত্তর'-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পূর্বে দুটো বৈজ্ঞানিক ধাপ পেরোতে হয়। Statement Analysis পদ্ধতির ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

কোনো প্রশ্ন করার পূর্বেই Subject-এর নিকট হতে একটি খোলা জবানবন্দি গ্রহণ করা (স্মরণযোগ্য যে, লিখিত জবানবন্দি মৌখিক জবানবন্দির তুলনায় অধিক কার্যকরী)

▼

প্রাপ্ত জবানবন্দিটি পড়ে Word to word বিশ্লেষণ করা (নিম্নে বর্ণিত কৌশলের আলোকে)

▼

Subject-কে বিভিন্ন প্রশ্ন করা/বিভিন্ন point সম্প্রসারণ করা [একই সাথে body language পর্যবেক্ষণ করা]

▼

এ সময় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নোট নেয়া

▼

মামলার সুপারভাইজিং অফিসারের সাথে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা করা

▼

প্রয়োজনে Subject-কে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করা

▼

Subject যে বক্তব্য দিয়েছে তার সত্যতার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছানো।

৫.১২.২ খোলা জবানবন্দি

(১) প্রাপ্ত Statement-টির সত্যতা নির্ধারণের জন্য 'Balance of Statement' বের করা প্রয়োজন। 'Balance of Statement' বের করতে Statement-টিকে নিম্নরূপ ৩ ভাগে ভাগ করা যায় (প্রয়োজনে কালারিং পেন ব্যবহার করা যেতে পারে)।

(ক) মূল ঘটনার পূর্বের বিবরণ
(খ) মূল ঘটনার বিবরণ
(গ) মূল ঘটনার পরবর্তী সময়ের বিবরণ

ঘটনার পূর্বের, ঘটনাকালীন ও ঘটনার পরবর্তী সময়ের বিবরণের লাইন/বাক্য গণনা করে শতকরা হার বের করা যেতে পারে। Statement-এ যদি মূল ঘটনার বিবরণ ৫০% বা এর চেয়ে বেশি থাকে তাহলে তাকে সত্য Statement ধরে নেয়া যেতে পারে। প্রাপ্ত সত্য Statement গুলোতে ঘটনার পূর্বের বা পরের বিবরণ কম থাকবে। পক্ষান্তরে, মিথ্যা Statement গুলোতে ঘটনার পূর্বের বা পরের বিবরণ বেশি থাকবে এবং মূল ঘটনার বিবরণ কম থাকবে।

(২) জবানবন্দিটিতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (দেখা/শোনা/গন্ধ/স্পর্শ/স্বাদ) বিস্তারিত বিবরণ যাচাই করা প্রয়োজন, যা সত্যবাদিতার নির্দেশক।

(৩) স্থান ও বস্তুর বিবরণ আছে কি না তা লক্ষণীয়। সত্য Statement-এ স্থান বা বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ থাকবে। মিথ্যা Statement-এ তা কম থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ: 'ছুরিটির হাতল ব্রেক টেপ দিয়ে মোড়ানো ছিল। ছুরিটি যখন আমার গলায় ঘষতে লাগল তখন মনে হলো ছুরিটি ভোঁতা।' বনাম 'একটি ছুরির মতো মনে হলো।'

(৪) আবেগ (ভয়/রাগ/শক ইত্যাদি) আছে কি না তা লক্ষণীয়। নির্দোষ লোক আবেগ-অনুভূতির বিবরণ বেশি দেবে। দোষী লোক তা অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলে যাবে।

(৫) Subject তদন্তকারীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে নাকি তথ্য প্রদান করছে তা লক্ষণীয়। মিথ্যুক লোক তদন্তকারীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, সত্যবাদী লোক তথ্য প্রদান করে।

(৬) যে সকল শব্দের দ্বৈত অর্থ আছে (যা সত্যকে গোপন করতে ব্যবহার করা হয়) সেসব শব্দ (Equivocation) আছে কি না তা লক্ষণীয়। যেমন: হয়তোবা, সম্ভবত, আমি অনুমান করছি, আমি চিন্তা করছি, আমার মনে হয়, এটা একধরনের, কিছুটা। মিথ্যা জবানবন্দিতে এ জাতীয় শব্দ বেশি থাকবে। সত্য জবানবন্দিতে তা কম থাকবে।

(৭) নেতিবাচক বা অস্বীকৃতিসূচক বা না-সূচক শব্দ আছে কি না তা লক্ষণীয়। যেমন: না, না না, আমি করি নাই, আমি এটা করতে পারি না, আমি ছিলাম না ইত্যাদি। মিথ্যা জবানবন্দিতে নেতিবাচক শব্দ বেশি থাকবে। সত্য জবানবন্দিতে তা কম থাকবে।

(৮) অসংলগ্ন বা অসংশ্লিষ্ট বা অপ্রাসাঙ্গিক তথ্য বেশি আছে কি না তা লক্ষণীয়। মিথ্যা জবানবন্দিতে এ জাতীয় শব্দ বেশি থাকবে, সত্য জবানবন্দিতে তা কম থাকবে।

(৯) ভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন: 'আপনি জানেন আমি যত দূর সম্ভব সত্য বলার চেষ্টা করছি।' 'যত দূর সম্ভব' 'চেষ্টা করছি' শব্দগুলো বিশ্লেষণযোগ্য। এ শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে লোকটি যে ১০০% সত্য কথা বলছে না, তা অনুধাবন করা যায়। মনের অজান্তেই লোকে এরূপ শব্দ ব্যবহার করে ফেলে।

(১০) জবানবন্দিতে ব্যবহৃত Noun-এর order of appearance লক্ষণীয়। Noun-এর order-এর appearance বিশ্লেষণ করে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

(১১) খোলা জবানবন্দিতে ব্যবহৃত Adjective সমূহ লক্ষণীয়। Adjective বিশ্লেষণ করে অতিরিক্ত তথ্য অর্জন করা যায়। যেমন: 'আমি জামিলকে তার লাল গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে দেখেছি।' এখানে, 'লাল' Adjective টি তদন্তকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দটি বলে দিচ্ছে যে জামিল অন্য রঙের গাড়িও (অর্থাৎ একাধিক গাড়ি) ব্যবহার করে।

(১২) জবানবন্দিতে ব্যবহৃত Adverb সমূহ লক্ষণীয়। Adverb ব্যবহার করে Subject তদন্তকারীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। যেমন: খুবই, আসলেই, সম্পূর্ণভাবে, কেবলমাত্র, কেবলই, সাধারণভাবে, পরে, পরবর্তীতে ইত্যাদি। যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় তারা এ সকল শব্দ ব্যবহার করে।

(১৩) লোকের Internal dictionary লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ:

> 'গত বৃহস্পতিবার আমি আমার গাড়িতে উঠলাম এবং গাজীপুরের দিকে ড্রাইভ করা শুরু করলাম। আমি যখন টঙ্গীর কাছাকাছি পৌছালাম তখন আমি আমার কারের পেছনে একটি শব্দ শুনলাম। আমি গাড়িটিকে রাস্তার সাইডে নিয়ে এলাম। আমি কার হতে বের হয়ে দেখি একটি টায়ার ফুটো হয়ে গেছে। আমি গাড়িটির পেছনের দিক খুললাম এবং দেখলাম স্পেয়ার টায়ারটিও ফুটো। আমি তখন কারটির পাশে দাঁড়িয়ে কারো সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।'

জবানবন্দিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বক্তব্য প্রদানকারী 'গাড়ি' ও 'কার' এ দুটি সমার্থক শব্দের মধ্যে বারবার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সমার্থক শব্দের মধ্যে এরূপ পরিবর্তনকে লোকের Internal dictionary-র পরিবর্তন বোঝায়। লোকে যখন মিথ্যা জবানবন্দি দেয় তখন তার Internal dictionary-র পরিবর্তন ঘটে। সত্য জবানবন্দি প্রদানকারীর বক্তব্যে Internal dictionary-র তেমন পরিবর্তন দেখা যায় না। সুতরাং একটি জবানবন্দিতে সমার্থক বা কাছাকাছি শব্দসমূহ পরিবর্তন করে লিখছে কি না তা গুরুত্বপূর্ণ। আরো কিছু শব্দের উদাহরণ: অস্ত্র বনাম পিস্তল, ছুরি বনাম চাকু, বন্দুক বনাম গান, দা বনাম বঁটি।

(১৪) প্রাপ্ত জবানবন্দিতে ব্যবহৃত ক্রিয়া পদের Tense লক্ষণীয়। ঘটনার স্বাভাবিক বর্ণনায় লোকে Past Tense ব্যবহার করে জবানবন্দি দেয়। যদি কেউ তার জবানবন্দিতে Past Tense থেকে Present Tense বা Present Tense থেকে Past Tense-এ পরিবর্তন করে তাহলে বুঝতে হবে সে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। হত্যা, শিশু অপহরণ ইত্যাদি ঘটনায় Past Tense ব্যবহার করছে কি না তা লক্ষণীয়। Past Tense ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে ঘটনা সম্পর্কে সে অবহিত।

(১৫) নাম, জিনিসপত্র বা ঘটনার ক্রম (Order) ঠিক আছে কি না তা লক্ষণীয়। সত্য জবানবন্দিতে এ ক্রম ঠিক থাকবে।

(১৬) সময়ের Order বা appearance-এর দিকটিও লক্ষণীয়। সত্য জবানবন্দিতে সময়ের ধারাবাহিকতা ঠিক থাকবে। এ প্রসঙ্গে ৩টি বিষয় অনুসরণীয়।

(ক) **Missing Time:** একটি ঘটনা তদন্তে দেখা যায় যে, ঘটনাটি দুপুর ২টা হতে ৫টার মধ্যে ঘটেছে। সন্দিগ্ধদের জবানবন্দি বিশ্লেষণকালে প্রাপ্ত সময় নিম্নরূপ:

দুপুর ১২টা	বাসা হতে বের হয়ে যাই।
দুপুর ১৩টা	বাংলামোটর পৌঁছাই।
Missing time	
Missing time	
Missing time	
Missing time	
রাত ৭টা	বাসায় ফেরত আসি।

লক্ষণীয়, সন্দিগ্ধ ব্যক্তিটি দুপুর ২টা হতে ৫টার মধ্যে কোথায় ছিল, কী করেছিল, সে তার বিবরণ দেয়নি, এড়িয়ে গেছে। ওই সময় সম্পর্কে কিছু বলা তার জন্য স্পর্শকাতর ও বিব্রতকর। সে প্রত্যাশিত সময়ের বিবরণ দেয়নি। এভাবে Missing time বিশ্লেষণ করে জবানবন্দির সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করা যায়।

(খ) **Time Out of Place:** যেমন ১২টা, ১৪টা, ১৩টা, ১৫টা। ১২টার পর নিশ্চয়ই ১৩টা লেখা উচিত ছিল। যারা ঘটনার মিথ্যা বিবরণ দেয় তারা পূর্বে কোন সময়ের কথা উল্লেখ করেছিল তা ভুলে যায়। এটিকে Time out of place বলে। এভাবে Time out of place বিশ্লেষণ করে সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করা যায়।

(গ) **Time Add Up:** বিষয়টি স্থান ও সময়ের দূরত্বের সাথে সম্পর্কিত। যেমন: একটি লোক বলল যে, সে সকাল ৯টায় মিরপুর ১২ নম্বর সেক্টর থেকে গুলিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সে আরো জানায় যে, সকাল ৯.১৫ মিনিটে ফার্মগেটে পৌঁছায়। অথচ মিরপুর ১২ নম্বর সেক্টর থেকে ১৫ মিনিটে ফার্মগেটে পৌঁছানো সম্ভব নয়। যারা ঘটনার মিথ্যা বিবরণ দেয় তারা একটি নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করতে কতটুকু সময় ব্যয় হতে পারে সে বিষয়টি খেয়াল রাখতে পারে না। এভাবে স্থানের সাথে সময়ের দূরত্বের বিষয়টি বিশ্লেষণ করে সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করা যায়।

(১৭) জবানবন্দিতে subject কোনো শব্দ কেটে দিয়েছে কি না বা ঘষামাজা করেছে কি না তা লক্ষণীয়। অধিক কাটাকাটি করলে বুঝতে হবে সে মিথ্যা তথ্য দেয়ার চেষ্টা করছে। কেন কাটাকাটি করেছে তার কারণ বের করার চেষ্টা করতে হবে। এ সংক্রান্তে Balance of Statement নির্ধারণ কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(১৮) অন্য কোনো বিষয় যা মিথ্যা বা বানোয়াট বলে মনে হয় বা খটকা লাগে তা বের করার চেষ্টা করতে হবে।

৫.১২.৩ প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা পর্বে যে সকল বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন

(১) প্রাপ্ত খোলা জবানবন্দিটি বিশ্লেষণ করার পর subject-কে যে যে বিষয়ে প্রশ্ন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে।

(২) Subject-এর Body language লক্ষণীয়। হাতের Movement, হাত দিয়ে নাক চুলকানো, পরিহিত কাপড় ঠিকঠাক করে নেয়া, বোতাম নিয়ে খেলা, পরিপাটি থাকা সত্ত্বেও হাতের আঙুল দিয়ে চুল ঠিক করা, মুখ লাল হয়ে যাওয়া, Close arms বা Open arms কি না, কোন দিকে তাকাচ্ছে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(৩) যৌগিক প্রশ্ন (Compound Question) পরিহার্য। যৌগিক প্রশ্নকে দুই ভাগে ভাগ করে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে। যেমন: 'আপনি কি কখনো গাঁজা বা ফেনসিডিল খেয়েছেন?' এটি একটি যৌগিক প্রশ্ন।

(৪) সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। যা জানা প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করা বাঞ্ছনীয়।

(৫) যে প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত থাকে (Leading question) সে প্রশ্ন করা উচিত নয়। যেমন: 'আপনি জানেন না, এটি কে করেছে, জানেন কি?' এটি একটি Leading question.

(৬) প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর Subject-কে পুরোপুরি উত্তর প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

(৭) Subject প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে কি না তা গভীরভাবে খেয়াল করতে হবে।

(৮) Subject তদন্তকারীকে পাল্টা প্রশ্ন করে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে কি না তা লক্ষণীয়। আরেকটি প্রশ্ন করলে বুঝতে হবে তাকে একটি স্পর্শকাতর প্রশ্ন করা হয়েছে অথবা সে কী বলবে তা ভাবার জন্য সময় নিচ্ছে।

(৯) মিথ্যা নির্দেশক শব্দ, যেমন: আল্লার কসম, সত্য বলছি, মায়ের কসম, মাইরা ফেলান স্যার ইত্যাদি বেশি ব্যবহার করছে কি না তা লক্ষ্য করতে হবে।

(১০) Subject কীভাবে বক্তব্য অস্বীকার করছে তা লক্ষণীয়। দোষী লোক ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। নির্দোষ লোক ক্রমান্বয়ে রেগে উঠবে।

(১১) Confession অর্জনে Magical Words ব্যবহার করা প্রয়োজন। RPM Method ব্যবহারের মাধ্যমে জাদুকরী শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

R : Rationalization
P : Projection
M : Minimization

Rationalization: Subject-কে 'এরূপ ঘটনা ঘটতেই পারে', 'যে কেউ এই পরিস্থিতিতে এই কাজটি করতে পারে', 'মানুষ মাত্রই ভুল করে' ইত্যাদি বলে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা।

Projection: অন্য কারো ওপরে দোষ চাপিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা। যেমন: 'আমরা বুঝতে পারছি তুমি আসলে এটা করতে চাওনি, কিন্তু কাসেম তোমাকে কাজটি করতে উসকানি দিয়েছে বলে তুমি কাজটি করে ফেলেছ' ইত্যাদি বলে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা।

Minimization: অপরাধটি ছোট করে বলা, যেমন: হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে দুর্ঘটনা/ভুল ইত্যাদি নমনীয় পরিভাষা ব্যবহার করা।

(১২) Subject-এর কাছাকাছি যওয়া। কাঁধে এবং হাঁটুতে হাত রাখা। Subject-এর নাম উচ্চারণ করা। প্রশ্নকারীর কণ্ঠ Subject-এর কণ্ঠের সাথে মিলিয়ে কথা বলা।

(১৩) একজন তদন্ত কর্মকর্তার নিকট Subject কর্তৃক ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের গুরুত্ব রয়েছে।

৫.১৩ তদন্ত সমাপ্ত হওয়ার পর করণীয়

- তদন্তকালে প্রাপ্ত তথ্য/সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত সম্পন্নকরণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর চার্ট অব
- এভিডেন্সসহ মেমো অব এভিডেন্স দাখিল করা।
- সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য কোর্টে অভিযোগপত্র দাখিল করা।
- সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া গেলে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা।
- অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আলামতসহ কেস ডকেট ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর প্রেরণ।
- চূড়ান্ত রিপোর্টের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারকৃত আসামিদেরকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি এবং জব্দকৃত আলামত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান অথবা ধ্বংস করার আদেশ প্রদানের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন।

৫.১৪ তদন্ত চেকলিস্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	কর্মপদ্ধতি	কার্যক্রম
১	প্রাথমিক তথ্য বিবরণী	বক্তব্য /অতিরিক্ত বক্তব্য গ্রহণ	আদালতে প্রেরণ
২	এক্সপ্রেস লেটার/হেঁচে বিজ্ঞপ্তি (ডাকাতি মামলার ক্ষেত্রে)	নির্দিষ্ট ফরম্যাটে রেকর্ড	সিআইডি/পার্শ্ববর্তী থানায় প্রেরণ
৩	পাঁচ বছরের রেকর্ড পর্যালোচনা	থানা রেকর্ড, ভিসিএনবি, খতিয়ান বহি, থানায় প্রাপ্ত রেকর্ড পর্যালোচনা করা	নোট গ্রহণ
৪	লুণ্ঠিত/চোরাই মালের বিস্তারিত বিবরণ	বিবরণ তৈরি	খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তকরণ/ আদালতে প্রেরণ
৫	কেস ডায়েরি	তদন্ত কার্যক্রমের বিশদ বর্ণনা	কেস ডকেটে সংযুক্তকরণ
৬	বিভিন্ন মামলার আসামিদের সম্পর্ক/অবস্থান/গতিপথ জানা	সিডিআরসহ ডিজিটাল রেকর্ড পর্যালোচনা	নোট গ্রহণ
৭	জব্দ তালিকা	জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা	আদালতে প্রেরণ
৮	জব্দ তালিকার সাক্ষী	ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দি গ্রহণ	কেস ডকেট সংযুক্ত
৯	আলামত	ক) মালখানায় সংরক্ষণ খ) পচনশীল দ্রব্য ধ্বংস/বিক্রয় করা	আদালতে প্রেরণ/খতিয়ান, সম্পত্তি রেজিস্টারসহ সংশ্লিষ্ট নথিতে রেকর্ড সংরক্ষণ
১০	মৃত্যুকালীন জবানবন্দি	মৃত্যুকালীন জবানবন্দি গ্রহণ	কেস ডকেট সংযুক্তকরণ
১১	মৃতদেহের পরিধেয় বস্ত্র	জব্দ তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ	বিশেষজ্ঞের নিকট/আদালতে প্রেরণ
১২	ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন	সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা	কেস ডকেট সংযুক্তকরণ
১৩	বিশেষজ্ঞের মতামত	আদালতের পূর্বানুমতি গ্রহণ, আলামত প্রেরণ, মতামত সংগ্রহ	আদালতে প্রেরণ
১৪	সাক্ষীর জবানবন্দি	কাঃ বিঃ ১৬১ ও ১৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধকরণ	কেস ডকেট সংযুক্তকরণ
১৫	আসামি গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার না হলে অস্থাবর সম্পত্তির রিকুইজিশন প্রেরণ (প্রয়োজনে অন্য ইউনিটে)	আসামি গ্রেপ্তার অভিযান, ক্রোকি কার্যক্রম	আদালতে প্রেরণ
১৬	রিমান্ড, জিজ্ঞাসাবাদ ও কাঃ বিঃ আইনের ১৬৪ ধারা মোতাবেক জবানবন্দি রেকর্ড	নির্ধারিত পদ্ধতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা	রিমান্ড শেষে আসামি আদালতে প্রেরণ
১৭	হুলিয়া ও ক্রোকি পরোয়ানা	কোর্টে আবেদন করা ও প্রাপ্ত পরোয়ানা তামিল করা	আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ
১৮	পূর্বের সাজা পূর্বের তথ্য (PC & PR)	ক) স্থানীয়ভাবে তদন্ত (নিজ থানা এলাকায়) খ) ইনকোয়ারি স্লিপ সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ	অভিযোগপত্রে নোট করে কেস ডকেটের সাথে কোর্টে প্রেরণ
১৯	চার্ট অব এভিডেন্স	কোন সাক্ষী কী প্রমাণ করবে তা নির্ধারণ করা	কেস ডকেটে সংযুক্তকরণ
২০	সাক্ষ্যের স্মারকলিপি	প্রস্তুত ও অনুমোদন গ্রহণ	কেস ডকেটে সংযুক্তকরণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

তদন্ত সহায়ক অপারেশনাল কার্যক্রম

তদন্ত সহায়ক অপারেশনাল কার্যক্রম

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। তদন্ত সহায়ক অপারেশনাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গ্রেপ্তার ও তল্লাশি সংক্রান্ত পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ বিষয়ক জ্ঞানার্জন
২। গ্রেপ্তার ও তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি, করণীয়/বর্জনীয় এবং লক্ষণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন
৩। নারী, শিশু ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে পুলিশ হেফাজত সংক্রান্ত ব্যবহারিক ও আইনগত ধারণা লাভ

৬.১ ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ

মামলার তদন্তকারী অফিসার তদন্তকালে কোনো গোপনীয় বিষয় সংগোপনে ও পূর্বাহ্নে সংযত উপায়ে এবং সবার অগোচরে বা অজান্তে সংগ্রহ করবেন। ধর্তব্য অপরাধ সংঘটনের সংবাদ প্রাপ্তির পর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। তদন্তকারী অফিসার প্রথমেই এফআইআর ভালোভাবে পড়বেন এবং তথ্য আহরণ করবেন।

৬.২ ভিসিএনবি পর্যালোচনা

অপরাধ দমনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে থানায় অপরাধীদের এবং এলাকার অপরাধপ্রবণতা সংক্রান্ত ইতিহাস স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য ভিলেজ ক্রাইম নোটবুক প্রতিটি থানায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এতে অপরাধসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং সাজাপ্রাপ্ত ও সন্দিগ্ধ অপরাধীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয় (বিপি ফরম-৭৮-৬৮ (১-৫)। তদন্তকারী কর্মকর্তা ভিসিএনবি-এর প্রাসঙ্গিক পার্ট থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

পার্ট-১: ক্রাইম রেজিস্টার: পেশাদার অপরাধী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধসমূহ।
পার্ট-২: কনভিকশন রেজিস্টার: ৩৯৪ পিআরবিতে বর্ণিত সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের তথ্য।
পার্ট-৩: ভিলেজ হিস্ট্রি: গ্রামে বিশেষ কোনো অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ও ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়।
পার্ট-৪: ইতিবৃত্ত: গ্রামে বসবাসকারী কোনো অভ্যাসগত অপরাধীদের, অপরাধের সহায়তাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত ও অপরাধ সংক্রান্ত রেজিস্টার, যার প্রারম্ভে একটি সূচি থাকে।
পার্ট-৪ক: নিরীক্ষণাধীন অপরাধীদের গতিবিধি তদন্তসংক্রান্ত রেজিস্টার।
পার্ট-৫: সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সূচি যাদের নাম পার্ট-২-এ অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ছাড়া মামলায় সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের সূচি, যারা সাজাপ্রাপ্ত নয়।

ভিসিএনবি হতে ঘটনাস্থলের পাঁচ মাইলের মধ্যে বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সংগঠিত অপরাধসমূহের মামলার নোট নিতে হবে। ভিসিএনবি পর্যালোচনার সময় সম্পত্তি সম্পর্কিত অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ করে চুরি, দস্যুতা, ডাকাতি মামলা পর্যালোচনা করার সময় পূর্ববর্তী মামলার চার্জশিট, ফাইনাল রিপোর্ট, এজাহার, খতিয়ান, হিস্ট্রি শিট একত্রে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পাঁচ মাইল এলাকার মধ্যে বিগত পাঁচ বছরে সংঘটিত অপরাধের যে সমস্ত মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে সে সমস্ত মামলায় দণ্ডবিধি ৪১১ অথবা ৪১২ ধারায় সংযুক্ত অভিযোগপত্রের ক্ষেত্রে উদ্ধার হওয়া মালের সাথে জড়িত আসামির পূর্ণ ইতিহাসসহ (তাদের বর্তমান অবস্থান) যাচাই করলে প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হবে।

৬.৩ অন্যান্য অফিসারের সাথে আলোচনা

তদন্তকারী অফিসার সংঘটিত অপরাধটি সম্পর্কে উক্ত এলাকায় কিংবা একই ধরনের মামলা তদন্ত করে থাকলে অন্যান্য অফিসার ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের সাথে আলোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করতে পারেন।

এ ছাড়া তদন্তকারী অফিসার অপরাধীদের তালিকা পর্যালোচনা করবেন এবং নিজ থানা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী থানাসমূহের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সাথে আলোচনা করে অপরাধী ও অপরাধ সংঘটনের প্রক্রিয়া (Modus Operandi) সম্পর্কে তদন্ত সহায়ক ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করবেন।

৬.৪ বাদী ও সাক্ষীর সাথে আলোচনা

তদন্তকারী অফিসার মামলার বাদীর সাথে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন এবং ঘটনা সম্পর্কে অবগত সাক্ষীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে মামলা উদ্‌ঘাটনে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন।

তদন্তকারী অফিসার স্থানীয় চৌকিদারের সাথে আলোচনা করবেন। স্থানীয় চৌকিদারের কাছে থাকতে পারে এমন অপরাধ এবং অপরাধীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করতে পারে।

প্রকাশ্য ইন্টেলিজেন্স (Overt Intelligence): অধিকাংশ ইন্টেলিজেন্সই প্রকাশ্য ইন্টেলিজেন্সের আওতাভুক্ত। যেমন: দেয়াল লিখন, পোস্টার, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, মিটিং, লিফলেট, বইপত্র ইত্যাদি।

গোপনীয় ইন্টেলিজেন্স (Covert Intelligence): গোপনীয়ভাবে গুপ্তচর নিয়োগ, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, মোবাইল ফোনের ম্যাসেজ ও সিডিআর অ্যানালাইসিস, অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের মাধ্যমে অপরাধ উদ্‌ঘাটন ও অপরাধীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা সহজ হয়। বিশ্বস্ত গুপ্তচর, কৌশলগত নিরীক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়।

৬.৫ আসামি গ্রেপ্তার পদ্ধতি

গ্রেপ্তারের সংজ্ঞা	যুক্তিসঙ্গত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনানুগভাবে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করে নিজ হেফাজতে বা সরকারি হেফাজতে নেয়াকেই গ্রেপ্তার বলে (ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৬ ধারা, পিআরবি ৩১৬ বিধি)। *সূত্র: ধারা-৪৬ ফৌঃ কাঃ বিঃ এবং পিআরবি ৩১৬ বিধি*

শুধু এজাহারে নাম থাকলেই কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যুক্তিসঙ্গত হবে না, যদি ঘটনার সাথে সেই ব্যক্তি জড়িত না থাকে এবং তদন্তের স্বার্থে তাকে গ্রেপ্তারের প্রয়োজন না হয়।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬ (১) ধারা: যাকে গ্রেপ্তার করা হবে তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। সে কথা বা কার্য দ্বারা গ্রেপ্তার মেনে না নিলে তার দেহ স্পর্শ করে তাকে গ্রেপ্তার কার্যকর করতে হবে।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬ (২) ধারা: কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তারকালে সে যদি বাধা দেয় অথবা গ্রেপ্তার এড়াতে চেষ্টা করে তাহলে পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬ (৩) ধারা: মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ করেনি এমন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো যাবে না।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৭ ধারা: আসামি যদি কোনো স্থানে বা গৃহে পালিয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসার গৃহের বা স্থানের মালিককে ঘরের দরজা খুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাবেন। উক্ত অনুরোধে গৃহকর্তা দরজা খুলে দিলে পুলিশ গ্রেপ্তার কার্যকর করবে।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮ ধারা: গৃহের মালিককে অনুরোধ করার পর যদি গৃহের মালিক দরজা খুলে না দেন সে ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসার দরজা-জানালা ভেঙে গৃহে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার কার্যকর করবেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯ ধারা: ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার কার্যকর করতে গিয়ে আটকা পড়লে সে ক্ষেত্রে উক্ত গৃহের দরজা-জানালা ভেঙে বের হতে পারবেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫০ ধারা: আসামি পলায়ন রোধের জন্য যতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে। অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫১ ধারা: গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশ অফিসার দেহ তল্লাশি করে পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত অন্য যেসব জিনিস পাওয়া যাবে তার একটি তালিকা তৈরি করে তা নিজ হেফাজতে রাখবেন। পরবর্তীতে কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তা পাঠাতে হবে (পিআরবি ৩২২ বিধি)।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫২ ধারা: কোনো স্ত্রীলোকের দেহ তল্লাশির প্রয়োজন হলে পুলিশ অফিসার অপর একজন স্ত্রীলোক দ্বারা তল্লাশি করাবেন।

থানার অধিক্ষেত্রের বাইরে অন্য কোনো থানা এলাকায় কোনো আসামি পালিয়ে থাকলে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অধিযাচনপত্র পাঠাতে হবে (পিআরবি-৩৮৯)।

৬.৫.১ গ্রেপ্তারপূর্ব ইন্টেলিজেন্স

কোনো গ্রেপ্তারযোগ্য আসামি বা আসামিদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য এবং গ্রেপ্তার বা অন্য কোনো কারণে কোনো জায়গায় তল্লাশি করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন ইনটেলিজেন্স সংগ্রহ করা। যথাযথ ইনটেলিজেন্স ছাড়া এ ধরনের কার্যক্রম অনেক সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কিংবা হতাহতের ঘটনাসহ বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা হয়। তাই গ্রেপ্তার ও তল্লাশির পূর্বে প্রয়োজনীয় ইনটেলিজেন্স সংগ্রহ করা একান্ত উচিত। যেমন:

(ক) আসামির ধরন বা প্রকৃতি বিশ্লেষণ।
(খ) আসামির অবস্থান নির্ণয় এবং অবস্থানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ।
(গ) অভিযানস্থলে যাওয়ার পথ নির্ণয়, যানবাহন কী হবে তা নির্ধারণ করা।
(ঘ) অভিযান পরিচালনার জন্য অফিসার এবং ফোর্সের সংখ্যা নির্ধারণ। মহিলা পুলিশের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা।
(ঙ) অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদের ধরন ও পরিমাণ নির্ণয়।
(চ) অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী, যেমন: হ্যান্ডকাফ, রশি, টর্চলাইট, আলামত সংগ্রহের সামগ্রী, কাগজ-কলম, কাঁচি, তালা কাটার যন্ত্র, শাবল ইত্যাদির উপযোগিতা ও পরিমাণ নির্ধারণ করা।
(জ) বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আসামির গতি-প্রকৃতি ও অবস্থান নির্ণয় করা।
(ঝ) বিশ্বস্ত গুপ্তচর নিয়োগ করে তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

৬.৫.২ গ্রেপ্তারকালে অবশ্যই পালনীয় বিষয়সমূহ

- গ্রেপ্তার করার জন্য ক্ষমতাবান অফিসার গ্রেপ্তার কার্যকরী করার জন্য আইনানুগ সকল পন্থা অবলম্বন করতে পারবেন এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তারের জন্য অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে পারেন (6 DLR 157 WP).
- চুরির ঘটনায় সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর সে পলায়নকালে তাকে পুনরায় গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে গুলি করে হত্যা করার অধিকার গ্রেপ্তারকারী অফিসারের নেই (AIR 1935 379).
- আসামি গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অফিসার অন্যের সাহায্য নিতে পারেন (AIR 1951 All 3).
- একটি বেআইনি সমাবেশের নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর সেই বেআইনি সমাবেশেই গুলি চালিয়ে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার কোনো অধিকার পুলিশের নেই, যদি না সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডণীয় কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হয়।
- যদি কোনো পুলিশ অফিসার কোনো ব্যক্তিকে অসৎ উদ্দেশ্যে আটক করে রাখে তাহলে তা হবে দঃ বিঃ ২২০ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ (A 1948 Sind 67).
- বেআইনিভাবে গ্রেপ্তারে বাধা প্রদান কোনো অপরাধ নয়।
- সরকারি ছুটির দিনে গ্রেপ্তার বেআইনি নয় (10 Suth WR 350 DB).
  কোনো ফৌজদারি অপরাধে জড়িত আসামিকে কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তার করা অন্যায় নয়। তবে দেওয়ানি মোকদ্দমায় জড়িত ব্যক্তিকে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। ন্যায়সঙ্গত গ্রেপ্তারে বাধা দেয়ার শাস্তি দঃ বিঃ ২২৪, ২২৫, ২২৫(খ), ধারা।

৬.৫.৩ হাতকড়া ও রশির ব্যবহার

কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গ্রেপ্তারকৃত আসামি বা বিচারাধীন বন্দিকে পাঠানোকালে পলায়ন বন্ধ করার জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি কড়াকড়ি উচিত নয়। হাতকড়া এবং দড়ির ব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় এবং অমর্যাদাকর। ফৌজদারি কার্যবিধি ১৭১ ধারায় গ্রেপ্তারকৃত সাক্ষীকে কোনো অবস্থায় হাতকড়া বা রশি লাগানো যাবে না (পিআরবি ৩৩০ বিধি)। এ ক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ মহিলা হলেও আসামিকে হাতকড়া বা রশি লাগানো যাবে না (পিআরবি ৩৩০ বিধি)।

যে সকল ক্ষেত্রে হ্যান্ডকাফ লাগানো প্রয়োজন এবং অনুমোদিত, কিন্তু হাতকড়া সরবরাহ নেই সে ক্ষেত্রে বন্দিকে পলায়ন রোধের জন্য রশি অথবা কাপড় দিয়ে বাঁধা যায়। তবে রশি দিয়ে বাঁধার ফলে যাতে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে তা লক্ষ্য রাখতে হবে (পিআরবি-৩৩০ বিধি)।

একজন শিশুকে কোনোমতেই হাতকড়া বা কোমরে দড়ি বা রশি লাগানো যাবে না। (ধারা-৪৪(৩), শিশু আইন-২০১৩)

৬.৬ নারী ও শিশুদের গ্রেপ্তার এবং তল্লাশি পদ্ধতি

৬.৬.১ নারী গ্রেপ্তার

নারী গ্রেপ্তারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনগত চর্চাসমূহ:

- নারীসংক্রান্ত কোনো অপরাধ তদন্তকালে তার গোপনীয়তার জন্য অতিরিক্ত ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে।
- একজন নারীকে গ্রেপ্তার বা আটক করার জন্য নারী পুলিশ/মহিলাদের সহায়তায় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- নারী বন্দিদেরকে পুরুষ বন্দিদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে হবে।

৬.৬.২ গ্রেপ্তারকৃত বা আটক নারীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পালনীয়

- ফৌজদারি অপরাধে জড়িত কোনো নারীকে গ্রেপ্তার করতে হলে নারী পুলিশ বা অন্য কোনো নারী নিয়োজিত করতে হবে।
- কোনো নারীকে গ্রেপ্তারের সময় বা পরে হাতকড়া বা রশি ব্যবহার করা যাবে না (পিআরবি-৩৩০)।
- নারী বন্দিকে পৃথক হাজতে রাখতে হবে।
- হাজতখানায় কোনো নারী বন্দি থাকলে সে ক্ষেত্রে হাজতখানার চাবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা থানার ডিউটি অফিসার নিজে সংরক্ষণ করবেন।
- নারী হাজতিদেরকে হাজতখানায় প্রেরণের পূর্বে নারী পুলিশের মাধ্যমে, নারী পুলিশ না থাকলে সে ক্ষেত্রে মহিলা ভিডিপি সদস্য বা অন্য কোনো মহিলা দিয়ে তার দেহ তল্লাশি করতে হবে।

৬.৬.৩ শিশু অপরাধী গ্রেপ্তার

পারিপার্শ্বিক চাপে পড়ে বা অবস্থার শিকার হয়ে প্রত্যেক শিশু নিজের অজান্তেই জড়িয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। শিশু-কিশোরদের অপরাধ নিয়ে বাংলাদেশের শিশু আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে, যাতে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ এবং ইউনিসেফের বিভিন্ন পূর্বশর্তসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। আমাদের দেশের শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী কিশোর-কিশোরীদের শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (শিশু আইন-২০১৩, ধারা-৪)।

শিশু আইন-২০১৩-এর ৪৪ ধারা বিধি মতে:

(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, '০৯ (নয়) বৎসরের নিম্নের কোন শিশুকে কোন অবস্থাতেই গ্রেপ্তার করা বা ক্ষেত্র মতে আটক করা যাবে না।'

(২) অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো শিশুকে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সংক্রান্ত কোনো আইনের অধীন গ্রেপ্তার বা আটক করা যাবে না (শিশু আইন-২০১৩-এর ৪৪(২) ধারা)।

(৩) শিশুকে গ্রেপ্তার করার পর গ্রেপ্তারকারী পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তারের কারণ, স্থান, অভিযোগের বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন এবং প্রাথমিকভাবে তার বয়স নির্ধারণ করে নথিতে লিপিবদ্ধ করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, গ্রেপ্তার করার পর কোনো শিশুকে হাতকড়া বা কোমরে দড়ি বা রশি লাগানো যাবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩)-এর অধীন বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা জন্ম নিবন্ধন সনদ অথবা উক্ত সনদের অবর্তমানে স্কুল সার্টিফিকেট বা স্কুলে ভর্তির সময় প্রদত্ত তারিখসহ প্রাসঙ্গিক দলিলাদি উদ্‌ঘাটনপূর্বক যাচাই-বাছাই করে তার বয়স লিপিবদ্ধ করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একজন শিশু কিন্তু সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করেও দালিলিক প্রমাণ দ্বারা তা নিশ্চিত হওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে এই আইনের বিধান অনুযায়ী শিশু হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট থানায় শিশুর জন্য উপযোগী কোনো নিরাপদ স্থান না থাকলে গ্রেপ্তারের পর হতে আদালতে হাজির না করা সময় পর্যন্ত শিশুকে নিরাপদ স্থানে আটক রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, নিরাপদ স্থানে আটক রাখার ক্ষেত্রে শিশুকে প্রাপ্তবয়স্ক বা ইতোমধ্যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এরূপ কোনো শিশু বা অপরাধী এবং আইনের সংস্পর্শে আসা কোনো শিশুর সাথে একত্রে রাখা যাবে না।
[শিশু আইন ২০১৩-এর ৪৪(৫) ধারা]

৬.৬.৪ কোনো শিশুকে গ্রেপ্তারের পর গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তা কর্তৃক থানায় আনয়ন করলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি:

- শিশু আইন ২০১৩-এর ৪৫(১) ধারা অনুযায়ী:

(ক) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমতো, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে;
(খ) প্রবেশন কর্মকর্তাকে; এবং
(গ) প্রয়োজনে, নিকটস্থ বোর্ডকে;
উক্ত গ্রেপ্তার সম্পর্কে অবহিত করবেন।

- ৪৫ (২) উপ-ধারা (১)-এর বিধান অনুযায়ী

শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমতো, বোর্ডকে অবহিত করা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট শিশুকে আদালতে হাজির করার প্রথম দিবসে উক্তরূপ বিধান অনুসরণ না করার কারণ সংবলিত একটি প্রতিবেদন শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক আদালতে দাখিল করতে হবে।

৬.৭ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির অধিকার

গ্রেপ্তার এবং আটক সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার:

- প্রত্যেকের বাঁচার অধিকার আছে।
- কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং অবমাননাকর আচরণ করা বা শাস্তি দেয়া যাবে না।
- ব্যক্তির স্বাধীনতা ভোগের এবং নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার আছে।
- যে ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তার বা আটক করা হোক না কেন তাকে তাড়াতাড়ি একজন বিচারকের সামনে হাজির করতে হবে।
- এ ছাড়া সেই সব ক্ষেত্রে কাউকে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন যখন তা আইনসঙ্গত ও অপরিহার্য।
- কাউকে গ্রেপ্তারের সময় খুব দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করার কারণ জানাতে হবে।

- সকলেরই ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার আছে।
- বিচারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে নির্দোষ বলে ধরে নিতে হবে।
- নিজ পছন্দের আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করার অধিকার।
- আইনগত সহায়তা পাওয়ার যে তার অধিকার আছে সে সম্পর্কে তাকে জানানো।
- গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির আদালতে বক্তব্য পেশ করার, জেরা করার অধিকার আছে।
- যে ব্যক্তিকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বাস্তবায়নযোগ্য অধিকার আছে।
- সম্মান, মানবিক আচরণ এবং মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার অধিকার আছে।
- আটক শিশুকে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের থেকে আলাদা রাখতে হবে।
- পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে।
- পরিবারের বা পছন্দের ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা এবং তা অব্যাহত রাখার অধিকার আছে।
- আটক নারীদেরকে আটক পুরুষদের কাছ থেকে আলাদা রাখতে হবে।

৬.৮ তল্লাশি ও জব্দ তালিকা

৬.৮.১ দেহ তল্লাশির গুরুত্ব

(ক) ধৃত আসামি বা কোনো সন্দিগ্ধ ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করে চোরাই বা অবৈধ মালামাল উদ্ধার, এমনকি কোনো মামলা সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য বা কোনো বস্তুগত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। এরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে হাজির করা যেতে পারে।

(খ) আসামি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারে। এ অস্ত্রের মাধ্যমে কাউকে আঘাত করতে পারে বা যেকোনো ধরনের অপরাধ সংঘটিত করতে পারে।

(গ) কোনো অবৈধ জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারে এবং

(ঘ) কোনো অবৈধ জিনিস অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারে।

৬.৮.২ আসামির শরীর তল্লাশি ও সতর্কতা

কোনো কোনো সময়ে পুলিশকে দুর্দান্ত অপরাধীর শরীর তল্লাশি করতে হয়। দুর্দান্ত অপরাধীর শরীর তল্লাশির সময় নিম্নরূপ বিশেষ সতকর্তা অবলম্বন করা দরকার।

- পথিমধ্যে অপরাধী বা সন্দিগ্ধ আসামিকে গ্রেপ্তার করলে তাকে গাছের বা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে অথবা হাত পৃষ্ঠে বেঁধে নতজানু করিয়ে অথবা মেঝেতে পিঠের ওপর ভর করে শোয়াতে হবে।
- হাত দুটি পিঠমোড়া দিয়ে আটকে রাখতে হবে।
- হাত বাঁধা অবস্থায় মাথার ওপর সোজা করিয়ে বা দেয়ালের গায় বা গাছে পা ফাঁক অবস্থায় হাতের ওপর শরীরের ওজন রাখতে বাধ্য করতে হবে।
- আসামির পা নিজের পায়ের মধ্যে এমনভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে যেন অনায়াসে পা-এর মাধ্যমে আসামির পা টান দিয়ে তাকে সহজে কাবু করা যায় এবং পরে পেছন হতে তল্লাশি আরম্ভ করা যায়।
- আসামির শরীর অতি সাবধানে তল্লাশি করা দরকার।

  সর্বাবস্থায় মনে রাখা দরকার যে, ধৃত ব্যক্তি যেন কোনোভাবেই লাথি মেরে বা আঘাত করে পালিয়ে যেতে না পারে।

৬.৯ তল্লাশির ক্ষমতা

(ক) আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তল্লাশি পরোয়ানা ইস্যু করা হয় (ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৯৬, ৯৮, ৯৯ (ক), ১০০, স্থানীয় ও বিশেষ আইন)। আবার পুলিশ সুপার তল্লাশি পরোয়ানা ইস্যু করতে পারেন, যেমন: জুয়া আইনের ৫ ধারায়, প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু এনিমালস অ্যাক্ট-এর ৮ ধারা এবং অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের ২ ধারায়। পোস্টার বা টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষের হেফাজতে থাকা কোনো দলিল বা অন্য কোনো জিনিস তল্লাশির জন্য কেবল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পরোয়ানা ইস্যু করতে পারেন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৯৬(২)।

(খ) তল্লাশি পরোয়ানা তামিলের জন্য পুলিশকে দায়িত্ব প্রদান করা যায় (ফৌজদারি কার্যবিধি আইন ধারা-৯৬, ৯৮, ৯৯(ক) ১০০ এবং স্থানীয় ও বিশেষ আইনে)।

(গ) পরোয়ানা ছাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তদন্তকারী অফিসার তল্লাশি পরিচালনা করতে পারেন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-১৫৩, ১৬৫ (নিজ এলাকায়) এবং ১৬৬ (এলাকার বাইরে)।

(ঘ) থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের উপাধি বা পুলিশ অফিসারের নাম উল্লেখপূর্বক পরোয়ানা ইস্যু হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেই কার্যকর করতে পারেন অথবা অন্য কোনো অধস্তন অফিসারকে তামিলের জন্য অর্পণ করতে পারেন। (ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৯৬, ৯৮, ৯৯ (ক), ১০০, ১০২, ১৬৫)।

(ঙ) গৃহ তল্লাশিকালীন উক্ত কার্যে নিয়োজিত অফিসারকে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও নিয়মসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে (ফৌজদারি কার্যবিধি ১০৩ ধারা, পিআরবি ২৮০)।

৬.১০ তল্লাশির সময় করণীয়

(ক) গৃহের সম্ভাব্য সকল স্থানে তল্লাশি পরিচালনা করবেন। তল্লাশির সকল ক্ষেত্রে সাক্ষীদের এবং গৃহকর্তাকে সঙ্গে রাখতে হবে।

(খ) ঘটনাস্থল এবং এর আশপাশ তল্লাশির সময় বাইরের একটি নির্দিষ্ট দিক হতে শুরু করে ক্রমাগত চক্রাকারে ঘটনাস্থলটির কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাবেন এবং সন্দেহজনক কোনো কিছু পেলেই হেফাজতে নেবেন।

(গ) অযথা যাতে গৃহের কোনো দ্রব্যাদি নষ্ট না হয় বা অতিরিক্ত কোনো কিছু করা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে বস্তুর জন্য তল্লাশি পরিচালনা করা হবে, পুলিশ কেবল সে বস্তুই আটক/জব্দ করবেন।

(ঘ) যদি তল্লাশির সময় এমন সন্দেহ হয় যে, কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু শরীরের কোনো স্থানে লুকিয়ে ফেলেছে, সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির শরীর তল্লাশি করা যাবে।

(ঙ) তল্লাশি চলাকালে লুণ্ঠিত মালামাল বা চোরাই মাল পাওয়া গেলে বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করতে হবে।

৬.১১ তল্লাশির পর করণীয়

(ক) বস্তুটি কখন এবং কী অবস্থায় পাওয়া গেল তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। এমনকি কোনো বাক্সের ভেতর মালামাল পাওয়া গেলে কার মাধ্যমে বাক্সটি খোলা হলো, তা লিখতে হবে এবং প্রত্যেকটি তল্লাশিকৃত মালামালের গায়ে লেবেল লাগাতে হবে। হেফাজতে নেয়া মালামালগুলোর গায়ে এমনভাবে লেবেল দেবেন যাতে পরে আদালতে ওইগুলো শনাক্ত করতে সাক্ষীদের কোনো অসুবিধা না হয়।

(খ) তিন কপি জব্দ তালিকা (সিজার লিস্ট) তৈরি করে তল্লাশি পরিচালনাকারী অফিসার নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং সাক্ষী ও গৃহকর্তার টিপসই বা দস্তখত নেবেন। তল্লাশিতে কোনো বস্তু না পাওয়া গেলেও নিয়মানুযায়ী শূন্য সিজার লিস্ট তৈরি করে স্বাক্ষর করতে হবে এবং গৃহকর্তাকে একটি অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

(গ) জব্দ তালিকার অনুলিপি অনতিবিলম্বে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে।

(ঘ) মালিকের অনুরোধে তালিকার একটি কপি দিতে হবে। [ফৌঃ কাঃ বিঃ ১০৩(৪)]

(ঙ) সন্দিগ্ধ আসামির কোন কোন সম্পত্তি সাক্ষীদের জ্ঞাতসারে জব্দ করা হলো এ মর্মে একটা নোট রাখতে হবে। বাড়ির মালিক লিখিতভাবে তালিকার প্রাপ্তি স্বীকার করবেন (পিআরবি ২৮০)।

(চ) তল্লাশি ও জব্দ তালিকা তৈরির সময় সিআরপিসির নির্দেশনাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

৬.১২ খানা তল্লাশির সময় সহায়তাকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব

ফৌজদারি কার্যবিধির ১০২, ১০৩, ১৬৫, এবং ১৬৬ ধারা অনুসারে কারো গৃহে তল্লাশি করার সময় তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের জন্য নিয়োজিত সাহায্যকারী কনস্টেবলকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার অজান্তে ঘরে যেন কোনো নতুন জিনিস প্রবেশ না করে অথবা কিছু বের করে না নেয়া হয়। তল্লাশি করার সময় সাক্ষী যেন উপস্থিত থাকে এবং কোথায় কী পাওয়া যাচ্ছে তা যেন তারা দেখতে পায়। তল্লাশি করার পূর্বে গৃহকর্তা বা অন্য বাসিন্দাদের সম্মুখে পুলিশ অফিসার নিজের সাহায্যকারী কনস্টেবলগণ, সাক্ষী কিংবা সংবাদদাতার শরীর তল্লাশি করে দেখাবেন অথবা করার জন্য বলবেন। তল্লাশির মাধ্যমে প্রাপ্ত সন্দেহজনক দ্রব্যাদি, কাগজপত্র কিংবা অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিতে বর্ণনাসহ চিহ্ন লাগাতে হবে এবং মোড়কবন্ধ করতে হবে। তল্লাশির সময় বাইরের লোক যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য গৃহের দরজায় বা অন্য কোনো গমনাগমনের পথে কনস্টেবলদিগকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গৃহ তল্লাশির সময় প্রথমেই বাড়িটি চারদিক থেকে ঘিরতে হবে যেন কেউ পালাতে না পারে। অন্যদিকে, এমনভাবে নিজে অবস্থান নেবেন যাতে করে কেউ পুলিশ সদস্যদের উপর কোনো বোমা বা বিস্ফোরকদ্রব্য ছুড়তে বা গুলি না করতে পারে।

৬.১৩ নারী ও শিশু গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে দেহ তল্লাশি

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫২ ধারার বিধান অনুসারে কোনো নারীর দেহ তল্লাশি করতে হলে শালীনতার প্রতি বিশেষ নজর রেখে অপর একজন স্ত্রীলোক দ্বারা তা করাতে হবে। স্ত্রীলোকের দেহ তল্লাশির সময় তার গুপ্ত অঙ্গ পর্যন্ত তল্লাশি করতে হবে, কারণ নারী অপরাধী ছোট কাগজ, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি ওই অঙ্গে লুকিয়ে রাখতে পারে। এ কাজ সম্পন্ন করতে হলে নারী পুলিশ বা অন্য কোনো নারীকে নিয়োজিত করাই আইনের বিধান।

কোনো শিশু অপরাধী মারাত্মক বা ঝুঁকিপূর্ণ না হলে তার দেহ তল্লাশি করা উচিত নয়। তাকে গ্রেপ্তার বা আটক করার সময় পুলিশ শিশুটির সাথে অভিভাবকসুলভ আচরণ করবেন।

৬.১৪ শনাক্তকরণ মহড়া (পিআরবি ২৮২)

- বাদীর বর্ণনা মতে, সন্দিগ্ধ আসামি গ্রেপ্তার করার সাথে সাথে টিআইপি করতে হবে।
- যে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে টিআইপি অনুষ্ঠিত হবে তাকে সাক্ষী বানাতে হবে।
- শনাক্তকরণের বিষয়ে বাদীর সাথে আসামির পূর্বশত্রুতা কিংবা পূর্বপরিচয় আছে কি না এবং উক্ত আসামির বিরুদ্ধে আর কোনো সমর্থনমূলক সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি না সে বিষয়ে তদন্তকারী অফিসারকে সজাগ থাকতে হবে।

৬.১৫ পুলিশ হেফাজতের পদ্ধতি

পুলিশ হেফাজত সংক্রান্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

- সাধারণত গ্রেপ্তার কার্যকর হওয়ার সাথে সাথেই পুলিশ হেফাজত শুরু হয়।
- কোনো আসামির স্বীকারোক্তি প্রদানকালে তার গতিবিধি পুলিশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত থাকলে তিনি উক্ত স্বীকারোক্তি প্রদানের সময় পুলিশ হেফাজতে ছিল বিবেচিত হবে।
- কোনো ব্যক্তি পুলিশের পাহারায় ও নিয়ন্ত্রণে থাকলে যদি তার ইচ্ছাশক্তির খর্ব হয় তবে তিনি পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন বলে ধরা হবে।
- আসামিকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের হেফাজতে রাখা হলেও পুলিশ হেফাজতের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।
- পুলিশ অফিসার নিজে কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার না করে কয়েকজন প্রতিবেশীকে তার দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দিলে তাও গ্রেপ্তারের শামিল হবে এবং তাদের হেফাজতে থাকলে উক্ত আসামি পুলিশ হেফাজতে আছে বিবেচিত হবে।
- পুলিশ হেফাজতে আটক আসামির ওপর দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠলে পিআরবি, প্রবিধান ২৬২ অনুসারে তদন্তকারী অফিসার তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট বন্দির শরীর পরীক্ষা করে তার ফলাফল নোট করবেন।

- বাদীর দেহে দৃশ্যমান জখমের চিহ্ন গ্রেপ্তারের সময় আসামির প্রতিরোধের কারণে নাকি দুর্ব্যবহারের কারণে হয়েছে তা তদন্তকারী অফিসার নোট করবেন।
- বন্দি তার দেহ পরীক্ষা করতে না দিলে তা অবশ্যই রেকর্ড করতে হবে।
- তদন্তকারী অফিসার যদি বন্দির ওপর দুর্ব্যবহারের যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ দেখতে পান তাহলে দুর্ব্যবহারকারীদের নাম এবং দেহ অনুসন্ধানের ফলাফলের বিবরণসহ বিষয়টি নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

৬.১৫.১ পুলিশ হেফাজতে মহিলা বন্দি থাকলে সে ক্ষেত্রে করণীয়

মহিলা বন্দিগণকে পৃথক হাজতে রাখতে হবে। হাজতখানায় কোনো মহিলা বন্দি থাকলে সে ক্ষেত্রে মহিলা হাজতখানার চাবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা থানার ডিউটি অফিসার নিজে সংরক্ষণ করবেন। মহিলা হাজতিদের হাজতখানায় প্রেরণের পূর্বে মহিলা পুলিশ দ্বারা, মহিলা পুলিশ না থাকলে সে ক্ষেত্রে মহিলা ভিডিপি সদস্যের মাধ্যমে দেহ তল্লাশি করাতে হবে।

৬.১৬ আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর হেফাজত এবং শিশু আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক

আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের ক্ষেত্রে শিশু আইন-২০১৩-এর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

- মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপমহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ডের সদস্য।
- জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, পদাধিকারবলে জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের সদস্য।
- থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের সদস্য।
- শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা অর্থ ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত শিশুবিষয়ক ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা। ধারা ২(২০)
- শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ (ধারা-১৪)। যথা:

  (ক) শিশুবিষয়ক মামলার জন্য পৃথক নথি ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করা;

  (খ) কোনো শিশু থানায় এলে বা শিশুকে থানায় আনয়ন করা হলে–

  (অ) প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করা;

  (আ) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করা এবং বিস্তারিত তথ্যসহ আদালতে হাজির করার তারিখ জ্ঞাত করা;

  (ই) তাৎক্ষণিক মানসিক পরিষেবা প্রদান করা;

  (ঈ) প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে, ক্লিনিক বা হাসপাতালে প্রেরণ করা;

  (উ) শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

  (গ) সঠিকভাবে শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হচ্ছে কি না বা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি পর্যালোচনা করা হচ্ছে কি না তদ্‌বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

  (ঘ) প্রবেশন কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্প পন্থা অবলম্বন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক জামিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

  (ঙ) বিকল্প পন্থা অবলম্বন বা কোনো কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হলে আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

  (চ) প্রতি মাসে শিশুদের মামলার সকল তথ্য প্রতিবেদন আকারে থানা হতে নির্ধারিত ছকে প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের কার্যালয়ের মাধ্যমে পুলিশ সদর দপ্তর ও ক্ষেত্রমতো, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা; এবং

(জ) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ, যথা: আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে থানায় আনয়ন করা হলে অথবা অন্য কোনোভাবে থানায় আগত হলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,

(অ) আনয়ন বা আগমনের কারণ অবগত হওয়া।

(আ) সংশ্লিষ্ট শিশুর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে তাকে আশ্বস্ত করা।

(ই) সংশ্লিষ্ট অভিযোগ বা মামলা চিহ্নিত করতে পুলিশের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা।

(ঈ) সংশ্লিষ্ট শিশুর মাতা-পিতার সন্ধান করা এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পুলিশকে সহায়তা করা।

(উ) শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে শিশুর জামিনের সম্ভাব্যতা যাচাই বা ক্ষেত্রমতো, তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট মামলার প্রেক্ষাপট মূল্যায়নপূর্বক বিকল্প পন্থা গ্রহণ করা।

(ঊ) বিকল্প পন্থা অবলম্বন বা যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হলে আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে, নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

(ঋ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

- ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৩৯ অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুকে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সাথে একসঙ্গে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করে একত্রে চার্জশিট প্রদান করা যাবে না (ধারা-১৫)।
- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন, আদালতের রায় বা আদেশে ভিন্নরূপ যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অপরাধ সংঘটনের তারিখই হবে শিশুর বয়স নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ (ধারা-২০)।
- কোনো শিশুর বিচার প্রক্রিয়া ১৮ (আঠারো) বছর পূর্ণ হবার পর সমাপ্ত হলে এবং বিচার সমাপ্তির পর তাকে আটকাদেশ প্রদান করা হলে উক্ত শিশুকে শিশু-আদালত সরাসরি কেন্দ্রীয় বা জেলা কারাগারে প্রেরণ করবে (ধারা-৩৪)।
- কোনো শিশু এই আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলেও–

(ক) তার ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ধারা ৭৫ বা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৫৬৫ প্রযোজ্য হবে না;

(খ) তিনি সরকারি বা বেসরকারি কোনো অফিসে চাকরি পাওয়ার অথবা কোনো আইনের অধীন কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না (ধারা-৪৩)।

- **ধারা-৪৭-এর বিধান মতে**

(১) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমতো, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর উপস্থিতিতে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা শিশুর জবানবন্দি গ্রহণ করবেন।

(২) শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রকৃতি ও শিশুর মানসিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা–

(ক) সংশ্লিষ্ট শিশু, শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমতো, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর উপস্থিতিতে শিশুকে লিখিত বা মৌখিক সতর্কীকরণের পর মুক্তি প্রদান করতে পারবেন, যা শিশুর বিরুদ্ধে রেকর্ড হিসেবে গণ্য হবে না; বা

(খ) বিকল্প পন্থায় প্রেরণ করতে পারবেন।

- শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষ শিশুবান্ধব পরিবেশে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে। তবে মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে উক্ত শিশুর মাতা-পিতা অথবা তাদের অবর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তার, যাদের উপস্থিতিতে শিশু সাক্ষাৎকার প্রদানে রাজি থাকে বা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে উপস্থিতিতে একজন মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

তদন্তসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা কার্যক্রম ও নথি প্রস্তুতকরণ

তদন্তসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা কার্যক্রম ও নথি প্রস্তুতকরণ

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। অপরাধসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা কার্যক্রম সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন
২। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক কেস ডায়েরি লিখন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ আইনগত ও প্রায়োগিক জ্ঞানার্জন
৩। বিভিন্ন ধরনের জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ কৌশল সম্পর্কে ব্যবহারিক ও আইনগত জ্ঞানলাভ

৭.১ অপরাধসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা তৎপরতা

(ক) সাধারণ গোয়েন্দা তৎপরতা

থানা ও সার্কেল অফিসে রক্ষিত ভিলেজ ক্রাইম নোটবুক (ভিসিএনবি), কার্ড ইনডেক্স, পরোয়ানা রেজিস্টার ও অন্যান্য নথিপত্র পেশাদার অপরাধীদের সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস। এ ছাড়া তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ সোর্স নিয়োগ ও জনসাধারণের নিকট হতে অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

(খ) বিশেষ গোয়েন্দা তৎপরতা

ডিএসবি, এসবি, সিআইডি এবং অন্য কোনো গোয়েন্দা সংস্থা থেকে অপরাধীদের তৎপরতা/কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো গোপনীয় প্রতিবেদন থাকলে তা মামলা তদন্তে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বিধায় সেগুলো পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নোট গ্রহণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে সর্বহারা পার্টি, জেএমবি, জিএমজেবি, হরকাতুল জিহাদ, হিযবুত তাহ্‌রীর ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের দ্বারা সংঘটিত ঘটনাসমূহের তদন্তে গোয়েন্দা প্রতিবেদন বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

(গ) তদন্তে Intuition (অন্তর্জ্ঞান) ব্যবহার

তদন্ত কার্যক্রম একটি যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়া এবং বুদ্ধিভিত্তিক কার্যক্রম; তদুপরি তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ তদন্তে Intuition (অন্তর্জ্ঞান) ব্যবহার করে থাকেন।

যেসব ক্ষেত্রে Intuition (অন্তর্জ্ঞান) ব্যবহার করা যায়–

- ঘটনাস্থল পরিদর্শন
- পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ
- বাদী, সাক্ষী ও আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ

Intuition অভিজ্ঞতাজাত, দীর্ঘ কর্ম-অভিজ্ঞতার ফসল। শার্লক হোমস্ এবং ফক্স চ্যানেলে প্রচারিত মঙ্ক জাতীয় ফিকশন তদন্তে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের উত্তম উদাহরণ।

তদন্তে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইন, বিধি, তদন্ত প্রক্রিয়া, যুক্তিযুক্ত ধাপ পর্যালোচনার বাইরেও অন্তর্জ্ঞান ব্যবহার করে জটিল তদন্তে সুফল পেতে পারেন। যেভাবে তদন্তে অন্তর্জ্ঞান ব্যবহার করা যেতে পারে–

- গতানুগতিক ও যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়ার বাইরে চিন্তা করা;
- সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের বাইরে অপরাধীর অনুসন্ধান করা;
- প্রচলিত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের বাইরে শিশু, বোবা ব্যক্তি, গৃহকর্মী, ড্রাইভার ও অফিস পিয়নদের সাক্ষ্যকে গুরুত্ব প্রদান;
- ভিকটিম ও অপরাধীদের জীবনের গোপন অংশ উদ্‌ঘাটনে গুরুত্ব প্রদান;
- দলগতভাবে তদন্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দল ও ঊর্ধ্বতন সহকারীর মতামতের বাইরে নিজস্ব Intuition/ অন্তর্জ্ঞানলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ছায়া তদন্ত করা;

- ছায়া তদন্তের ক্ষেত্রে অর্জিত ফলাফল প্রচলিত তদন্ত পদ্ধতির মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে সহকর্মী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা;
- প্রবীণ তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত তদন্তের অভিজ্ঞতা জানা;
- অন্তর্জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্রে কল্পনা, স্বপ্ন, ফ্যান্টাসি পরিহার এবং সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

৫.২ গোয়েন্দা তথ্যের প্রয়োগ

তাৎক্ষণিক বা স্বল্প মেয়াদি কৌশল– উভয় ক্ষেত্রে গোয়েন্দা তথ্যের প্রয়োগ রয়েছে। তাৎক্ষণিক বা স্বল্প মেয়াদি কৌশলগত গোয়েন্দা তথ্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর স্বল্প মেয়াদি কোনো লক্ষ্য বা চলমান ঘটনা বা তাৎক্ষণিক ফলাফলকে সামনে রেখে কাজ করে, যেমন: কোনো গ্রেপ্তার, পুনরুদ্ধার বা জব্দকরণ। দীর্ঘ মেয়াদি কৌশলগত গোয়েন্দা তথ্য তুলনামূলকভাবে আরো বড় মেয়াদের কোনো প্রসঙ্গ বা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। যেমন: বড় কোনো অপরাধী চক্রকে চিহ্নিতকরণ, কোনো শীর্ষ সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গ্রেপ্তার, বিশেষ কোনো অপরাধের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রক্ষেপণ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকাণ্ডের অগ্রাধিকার ঠিক করা ইত্যাদি।

৫.৩ উপাত্ত সংগ্রহ ও উপাত্তের উৎস

তথ্যের উৎস হতে পারে পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, প্রতিবেদন, গুজব বা অন্য কোনো উৎস। তথ্য নিজে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে; শুদ্ধ বা ভুল হতে পারে; নিশ্চিত বা অনিশ্চিত হতে পারে; প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে। এ তথ্যকে সংরক্ষণ, সুসংগঠিত ও পর্যালোচনা করার মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া যায়। গোপন ও প্রকাশ্য উভয় উপায়ে, অপরাধ বা বিচারসংশ্লিষ্ট কিংবা সংশ্লিষ্ট নয় এমন সকল সংস্থা বা ব্যক্তিসহ সম্ভাব্য সকল উৎস ব্যবহার করে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়। উপাত্ত সংগ্রহের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

- **গোপন তথ্যদাতা–** বেআইনি কর্মকাণ্ড বা প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যে প্রত্যক্ষ প্রবেশাধিকার আছে এমন ব্যক্তিবর্গ, যারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তথ্য দেয়।
- **গোপন এজেন্ট–** বেআইনি কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবে নিজস্ব কোনো ব্যক্তিকে, যিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোক নাও হতে পারেন, নিযুক্ত করা।
- **পূর্ববর্তী তদন্ত–** অপরাধ কর্মকাণ্ড, সংগঠন কিংবা অপরাধী সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী কোনো ঘটনার তদন্ত ও বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত যুক্তিসঙ্গত অনুমান। যেমন: পিসিপিআর ইত্যাদি।
- **আইনি প্রক্রিয়া–** সার্চ ওয়ারেন্ট বা তলবনামার মতো আইনগত দলিলাদি উপাত্ত সংগ্রহের উৎস হতে পারে।
- **তথ্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া–** নথিতে বা কম্পিউটার ডাটাবেইসে রাখা তথ্যভাণ্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস। যেমন: সিডিএমএস ইত্যাদি।
- **বস্তুগত সাক্ষ্য–** অপরাধস্থল, ভিকটিম, সন্দিগ্ধ বা তার পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত ভৌত পর্যবেক্ষণ তথ্যের একটি উৎস হতে পারে।
- **ব্যক্তি নিরীক্ষণ–** বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের রেকর্ড তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।
- **কারিগরি নিরীক্ষণ–** যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণও তথ্যের একটি উৎস হতে পারে।
- **তথ্য বিনিময়–** আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমেও তথ্য পাওয়া যেতে পারে।
- **প্রকাশ্য উৎস–** পাবলিক রেকর্ডসসহ কোনো সরকারি সংস্থা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের একীভূত উৎস হতে পারে।
- **প্রকাশ্য সূত্র–** গবেষণা দলিল কিংবা পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের মতো কোনো গণমাধ্যম তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে।
- **সাক্ষাৎকার–** পরিকল্পিত কিন্তু অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা থেকে তথ্য আসতে পারে।
- **জিজ্ঞাসাবাদ–** সন্দিগ্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ তথ্যের একটি উৎস হতে পারে।

৬.৯ তল্লাশির ক্ষমতা

(ক) আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তল্লাশি পরোয়ানা ইস্যু করা হয় (ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৯৬, ৯৮, ৯৯ (ক), ১০০, স্থানীয় ও বিশেষ আইন)। আবার পুলিশ সুপার তল্লাশি পরোয়ানা ইস্যু করতে পারেন, যেমন: জুয়া আইনের ৫ ধারায়, প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু এনিমালস অ্যাক্ট-এর ৮ ধারা এবং অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের ২ ধারায়। পোস্টার বা টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষের হেফাজতে থাকা কোনো দলিল বা অন্য কোনো জিনিস তল্লাশির জন্য কেবল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পরোয়ানা ইস্যু করতে পারেন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৯৬(২)।

(খ) তল্লাশি পরোয়ানা তামিলের জন্য পুলিশকে দায়িত্ব প্রদান করা যায় (ফৌজদারি কার্যবিধি আইন ধারা-৯৬, ৯৮, ৯৯(ক) ১০০ এবং স্থানীয় ও বিশেষ আইনে)।

(গ) পরোয়ানা ছাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তদন্তকারী অফিসার তল্লাশি পরিচালনা করতে পারেন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-১৫৩, ১৬৫ (নিজ এলাকায়) এবং ১৬৬ (এলাকার বাইরে)।

(ঘ) থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের উপাধি বা পুলিশ অফিসারের নাম উল্লেখপূর্বক পরোয়ানা ইস্যু হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেই কার্যকর করতে পারেন অথবা অন্য কোনো অধস্তন অফিসারকে তামিলের জন্য অর্পণ করতে পারেন। (ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৯৬, ৯৮, ৯৯ (ক), ১০০, ১০২, ১৬৫)।

(ঙ) গৃহ তল্লাশিকালীন উক্ত কার্যে নিয়োজিত অফিসারকে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও নিয়মসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে (ফৌজদারি কার্যবিধি ১০৩ ধারা, পিআরবি ২৮০)।

৬.১০ তল্লাশির সময় করণীয়

(ক) গৃহের সম্ভাব্য সকল স্থানে তল্লাশি পরিচালনা করবেন। তল্লাশির সকল ক্ষেত্রে সাক্ষীদের এবং গৃহকর্তাকে সঙ্গে রাখতে হবে।

(খ) ঘটনাস্থল এবং এর আশপাশ তল্লাশির সময় বাইরের একটি নির্দিষ্ট দিক হতে শুরু করে ক্রমাগত চক্রাকারে ঘটনাস্থলটির কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাবেন এবং সন্দেহজনক কোনো কিছু পেলেই হেফাজতে নেবেন।

(গ) অযথা যাতে গৃহের কোনো দ্রব্যাদি নষ্ট না হয় বা অতিরিক্ত কোনো কিছু করা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে বস্তুর জন্য তল্লাশি পরিচালনা করা হবে, পুলিশ কেবল সে বস্তুই আটক/জব্দ করবেন।

(ঘ) যদি তল্লাশির সময় এমন সন্দেহ হয় যে, কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু শরীরের কোনো স্থানে লুকিয়ে ফেলেছে, সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির শরীর তল্লাশি করা যাবে।

(ঙ) তল্লাশি চলাকালে লুণ্ঠিত মালামাল বা চোরাই মাল পাওয়া গেলে বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করতে হবে।

৬.১১ তল্লাশির পর করণীয়

(ক) বস্তুটি কখন এবং কী অবস্থায় পাওয়া গেল তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। এমনকি কোনো বাক্সের ভেতর মালামাল পাওয়া গেলে কার মাধ্যমে বাক্সটি খোলা হলো, তা লিখতে হবে এবং প্রত্যেকটি তল্লাশিকৃত মালামালের গায়ে লেবেল লাগাতে হবে। হেফাজতে নেয়া মালামালগুলোর গায়ে এমনভাবে লেবেল দেবেন যাতে পরে আদালতে ওইগুলো শনাক্ত করতে সাক্ষীদের কোনো অসুবিধা না হয়।

(খ) তিন কপি জব্দ তালিকা (সিজার লিস্ট) তৈরি করে তল্লাশি পরিচালনাকারী অফিসার নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং সাক্ষী ও গৃহকর্তার টিপসই বা দস্তখত নেবেন। তল্লাশিতে কোনো বস্তু না পাওয়া গেলেও নিয়মানুযায়ী শূন্য সিজার লিস্ট তৈরি করে স্বাক্ষর করতে হবে এবং গৃহকর্তাকে একটি অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

(গ) জব্দ তালিকার অনুলিপি অনতিবিলম্বে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে।

(ঘ) মালিকের অনুরোধে তালিকার একটি কপি দিতে হবে। [ফৌঃ কাঃ বিঃ ১০৩(৪)]

(ঙ) সন্দিগ্ধ আসামির কোন কোন সম্পত্তি সাক্ষীদের জ্ঞাতসারে জব্দ করা হলো এ মর্মে একটা নোট রাখতে হবে। বাড়ির মালিক লিখিতভাবে তালিকার প্রাপ্তি স্বীকার করবেন (পিআরবি ২৮০)।

(চ) তল্লাশি ও জব্দ তালিকা তৈরির সময় সিআরপিসির নির্দেশনাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

৬.১২ খানা তল্লাশির সময় সহায়তাকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব

ফৌজদারি কার্যবিধির ১০২, ১০৩, ১৬৫, এবং ১৬৬ ধারা অনুসারে কারো গৃহে তল্লাশি করার সময় তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের জন্য নিয়োজিত সাহায্যকারী কনস্টেবলকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার অজান্তে ঘরে যেন কোনো নতুন জিনিস প্রবেশ না করে অথবা কিছু বের করে না নেয়া হয়। তল্লাশি করার সময় সাক্ষী যেন উপস্থিত থাকে এবং কোথায় কী পাওয়া যাচ্ছে তা যেন তারা দেখতে পায়। তল্লাশি করার পূর্বে গৃহকর্তা বা অন্য বাসিন্দাদের সম্মুখে পুলিশ অফিসার নিজের সাহায্যকারী কনস্টেবলগণ, সাক্ষী কিংবা সংবাদদাতার শরীর তল্লাশি করে দেখাবেন অথবা করার জন্য বলবেন। তল্লাশির মাধ্যমে প্রাপ্ত সন্দেহজনক দ্রব্যাদি, কাগজপত্র কিংবা অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিতে বর্ণনাসহ চিহ্ন লাগাতে হবে এবং মোড়কবন্ধ করতে হবে। তল্লাশির সময় বাইরের লোক যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য গৃহের দরজায় বা অন্য কোনো গমনাগমনের পথে কনস্টেবলদিগকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গৃহ তল্লাশির সময় প্রথমেই বাড়িটি চারদিক থেকে ঘিরতে হবে যেন কেউ পালাতে না পারে। অন্যদিকে, এমনভাবে নিজে অবস্থান নেবেন যাতে করে কেউ পুলিশ সদস্যদের উপর কোনো বোমা বা বিস্ফোরকদ্রব্য ছুড়তে বা গুলি না করতে পারে।

৬.১৩ নারী ও শিশু গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে দেহ তল্লাশি

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫২ ধারার বিধান অনুসারে কোনো নারীর দেহ তল্লাশি করতে হলে শালীনতার প্রতি বিশেষ নজর রেখে অপর একজন স্ত্রীলোক দ্বারা তা করাতে হবে। স্ত্রীলোকের দেহ তল্লাশির সময় তার গুপ্ত অঙ্গ পর্যন্ত তল্লাশি করতে হবে, কারণ নারী অপরাধী ছোট কাগজ, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি ওই অঙ্গে লুকিয়ে রাখতে পারে। এ কাজ সম্পন্ন করতে হলে নারী পুলিশ বা অন্য কোনো নারীকে নিয়োজিত করাই আইনের বিধান।

কোনো শিশু অপরাধী মারাত্মক বা ঝুঁকিপূর্ণ না হলে তার দেহ তল্লাশি করা উচিত নয়। তাকে গ্রেপ্তার বা আটক করার সময় পুলিশ শিশুটির সাথে অভিভাবকসুলভ আচরণ করবেন।

৬.১৪ শনাক্তকরণ মহড়া (পিআরবি ২৮২)

- বাদীর বর্ণনা মতে, সন্দিগ্ধ আসামি গ্রেপ্তার করার সাথে সাথে টিআইপি করতে হবে।
- যে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে টিআইপি অনুষ্ঠিত হবে তাকে সাক্ষী বানাতে হবে।
- শনাক্তকরণের বিষয়ে বাদীর সাথে আসামির পূর্বশত্রুতা কিংবা পূর্বপরিচয় আছে কি না এবং উক্ত আসামির বিরুদ্ধে আর কোনো সমর্থনমূলক সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি না সে বিষয়ে তদন্তকারী অফিসারকে সজাগ থাকতে হবে।

৬.১৫ পুলিশ হেফাজতের পদ্ধতি

পুলিশ হেফাজত সংক্রান্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

- সাধারণত গ্রেপ্তার কার্যকর হওয়ার সাথে সাথেই পুলিশ হেফাজত শুরু হয়।
- কোনো আসামির স্বীকারোক্তি প্রদানকালে তার গতিবিধি পুলিশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত থাকলে তিনি উক্ত স্বীকারোক্তি প্রদানের সময় পুলিশ হেফাজতে ছিল বিবেচিত হবে।
- কোনো ব্যক্তি পুলিশের পাহারায় ও নিয়ন্ত্রণে থাকলে যদি তার ইচ্ছাশক্তির খর্ব হয় তবে তিনি পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন বলে ধরা হবে।
- আসামিকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের হেফাজতে রাখা হলেও পুলিশ হেফাজতের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।
- পুলিশ অফিসার নিজে কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার না করে কয়েকজন প্রতিবেশীকে তার দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দিলে তাও গ্রেপ্তারের শামিল হবে এবং তাদের হেফাজতে থাকলে উক্ত আসামি পুলিশ হেফাজতে আছে বিবেচিত হবে।
- পুলিশ হেফাজতে আটক আসামির ওপর দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠলে পিআরবি, প্রবিধান ২৬২ অনুসারে তদন্তকারী অফিসার তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট বন্দির শরীর পরীক্ষা করে তার ফলাফল নোট করবেন।

- বাদীর দেহে দৃশ্যমান জখমের চিহ্ন গ্রেপ্তারের সময় আসামির প্রতিরোধের কারণে নাকি দুর্ব্যবহারের কারণে হয়েছে তা তদন্তকারী অফিসার নোট করবেন।
- বন্দি তার দেহ পরীক্ষা করতে না দিলে তা অবশ্যই রেকর্ড করতে হবে।
- তদন্তকারী অফিসার যদি বন্দির ওপর দুর্ব্যবহারের যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ দেখতে পান তাহলে দুর্ব্যবহারকারীদের নাম এবং দেহ অনুসন্ধানের ফলাফলের বিবরণসহ বিষয়টি নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

৬.১৫.১ পুলিশ হেফাজতে মহিলা বন্দি থাকলে সে ক্ষেত্রে করণীয়

মহিলা বন্দিগণকে পৃথক হাজতে রাখতে হবে। হাজতখানায় কোনো মহিলা বন্দি থাকলে সে ক্ষেত্রে মহিলা হাজতখানার চাবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা থানার ডিউটি অফিসার নিজে সংরক্ষণ করবেন। মহিলা হাজতিদের হাজতখানায় প্রেরণের পূর্বে মহিলা পুলিশ দ্বারা, মহিলা পুলিশ না থাকলে সে ক্ষেত্রে মহিলা ভিডিপি সদস্যের মাধ্যমে দেহ তল্লাশি করাতে হবে।

৬.১৬ আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর হেফাজত এবং শিশু আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিক

আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের ক্ষেত্রে শিশু আইন-২০১৩-এর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

- মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপমহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ডের সদস্য।
- জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, পদাধিকারবলে জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের সদস্য।
- থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের সদস্য।
- শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা অর্থ ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত শিশুবিষয়ক ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা। ধারা ২(২০)
- শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ (ধারা-১৪)। যথা:

(ক) শিশুবিষয়ক মামলার জন্য পৃথক নথি ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করা;

(খ) কোনো শিশু থানায় এলে বা শিশুকে থানায় আনয়ন করা হলে–

(অ) প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করা;

(আ) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করা এবং বিস্তারিত তথ্যসহ আদালতে হাজির করার তারিখ জ্ঞাত করা;

(ই) তাৎক্ষণিক মানসিক পরিষেবা প্রদান করা;

(ঈ) প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে, ক্লিনিক বা হাসপাতালে প্রেরণ করা;

(উ) শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) সঠিকভাবে শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হচ্ছে কি না বা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি পর্যালোচনা করা হচ্ছে কি না তদ্‌বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

(ঘ) প্রবেশন কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্প পন্থা অবলম্বন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক জামিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) বিকল্প পন্থা অবলম্বন বা কোনো কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হলে আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

(চ) প্রতি মাসে শিশুদের মামলার সকল তথ্য প্রতিবেদন আকারে থানা হতে নির্ধারিত ছকে প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের কার্যালয়ের মাধ্যমে পুলিশ সদর দপ্তর ও ক্ষেত্রমতো, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা; এবং

(জ) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ, যথা: আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে থানায় আনয়ন করা হলে অথবা অন্য কোনোভাবে থানায় আগত হলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,

(অ) আনয়ন বা আগমনের কারণ অবগত হওয়া।

(আ) সংশ্লিষ্ট শিশুর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে তাকে আশ্বস্ত করা।

(ই) সংশ্লিষ্ট অভিযোগ বা মামলা চিহ্নিত করতে পুলিশের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা।

(ঈ) সংশ্লিষ্ট শিশুর মাতা-পিতার সন্ধান করা এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পুলিশকে সহায়তা করা।

(উ) শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে শিশুর জামিনের সম্ভাব্যতা যাচাই বা ক্ষেত্রমতো, তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট মামলার প্রেক্ষাপট মূল্যায়নপূর্বক বিকল্প পন্থা গ্রহণ করা।

(ঊ) বিকল্প পন্থা অবলম্বন বা যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হলে আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে, নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

(ঋ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

- ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৩৯ অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুকে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সাথে একসঙ্গে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করে একত্রে চার্জশিট প্রদান করা যাবে না (ধারা-১৫)।
- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন, আদালতের রায় বা আদেশে ভিন্নরূপ যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অপরাধ সংঘটনের তারিখই হবে শিশুর বয়স নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ (ধারা-২০)।
- কোনো শিশুর বিচার প্রক্রিয়া ১৮ (আঠারো) বছর পূর্ণ হবার পর সমাপ্ত হলে এবং বিচার সমাপ্তির পর তাকে আটকাদেশ প্রদান করা হলে উক্ত শিশুকে শিশু-আদালত সরাসরি কেন্দ্রীয় বা জেলা কারাগারে প্রেরণ করবে (ধারা-৩৪)।
- কোনো শিশু এই আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলেও–

(ক) তার ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ধারা ৭৫ বা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৫৬৫ প্রযোজ্য হবে না;

(খ) তিনি সরকারি বা বেসরকারি কোনো অফিসে চাকরি পাওয়ার অথবা কোনো আইনের অধীন কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না (ধারা-৪৩)।

- **ধারা-৪৭-এর বিধান মতে**

(১) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমতো, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর উপস্থিতিতে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা শিশুর জবানবন্দি গ্রহণ করবেন।

(২) শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রকৃতি ও শিশুর মানসিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা–

(ক) সংশ্লিষ্ট শিশু, শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমতো, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর উপস্থিতিতে শিশুকে লিখিত বা মৌখিক সতর্কীকরণের পর মুক্তি প্রদান করতে পারবেন, যা শিশুর বিরুদ্ধে রেকর্ড হিসেবে গণ্য হবে না; বা

(খ) বিকল্প পন্থায় প্রেরণ করতে পারবেন।

- শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষ শিশুবান্ধব পরিবেশে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে। তবে মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে উক্ত শিশুর মাতা-পিতা অথবা তাদের অবর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তার, যাদের উপস্থিতিতে শিশু সাক্ষাৎকার প্রদানে রাজি থাকে বা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে উপস্থিতিতে একজন মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

তদন্তসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা কার্যক্রম ও নথি প্রস্তুতকরণ

তদন্তসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা কার্যক্রম ও নথি প্রস্তুতকরণ

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। অপরাধসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা কার্যক্রম সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন
২। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক কেস ডায়েরি লিখন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ আইনগত ও প্রায়োগিক জ্ঞানার্জন
৩। বিভিন্ন ধরনের জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ কৌশল সম্পর্কে ব্যবহারিক ও আইনগত জ্ঞানলাভ

৭.১ অপরাধসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা তৎপরতা

(ক) সাধারণ গোয়েন্দা তৎপরতা

থানা ও সার্কেল অফিসে রক্ষিত ভিলেজ ক্রাইম নোটবুক (ভিসিএনবি), কার্ড ইনডেক্স, পরোয়ানা রেজিস্টার ও অন্যান্য নথিপত্র পেশাদার অপরাধীদের সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস। এ ছাড়া তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ সোর্স নিয়োগ ও জনসাধারণের নিকট হতে অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

(খ) বিশেষ গোয়েন্দা তৎপরতা

ডিএসবি, এসবি, সিআইডি এবং অন্য কোনো গোয়েন্দা সংস্থা থেকে অপরাধীদের তৎপরতা/কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো গোপনীয় প্রতিবেদন থাকলে তা মামলা তদন্তে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বিধায় সেগুলো পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নোট গ্রহণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে সর্বহারা পার্টি, জেএমবি, জিএমজেবি, হরকাতুল জিহাদ, হিযবুত তাহ্‌রীর ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের দ্বারা সংঘটিত ঘটনাসমূহের তদন্তে গোয়েন্দা প্রতিবেদন বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

(গ) তদন্তে Intuition (অন্তর্জ্ঞান) ব্যবহার

তদন্ত কার্যক্রম একটি যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়া এবং বুদ্ধিভিত্তিক কার্যক্রম; তদুপরি তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ তদন্তে Intuition (অন্তর্জ্ঞান) ব্যবহার করে থাকেন।

যেসব ক্ষেত্রে Intuition (অন্তর্জ্ঞান) ব্যবহার করা যায়–

- ঘটনাস্থল পরিদর্শন
- পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ
- বাদী, সাক্ষী ও আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ

Intuition অভিজ্ঞতাজাত, দীর্ঘ কর্ম-অভিজ্ঞতার ফসল। শার্লক হোমস্ এবং ফক্স চ্যানেলে প্রচারিত মঙ্ক জাতীয় ফিকশন তদন্তে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের উত্তম উদাহরণ।

তদন্তে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইন, বিধি, তদন্ত প্রক্রিয়া, যুক্তিযুক্ত ধাপ পর্যালোচনার বাইরেও অন্তর্জ্ঞান ব্যবহার করে জটিল তদন্তে সুফল পেতে পারেন। যেভাবে তদন্তে অন্তর্জ্ঞান ব্যবহার করা যেতে পারে–

- গতানুগতিক ও যুক্তিযুক্ত প্রক্রিয়ার বাইরে চিন্তা করা;
- সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের বাইরে অপরাধীর অনুসন্ধান করা;
- প্রচলিত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের বাইরে শিশু, বোবা ব্যক্তি, গৃহকর্মী, ড্রাইভার ও অফিস পিয়নদের সাক্ষ্যকে গুরুত্ব প্রদান;
- ভিকটিম ও অপরাধীদের জীবনের গোপন অংশ উদ্‌ঘাটনে গুরুত্ব প্রদান;
- দলগতভাবে তদন্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দল ও ঊর্ধ্বতন সহকারীর মতামতের বাইরে নিজস্ব Intuition/ অন্তর্জ্ঞানলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ছায়া তদন্ত করা;

- ছায়া তদন্তের ক্ষেত্রে অর্জিত ফলাফল প্রচলিত তদন্ত পদ্ধতির মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে সহকর্মী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা;
- প্রবীণ তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত তদন্তের অভিজ্ঞতা জানা;
- অন্তর্জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্রে কল্পনা, স্বপ্ন, ফ্যান্টাসি পরিহার এবং সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

৭.২ গোয়েন্দা তথ্যের প্রয়োগ

তাৎক্ষণিক বা স্বল্প মেয়াদি কৌশল– উভয় ক্ষেত্রে গোয়েন্দা তথ্যের প্রয়োগ রয়েছে। তাৎক্ষণিক বা স্বল্প মেয়াদি কৌশলগত গোয়েন্দা তথ্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর স্বল্প মেয়াদি কোনো লক্ষ্য বা চলমান ঘটনা বা তাৎক্ষণিক ফলাফলকে সামনে রেখে কাজ করে, যেমন: কোনো গ্রেপ্তার, পুনরুদ্ধার বা জব্দকরণ। দীর্ঘ মেয়াদি কৌশলগত গোয়েন্দা তথ্য তুলনামূলকভাবে আরো বড় মেয়াদের কোনো প্রসঙ্গ বা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। যেমন: বড় কোনো অপরাধী চক্রকে চিহ্নিতকরণ, কোনো শীর্ষ সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গ্রেপ্তার, বিশেষ কোনো অপরাধের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রক্ষেপণ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকাণ্ডের অগ্রাধিকার ঠিক করা ইত্যাদি।

৭.৩ উপাত্ত সংগ্রহ ও উপাত্তের উৎস

তথ্যের উৎস হতে পারে পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, প্রতিবেদন, গুজব বা অন্য কোনো উৎস। তথ্য নিজে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে; শুদ্ধ বা ভুল হতে পারে; নিশ্চিত বা অনিশ্চিত হতে পারে; প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে। এ তথ্যকে সংরক্ষণ, সুসংগঠিত ও পর্যালোচনা করার মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া যায়। গোপন ও প্রকাশ্য উভয় উপায়ে, অপরাধ বা বিচারসংশ্লিষ্ট কিংবা সংশ্লিষ্ট নয় এমন সকল সংস্থা বা ব্যক্তিসহ সম্ভাব্য সকল উৎস ব্যবহার করে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়। উপাত্ত সংগ্রহের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:

- **গোপন তথ্যদাতা–** বেআইনি কর্মকাণ্ড বা প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যে প্রত্যক্ষ প্রবেশাধিকার আছে এমন ব্যক্তিবর্গ, যারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তথ্য দেয়।
- **গোপন এজেন্ট–** বেআইনি কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবে নিজস্ব কোনো ব্যক্তিকে, যিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোক নাও হতে পারেন, নিযুক্ত করা।
- **পূর্ববর্তী তদন্ত–** অপরাধ কর্মকাণ্ড, সংগঠন কিংবা অপরাধী সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী কোনো ঘটনার তদন্ত ও বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত যুক্তিসঙ্গত অনুমান। যেমন: পিসিপিআর ইত্যাদি।
- **আইনি প্রক্রিয়া–** সার্চ ওয়ারেন্ট বা তলবনামার মতো আইনগত দলিলাদি উপাত্ত সংগ্রহের উৎস হতে পারে।
- **তথ্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া–** নথিতে বা কম্পিউটার ডাটাবেইসে রাখা তথ্যভাণ্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস। যেমন: সিডিএমএস ইত্যাদি।
- **বস্তুগত সাক্ষ্য–** অপরাধস্থল, ভিকটিম, সন্দিগ্ধ বা তার পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত ভৌত পর্যবেক্ষণ তথ্যের একটি উৎস হতে পারে।
- **ব্যক্তি নিরীক্ষণ–** বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের রেকর্ড তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।
- **কারিগরি নিরীক্ষণ–** যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণও তথ্যের একটি উৎস হতে পারে।
- **তথ্য বিনিময়–** আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমেও তথ্য পাওয়া যেতে পারে।
- **প্রকাশ্য উৎস–** পাবলিক রেকর্ডসসহ কোনো সরকারি সংস্থা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের একীভূত উৎস হতে পারে।
- **প্রকাশ্য সূত্র–** গবেষণা দলিল কিংবা পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের মতো কোনো গণমাধ্যম তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে।
- **সাক্ষাৎকার–** পরিকল্পিত কিন্তু অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা থেকে তথ্য আসতে পারে।
- **জিজ্ঞাসাবাদ–** সন্দিগ্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ তথ্যের একটি উৎস হতে পারে।

৭.৪ গোয়েন্দা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং এর উপাদান

গোয়েন্দা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মানে ধারাবাহিক সক্রিয় কর্মকাণ্ড বা প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে সবচেয়ে নির্ভুল ও যুক্তিপূর্ণ অনুমান তৈরীকরণ। এর উদ্দেশ্য হলো একটি অর্থপূর্ণ যুক্তিসঙ্গত অনুমান, একটি উপসংহার কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী তৈরীকরণ, যার ওপর ভিত্তি করে কোনো কাজ করা যায়। গোয়েন্দা তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সংগৃহীত উপাত্ত যাচাই করা হয়, উপাত্ত ভাণ্ডারে মজুদকৃত ও সংগঠিত উপাত্তের সাথে সংগৃহীত ও যাচাইকৃত উপাত্তের তুলনা করা হয় এবং সব শেষে তথ্য বিশ্লেষণের কাজ শুরু হয়।

৭.৫ উৎস নির্ভরযোগ্যতা স্কেল

তথ্য সূত্র বা উৎসের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই হয়, উৎসের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত পূর্ব ইতিহাস এবং উৎস ও উপাত্তের সম্পর্কের ভিত্তিকে যাচাই করে।

উৎস নির্ভরযোগ্যতা স্কেল	তথ্যদাতার/উৎসের নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপের বিবরণ
এ=নির্ভরযোগ্য	যথার্থতা, বিশ্বস্ততা কিংবা যোগ্যতা সন্দেহাতীত এবং পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্যতার ইতিহাস রয়েছে।
বি=সচরাচর নির্ভরযোগ্য	যথার্থতা, বিশ্বস্ততা কিংবা যোগ্যতা নিয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ রয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথার্থ তথ্য দেয়ার ইতিহাস রয়েছে।
সি=মোটামুটি নির্ভরযোগ্য	যথার্থতা, বিশ্বস্ততা কিংবা যোগ্যতায় সন্দেহ আছে। তবে কখনো কখনো নির্ভরযোগ্য খবরও দিয়ে থাকেন।
ডি=সচরাচর নির্ভরযোগ্য নয়	যথার্থতা, বিশস্ততা কিংবা যোগ্যতা সন্দেহাতীত এবং তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ বিদ্যমান। তবে নির্ভরযোগ্য খবরও পাওয়া যায়।
ই=অনির্ভরযোগ্য	যথার্থতা, বিশস্ততা কিংবা যোগ্যতার ঘাটতি আছে। অনির্ভরযোগ্য খবরই দিয়ে থাকেন।
এফ=জানা নেই	নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত উপাত্ত নেই।

৭.৬ উপাত্তের নির্ভুলতা স্কেল

তথ্য-উপাত্তের নির্ভুলতা স্কেল	তথ্য-উপাত্তের নির্ভুলতা স্কেলের বিবরণ
১=নিশ্চিত	অন্যান্য স্বতন্ত্র উৎস থেকে নিশ্চিত, যৌক্তিক এবং এ বিষয়ে পাওয়া অন্যান্য খবরের সাথে সংগতিপূর্ণ।
২=যৌক্তিকভাবে সত্যি বা খুব সম্ভবত সত্যি	নিশ্চিত না হলেও যৌক্তিক এবং এ বিষয়ে পাওয়া অন্যান্য খবরের সাথে সংগতিপূর্ণ।
৩=যথাসম্ভব সত্যি বা সত্যি হতে পারে	নিশ্চিত নয়, তবে যুক্তিসঙ্গতভাবে যৌক্তিক এবং এ বিষয়ে পাওয়া আরো কিছু খবরের সাথে সংগতিপূর্ণ।
৪=সন্দেহজনক	নিশ্চিত নয়, যৌক্তিক নয়, তবে হলেও হতে পারে। তথ্য গ্রহণের সময় সম্ভাবনা মেনে নিলেও একে বিশ্বাস করা হয়নি।
৫=অসম্ভব	অনিশ্চিত ও অযৌক্তিক এবং এ বিষয়ে পাওয়া অন্যান্য খবরের সাথে অসংগতিপূর্ণ।
৬=জানা নেই	তথ্যের শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য কোনো ভিত্তি নেই।

৭.৭ অ্যানালাইটিক্যাল চার্টের বিবরণ

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধসংক্রান্ত বিভাগ (ইউএনওডিসি) তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের জন্য সম্পর্ক চিত্র, প্রবাহ চিত্র, কর্মকৌশল চিত্র ও ঘটনা প্রবাহ বা কালপঞ্জি চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার চার্ট বা চিত্রের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। অপরাধের তদন্তে ও অপরাধ গোয়েন্দা তথ্য উপস্থাপনে এসব অ্যানালাইটিক্যাল চার্টের গুরুত্ব অপরিসীম। অপরাধের তদন্তে সম্পর্ক চিত্র, প্রবাহ চিত্র বিশেষ করে পণ্য প্রবাহ ও অর্থ প্রবাহ চিত্র, কর্মকৌশল চিত্র ও ঘটনা প্রবাহ বা কালপঞ্জি চিত্রের ওপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন প্রতিটি তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য আবশ্যক।

(ক) প্রবাহ চিত্র

মাদক, চোরাই গাড়ি, মোটরসাইকেল, জাল নোট, চোরাচালানকৃত মাল ইত্যাদি পণ্য, উৎস থেকে কতগুলো ব্যক্তি/সংস্থা হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে, পণ্য প্রবাহ চিত্রে তা দেখানো হয়।

উদাহরণস্বরূপ: চোরাই মোটরসাইকেলের প্রবাহ চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

৭.১ ক. চোরাই মোটরসাইকেল প্রবাহ চিত্র

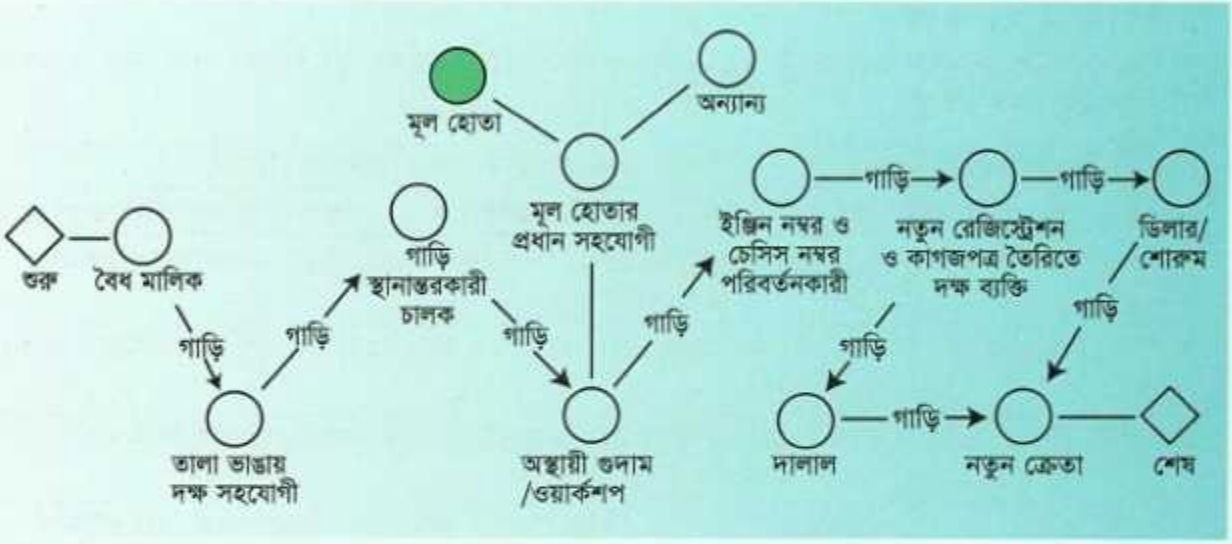

৭.১ খ. চোরাই মোটরসাইকেলের অর্থ প্রবাহ চিত্র

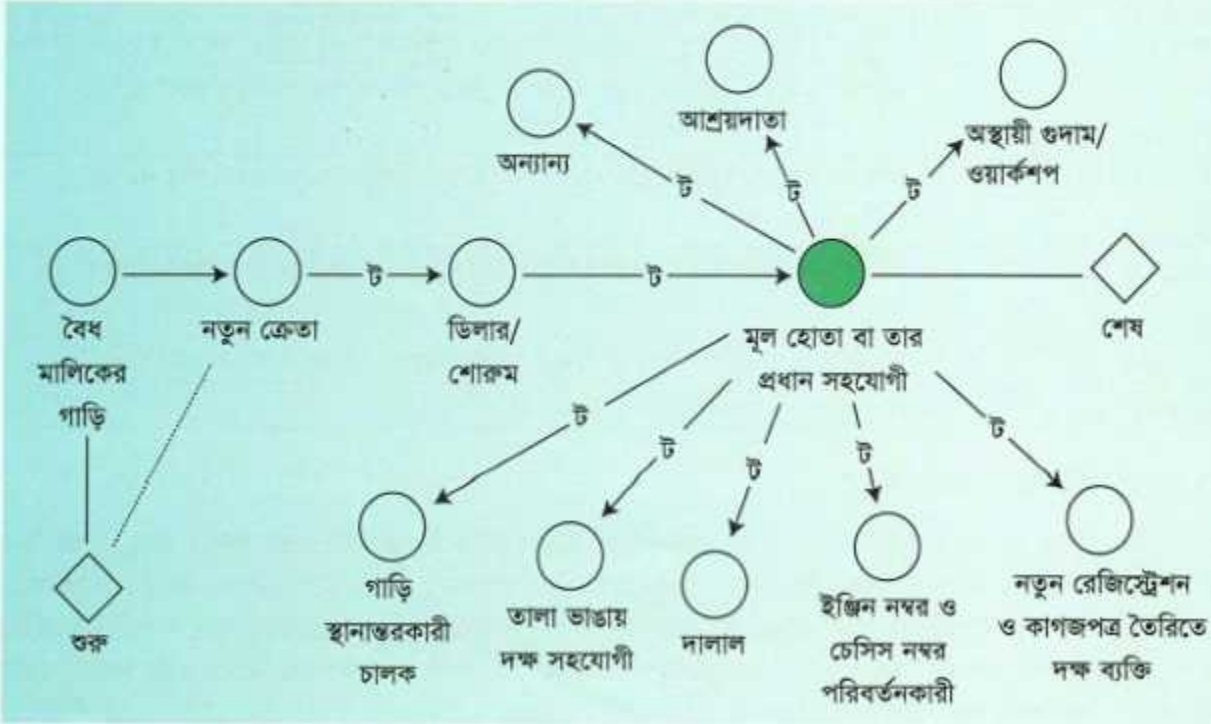

একইভাবে মানবপাচারের ক্ষেত্রে ভিকটিমের প্রবাহ চিত্র ও ভিকটিমকে ঘিরে পাচার ব্যবসার অর্থ প্রবাহ চিত্রটি নিম্নে প্রদর্শিত হলো:

শুরু → চিহ্নিতকারী (Spotter) → নিয়োগকারী (Recruiter) → পথপ্রদর্শক ও পরিবহনকারী (Guide and Transporter) ট্রানজিটে → আশ্রয়দাতা (Transit keeper) → ঘাটমালিক (Border crossing collaborator) → ব্যবসার মালিক (Business owner -Brothel etc.) → শেষ

৭.১ গ. মানবপাচার ভিকটিমের প্রবাহ চিত্র

৭.১ ঘ মানবপাচার অর্থ প্রবাহ চিত্র

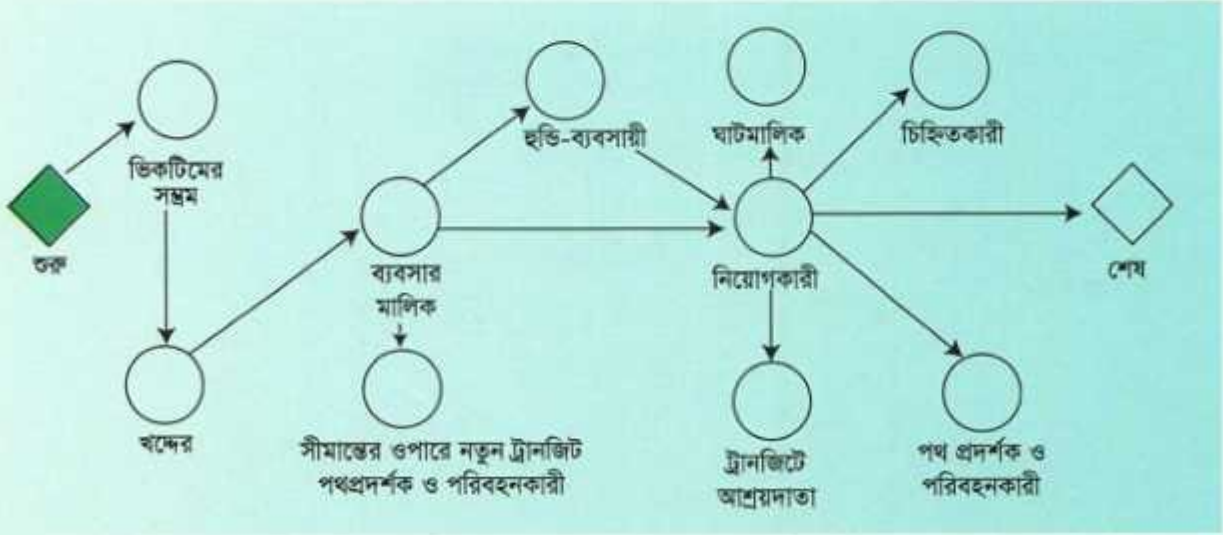

মাল্টি লেবেল মার্কেটিং বা পিরামিড প্রতারণার অর্থ প্রবাহ দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায়, নিরীহ গ্রাহকের অর্থ কীভাবে হোয়াইট কলার দুষ্টচক্রের হাতে পৌঁছে যায়।

৭.১ ঙ. পিরামিড প্রতারণার অর্থ প্রবাহ চিত্র

(দেখুন কার টাকা কীভাবে কোথায় যায়)

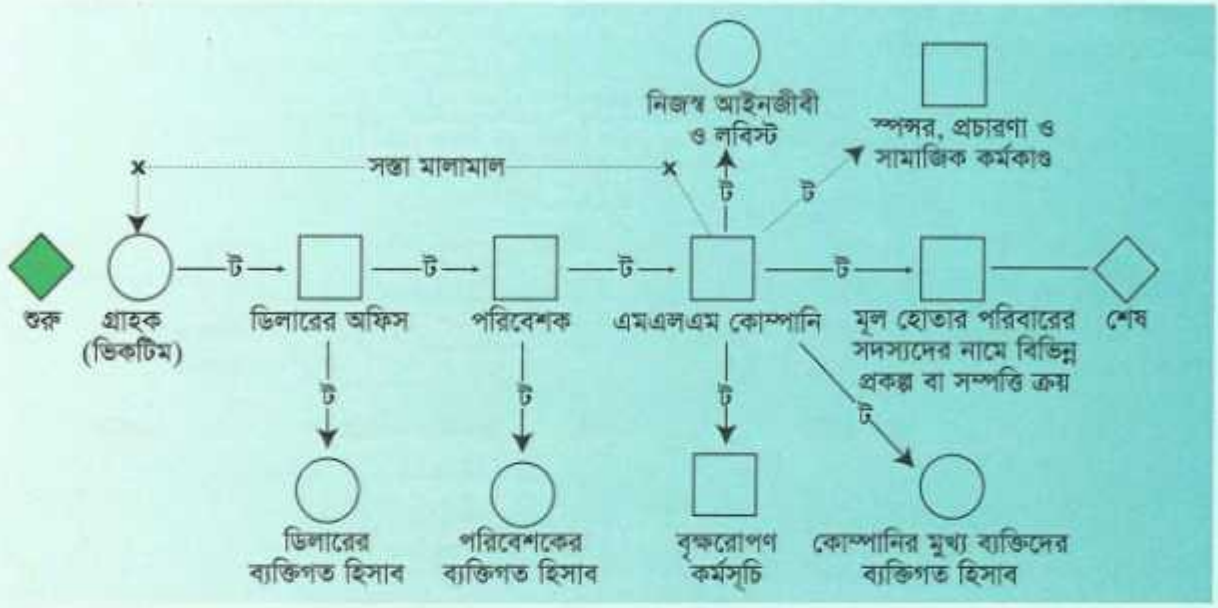

(খ) সম্পর্ক চিত্র (Link Chart)

সম্পর্ক চিত্র হলো একটি অপরাধ চক্রের বিভিন্ন সদস্য বা সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিফলনকারী ছক। যেহেতু অর্থকে ঘিরেই অধিকাংশ অপরাধ, বিশেষ করে অধিকাংশ সংঘবদ্ধ অপরাধ আবর্তিত হয়, সেহেতু একটি অপরাধ চক্রের অর্থ প্রবাহ চিত্র জানা থাকলে খুব সহজেই সম্পর্ক চিত্র তৈরি করা যায়। সাধারণত অর্থ প্রবাহ চিত্রের তীর চিহ্ন সরিয়ে সম্পর্ক চিত্র তৈরি করা হয়। সম্পর্ক চিত্রে সাধারণত ব্যবসার মূল হোতাকে মুখ্য ফোকাসে দেখা যায়। একটি মানবপাচার চক্রের সম্পর্ক চিত্র নিচে দেখানো হলো :

৭.২ খ. মানবপাচার সম্পর্ক চিত্র

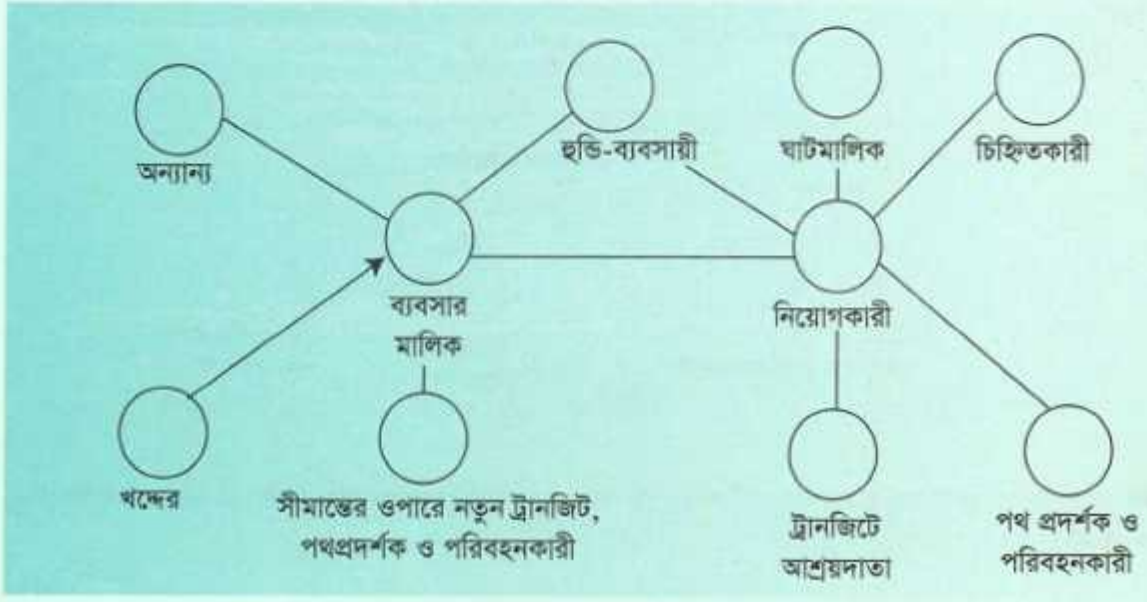

(গ) মোটরসাইকেল চুরির কর্মকৌশল চিত্র

- চোরাই গাড়ির চালক ও তার সহযোগী এবং বিকল্প চাবিতে সাইকেল স্টার্ট দেয়া বা তালা ভাঙায় দক্ষ ব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োগ;
- পার্ক করা মোটরসাইকেলের মালিকের দিকে নজর রাখা;
- তালা ভেঙে কিংবা বিকল্প চাবিতে সাইকেল স্টার্ট দেয়া;
- স্টার্ট দেওয়া মোটরসাইকেলকে চালিয়ে অস্থায়ী গুদামঘরে নিয়ে যাওয়া;
- ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর পরিবর্তনে দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে নতুন ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর বসানো;
- নতুন নম্বর অনুযায়ী গাড়ির কাগজপত্র তৈরি;
- চোরাই সাইকেল দালালের মাধ্যমে কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে গাড়ি নতুন হলে চোরাই মাল গ্রহণেচ্ছু কোনো শোরুমের মাধ্যমে নতুন ক্রেতার কাছে বিক্রি করা।

(ঘ) মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা-প্রবাহ চিত্র

(১) গত..... তারিখ..... ঘটিকায় চোরদলের প্রধান আসামি..... চোরাই গাড়ির চালক..... ও সহযোগী..... এবং বিকল্প চাবিতে সাইকেল স্টার্ট দেয়া বা তালা ভাঙায় দক্ষ ব্যক্তি আসামি..... কে সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে..... স্থানে গোপন সভা করে।

(২) গত..... তারিখ..... এলাকায় আসামি..... ও ..... অবস্থান নেয় এবং ভিকটিম..... কে একটি মোটরসাইকেল পার্ক করতে দেখে।

(৩) গত..... তারিখ..... ঘটিকায়..... আসামি..... মোটরসাইকেলের মালিককে নজরে রাখে এবং তার সংকেত পেয়ে আসামি তালা ভেঙে সাইকেল স্টার্ট দিয়ে আসামি..... কে মোটরসাইকেল বুঝিয়ে দেয়।

(৪) গত..... তারিখ..... ঘটিকায়..... আসামি..... চোরাই মোটরসাইকেলটি চালিয়ে অস্থায়ী গুদামঘরে নিয়ে যায় এবং গুদামঘরের সংরক্ষক.....কে মোটরসাইকেল বুঝিয়ে দেয়।

(৫) গত..... তারিখ..... ঘটিকায়..... চোরদলের মূল হোতা আসামি..... এর সহযোগী আসামি.....ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর পরিবর্তনে দক্ষতাসম্পন্ন আসামি.....কে নিয়ে আসে। তিনি গাড়ির ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর ঘষে তুলে ফেলেন এবং নতুন নম্বর বসান।

(৬) গত..... তারিখ..... ঘটিকায়..... চোরদলের দালাল আসামি..... একজন নতুন ক্রেতা..... এর নিকট মোটরসাইকেলটি বিক্রি করেন।

(৭) গত..... তারিখ..... ঘটিকায়..... টহল পুলিশ গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে সন্দিগ্ধ চোরাই গাড়ি হিসেবে আটক করে।

৭.৮ কেস ডায়েরি লেখার পদ্ধতি

বিপি ফরম নং-৩৮ মোতাবেক প্রতিটি মামলার কেস ডায়েরি লেখার জন্য পিআরবি ৩৭৭ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭২ ধারায় বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ও ১৬১ ধারা মোতাবেক মামলার বিচার চলাকালে তদন্তকারী অফিসারের স্মৃতিরোমন্থন এবং বিচারককে বিচারকাজে সহায়ক দলিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কেস ডায়েরি পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়া মামলাটির বিচার চলাকালে তদন্তকারী অফিসারকে জেরার মাধ্যমে আসামিপক্ষের (কৌসুলির) Contradiction গ্রহণের সুযোগ রয়েছে বিধায় কেস ডায়েরি লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

৭.৮.১ কেস ডায়েরি লিপিবদ্ধকরণে তদন্তকারী অফিসারের করণীয়: (পিআরবি-২৬৩, ২৬৪)

কেস ডায়েরি লেখার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে:

- তদন্তকারী অফিসারগণ কেস ডায়েরি নিজ হাতে লিখবেন।
- কেস ডায়েরি প্রতিদিন সময়মতো লিখতে হবে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।
- কার্বন দিয়ে কেস ডায়েরি ০২ (দুই) কপি লিখতে হবে।
- এসআর মামলায় কেস ডায়েরি ০৩ (তিন) কপি হবে। এক কপি আইও, এক কপি সার্কেল এএসপি, এক কপি এসপি পাবেন।
- প্রতিদিনের কেস ডায়েরির জন্য পৃথক ডায়েরি নম্বর ব্যবহার করতে হবে।
- মূল কপি তদন্তকারী অফিসারের কাছে রেখে কার্বন কপি এএসপি সার্কেল অফিসারের কাছে প্রেরণ করতে হবে।
- তদন্তাধীন মামলার তদন্তে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যাদি কেস ডায়েরিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- তদন্তের বিরতির কারণ পরবর্তী ডায়েরিতে উল্লেখ এবং কোন কোন বিষয়ে তদন্ত বাকি আছে ডায়েরি বন্ধের পূর্বে তা উল্লেখ করতে হবে।
- মামলা তদন্তকালে আসামি গ্রেপ্তার, চোরাই মালামাল/আলামত উদ্ধার, সাক্ষী জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদি সংক্রান্তে নোট করতে হবে।
- অভিযোগপত্র দাখিলের পূর্বে দায়েরকৃত শেষ ডায়েরিতে মামলা তদন্তের ফলাফল, তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে অভিযোগপত্র দাখিল করতে হবে।
- শেষ ডায়েরিতে এবং অভিযোগপত্রে কোন অপরাধী কী অপরাধ করেছে, কার বিরুদ্ধে, কত ধারা মতে কী অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।
- খসড়া মানচিত্রের বিবরণী উল্লেখ করতে হবে।

৭.৮.২ প্রথম সিডিতে লিপিবদ্ধ করার বিষয়সমূহ

- P.O- Place of Occurrence (ঘটনাস্থল)।
- D.O- Date & Time of Occurrence (ঘটনার তারিখ ও সময়)।
- D.R- Date & Time of Recording F.I.R (মামলা রেকর্ডের তারিখ ও সময়)।
- R.O- Recording Officer (মামলা রুজুকারী অফিসারের নাম ও পদবি)।
- I.O- Investigating Officer (তদন্তকারী অফিসারের নাম, পদবি ও বিপি নম্বর)।
- D.A- Date & Time of Arrival (তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থলে পৌছানোর তারিখ ও সময়)।
- অভিযুক্তগণের নামসহ পূর্ণ ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর (যদি থাকে)।
- এজাহার নামীয় আসামিগণের নামসহ পূর্ণ ঠিকানা (যদি থাকে)।
- অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত)।
- ডায়েরি পত্তনের স্থান, তারিখ ও সময়।
- এজাহার প্রাপ্তি ও পর্যালোচনা।
- থানার রেকর্ডপত্র ও পূর্ববর্তী অপরাধের পর্যালোচনা ও নোট।
- ঘটনাস্থলে রওনাকালীন সঙ্গীয় ফোর্সের নাম এবং নম্বর।
- ঘটনাস্থলে পৌছা ও পরিদর্শন সংক্রান্তে নোট।
- বাদীকে অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, এজাহার সংগতি-অসংগতি নোট।
- সূচিসহ খসড়া মানচিত্র অঙ্কন ও সূচিপত্রের বিস্তারিত বিবরণ।

- ঘটনার সময় এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় আবহাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত নোট।
- চন্দ্র/ইংরেজি/বাংলা তারিখ-দিন/অন্ধকার পক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষ বা আলোকপক্ষ বা শুক্লপক্ষ ইত্যাদি।
- ঘটনার সময়ে আলোর উৎস– (টর্চলাইট, দিয়াশলাই, মোমবাতি, হ্যাজাক লাইট, ল্যাম্পপোস্ট, দিনের আলো, চাঁদের আলো, হ্যারিকেনের আলো, কুপি/বাতির আলো, মোবাইলের আলো ইত্যাদি)।
- আলামত জব্দ/জব্দের চেষ্টা (উপস্থিত সাক্ষীদের নাম-ঠিকানাসহ জব্দ তালিকা মতে)।
- জব্দকৃত আলামতের বিবরণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা।
- ভিকটিমকে জিজ্ঞাসাবাদ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও নোট (মানবদেহ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে)।
- সাক্ষী পরীক্ষা ও ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড ও প্রয়োজনীয় নোট।
- আসামি গ্রেপ্তার/গ্রেপ্তারের চেষ্টা।
- গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য (এজাহারভুক্ত আসামিগণ ঘটনার সাথে কে, কতটুকু সম্পৃক্ত)।
- খুন মামলায় মৃতদেহের শনাক্তকারী, সুরতহাল তৈরি, লাশ মর্গে প্রেরণ ইত্যাদি।
- নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় ভিকটিমের বয়স নির্ধারণ, ডাক্তারি পরীক্ষা সংক্রান্তে অপরাধী শনাক্ত এবং গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে গুপ্তচর নিয়োগ।
- ঘটনাস্থল থেকে থানা অথবা তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট গন্তব্যে রওনা।
  থানায় উপস্থিতি (ফেরত আসা)।
- গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে কোর্টে প্রেরণ এবং রিমান্ডের আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- তদন্ত সংক্রান্তে অন্যান্য পদক্ষেপ (যদি থাকে)।
- দিনের কার্যক্রম শেষে ডায়েরি বন্ধ (পরবর্তী তদন্তের জন্য)।

৭.৮.৩ অন্যান্য সিডিতে নোট প্রদানের জন্য

- আসামি গ্রেপ্তার হলে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ/গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে রিমান্ডের আবেদন/বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক রিমান্ড মঞ্জুরের অর্ডার শিটের মন্তব্য/রিমান্ডের আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রদত্ত তথ্য।
- ভিকটিম উদ্ধার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ভিকটিমকে ধর্ষণজনিত বা অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- বয়স নির্ধারণের জন্য প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ভিকটিমকে নাঃ শিঃ নিঃ দমন আইনের ২২ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড করার ধারার জন্য বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে প্রদত্ত সেবা ইত্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- আসামি ও সাক্ষীর (ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায়) প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যালোচনা, নোট ও গৃহীত ব্যবস্থা।
- জব্দকৃত আলামত পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ বরাবর প্রেরণ, রিপোর্ট প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদানে দেরি হলে তাগাদাপত্র প্রেরণ এবং বিশেষজ্ঞের রিপোর্টের জন্য সিসি মূলে কোনো বার্তাবাহক পাঠালে সে সম্পর্কে নোট প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- চোরাই মাল উদ্ধার/মামলার সাথে সম্পৃক্ত কোনো মালামাল উদ্ধার হলে সে সম্পর্কিত গৃহীত ব্যবস্থা।
- সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬০ ধারায় নোটিশ প্রদান।
- আসামি ও সাক্ষীদের জবানবন্দির সারসংক্ষেপ (ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত)।
- তদন্ত তদারকি প্রতিবেদনসহ মামলা সম্পর্কিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত নির্দেশাবলি এবং এতদ্‌সংক্রান্তে গৃহীত ব্যবস্থা পালন ও নোট।

- এফিডেভিটের কপি/আপস-মীমাংসার কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- নিকাহনামা/তালাকনামা যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- সার্টিফিকেট/রেজিস্ট্রেশনপত্র যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- বিজ্ঞ আদালত হতে জামিনপ্রাপ্ত আসামির রিকল/অর্ডার শিটসমূহ।
- মোবাইল কললিস্ট, আইএমইআই সংক্রান্তে প্রাপ্ত তথ্যের সারাংশ।
- এজাহার বর্ণিত/তদন্তে প্রাপ্ত আসামি এবং সহযোগী আসামিদের নাম, ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম, পেশা সংক্রান্তে সংগৃহীত তথ্য।
- পলাতক আসামিদের নিজস্ব অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা।
- কোনো ব্যক্তিকে মামলায় সন্দিগ্ধ করা হলে সন্দেহের কারণ।
- ফোনের কললিস্ট পর্যালোচনার মাধ্যমে অপরাধের সাথে ঘটনার পূর্বে, ঘটনার সময়, ঘটনার পরবর্তীতে জড়িত সহযোগী আসামিদের নাম, ঠিকানাসহ পরিচয় এবং তাদের অবস্থান।
- মামলা তদন্তের সময় উদ্‌ঘাটিত তথ্য, সাক্ষ্য কিংবা ডকুমেন্টের ভিত্তিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ।
- তদন্তকালে গৃহীত সকল পদক্ষেপ।
- SCD-(Supplementary Case Diary)-এর তথ্যসমূহ (যদি থাকে)।
- TIP-(Test Identification Parade)-এর ফলাফল (যদি থাকে)।

৭.৮.৪ যে সকল বিষয় শেষ সিডিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে: [পিআরবি ২৬৯ (খ)]

- মামলার একটি সারাংশ।
- সম্পাদিত তদন্তের সারসংক্ষেপ।
- অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের সারসংক্ষেপ (পিআরবি ২৭৪ এবং বিপি ফরম নং ৪১)।
- চূড়ান্ত রিপোর্ট মিথ্যা দাখিলের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮২ বা ২১১ ধারা মোতাবেক প্রসিকিউশন দাখিল করা বা না করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন (পিআরবি ২৭৯)।
- পলাতক অভিযুক্তের নামে চার্জশিট দাখিলের ক্ষেত্রে তার সম্পত্তির বিবরণ (পিআরবি ২৭২ক)।
- চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তদন্তের ফলাফল বিপি ফরম নং ৪৩ বা ৪৩ক অনুযায়ী অবগত করানো (পিআরবি ২৭৮)।
- অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তদন্তের ফলাফল বিপি ফরম নং ৪০ বা ৪০ক অনুযায়ী অবগত করানো [পিআরবি ২৭২(খ)২]।
- অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে যে সকল আলাদা সংযুক্তি দাখিল করা হচ্ছে তার বিবরণ।
- ক্ষেত্রবিশেষে, মামলার দাখিলকৃত ব্রিফ (এমই)-এ পুলিশ সুপার বা কোর্ট অফিসারের মন্তব্যের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা (পিআরবি ২৭৪ এবং বিপি ফরম নং ৪১)।

৭.৯ যে সকল বিষয় সিডিতে লিপিবদ্ধ করা যাবে না

- গোপন সংবাদদাতার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি;
- মামলা তদন্তকালে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্য, যা সংশ্লিষ্ট মামলার সহায়ক নয়;
- যেকোনো ধরনের নেগেটিভ তথ্য;
- একাধিক দিনে তদন্তকৃত বিষয়ের জন্য একটি কেস ডায়েরি।

৭.১০ ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত জবানবন্দি

(ক) ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬১ ধারায় সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য তদন্তকারী অফিসারকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। পিআরবি-২৬৫ বিধি মোতাবেক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ গুরুত্ব দিয়ে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য রেকর্ড করতে হবে। তা ছাড়া সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ধারা মোতাবেক মামলাটির বিচার চলাকালে আসামিপক্ষের কৌসুলি সাক্ষীকে জেরার মাধ্যমে Contradiction গ্রহণের সুযোগ পাবেন বিধায় সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করাকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে:

- কী ঘটেছে
- কোথায় ঘটেছে
- কখন ঘটেছে
- কীভাবে ঘটেছে
- কে/কারা ঘটিয়েছে
- কে/কারা সহায়তা করেছে
- কে দেখেছে/শুনেছে/জেনেছে
- কীভাবে জেনেছে/শুনেছে/দেখেছে

৭.১০.১ ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৩ ধারা

(ক) রেকর্ডকৃত জবানবন্দিতে সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণ করা হবে না।

(খ) পুলিশ অফিসার সাক্ষীকে কোনোরূপ প্রলোভন, হুমকি বা প্রতিশ্রুতি দেবেন না।

ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৭১(২) ধারা: ফরিয়াদি অথবা সাক্ষীকে আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে মুচলেকা গ্রহণ করা হবে।

৭.১০.২ তদন্তকারী অফিসার ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দি রেকর্ড করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

- যে সাক্ষীর ১৬১ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড করা হবে তার পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে (সাক্ষ্য আইনের ১১৮ ধারা)।
- ঘটনার সাথে ওই সাক্ষীর সংশ্লিষ্টতা এবং ঘটনার সময় সাক্ষীর অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রধান আসামির সাথে অন্যান্য আসামির ঘটনার সাথে পারস্পরিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে।
- একাধিক আসামির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করতে হবে।
- অপরাধকর্মে ব্যবহৃত অস্ত্র বিস্ফোরক বা অন্যান্য সরঞ্জামাদির প্রকৃত তথ্য নোট করতে হবে।
- প্রত্যেক সাক্ষীর বক্তব্যে অপরাধ সংঘটনের সময় অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধীদের অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- লুণ্ঠিত মালামালের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে (যদি জানা থাকে)।
- অপরাধীর আঘাতের বিবরণ (যদি থাকে)।
- মানবদেহ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আঘাত এবং আঘাতের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রের বিবরণ সম্পর্কিত তথ্য।
- আসামিদের পরিধেয় বস্ত্রের সঠিক বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।
- আসামিদের কথোপকথনে আঞ্চলিকতার বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।
- অপরাধীর দৈহিক আকার-আকৃতি এবং চেহারার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।
- অপরাধীর শনাক্ত করার চিহ্ন থাকলে উল্লেখ করতে হবে।
- অপরাধের সঙ্গে জড়িত আসামিরা কোন দিকে কী উপায়ে নির্গমন করে/আগমন করেছে।
- ঘটনার সময়, তারিখ, স্থান এর সুস্পষ্ট বিবরণ উল্লেখ থাকতে হবে (চন্দ্রপক্ষ/কৃষ্ণপক্ষ)।
- ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা অনুযায়ী সাক্ষীর মুচলেকা নেয়া হয়েছে কি না?
- কোনো প্রলোভনে প্রভাবিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে কি না তা যাচাই করতে হবে (ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৩ ধারা)।
- ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় ভিকটিম-এর জবানবন্দি রেকর্ড করা।
- সাক্ষীর বক্তব্য তার নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না?
- জবানবন্দির সাথে ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত আলামতের সামঞ্জস্য আছে কি না?

৭.১০.৩ নমুনা জবানবন্দি

(ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধের ফরম)

(১) মামলার সূত্র, তারিখ ও ধারা:

(২) (ক) সাক্ষীর নাম: (খ) পিতা/স্বামীর নাম:
(গ) বয়স: (ঘ) পেশা:
(ঙ) দৈহিক সামর্থ্য: (চ) যোগ্যতা:
(ছ) স্থায়ী ঠিকানা/বর্তমান ঠিকানা: (টেলিফোন/মোবাইল ফোন নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ)

(৩) ঘটনার সূত্রপাত– পূর্ববর্তী কোনো ফৌজদারি মামলা/দেওয়ানি মামলা (থাকলে মামলা নম্বর ও ধরন):

(৪) ঘটনা সংঘটনের তারিখ (ইংরেজি, বাংলা)-সহ সময় ও বারের নাম:

(৫) আলোর উৎস :

(৬) এজাহার নামীয়/এজাহার বহির্ভূত: (ক) বাদী কর্তৃক (খ) আইও কর্তৃক/জব্দ তালিকা/সুরতহালের সাক্ষী:

(৭) বাদী/ভিকটিম/আসামির সাথে সম্পর্ক:

(৮) সাক্ষীর ধরন: (ক) প্রত্যক্ষ (খ) পরোক্ষ (গ) দৈব

(৯) ঘটনার সময় সাক্ষীর অবস্থান:

(১০) প্রত্যক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে বিলম্ব হলে তার কারণ:

(১১) প্রত্যক্ষ সাক্ষী হলে কোন অপরাধ, কী অপরাধ, কীসের মাধ্যমে কীভাবে করেছে/পরোক্ষ সাক্ষী হলে, কীভাবে/কার মাধ্যমে ঘটনা শুনেছেন? যে ব্যক্তির নিকট ঘটনা শুনেছেন তিনি ঘটনা দেখেছেন কি না?

(১২) ঘটনার সময় চোরাই মাল/লুণ্ঠিত মালামাল/কিংবা অন্য ক্ষয়ক্ষতি হলে কার দ্বারা, কীভাবে ক্ষয়ক্ষতি/চুরি/লুণ্ঠিত হয়েছে? চুরি/লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার হলে কার থেকে কীভাবে উদ্ধার হয়েছে?

(১৩) কোন আসামি কী অপরাধ করেছে এবং কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছে তার বিবরণ।

(১৪) লিপিবদ্ধকরণের স্থান ও সময়:

আমি স্বেচ্ছায়, স্বপ্রণোদিত হয়ে সজ্ঞানে এই সাক্ষ্য প্রদান করছি।

(লিপিবদ্ধকারী)
(অফিসারের নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ)

৭.১১ ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি

(ক) আসামির জবানবন্দি: কোনো মামলা তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক ওই মামলার ঘটনায় জড়িত কোনো আসামি গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের সময় যদি আসামি ঘটনার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে এবং অন্য আসামিদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে স্বেচ্ছায় বক্তব্য প্রদান করতে ইচ্ছাপোষণ/সম্মতি প্রদান করে এবং তার সেই জবানবন্দি মামলার তদন্তে সহায়ক হবে মর্মে তদন্তকারী অফিসারের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহলে তদন্তকারী অফিসার উক্ত আসামির জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক রেকর্ড করার জন্য একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করবেন। তদন্তকারী অফিসারের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারার বিধান মোতাবেক আসামির জবানবন্দি রেকর্ড করবেন। আসামি গ্রেপ্তার, চোরাই/লুণ্ঠিত মালামাল, অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারে সহায়ক বিধায় এ জবানবন্দি রেকর্ডের সময় তদন্তকারী অফিসারকে বিশেষ কৌশলী ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়। আসামিকে আদালতে প্রেরণের পূর্বে তার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত জবানবন্দি তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক রেকর্ড করে প্রাথমিকভাবে সত্যতা যাচাই করে ফরওয়ার্ডিং সহকারে ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে (পিআরবি-২৮৩)।

(খ) সাক্ষীর জবানবন্দি: নিম্নবর্ণিত কারণে সাক্ষীর জবানবন্দিও ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করানো যেতে পারে–

- সাক্ষীকে যদি বিচারের সময় কোর্টে হাজির পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে;
- ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যতে আসামিদের দ্বারা প্ররোচিত/প্রভাবান্বিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদানে বিরত থাকতে পারেন মর্মে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকে।

৭.১১.১ ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত জবানবন্দি রেকর্ড করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে: (পিআরবি-২৮৩)

- একাধিক আসামির ক্ষেত্রে সহযোগী আসামিদের পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- চোরাই মালামালের বিবরণ যাচাই-বাছাই/মালগুলো কার নিকট রক্ষিত আছে তা উল্লেখ করতে হবে (দঃ বিঃ ৪১১-৪১৮) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- অপরাধ সংঘটনের সময় কী ধরনের অস্ত্র বা যন্ত্রপাতি বা বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল তা উল্লেখ করতে হবে।
- অপরাধের প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী কারা, এ বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে।
- ঘটনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কর্মকাণ্ড (প্রস্তুতি, সমাবেশ, আগমন-প্রস্থান ইত্যাদি)।
- নারী নির্যাতনের মামলার ক্ষেত্রে ২২ ধারায় রেকর্ড পর্যালোচনা।
- একাধিক স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে একটার সাথে অন্যটার তথ্যের সামঞ্জস্য বজায় রাখা।
- যে ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি লিখেছেন তার নম্বর ও ঠিকানা যথাযথভাবে উল্লেখ করা।
- আসামির স্বীকারোক্তির সাথে এজাহার ও ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত আলামত ও লুণ্ঠিত মালামালের সামঞ্জস্য।
- সাক্ষ্য আইনের ২৪-৩০ ধারা মতে, স্বীকারোক্তির প্রাসঙ্গিকতা।
- ঘটনার পূর্বের কারণ, উপলক্ষ ও পরিণাম।
- ঘটনার সংঘটনে নিজের ভূমিকা ও সহযোগীদের বিস্তারিত ধারাবাহিক বিবরণ, সহযোগীদের নাম-ঠিকানা।
- লব্ধ সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা, প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা।
- আসামিদের জবানবন্দি ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ করার পূর্বে পিআরবি ২৮৩ প্রবিধান অনুসরণ করে যাচাই-বাছাই করতে হবে।
- জরুরি প্রয়োজন না হলে সাক্ষীর জবানবন্দি ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকাই ভালো।
- বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৭.১১.২ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দির সাক্ষ্য-মূল্য: (সাক্ষ্য আইনের ২৪-৩০ ধারা)

- ফৌজদারি মামলার কোনো অভিযুক্ত আসামি কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ভয়ভীতি, হুমকি বা প্রলোভন ব্যতীত স্বেচ্ছায় নিজের দোষ স্বীকার করে যে জবানবন্দি প্রদান করে তাকে স্বীকারোক্তি বলে। সাক্ষ্য আইনের ২৪ ধারা।
- কোনো অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি পুলিশ অফিসারের নিকট কোনো স্বীকারোক্তি করে থাকলে তা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না। সাক্ষ্য আইনের ২৫ ধারা।
- আসামি পুলিশ অফিসারের হেফাজতে থাকাকালে কোনো স্বীকারোক্তি করে থাকলে তা যদি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে না হয় সে ক্ষেত্রে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না। সাক্ষ্য আইনের ২৬ ধারা।
- আসামি পুলিশ অফিসারের হেফাজতে থাকাকালে কোনো স্বীকারোক্তি করে থাকলে তা যদি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে হয় সে ক্ষেত্রে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে। সাক্ষ্য আইনের ২৬ ধারা।
- অভিযুক্তের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং তার স্বীকারোক্তি মতে, বা তার দেখানো মতে, ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু, চোরাই মাল বা আলামত উদ্ধার হয়েছে সেটুকু আদালতে প্রাসঙ্গিক হবে।
- আসামি পুলিশ অফিসারের হেফাজতে থাকাকালে কোনো স্বীকারোক্তি করে থাকলে তা যদি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে না হয় সে ক্ষেত্রে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না। সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারা।
- যেরূপ দোষ স্বীকারের বিষয় সাক্ষ্য আইনের ২৪ ধারায় উল্লেখ আছে তদ্রূপ দোষ স্বীকার যদি কোনো প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন কিংবা প্রতিশ্রুতি দানের ফলে সৃষ্ট ধারণা আদালতের মতে, সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হওয়ার পর করা হয় তবে তা প্রাসঙ্গিক। সাক্ষ্য আইনের ২৮ ধারা।
- একাধিক আসামির একত্রে বিচার করা না হলে এক আসামি কর্তৃক অপর আসামির বিরুদ্ধে দোষারোপ করে স্বীকারোক্তি আসামির বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যায় না। সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারা।

৭.১২ মৃত্যুকালীন জবানবন্দি

মৃত্যুকালীন জবানবন্দির সংজ্ঞা কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তার মৃত্যুর কারণ, মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করেন তাকে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি বলে। *সূত্র: ধারা-৩২(১), সাক্ষ্য আইন*

মৃত্যুকালীন জবানবন্দির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো:

(ক) মৃত্যুকালীন জবানবন্দি প্রদানকারী ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার প্রদত্ত জবানবন্দি সাক্ষ্য আইনের ৩২(১) ধারানুযায়ী আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

(খ) আহত ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন মনে হলে উপস্থিত পুলিশ অফিসার, চিকিৎসককে আহত ব্যক্তির জবানবন্দি নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে রেকর্ড করানোর ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেবেন।

(গ) পিআরবি বিধি-২৬৬ অনুযায়ী মৃত্যুকালীন জবানবন্দি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার, কর্তব্যরত চিকিৎসক অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রেকর্ড করতে পারবেন।

(ঘ) মৃত্যুকালীন জবানবন্দি প্রদানের পর বিবৃতিদানকারী বেঁচে গেলে তার জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতি হিসেবে গণ্য হবে।

৭.১২.১ মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করার সময় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন

- জবানবন্দি প্রদানকারী যে ভাষায় মৃত্যুকালীন জবানবন্দি প্রদান করবেন সে ভাষায় রেকর্ড করতে হবে।
- কমপক্ষে ২ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করে সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।
- যে পরিস্থিতিতে, যে স্থানে, যে তারিখ ও সময়ে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করা হবে তা নোট করে রেকর্ডকারী অফিসার নিজ নাম-পরিচয় উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
- রেকর্ডকৃত জবানবন্দিতে জবানবন্দি প্রদানকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর/টিপসই গ্রহণ করতে হবে।

৭.১২.২ মৃত্যুকালীন জবানবন্দি যেভাবে হতে পারে

(ক) লিখিত (যেকোনোভাবে)
(খ) মৌখিক
(গ) অপূর্ণাঙ্গ বিবৃতি
(ঘ) কোনো চিহ্ন বা আকার-প্রকার (ব্যক্তির বলার অপারগতার কারণে)
(ঙ) প্রশ্নের প্রতি-উত্তর
(চ) এফআইআর (এফআইআর দেয়ার পর ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে)
(ছ) ১৬১ ধারা ফৌঃ কাঃ বিঃ-র বক্তব্য
(জ) ১৬৪ ধারা ফৌঃ কাঃ বিঃ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেয়া বক্তব্য

৭.১২.৩ মৃত্যুকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে পালনীয়

ব্যক্তি যেভাবে বলেছে বা লিখেছে বা যে ভাষা ব্যবহার করেছে বা ইশারা-ইঙ্গিত দিয়েছে তা হুবহু সেভাবেই উল্লেখ করতে হবে।

৭.১২.৪ মৃত্যুকালীন জবানবন্দির সাক্ষ্যগত মূল্য

(ক) মৃত্যুকালীন জবানবন্দি অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট, যদি তা সত্য হিসেবে প্রমাণ করা যায় (৩২(১) ধারা সাক্ষ্য আইন)।

(খ) যদি ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করে তাহলে কনট্রেডিকশন প্রমাণের জন্য ব্যবহার করা যায় (১৪৫ ধারা সাক্ষ্য আইন)।

অষ্টম অধ্যায়

ফরেনসিক তদন্ত

ফরেনসিক তদন্ত

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। ডাক্তারি সনদপত্রের গুরুত্ব এবং বিশ্লেষণ-এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন
২। তদন্ত কার্যক্রমে ফরেনসিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রায়োগিক জ্ঞানলাভ
৩। তদন্ত কার্যক্রমে বিশেষজ্ঞ রিপোর্টের গুরুত্ব ও মতামতের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা লাভ

৮.১ ফরেনসিক বিজ্ঞান কী?

ফরেনসিক বিজ্ঞান কী	সাধারণ ভাষায় ফরেনসিক বিজ্ঞান হলো আইনি বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ। তদন্ত সংস্থা কর্তৃক ফৌজদারি এবং দেওয়ানি অপরাধ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ।

৮.১.১ ডাক্তারি সনদপত্র

ডাক্তারি সনদপত্রের সংজ্ঞা	কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির দৈহিক যন্ত্রণা, পীড়া বা বৈকল্য ঘটালে সেই ব্যক্তি আঘাতদান করে বলে গণ্য হবে। উক্ত আঘাত সম্পর্কে আঘাতের ধরন, গভীরতা, ব্যবহৃত অস্ত্র, আঘাতের প্রকৃতি, শরীরে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের বর্ণনা, আঘাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, চিকিৎসা গ্রহণের তারিখ ও সময়কাল ইত্যাদি উল্লেখ করে যে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়, তা 'ডাক্তারি সনদপত্র' হিসেবে পরিচিত।

উল্লেখ্য যে, কোনো আহত ব্যক্তি সরকারি হাসপাতালে পৌছানোর সাথে সাথে ওয়ার্ডমাস্টার/দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি উক্ত আহত ব্যক্তিকে সাধারণ বা পুলিশ কেস হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করেন এবং আহত ব্যক্তির নামে টিকেট ইস্যু করে রেজিস্টারভুক্ত করেন। পুলিশ কেস হিসেবে শ্রেণিভুক্তকৃত আহত ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য 'ইনফরমেশন স্লিপ'-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করে বিষয়টি সম্পর্কে থানা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। প্রাপ্ত 'ইনফরমেশন স্লিপ'-এর আলোকে থানা কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৮.১.২ আহত ব্যক্তি/ভিকটিমকে হাসপাতালে প্রেরণের মাধ্যম

আহত ব্যক্তি/ভিকটিম সাধারণত নিম্নবর্ণিত উৎসের মাধ্যমে হাসপাতালে/চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরিত হয়:

- অভিভাবক/প্রতিনিধির মাধ্যমে।
- হত্যা/আত্মহত্যা/বিষপান ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুলিশ, আত্মীয়, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে।
- সন্দেহজনক স্বাভাবিক মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য আত্মীয়স্বজন/পুলিশ কর্তৃক প্রেরণ।
- পথচারী বা জনসাধারণের মাধ্যমে।
- কারাগারে থাকা অসুস্থ আসামি জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।
- বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে।
- অন্যান্য।

৮.১.৩ সার্টিফিকেট প্রাপ্তির মাধ্যমসমূহ

- চিকিৎসা শেষে রোগী, অভিভাবক বা প্রতিনিধির মাধ্যমে।
- পুলিশ কেস হিসেবে গণ্যকৃত রোগীদের সার্টিফিকেট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরাসরি থানায় প্রেরণের মাধ্যমে।
- পুলিশ কর্তৃক অধিযাচনপত্র প্রদানের প্রেক্ষিতে সার্টিফিকেট সংগ্রহকরণের মাধ্যমে।
- অন্যান্য।

৮.২ জখম বা আঘাত সম্পর্কিত তথ্যাদি

আঘাত সাধারণত ২ ধরনের–

(১) সাধারণ আঘাত এবং (২) গুরুতর আঘাত।

৮.২.১ সাধারণ আঘাত

স্বেচ্ছাকৃতভাবে লাঠি বা ভোঁতা অস্ত্র (Blunt weapon) দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করে দৈহিক যন্ত্রণা, পীড়া বা বৈকল্য ঘটালে তা সাধারণ আঘাত (simple hurt) হিসেবে গণ্য হবে। যা পেনালকোডের ৩১৯ ধারায় সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

৮.২.২ গুরুতর আঘাত (পেনালকোড-৩২০ ধারা)

নিম্নবর্ণিত শ্রেণিভুক্ত আঘাতগুলো 'গুরুতর আঘাত' (Grievous hurt) হিসেবে গণ্য হবে:

- পুরুষত্বহীনকরণ।
- স্থায়িভাবে দুই চোখের বা যেকোনোটিতে দৃষ্টিশক্তি রহিতকরণ।
- স্থায়িভাবে দুই কানের বা যেকোনোটির শ্রবণশক্তি রহিতকরণ।
- যেকোনো অঙ্গ বা গ্রন্থির অনিষ্ট সাধন।
- যেকোনো অঙ্গ বা গ্রন্থির কর্মশক্তিসমূহের বিনাশ বা স্থায়ী ক্ষতিসাধন।
- মস্তক বা মুখমণ্ডলের স্থায়ী বিকৃতিকরণ।
- হাঁড় বা দন্তভঙ্গ বা গ্রন্থিচ্যুতকরণ।
- যে আঘাত জীবন বিপন্ন করে বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিশ দিন মেয়াদের জন্য তীব্র দৈহিক যন্ত্রণাদান করে বা তাকে তার সাধারণ পেশা অনুসরণ করতে অসমর্থ করে।

৮.৩ আঘাতের ধরন অনুযায়ী অপরাধ

- স্বেচ্ছাকৃতভাবে লাঠি বা ভোঁতা অস্ত্র (Blunt weapon) দ্বারা আঘাত করলে এবং উক্ত আঘাত সাধারণ প্রকৃতির (simple in nature) হলে তা সাধারণ আঘাত (simple hurt) হিসাবে গণ্য হবে। যা পেনালকোডের ৩২৩ ধারার অপরাধ।
- স্বেচ্ছাকৃতভাবে লাঠি বা ভোঁতা অস্ত্র (Blunt weapon) দ্বারা আঘাত করলে এবং উক্ত আঘাতের প্রকৃতি গুরুতর (Grievous in nature) হলে তা গুরুতর আঘাত (Grievous hurt) হিসাবে গণ্য হবে। যা পেনালকোডের ৩২৫ ধারার অপরাধ।
- স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুলি ছুড়বার, ছুরিকাঘাত করবার, অগ্নি, বিষ প্রয়োগ, ক্ষয়কারক পদার্থ, মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু এবং কর্তন করার যন্ত্র (Sharp cutting weapon) দ্বারা আঘাত করলে এবং উক্ত আঘাত সাধারণ প্রকৃতির (simple in nature) হলে তা সাধারণ আঘাত (simple hurt) হিসাবে গণ্য হবে। যা পেনালকোডের ৩২৪ ধারার অপরাধ।
- স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুলি ছুড়বার, ছুরিকাঘাত করার, অগ্নি, বিষ প্রয়োগ, ক্ষয়কারক পদার্থ, মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু এবং কর্তন করবার যন্ত্র (Sharp cutting weapon) দ্বারা আঘাত করলে এবং উক্ত আঘাত গুরুতর প্রকৃতির (Grievous in nature) হলে তা গুরুতর আঘাত (Grievous hurt) হিসাবে গণ্য হবে। যা পেনাল কোডের ৩২৬ ধারার অপরাধ।
- বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে কাউকে জখম/আঘাত করলে তা পেনাল কোডের ৩২৮ ধারার অপরাধ।

বিঃ দ্রঃ ডাক্তারের মতামত (Medical certificate) সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ধারা মতে, প্রাসঙ্গিক।

৮.৪ ডাক্তারি সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রসমূহ

সাধারণত নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ডাক্তারি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়। যেমন:

(১) গুলির আঘাত (২) ছুরিকাঘাতজনিত আঘাত (৩) আগুনে পোড়া (৪) বিষ প্রয়োগে আহত/মৃত্যুবরণ, (৫) এসিড দগ্ধ বা ক্ষয়কারক পদার্থের আঘাত (৬) মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু দ্বারা আঘাত (৭) হত্যা (৮) আত্মহত্যা (৯) অপমৃত্যু (১০) অজ্ঞাত ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু (১১) ধর্ষণ মামলায় (ধর্ষণ, বয়স, জখম ইত্যাদি নির্ধারণ) (১২) চাকরির ফিটনেস পরীক্ষা সম্পর্কিত (১৩) হাসপাতালে জন্ম/মৃত্যু হওয়া সংক্রান্তে (১৪) মানসিক সুস্থতা সংক্রান্তে (১৫) অন্যান্য ক্ষেত্র।

৮.৫ সার্টিফিকেট প্রদানকারী ইউনিট

(১) মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসমূহ। (২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতাল, ঢাকা। (৩) ডায়াবেটিক হাসপাতাল। (৪) পঙ্গু হাসপাতাল। (৫) মানসিক হাসপাতাল। (৬) থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। (৭) জেলা সদর হাসপাতাল। (৮) অন্যান্য (সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হাসপাতালের ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট)।

৮.৬ ডাক্তারি সনদপত্র পর্যালোচনা

চেকলিস্ট

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চিহ্ন দিন)

সূত্র:----------থানার মামলা/জিডি নং----------তাং----------খ্রিঃ। ধারা----------

---

(১) আহত ব্যক্তির নাম ----------বয়স----------পিতার নাম----------

মাতার নাম---------- ঠিকানা: বাড়ি/গ্রাম/মহল্লা----------ব্লক---------

রোড----------থানা---------- জেলা----------

(২) আঘাতের ধরন

শারীরিক আঘাত	মানসিক আঘাত	মানসিক বিকৃতি

(৩) আহত ব্যক্তি/ভিকটিমকে হাসপাতালে প্রেরণের উৎস

অভিভাবক/প্রতিনিধি	পুলিশ	পথচারী/জনসাধারণ	জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে
বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে	আত্মীয়স্বজন/পুলিশ কর্তৃক		অন্যান্য

(৪) সার্টিফিকেট প্রদানকারী ইউনিট/সংস্থা

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	সরকারি জেনারেল হাসপাতাল	বিএসএমএমইউ হাসপাতাল	
ডায়াবেটিক হাসপাতাল	পঙ্গু হাসপাতাল	মানসিক হাসপাতাল	থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
জেলা সদর হাসপাতাল	অন্যান্য (নামসহ)		

(৫) ডাক্তারি সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রসমূহ

গুলির আঘাত	ছুরিকাঘাতজনিত আঘাত	আগুনে পোড়া	ডায়াবেটিক হাসপাতাল
বিষ প্রয়োগে আহত/নিহত	ক্ষয়কারক পদার্থের আঘাত	মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু দ্বারা আঘাত	হত্যা
আত্মহত্যা	অপমৃত্যু	অজ্ঞাত ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু	এসিড দগ্ধ
ধর্ষণ মামলায় (ধর্ষণ, বয়স, জখম নির্ধারণ)	চাকরির ফিটনেস পরীক্ষা সম্পর্কিত	হাসপাতালে জন্ম/মৃত্যু হওয়া সংক্রান্ত	অন্যান্য (নামসহ)

(৬) ব্যবহৃত অস্ত্র ও আঘাতের প্রকৃতি

লাঠি/ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে সাধারণ জখম	লাঠি/ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম	গুলি	ছুরিকাঘাত
কর্তন করবার যন্ত্র	অগ্নি	বিষ প্রয়োগ	এসিড
মানবদেহের পক্ষে ক্ষয়কারক পদার্থ দ্বারা	আঘাতের ফলে সাধারণ/ গুরুতর জখম	বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে জখম/আঘাত	অন্যান্য

(৭) (ক) রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি না?

হ্যাঁ	না

(খ) রাসায়নিক পরীক্ষা হয়েছে কি না?

হ্যাঁ	না

(৮) পরীক্ষকের মন্তব্য (যদি থাকে)

(৯) সার্টিফিকেট পাওয়ার উৎস

আহত ব্যক্তি/প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপন	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ	আবেদনের মাধ্যমে প্রাপ্তি	অন্যান্য

(১০) সার্টিফিকেট প্রদানকারী ডাক্তারের নাম---------- পদবি----------

লিপিবদ্ধের তারিখ---------- ইউনিট/সংস্থার নাম----------

(১১) প্রাপ্ত সার্টিফিকেটে ডাক্তারের মতামত

(১২) তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রাপ্তির তারিখ----------সময়----------

(১৩) প্রাপ্ত মতামত ও প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপরাধের ধরন

(১৪) তদন্তকারী কর্মকর্তার বিশেষ মন্তব্য (যদি থাকে)

(১৫) তদন্তকারী অফিসারের নাম----------পদবি---------- কর্মস্থল----------।

তদন্তকারী অফিসারের স্বাক্ষর, তাং----------

৮.৭ বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সিআইডির ভূমিকা

পিআরবি ৬১২ প্রবিধানে অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডিকে অপরাধ চিহ্নিতকরণ, অনুসন্ধান ও তদন্তকার্যে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তাদান এবং মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আনীত মামলাগুলো তত্ত্বাবধানের মতো ব্যাপক কাজ ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সিআইডির অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলো হলো– গোয়েন্দা শাখা, অপরাধ গোয়েন্দা শাখা, আলোকচিত্র শাখা এবং আঙুলের ছাপ শাখা। বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সিআইডির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৮ তদন্তে আলোকচিত্র ও আলোকচিত্র শাখার ভূমিকা

বর্তমান আইনের মধ্যে সিনেমাটোগ্রাফি এবং দ্রুত বিচার আইনের অধীন আলোকচিত্র সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। তা ছাড়া একজন তদন্তকারী অফিসার স্টিল ও ভিডিও ছবি ধারণ করে পরবর্তীতে তা পুনঃ উপস্থাপন করে বা উক্ত বিষয়ে বিশ্লেষণ করে তদন্তে বিভিন্ন সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে পারেন। সাক্ষী, আসামি বা আলামত সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। উক্ত ছবি বা ভিডিও নষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।

আলোকচিত্র শাখার দায়িত্বসমূহ (প্রবিধান: ৬৩৫)

- অপরাধীদের আলোকচিত্র সংগ্রহ
- পা ও আঙুলের ছাপ, হাতের লেখা এবং জাল মুদ্রার ছবি সংগ্রহ
- অপরাধ দৃশ্যের ছবি ধারণ
- ছবি বড় করা এবং প্রিন্ট আকারে রি-প্রোডাকশন দেয়া

শ্রেণিভুক্ত অপরাধীদের ছবি সংগ্রহ (প্রবিধান: ৬৩৬)

পিআরবি পরিশিষ্ট ৩৩ অনুযায়ী নিম্নরূপ শ্রেণিবিন্যাসকৃত অপরাধীদের ছবি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন:

- স্থানীয় চোর সম্প্রদায় বা কুখ্যাত সদস্য
- কুখ্যাত স্থানীয় ডাকাত
- কুখ্যাত স্থানীয় চোর
- বিদেশি চোর সম্প্রদায় ও শ্রেণি
- পরিচিত কোনো বিশেষ শ্রেণিভুক্ত অপরাধী নয় এমন দেশি কিংবা বিদেশি শ্রেণির অপরাধী
- বিষ প্রয়োগকারী চক্র

- প্রতারক বা জুয়াচোর
- মুদ্রা জালকারী
- নোট জালকারী
- রেলওয়ে চোর ও অপরাধী
- ছিনতাইকারী ও ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়কারী
- চোরাচালানী
- লাভের আশায় নারী হত্যাকারী
- বিবিধ

কীভাবে ছবি তুলতে হবে (প্রবিধান: ৬৩৮)

(ক) সাধারণত মাথা এবং কাঁধের ছবি নিতে হবে, সমগ্র মুখমণ্ডল এবং প্রতিকৃতির ছবি নিতে হবে। ছবির সাইজ হবে কোয়ার্টার প্লেট ধাঁচ-এর।

(খ) বন্দিদের ছবি সাধারণত পোশাক পরা অবস্থায় তুলতে হবে এবং কারাগারের পোশাকে তোলা যাবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ছবি তোলা (প্রবিধান: ৬৩৯)

(১) কেবল পুলিশ সুপার অথবা উর্ধ্বতন পদমর্যাদার অফিসারগণের নির্দেশের প্রেক্ষিতেই কারাবন্দিদের ছবি তুলতে হবে।

(২) (ক) তদন্ত, অনুসন্ধান বা বিচারসংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে (খ) কারাবন্দিদের ক্ষেত্রে ছবি তোলা প্রয়োজনীয় মনে হলে কেবল তখনই ছবি তুলতে হবে।

আলোকচিত্র শাখার বর্তমান কার্যক্রম

- প্রত্যেক ক্রাইমসিনের সাথে সংযুক্ত থেকে স্টিল ও ভিডিও ছবি ধারণ ক্রাইমসিন বা দুর্ঘটনার ছবি ধারণ;
- বিভিন্ন মামলা বিশেষ করে ফটোগ্রাফি ও বিতর্কিত ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তির তুলনামূলক সামঞ্জস্য সম্পর্কে মতামত প্রদান;
- অন্যান্য ফরেনসিক বিশারদগণকে মতামত প্রদানে সহায়তার লক্ষ্যে যাচিত ছবির এনলার্জ কপি প্রদান;
- AFIS-এ তথ্য সংরক্ষণের জন্য;
- AFIS-এ অপরাধীদের ছবি সরবরাহকরণের জন্য;
- অপরাধীদের ডাটা (এনালগ পদ্ধতি) সংরক্ষণ;
- ইন্টারপোলের মাধ্যমে প্রাপ্ত অপরাধীদের ছবি মিলিয়ে মতামত প্রদান। অজ্ঞাত লাশের ছবি তুলে তা পুলিশ ডিটেকটিভ ম্যাগাজিনে ছাপানোর জন্য প্রদান ইত্যাদি।

৮.৯ বাংলাদেশে সংঘটিত হস্তলিপি সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ

হস্তলিপি ব্যবহার করে বাংলাদেশে নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ সংঘটিত হচ্ছে:

- আত্মসাৎ
- চুক্তিভঙ্গ
  - (ক) ঋণ পরিশোধে অস্বীকৃতি
  - (খ) সম্পত্তি প্রত্যর্পণে আইনগত বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক উক্তরূপ প্রত্যর্পণে অস্বীকৃতি

- বৈধ বিয়ে অস্বীকৃতি
- বিবাহ নিবন্ধনে মিথ্যা দলিল তৈরি
- জাল চেক ইস্যুসহ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত মিথ্যা দলিল তৈরি
- জাল দলিলের মাধ্যমে অন্যের সম্পত্তি দখল
- ব্ল্যাকমেইলিং
- বেনামী চিঠির মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন ও অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়া

৮.৯.১ হস্তলিপি ব্যুরোর পরীক্ষা এবং মতামত প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজসমূহ

- রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা অবমোচনকৃত দলিলপত্রাদির লেখা দৃশ্যমান করা।
- লেখার Indentation অর্থাৎ কোনো লেখার প্রথম পাতার নিচের পাতাগুলোতে লেখার সময় সৃষ্ট কলমের চাপের ফলে যে অদৃশ্যমান কিংবা আংশিক দৃশ্যমান ছাপ তৈরি হয় সে ছাপকে (Indentation) দৃশ্যমান করা।
- ফিজিক্যাল ইরেজার দ্বারা দলিলপত্রাদির কাগজের ফাইবার পরীক্ষা করে কাগজটিতে কোনোরকম ফিজিক্যাল ইরেজার ব্যবহার করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কে মতামত প্রণয়ন করা।
- সংখ্যা বা লেখার মধ্যে নতুন বর্ণ/সংখ্যা সংযোজন করা হলে তা পরীক্ষাপূর্বক পূর্বের লেখা উদ্‌ঘাটন করা এবং সংযোজিত লেখা সম্পর্কে মতামত প্রণয়ন করা।
- কাগজ ও কালির রং এবং Flruorescence পরীক্ষা করা।
- কাগজের Emboss এবং water mark পরীক্ষা করা।
- Tracing পদ্ধতিতে জালকৃত স্বাক্ষর Superimposed পদ্ধতিতে জাল প্রমাণ করা।
- পাসপোর্ট কিংবা ভিসার Security Feature তুলনা করে পাসপোর্ট কিংবা ভিসা জাল কি না সে সম্পর্কে মতামত প্রণয়ন করা।
- পাসপোর্ট/ভিসা/চেক/অন্যান্য দলিলপত্রাদিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কে মতামত প্রণয়ন করা।
- স্বাক্ষর বা লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন: স্ট্রোকসের সূচনা, সংযোগ, সমাপ্তি ইত্যাদি নিরূপণপূর্বক লেখা বা স্বাক্ষর শনাক্ত করা।
- লেখা বা স্বাক্ষরের মধ্যে জালের লক্ষণ যেমন Drawn movement, unusual pen pause, pen hault, pen lift ইত্যাদি নিরূপণ করে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রণয়ন করা।
- বেনামী চিঠির লেখা ও সন্দেহভাজন ব্যক্তির নমুনা ও প্রামাণ্য লেখা তুলনামূলক পরীক্ষাপূর্বক বেনামী চিঠির লেখক শনাক্ত করা।
- বিতর্কিত লেখা/স্বাক্ষরের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রামাণ্য ও নমুনা লেখা তুলনামূলক পরীক্ষাপূর্বক উক্ত লেখা/স্বাক্ষরসমূহ একই ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কি না সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রণয়ন করা।
- দুই বা ততোধিক সিলের ছাপ একই সিলের কি না তা Superimposed Geometrical mesurement পদ্ধতিতে নিরূপণ করা।
- কালি ছিটিয়ে, হোয়াইট ফ্লুইড বা অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা কোনো লেখা/স্বাক্ষরকে ঢেকে দিয়ে পড়ার অযোগ্য করা হলে (Obliteration) উক্ত পড়ার অযোগ্য লেখা/স্বাক্ষর উদ্ধারপূর্বক ছবি তুলে বিচারের জন্য উপস্থাপন করা।

৮.৯.২ হস্তলিপি পরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি

কোনো দলিলপত্রাদিতে থাকা লেখা/স্বাক্ষর পরীক্ষা তথা মতামত প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত দলিলপত্রাদি মুখবন্ধ খামে সিলগালা করে বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক), বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, মালিবাগ, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

- তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রেরণপত্র (ফরোয়ার্ডিং)
- বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপত্র/আদেশপত্র।
- বিতর্কিত স্বাক্ষর/লেখা সংবলিত দলিলপত্রাদি অর্থাৎ যে লেখা বা স্বাক্ষর সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বা সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে সে স্বাক্ষর/লেখা সংবলিত দলিলপত্রাদি।
- প্রামাণ্য বা স্ট্যান্ডার্ট স্বাক্ষর/লেখা অর্থাৎ যে ব্যক্তির লেখা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বা সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে স্বাভাবিক কাজকর্মের সময় তার কর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত অন্যান্য দলিলপত্রাদি যাতে বিতর্কিত স্বাক্ষর/লেখার একই ফর্মেশনে/গঠনে সম্পাদিত কিছু স্বাক্ষর/লেখা আছে।
- নমুনা লেখা/স্বাক্ষর অর্থাৎ যে ব্যক্তির লেখা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বা সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে তার দ্বারা আদালতে বিতর্কিত স্বাক্ষর/লেখার একই ফর্মেশনে/গঠনে সম্পাদিত কমপক্ষে ৪-৫ পাতা নমুনা স্বাক্ষর/লেখা।

উল্লেখ্য, কোনো দলিলপত্রাদির ফটোকপি/কার্বন কপি পরীক্ষাযোগ্য নয় বিধায় সকল মূল দলিলপত্রাদি প্রেরণ করতে হবে।

৮.১০ ছাপ

ক্রাইমসিনে সাধারণত ৩ ধরনের ছাপ পাওয়া যায়। যথা:
(১) দৃশ্যমান ছাপ (২) সুপ্ত ছাপ ও (৩) তলানি ছাপ।

৮.১০.১ সংগ্রহের পদ্ধতি নিম্নরূপ

(ক) দৃশ্যমান ছাপ

দৃশ্যমান ছাপ -এর সংজ্ঞা	দৃশ্যমান ছাপ বলতে ওইসব ছাপকেই বোঝায় যা পাউডার বা অন্য কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ ছাড়াই খালি চোখে দেখা যায়। হাতে রক্ত, ক্রিম, তেল, রং ইত্যাদি আঙুলের স্পর্শে এলে ওই হাত তখন যে বস্তুর ওপর পড়ে সেখানে ছাপ পড়বে। এরূপ ছাপকেই দৃশ্যমান ছাপ বলে।

এই প্রকৃতির ছাপ সংগ্রহের জন্য ক্যামেরার সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

(খ) সুপ্ত ছাপ

সুপ্ত ছাপ -এর সংজ্ঞা	সুপ্ত মানে যা খালি চোখে দেখা যায় না। একইভাবে সুপ্ত ছাপ বলতে ওইসব ছাপকে বোঝায় যা খালি চোখে দেখা যায় না।

(গ) সুপ্ত ছাপ সংগ্রহ পদ্ধতি

শরীরের নির্গত ঘাম ও তেল জাতীয় পদার্থ দ্বারাই এই ছাপ গঠিত হয়। এই পদার্থের শতকরা ৯৮.৫ হতে ৯৯.৫ ভাগ পানি এবং .৫ থেকে ১.৫ ভাগ লবণ, ইউরিয়া, এসিড ও অন্যান্য। প্রধানত পাউডার পদ্ধতির মাধ্যমে এই ছাপ দৃশ্যমান করা হয়। যে বস্তুর ওপর সুপ্ত আঙুলের ছাপ আছে বা থাকতে পারে বলে মনে হবে সে বস্তুর বিপরীত রঙের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাউডার ও ব্রাশ ছাপটির আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর লিফটিং টেপের ব্যবহার করে ছাপকে দৃশ্যমান করতে হবে। ছাপ দৃশ্যমান হলে ছাপটিকে একটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে ঘটনা সংক্রান্তে মামলার রেফারেন্স উল্লেখপূর্বক দুজন সাক্ষীর দস্তখত নিয়ে তদন্তকারী অফিসার নিজে দস্তখত করে ক্যামেরার সাহায্যে ছাপটিকে উত্তোলন করে যে রঙের পাউডার ব্যবহার করা হয়েছে তার বিপরীত রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারের ওপর প্রতিস্থাপন করতে হবে। পরবর্তীতে মামলা সংক্রান্তে গ্রেপ্তারকৃত সন্দিগ্ধ আসামিদের দুই হাতের দশ আঙুলের ছাপ নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষার জন্য সিআইডির ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরোতে প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) তলানি ছাপ

তলানিছাপ-এর সংজ্ঞা	নরম বা পেস্ট জাতীয় পদার্থের ওপর যে ছাপ পড়ে তাকেই তলানি ছাপ বলে।

(ঙ) তলানি ছাপ সংগ্রহ পদ্ধতি

মোম, গ্রিজ, ভেজা রং ইত্যাদির ওপর আঙুলের চাপের ফলে এই প্রকার ছাপ পড়ে। এ ছাড়া আমাদের দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশগত কারণে কিছুদিন ব্যবহার করা না হলে বন্ধ ঘরেও পাতলা ধুলার স্তর পড়ে। এই পাতলা ধুলাবালি, আটার ওপর পড়া ছাপও এই শ্রেণিভুক্ত। এ ধরনের ছাপ খালি চোখে দেখা যায়। এই ছাপ সংগ্রহের জন্য ছাঁচ (Mould) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এরূপ ছাপের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে এবং তুলনামূলক পরীক্ষার জন্য আলোকচিত্রের ওপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়।

৮.১১ অঙ্গুলাঙ্ক (Finger print)

(ক) ফিঙ্গারপ্রিন্ট কী

ফিঙ্গারপ্রিন্ট-এর সংজ্ঞা	হাতের তালুর দিকে আঙুলের অগ্রভাগ থেকে প্রথম গিরা পর্যন্ত নখের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছাপকে আঙুলের ছাপ বলে।

(খ) মৌলিক ভিত্তি

পৃথিবীতে এক ব্যক্তির আঙুলের ছাপের সাথে অন্য ব্যক্তির আঙুলের ছাপের কোনো মিল নেই। এমনকি একই ব্যক্তির এক আঙুলের ছাপের সাথে অন্য আঙুলের ছাপের কোনো মিল নেই। শিশু মাতৃগর্ভে ৪ মাস বয়সেই যখন ভ্রূণ ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা থাকে তখনই আঙুলে রিজ গঠন শুরু হয়। এই রিজ সারা জীবনেও পরিবর্তন হয় না। মৃত্যুর পরও যতক্ষণ চামড়া পচে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত রিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। উল্লেখ্য, স্যার উইলিয়াম হার্শেল এ বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দৃঢ়তা ও অপরিবর্তনের এই নীতি আবিষ্কার করেন। ইংরেজিতে এই নীতিকে বলে "Principle of Persistence and Immutability". ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙুলের ছাপ ব্যক্তি শনাক্তকরণের জন্য একটি অব্যর্থ বিজ্ঞান। ব্যক্তি শনাক্তকরণের জন্য এ যাবৎকাল যত পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে তন্মধ্যে আঙুলের ছাপ ব্যক্তি শনাক্তকরণের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সহজ পদ্ধতি। আঙুলের ছাপের সাহায্যে ব্যক্তি শনাক্তকরণের ফলাফলের মতো নিখুঁত কোনো পদ্ধতি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

নিম্নলিখিত কারণে আঙুলের ছাপ ব্যক্তি শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য:

- এক ব্যক্তির আঙুলের ছাপ অন্য ব্যক্তির আঙুলের ছাপের সঙ্গে কোনো মিল নেই।
- একই ব্যক্তির বিভিন্ন আঙুলের ছাপ ভিন্ন ভিন্ন হয়।
- আঙুলের ছাপ বংশগত নয়।
- শিশুর বয়স মাতৃগর্ভে ৪ মাস হতে আঙুলের ছাপের রেখাবৈশিষ্ট্য বিন্যাস শুরু হয় এবং মাতৃগর্ভেই ৬ মাস বয়সে তা পূর্ণতা লাভ করে। এরপর মৃত্যুর পর দেহ পচে-গলে না যাওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে।
- যমজ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাদের ডিএনএ প্রোফাইল একই হতে পারে কিন্তু তাদের আঙুলের ছাপ ভিন্ন ভিন্ন হয়।
- কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে বা রোগাক্রান্ত হয়ে আঙুলের ছাপের উপরিভাগ (এপিডার্মিস) নষ্ট হয়ে গেলে তা পুনরায় আপনাআপনি পূর্বের ন্যায় পুনর্গঠিত হয়।

ক্রাইমসিনে সাধারণত দুই ধরনের তল (Surface)-এর ওপর আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়। যথা:

- ছিদ্রযুক্ত (Porous)
- ছিদ্রহীন (Non-porous Surface) বস্তু

ছিদ্রযুক্ত বস্তুর উদাহরণ হলো কাগজ, পলিশ না করা কাঠ, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি। এসব বস্তুতে থাকা ছাপ দৃশ্যমান করার জন্য পাউডার পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। কেমিক্যাল পদ্ধতির মাধ্যমেই এই ছাপ পরিস্ফুটন করতে হয়।

ছিদ্রবিহীন বস্তুর উদাহরণ হলো প্লাস্টিক, কাচ, ধাতব পদার্থ ইত্যাদি। এসব বস্তুর ওপর যে ছাপ পড়ে তা সামান্য নাড়াচাড়া বা স্পর্শতেই মুছে যায়। পাউডার পদ্ধতির মাধ্যমে এই ছাপ দৃশ্যমান করে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ খুবই সহজ ও সুবিধাজনক। এসব বস্তুর ওপর থাকা ছাপ দৃশ্যমান করার জন্য পাউডার পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে সুপার গ্লু বা সায়ানোএক্রেলেট পদ্ধতি প্রয়োগ বেশ ফলপ্রসূ।

(গ) আঙুলের ছাপের সাক্ষ্য সংগ্রহ ও আদালতে উপস্থাপন

আমাদের দেশে আঙুলের ছাপ প্রমাণ হিসেবে প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে উপস্থাপন করা হয়। যথা: বিতর্কিত দলিলপত্রে থাকা আঙুলের ছাপের সাথে নমুনা ছাপের তুলনামূলক পরীক্ষা করে দলিলদাতার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন এবং ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত ছাপের সাথে সন্দিগ্ধ আসামির আঙুলের ছাপের তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধী শনাক্তকরণ। উভয় ক্ষেত্রেই আদালতের সম্মুখে নেয়া সন্দিগ্ধ ব্যক্তির দুই হাতের ১০ (দশ) আঙুলের ছাপ প্রয়োজন হয়। উপরি-উক্ত উপাদানগুলো পাবার পর একজন অঙ্গুলাঙ্ক বিশারদ বিতর্কিত ও প্রামাণ্য ছাপগুলোর সাথে তুলনামূলক পরীক্ষা করে যে মতামত প্রদান করেন তা আদালতে উপস্থাপন করতে হয়। বিশারদের মতামত সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ধারায় প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) সাক্ষ্য হিসেবে মূল্য এবং অপরাধ প্রমাণে ভূমিকা

সাক্ষ্য হিসেবে আঙুলের ছাপের গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু দুটি আঙুলের ছাপ কখনো এক হয় না সেহেতু এই প্রমাণকে Conclusive proof হিসেবে গণ্য করা হয়। যদি কোনো দলিলপত্র বা ক্রাইমসিনে কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় এবং সন্দিগ্ধ ব্যক্তির আঙুলের ছাপের সাথে ওই ছাপ মিল হয়, তবে সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ধারা মোতাবেক মতামত আদালতে প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) ক্রিজ

একটি হাতের তালুর দিকে পুরো অংশে কালি মেখে কাগজের ওপর ছাপ দিলে কিছু কালিমাখা এবং কিছু সাদা ছাপ পড়বে। আঙুলের হাড়ের জোড়াগুলোতে তিনটি এবং তালুতে তিন বা চারটি সাদা ছাপ পড়ে। এ ছাপগুলোকেই ক্রিজ বলে। ক্রিজ সহজেই দৃশ্যমান হয়।

Figure 1

(চ) অঙ্গুলাঙ্ক শাখায় মূলত নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়

- নমুনা বা প্রামাণ্য আঙুলের ছাপের সাথে বিতর্কিত ছাপের পরীক্ষা করে মতামত প্রদান–
  সাধারণত জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের ক্ষেত্রে জমির প্রকৃত দলিলদাতার নমুনা ছাপ কিংবা প্রামাণ্য ছাপসহ অঙ্গুলাঙ্ক শাখায় পাঠানো হলে নির্ভুলভাবে মতামত দেয়া হয়।
- ক্রাইমসিন হতে সংগৃহীত ছাপের সাথে গ্রেপ্তারকৃত সন্দিগ্ধ আসামির আঙুলের ছাপের পরীক্ষা করে মতামত প্রদান–

সাধারণত চুরি-ডাকাতির ক্ষেত্রে ঘটনাস্থল হতে অপরাধীর আঙুলের ছাপ পাউডার পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে গ্রেপ্তারকৃত সন্দিগ্ধ অপরাধীর আঙুলের ছাপের সাথে তুলনামূলক পরীক্ষা করে মতামত প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ঘটনাস্থলে মসৃণ ও ছিদ্রহীন (Non- porous) বস্তুর ওপর থাকা সুপ্ত ছাপ পাউডার পদ্ধতির মাধ্যমে দৃশ্যমান করে সংগ্রহ করা হয়।

- সাজাপ্রাপ্ত আসামির আঙুলের ছাপ শ্রেণিবিন্যাস করে সংরক্ষণ করা–

পিআরবি প্রবিধান ৪৯২ মতে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের দ্বাদশ (মুদ্রা ও স্ট্যান্ড সংক্রান্ত অপরাধ) ও সপ্তদশ (সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ) অধ্যায়ের অপরাধসহ জালিয়াতি প্রভৃতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আঙুলের ছাপ অপরাধীর রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন কোর্ট হতে পাওয়ার পর হেনরি কোড ক্লাসিফিকেশন পদ্ধতির মাধ্যমে ক্লাসিফিকেশন করে এ শাখায় সংরক্ষণ করা হয়।

- পিআরবি প্রবিধান ৪৯৩ মতে, তল্লাশি এবং এমওবি (Modus operandi Bureau) তল্লাশি করে ফলাফল সরবরাহ করা–

অশনাক্তকৃত বিচারাধীন কারাবন্দিদের পূর্ববর্তী অপরাধের রেকর্ড জানার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত হতে তল্লাশি স্লিপ পাওয়ার পর হেনরি কোড ক্লাসিফিকেশন পদ্ধতির মাধ্যমে ক্লাসিফিকেশন করে এ শাখায় সংরক্ষিত ছাপের সাথে যাচাই করে উক্ত আদালতকে ফলাফল জানানো হয়।

- জেলা সদর কোর্টের পিআর কার্যক্রম পরিদর্শন–

পিআরবি প্রবিধান ৬৫৩-৬৫৫ মতে, সকল জেলার সদর কোর্টসমূহের পিআর সেরেস্তা পরিদর্শন করে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয় এবং কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা গেলে তা সংশোধনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
আঙুলের ছাপ পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত দলিলপত্রাদি/কাগজপত্রাদিসহ বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক), বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হয়।

৮.১২ আঙুলের ছাপ প্রেরণ পদ্ধতি

- প্রেরণপত্র
- বিজ্ঞ আদালতের ক্ষমতাপত্র
- আদেশনামা
- বিতর্কিত আঙুলের ছাপ/বিতর্কিত দলিলপত্র
- আঙুলের নমুনা ছাপ/প্রামাণ্য আঙুলের ছাপ বা প্রামাণ্য দলিলপত্র।

৮.১৩ AFIS

(ক) ভূমিকা

AFIS (Automated Finger Print Identification System) আঙুলের ছাপের মাধ্যমে ব্যক্তি শনাক্তকরণের ডিজিটাল পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অতি দ্রুত ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচিং করা সম্ভব। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ১৯৯০ খ্রিঃ সাল হতে AFIS ব্যবহার শুরু হয়। সিআইডি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো পুলিশ রেগুলেশন ও সিআইডি রুলস অব বিজনেস অনুসারে প্রধানত চারটি কাজ সম্পাদন করে আসছে।

- সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আঙুলের ছাপ সংরক্ষণ।
- অশনাক্ত ও সন্দিগ্ধ গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের আঙুলের ছাপ, সংরক্ষিত সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আঙুলের ছাপের সাথে তল্লাশি করে ফলাফল সরবরাহ।

- ক্রাইমসিন হতে সংগৃহীত আলামত আঙুলের ছাপের সাথে সন্দিগ্ধ আসামিদের আঙুলের ছাপের তুলনামূলক পরীক্ষা করে ফলাফল সরবরাহ।
- জাল দলিল পরীক্ষা করে মতামত প্রদান।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ব্যুরোর মতোই সিআইডি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরোও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সুনামের সাথে উল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদন করে আসছিল। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে ফিঙ্গারপ্রিন্টের সংরক্ষণ এবং ব্যবহারিক প্রক্রিয়াতে ডিজিটাল পদ্ধতির আবিষ্কার হয়, যা AFIS (Automated Fingerprient Identification System) নামে পরিচিতি পায়। আবিষ্কারের পর থেকেই উন্নত দেশগুলো AFIS ব্যবহার করতে শুরু করে। দেরিতে হলেও সিআইডি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো ২০১০ সালের প্রথম দিকেই AFIS স্থাপন করতে সক্ষম হয়। সাতটি রিজিওনাল এবং একটি সেন্ট্রাল AFIS এর সমন্বয়ে সিআইডির AFIS System.

ডাটাবেইস ক্যাপাসিটি:

- সেন্ট্রাল AFIS- ১০, ০০০০০
- রিজিওনাল AFIS- ৭৫, ০০০

ইতোপূর্বে 'হেনরি' কোডের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষতি সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আঙুলের ছাপগুলো AFIS-এ এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৬৭টি কারাগারে আটক আসামিদের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২৪,০০০ আসামির আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা AFIS-ডাটাবেইসে এন্ট্রির কাজ চলছে। ক্রাইমসিন হতে সংগৃহীত আলামত ছাপগুলোরও AFIS-এ ডিজিটাল ডাটাবেইস এবং ১০ (দশ) আঙুলের ছাপের মতোই তল্লাশি করা সম্ভব, যা সিআইডির ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরোতে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্ভব ছিল না। ক্রাইমসিন টেকনিশিয়ানদের দক্ষতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নতি করা গেলে এবং সংশ্লিষ্ট সকল পুলিশ ইউনিটের যথাযথ সহযোগিতার মাধ্যমে অপরাধীদের পর্যাপ্ত সংখ্যক আসামির ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভিত্তিক ডাটাবেইস করা সম্ভব হলে AFIS ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে অপরাধ উদ্‌ঘাটনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

AFIS-এর সাথে সাথে 'রাস্টার' (Raster) নামে আরেকটি সফটওয়্যার সংযোজন করা হয়েছে। Raster software-এর মাধ্যমে আঙুলের ছাপকে Digital Image-এ রূপান্তরিত করে ফটোশপের মতো বিভিন্ন আঙ্গিকে অনেক বড় করে পরীক্ষাপূর্বক সহজে ও নিখুঁতভাবে মতামত প্রদান করা সম্ভব। ফলে এতদ্‌সংক্রান্ত মামলায় মতামত প্রদানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) কার্য পদ্ধতি

- সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের ও ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত সন্দিগ্ধদের আঙুলের ছাপ সংরক্ষণ।
- অশনাক্ত ও সন্দিগ্ধ গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের আঙুলের ছাপ, সংরক্ষিত সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আঙুলের ছাপের সাথে তল্লাশি করে ফলাফল সরবরাহ।
- ক্রাইমসিন হতে সংগৃহীত আলামত আঙুলের ছাপের সাথে সন্দিগ্ধ আসামিদের আঙুলের ছাপের তুলনামূলক পরীক্ষা করে ফলাফল সরবরাহ।

(গ) তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান

- অশনাক্ত ও সন্দিগ্ধ গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের আঙুলের ছাপ, সংরক্ষতি সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আঙুলের ছাপের সাথে তল্লাশি করে ফলাফল সরবরাহ করা।
- ক্রাইমসিন হতে সংগৃহীত আলামত আঙুলের ছাপের সাথে সন্দিগ্ধ আসামিদের আঙুলের ছাপের তুলনামূলক পরীক্ষান্তে ফলাফল সরবরাহ করা।

৮.১৩.১ AFIS-এ পত্র প্রেরণের নমুনা

বরাবর

বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক)
বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা।

মাধ্যম:
বিষয়:
সূত্র:
জনাব,

.....

.....

প্রেরণকারী অফিসারের নাম ও পদবি

৮.১৪ পদচিহ্ন (Foot Print)

পদচিহ্নের প্রকৃতি, তাৎপর্য এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে পুলিশ কর্মকর্তাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পদচিহ্নকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- সমতল পদচিহ্ন
- গভীর পদচিহ্ন
- মাঝারি গভীর পদচিহ্ন।

ঘটনাস্থলে অপরাধীর পদচিহ্ন পাওয়া গেলে তিনটি পদ্ধতিতে এটি সংগ্রহ করা যায়:

- ট্রেসিং পদ্ধতি
- যে বস্তুটিতে পদচিহ্ন রয়েছে তা স্থানান্তরযোগ্য হলে স্থানান্তরের মাধ্যমে
- পদচিহ্নের ছাঁচ তৈরি করে।

(ক) ট্রেসিং পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে পাতলা সেলুলয়েড পেপার, সরু কাচ খণ্ড, স্বচ্ছ কাগজ বা তৈলযুক্ত কাগজ পদচিহ্নের ওপর সাবধানে রেখে ভালো কলমের সাহায্যে লাল কালিতে ট্রেসিং করা প্রয়োজন। আঙুলের দিক থেকে আরম্ভ করে গোড়ালির দিকে আস্তে আস্তে ট্রেসিং করতে হবে।

(খ) বস্তুসহ পদচিহ্ন সংগ্রহ

স্থানান্তরযোগ্য বস্তুর ওপর পদচিহ্ন পাওয়া গেলে বস্তুটিসহ পদচিহ্ন সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) পদচিহ্নের ছাঁচ তৈরি

ঘটনাস্থলে গভীর পদচিহ্ন পাওয়া গেলে প্রথমে তা ধুলাবালিমুক্ত করে পানি থাকলে চোষ কাগজ দিয়ে পানি উঠিয়ে চিহ্নটির চারপাশে কাঠ, কার্ডবোর্ড বা টিনের টুকরো স্থাপন করে প্যারিস প্লাস্টার, মোম, রেসিন বা সিমেন্ট ইত্যাদি যেকোনো একটি দ্রব্য দ্বারা ছাঁচ নেয়ার উদ্দেশ্যে সাবধানে পদচিহ্নের ওপর ঢেলে দিতে হবে। জমাটবাঁধার পর ছাঁচটি মাটি খুঁড়ে তুলে নিয়ে পানিতে ধুয়ে নিলেই পদচিহ্নের ছাঁচ পাওয়া যাবে।

নমুনা ছাপ যে কাগজে নেয়া হবে সেখানে নিচের তথ্যাবলি থাকবে:

- সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা
- কোন কোন অবস্থায় পদচিহ্ন নেয়া হয়েছে
- সাক্ষীর স্বাক্ষর
- মামলার সূত্র ও থানার নাম
- নমুনা সংগ্রহকারী বা তদন্তকারীর নাম ও স্বাক্ষর।

৮.১৫ যন্ত্রপাতির দাগ (Tool's Mark)

অপরাধী কর্তৃক ঘটনাস্থলে রেখে যাওয়া যন্ত্রপাতির কর্তন চিহ্ন অপরাধ তদন্তে অত্যন্ত অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্রপাতির দাগ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত– (১) কুঠার, হাতুড়ি, দা, তলোয়ার, ছোরা ইত্যাদি যন্ত্রপাতি, যা কাটা দাগ বা চিহ্ন তৈরির সময় স্থানটিতে একবারই স্পর্শ করে থাকে, এমন সব দাগ। (২) করাত, ফাইল ইত্যাদি একই স্থানে বারবার যাতায়াত বা স্পর্শ করে যে কাটা দাগ বা চিহ্নের সৃষ্টি করে থাকে এমন সব দাগ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রেরিত যন্ত্র এবং কর্তন চিহ্নের নমুনা পরীক্ষা করে নিম্নরূপ মতামত দিতে পারেন:

- কর্তন চিহ্নটি কি কোনো যন্ত্রপাতি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে?
- যদি যন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি, তবে এটি কী ধরনের যন্ত্র দ্বারা করা হয়েছে?
- প্রেরিত যন্ত্রটি দ্বারা কি ঘটনাস্থলের কর্তন চিহ্নটি সৃষ্টি হয়েছিল?
- যন্ত্র ব্যবহারকারী ডানহাতি না বাঁহাতি?

সিঁধেল চুরির ক্ষেত্রে অপরাধে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দ্বারা সৃষ্ট দাগ শনাক্তকরণ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৮.১৬ ব্যালিস্টিকস

(ক) ভূমিকা

ব্যালিস্টিকস বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডির ফরেনসিক বিভাগের একটি শাখা। ব্যালিস্টিকস (Ballistics)-এর আভিধানিক অর্থ উৎক্ষেপণবিদ্যা। এটি পদার্থবিদ্যার একটি শাখা। এই শাখা যে যন্ত্র দ্বারা কোনো বস্তু নিক্ষেপ করা হয় উক্ত যন্ত্রের, নিক্ষিপ্ত বস্তু এবং এর দ্বারা সৃষ্ট গর্ত/ক্ষত ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে থাকে। পদার্থবিদ্যার এই শাখাটির ব্যাপ্তি বিশাল। কিন্তু সিআইডির ফরেনসিক বিভাগের ব্যালিস্টিকস শাখা মূলত আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, ফায়ার্ড কার্তুজ ও ফায়ার্ড বুলেটের তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এমন ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারীর অবস্থান ও বুলেটের গতিপথ নির্ণয় প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

(খ) সংজ্ঞা

ব্যালিস্টিকস -এর সংজ্ঞা	ব্যালিস্টিকস পদার্থবিদ্যার একটি শাখা, যা একটি প্রজেক্টাইলের ভ্রমণপথ, গতি, দ্রুতি, দিক, চাপ, প্রভাব প্রভৃতি বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আলোচনা করে থাকে। (Ballistics is that branch of physics which deals with the path, motion, speed, direction, impact, pressure and effect of a projectile.)

এখানে প্রজেক্টাইল বলতে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ফায়ারকৃত বুলেট শট/পিলেটকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ সিআইডির ব্যালিস্টিকস শাখায় প্রধানত আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, ফায়ার্ড কার্তুজ ও ফায়ার্ড বুলেট বা এগুলোর কোনো অংশবিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তদন্তে সহায়ক বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

(গ) কর্ম প্রক্রিয়া

ব্যালিস্টিকস বিশারদগণ আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার সংশ্লিষ্ট মামলা কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে এমন সব মামলার আলামত পরীক্ষা করে মামলা তদন্তকালে অথবা বিচার চলাকালে উদ্ভূত নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে তদন্তকার্যে/বিচারকার্যে সহায়তা করে থাকেন। অনুরূপ পরীক্ষাকালে কম্পারিজন মাইক্রোস্কোপ এবং ABIS (Automated Ballistics Identification System) ব্যবহার করা হয়।

কোনো একটি আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ফায়ার করা হলে গুলির খোসা (ফায়ার্ড কার্তুজ কেইস) এবং বুলেট/পিলেট পাওয়া যায়। গুলির খোসা এবং বুলেটের ওপর একটি নির্দিষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র তার নিজস্ব চিহ্ন রাখে। একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ফায়ার করা গুলির খোসা ও বুলেটের ওপর প্রতিটি আগ্নেয়াস্ত্রের আলাদা আলাদা ছাপ বা চিহ্ন পাওয়া যায়। খোসা এবং বুলেটে আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট স্ব-স্ব স্বতন্ত্র চিহ্নসমূহ বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট আগ্নেয়াস্ত্রটি শনাক্ত করার কাজটি করে থাকে ABIS। এ ক্ষেত্রে আলামত খোসা ও বুলেটের ওপর থাকা ফায়ারের ফলে সৃষ্ট চিহ্নসমূহ স্ক্যান করে ABIS ডাটাবেইসে সংরক্ষণ করা হয়। সন্দিগ্ধ এক বা একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ফায়ার করে টেস্ট ফায়ার্ড কার্তুজ এবং টেস্ট ফায়ার্ড বুলেট সংগ্রহ করা হয়। সেগুলোও অনুরূপভাবে স্ক্যান করে ABIS ডাটাবেইসে সংরক্ষণ করে ফায়ারের ফলে সৃষ্ট চিহ্নসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। মূল নীতি হচ্ছে একই আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ফায়ার করা হলে আলামত ফায়ার্ড কার্তুজ বা বুলেটের ওপর ফায়ারের ফলে সৃষ্ট চিহ্নসমূহের সাথে টেস্ট ফায়ার্ড কার্তুজ বা বুলেটের চিহ্নসমূহ মিলে যাবে।

আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এমন কোনো ঘটনায় যদি শুধু গুলির খোসা ও বুলেট পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে উক্ত গুলির খোসা ও বুলেট স্ক্যান করে ABIS ডাটাবেইসে সংরক্ষণ করা হয়। ভবিষ্যতে আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার হলে এটি দ্বারা ফায়ার করে টেস্ট ফায়ার্ড কার্তুজ ও টেস্ট ফায়ার্ড বুলেট সংগ্রহ করা হয়। এগুলোতে ফায়ারের চিহ্নসমূহ ABIS ডাটাবেইসে সংরক্ষণ করে পূর্বের সংরক্ষিতি ডাটাবেইসে থাকা গুলির খোসা ও বুলেটের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে আগ্নেয়াস্ত্রটি দ্বারা পূর্বের ফায়ার করা ঘটনার সাথে যোগসূত্র নির্ণয় করা যায়।

ব্যালিস্টিকস বিশারদের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্তে সহায়ক নিম্নবর্ণিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে:

- উদ্ধারকৃত অস্ত্রটি প্রকৃত আগ্নেয়াস্ত্র কি না?
- আগ্নেয়াস্ত্রটি কার্যক্ষম কি না?
- আগ্নেয়াস্ত্রটি স্থানীয়ভাবে বা স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কি না?
- অস্ত্রটি দ্বারা কত ক্যালিবার/বোরের কার্তুজ ফায়ার করা যায়?
- উদ্ধারকৃত কার্তুজ কত ক্যালিবার/বোরের?
- কার্তুজটি সক্রিয় কি না?
- ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত ফায়ার্ড কার্তুজ/ফায়ার্ড বুলেট কী ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ফায়ার করা হয়েছে?
- এক বা একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হলে নির্দিষ্ট কোনো আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা প্রাপ্ত ফায়ার্ড কার্তুজ/ফায়ার্ড বুলেট ফায়ার করা হয়েছে? ইত্যাদি।

এ ছাড়া ব্যালিস্টিকস বিশারদগণ গোলাগুলি সংক্রান্ত ক্রাইমসিন সরেজমিনে পরীক্ষা করে বুলেটের গতিপথ এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারীর অবস্থান নির্ণয় করে তদন্তকার্যে সহায়তা করতে পারেন।

(ঘ) আলামত প্রেরণের নিয়ম

- আলামত 'বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক), বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা' বরাবরে ফরোয়ার্ডিং প্রতিবেদন দিয়ে পাঠাতে হবে। এর সাথে আদালতের আদেশের অনুলিপি, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপত্র ও জব্দ তালিকার কপি দিতে হবে।
- ফরোয়ার্ডিং প্রতিবেদনে মামলা তদন্তে সহায়ক পরিষ্কার করে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে হবে।
- আলামত যথাসম্ভব ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সিলগালা করে পাঠাতে হবে।

- সম্পূর্ণ আলামত পাঠাতে হবে (অসম্পূর্ণ আলামত বলতে যেমন: কিছু কার্তুজ রেখে দেয়া হলো। কিংবা অস্ত্রের ম্যাগাজিন খুলে রেখে অস্ত্রটি পাঠানো হলো)।

  উপযুক্ত পুলিশ এসকর্ট দ্বারা আলামত পাঠাতে হবে।

Firing pin impression

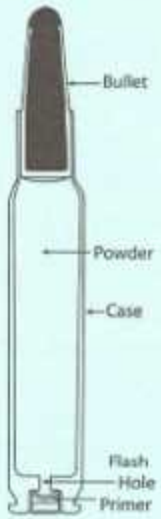

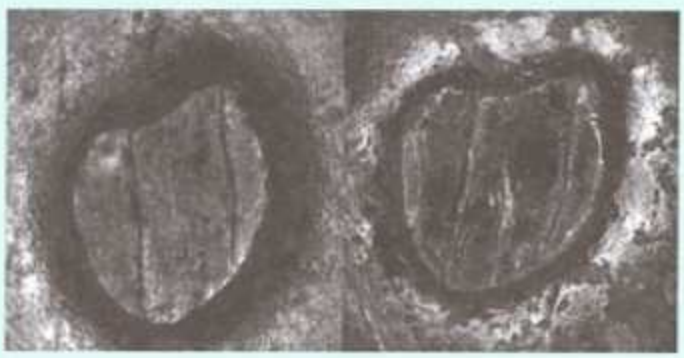

Cartridges:

Fired Bullets:

৮.১৭ অণুবিশ্লেষণ (Micro Analysis)

অকুস্থলে প্রাপ্ত বা মামলার আলামত হিসেবে জব্দকৃত বস্তুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে প্রক্রিয়ায় বস্তুটি সম্পর্কে মতামত দেয়া হয়ে থাকে তাকে অণুবিশ্লেষণ বলে।
অণুবিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র:

- খুন বা অপরাধজনক নরহত্যা মামলা: এ ক্ষেত্রে রক্ত, বীর্য, চুল, ক্ষতচিহ্ন ইত্যাদিও অণুবিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।
- ধর্ষণ মামলা: বীর্য, রক্ত, চুল, বস্ত্র ইত্যাদিও অণুবিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।
- অস্ত্র মামলা: ফায়ারিং পিন, গুলি, গুলির খোসা, বন্দুকের ব্যারেল, গান পাউডার ইত্যাদির অণুবিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।
- অন্তর্ঘাতমূলক মামলা: যে নির্মাণকাজে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ করা হয় সে ক্ষেত্রে ধাতব রড ও অন্যান্য অবকাঠামোর উপাদানের অণুবিশ্লেষণ করা হয়।
- মাদক সংক্রান্ত মামলা: ক্রিস্টালোগ্রাফিক অণুবিশ্লেষণের মাধ্যমে মাদক জাতীয় পদার্থ শনাক্ত করা হয়।
- অন্যান্য মামলা: যে ক্ষেত্রে জৈব রাসায়নিক পরীক্ষার সঙ্গে আলামতের অণুবিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- মোটর দুর্ঘটনা: অকুস্থলে প্রাপ্ত কাচ ও সন্দেহযুক্ত গাড়ির কাচের তুলনামূলক অণুবিশ্লেষণ করে মতামত দেয়া হয়ে থাকে।
- তামার তার চুরি: কর্তিত তারের সাথে জব্দকৃত তারের প্রস্থচ্ছেদের তুলনা করে একটি আরেকটির অংশ কি না অণুবিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দেয়া হয়ে থাকে।
- সিঁধেল চুরি: সিঁধকাঠি বা অন্য কোনো যন্ত্রের সাহায্যে মাটির দেয়াল বা অন্য কোনো বস্তু কর্তন চিহ্ন সৃষ্টি করা হলে এবং তা অকুস্থলে পাওয়া গেলে উক্ত দাগ বা চিহ্নের সঙ্গে উদ্ধারকৃত সিঁধকাঠি বা যন্ত্রের তুলনা করে এ সম্পর্কে নিশ্চিত মতামত দেয়া সম্ভব অণুবিশ্লেষণের মাধ্যমে।

পুলিশ গবেষণাগারে যে সকল বিষয়ে অণুবিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে:

- ধাতব খণ্ডের অণুবিশ্লেষণ
- তামার তারের পরীক্ষা
- ধাতব বস্তুর ওপর থেকে খুদে বা ঘষে তুলে ফেলা নম্বর পুনরুদ্ধার
- ধাতু নির্মিত সিল পরীক্ষা
- ধূলিকণা ও অন্যান্য পাউডার কণার পরীক্ষা
- আঁশ জাতীয় পদার্থ
- কাগজ
- কালি
- পেন্সিলের লেখা
- বুলেট, গুলির খোসা, ফায়ারিং পিন, গানপাউডার ইত্যাদির তুলনামূলক পরীক্ষা

তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য করণীয়

অপরাধ তদন্তে অণুবিশ্লেষণের ফলাফল থেকে সুফল পেতে হলে প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তার এ পদ্ধতিটি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন। কী কী বিষয়ে অণুবিশ্লেষণ পদ্ধতি মতামত দিতে পারে এবং তদন্তে এ মতামতের সাক্ষ্য-মূল্যের গুরুত্ব কী, এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত বস্তুসাক্ষ্য যার অণুবিশ্লেষণ প্রয়োজন, সেগুলোর সঙ্গে তুলনার জন্য সন্দেহযুক্ত দ্রব্যটিও জব্দ করা জরুরি।

তদন্তকারী কর্মকর্তা বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন যে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপত্র ব্যতীত কোনো বস্তুসাক্ষ্য অণুবিশ্লেষণের জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ করা হলে তা গৃহীত হবে না। কেননা এভাবে প্রেরিত বস্তুর অণুবিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশারদের মতামতের সাক্ষ্য-মূল্য আদালতে নেই। কাজেই অণুবিশ্লেষণের জন্য বস্তুসাক্ষ্য প্রেরণের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপত্র এর সঙ্গে অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে।

৮.১৮ ডিএনএ

ডিএনএ বা ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (Deoxyribo Nucleic Acid) একজন ব্যক্তির বংশগতির মৌলিক উপাদান। এটি একটি তন্তু বা সুতার ন্যায় রাসায়নিক পদার্থ যা কোষের নিউক্লিয়াসে সুসজ্জিত থাকে ক্রোমোজোম আকারে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রায় দশ লক্ষ কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত ডিএনএ জীবের জৈবিক বৈশিষ্ট্য যেমন চোখের রং, চুলের রং, পছন্দ-অপছন্দ, জীবন ধারণ ও বংশবৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ধারণ ও বহন করে। যদিও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভেদে কোষের গঠন প্রকৃতি ও কার্য-প্রণালি ভিন্ন তথাপি কোষের ডিএনএ হবে এক ও অভিন্ন। সুতরাং যেকোনো ধরনের শারীরিক নমুনা (Body Evidence) যেমন: রক্ত, লালা, সিমেন, চুল, মাংসপেশি, হাড় ইত্যাদি হতে পারে ডিএনএ-এর গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ডিএনএ প্রাপ্তির উৎস চার্ট

সাক্ষ্য	সাক্ষ্যসমূহের যে সকল অংশে ডিএনএ-এর সম্ভাব্য অবস্থান	ডিএনএ-এর উৎস
ব্যাট বা অনুরূপ অস্ত্র	হাতল/প্রান্ত	ঘাম, চামড়া, রক্ত, টিস্যু
টুপি, বন্ধনী, মুখোশ	অভ্যন্তরে	ঘাম চুল, খুশকি
চশমা, সানগ্লাস	চশমার নাক বা কানের পিসেস/লেন্স	ঘাম, চামড়া
ফেসিয়াল টিস্যু, কটন সব (swab)	বাইরের অংশ	মিউকাস, রক্ত, ঘাম, বীর্য, কানের ময়লা
ময়লা কাপড়/ন্যাকড়া	বাইরের অংশ	রক্ত, ঘাম, বীর্য
টুথপিক	অগ্রভাগ	লালা
ব্যবহৃত সিগারেট	সিগারেট পোড়া	লালা
স্ট্যাম্প বা খাম	লিকড় অংশ (Leaked)	লালা
টেপ বা লিগেচার	ভেতর/বাইরের অংশ	চামড়া, ঘাম
বোতল, ক্যান, গ্লাস	পার্শ্বদেশ, মুখ	লালা, ঘাম
ব্যবহৃত কনডম	ভেতর/বাইরের অংশ	বীর্য, ভ্যাজাইনাল বা রেকটাল টিস্যু
কম্বল, বালিশ, শিট	বাইরের অংশ	ঘাম, চুল, বীর্য, মূত্র, লালা
বুলেট	বাইরের অংশ	রক্ত, টিস্যু
কামড়ের দাগ	ব্যক্তির চামড়া বা বস্ত্র	লালা
নখ বা নখের ভাঙা অংশ	ভাঙা অংশ	ঘাম, রক্ত, টিস্যু

বিঃ দ্রঃ ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস অধ্যায়ে ডিএনএ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংক্রান্ত আলোচনা সংযোজিত।

৮.১৯ ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক

- কোনো পুলিশ কর্মকর্তা আইনগত প্রয়োজনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের জন্য কোনো ব্যক্তিকে অনুরোধ জানাবেন (ধারা-৪)।
- কোনো অপরাধস্থল বা ডিএনএ নমুনা পাওয়া যেতে পারে এরূপ কোন স্থান হতে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা যাবে (ধারা-৫)।
- কোনো অপরাধ তদন্তের প্রয়োজনে কমপক্ষে দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতি, নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতি, লিখিত সম্মতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তির নিকট হতে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা যাবে না (ধারা-৬)।
- কোনো ব্যক্তি ডিএনএ নমুনা প্রদানে অসম্মতি প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা কোনো অপরাধ তদন্তের প্রয়োজনে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত আদালতে আবেদন করতে পারবেন (ধারা-৮)।
- কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক কমপক্ষে দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নির্ধারিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করতে হবে (ধারা-১০)।
- কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সংগৃহীত ডিএনএ নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডিএনএ প্রোফাইল সংবলিত রিপোর্ট প্রস্তুত করে তাতে স্বাক্ষর করবেন। উক্ত রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ধারা-১১)।
  (ক) ডিএনএ ল্যাবরেটরির প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফরোয়ার্ডিং নোট
  (খ) ডিএনএ নমুনা বিশ্লেষণ যেভাবে পরিচালিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  (গ) বিশ্লেষণ পদ্ধতি
  (ঘ) অন্যান্য বিষয়।

  ডিএনএ নমুনা ও ডিএনএ প্রোফাইল শুধুমাত্র নিম্নরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে (ধারা-১২)।
  (ক) কোনো ব্যক্তি শনাক্তকরণ

(খ) কোনো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি
(গ) নিখোঁজ বা অজ্ঞাত ব্যক্তি শনাক্তকরণ
(ঘ) দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ
(ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত ব্যক্তি শনাক্তকরণ
(চ) বিরোধ নিষ্পত্তি
(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয়।

- কোনো ব্যক্তি আইনের বিধান লঙ্ঘন করে ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে–(ক) অন্যের নিকট ডিএনএ সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশ করলে (খ) ডিএনএ সম্পর্কিত কোনো তথ্য সংগ্রহ করলে (গ) ডিএনএ নমুনা বা ডিএনএ প্রোফাইল অন্যের নিকট হস্তান্তর বা প্রকাশ করলে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ (ধারা-২৯)।
- কোনো ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে ডিএনএ নমুনা ধ্বংস, পরিবর্তন, দূষিত বা জাল করলে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ (ধারা-৩০)।
- আইনের বিধান অনুযায়ী ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের জন্য কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা নির্ধারিত ব্যক্তির দায়িত্বে অবহেলার কারণে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে বা ডিএনএ নমুনা বিনষ্ট হয়ে গেলে তার উক্তরূপ কার্য অদক্ষতা বা ক্ষেত্রমতো, অসদাচরণ হিসাবে চিহ্নিতক্রমে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক বা যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে (ধারা-৩৬)।
- ডিএনএ প্রোফাইল সংবলিত রিপোর্ট আদালতের কার্যধারায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে (ধারা-৩৭)।

৮.২০ আইটি ক্রাইম ও আইটি ফরেনসিক

আইটি ক্রাইমের সংজ্ঞা	ICT Act-এর আওতায় কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত অপরাধগুলোকে আইটি ক্রাইম বলা হয়। আদালতে উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত উপায়ে নির্দিষ্ট কম্পিউটিং ডিভাইস থেকে প্রমাণ জড়ো করা, সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণ কৌশল প্রয়োগ বোঝায়।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে ফরেনসিক মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি ঢাকায় আইটি ফরেনসিক নামে একটি নবগঠিত ইউনিট রয়েছে। আইটি ফরেনসিক ল্যাবে বিভিন্ন ধরনের ফরেনসিক Equipment Software ব্যবহার করে ফরেনসিক মতামত প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ফরেনসিক ল্যাব (ঢাকা)-এর অধীন আইটি ফরেনসিক ল্যাব বিভিন্ন স্টোরেজ মিডিয়া বিশেষ করে কম্পিউটার/ল্যাপটপ হার্ডডিস্ক, মেমোরি কার্ড, পেনড্রাইভ, সিডি/ডিভিডিসহ ডিজিটাল ক্যামেরা, বিভিন্ন মডেলের মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ড এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস বিশ্লেষণপূর্বক মুছে ফেলা তথ্য উদ্‌ঘাটন এবং সে মোতাবেক মতামত প্রদান করে থাকে।

৮.২১ তদন্ত প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞ রিপোর্টের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা

ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় মামলার তদন্তে এবং বিচার কার্যক্রমে ফরেনসিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের মতামতের গুরুত্ব অপরিসীম। এরূপ বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মতামত প্রণয়ন করে থাকেন। এসব বিশেষজ্ঞ মতামত মামলার বিচারকালে আদালতকে কোনো বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই প্রচলিত আইনেও বিশেষজ্ঞ মতামতের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ধারায় বিশেষজ্ঞের মতামত আদালতে প্রাসঙ্গিকতায় অগ্রগণ্য। এ ধারায় বলা হয়েছে, যখন বিদেশি আইনের কোনো প্রশ্নে অথবা বিজ্ঞান বা চারুকলার প্রশ্নে বা হস্তলিপি বা টিপসহির শনাক্তির প্রশ্নে আদালতকে কোনো অভিমত গ্রহণ করতে হয় তখন অনুরূপ বিদেশি আইন বা বিজ্ঞান বা চারুকলার প্রশ্নে বা হস্তলিপি বা টিপসহির শনাক্তির প্রশ্নে যে সকল ব্যক্তিবর্গ বিশেষ পারদর্শী তাদের অভিমত অনুরূপ প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক বিষয়। মৌখিক সাক্ষ্য-নির্ভর

তদন্ত বা বিচার অনেক সময় নানা বিতর্কের জন্ম দেয়। কারণ মৌখিক সাক্ষ্য পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত বা অতিরঞ্জিত হতে পারে। এ ধরনের সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ, যেমন: প্রলোভন, ভয়ভীত, হীনস্বার্থ ইত্যাদির প্রভাবে তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য বা তথ্য হতে সরে আসে। ফলে বিতর্কিত বিষয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে।

পক্ষান্তরে, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ মতামত কোনো কোনো ক্ষেত্রে Conclusive এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রমাণনির্ভর Corroborative Evidence হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কেননা এ ধরনের Evidence অপরিবর্তনীয় ও অতিরঞ্জনমুক্ত। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর বিশেষজ্ঞের মতামত অপরাধী শনাক্তকরণসহ অপরাধীকে আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধের দায় হতে অব্যাহতি পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ মতামত ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার তদন্তে ও বিচারিক কার্যক্রমে যেভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে তা নিম্নরূপ:

(ক) বস্তুগত সাক্ষ্যের সাহায্যে অপরাধ সম্পৃক্ততার বিষয় মিলে যায় তবে সন্দিগ্ধ ব্যক্তির অপরাধে সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

(খ) ফুটপ্রিন্ট ও সুপ্রিন্ট সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞের মতামত একটি সমর্থনমূলক সাক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও জুতা শনাক্তকরণের মাধ্যমে তদন্তে সহায়তা করতে পারে। একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মৃতদেহের আশপাশ হতে স্টিলের আলমারি পর্যন্ত বিস্তৃত কয়েকটি রক্তমাখা পায়ের ছাপ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে সন্দিগ্ধ গ্রেপ্তার কর্তৃক আসামি তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে যে, সে ভিকটিমকে হত্যা করার পর আলমারি হতে নগদ টাকা ও স্বর্ণ গহনা নেয়। একই সাথে প্রাপ্ত রক্তমাখা ও সন্দিগ্ধ আসামির নমুনা ছাপ বিশারদ কর্তৃক একই ব্যক্তির মর্মে মতামত পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত রক্তমাখা পায়ের ছাপ সন্দিগ্ধ আসামির প্রদত্ত স্বীকারোক্তিকে সমর্থন করে।

(গ) কোনো বেনামী চিঠির (চিরকুট) লেখক শনাক্তকরণে সন্দেহভাজন ব্যক্তির নমুনা ও প্রামাণ্য লেখা Hand Writing ল্যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এতদ্‌বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা যে মতামত প্রদান করেন তা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে বিবেচিত হয়।

(ঘ) দলিলদাতা হিসেবে জনৈক আঃ রহিম একটি রেজিস্টকৃত দলিল সম্পাদন করেছেন মর্মে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে আঃ রহিমের স্বীকৃত (স্ট্যান্ডার্ড) অপর একটি দলিলের টিপসহি ও স্বাক্ষরের সঙ্গে পূর্বের অস্বীকৃত (বিতর্কিত) দলিলের টিপসহি ও স্বাক্ষর পরীক্ষায় একই ব্যক্তির টিপসহি ও স্বাক্ষর মর্মে বিশারদ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ধারা মোতাবেক প্রাসঙ্গিক। একইভাবে কোনো বিতর্কিত দলিলের ক্ষেত্রে অপর কোনো প্রামাণ্য দলিলের টিপসহি ও স্বাক্ষরের সঙ্গে বিতর্কিত দলিলের টিপসহি স্বাক্ষরের তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিতর্কিত ও প্রামাণ্য দলিলে থাকা টিপ বা স্বাক্ষর একই ব্যক্তির নাকি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির তা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দলিল জাল কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

(ঙ) ধর্ষণের ক্ষেত্রে ধর্ষিতার কাপড়ে প্রাপ্ত সিমেন এবং সন্দিগ্ধ ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত আলামতসমূহের ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট কোনো ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণে সহায়তা করতে পারে।

(চ) ঘটনাস্থল হতে ফায়ার্ড কার্তুজ ও সন্দিগ্ধ অস্ত্র উদ্ধার হলে কিংবা মৃতদেহে বুলেট পাওয়া গেলে উক্ত সন্দিগ্ধ অস্ত্র দ্বারা ফায়ার্ড কার্তুজ ও ফায়ার্ড বুলেট ফায়ার করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কে ব্যালিস্টিকস বিশারদের মতামত বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ধারা মোতাবেক প্রাসঙ্গিক। নির্দিষ্ট অস্ত্রের ব্যবহার ও শনাক্তকরণের মাধ্যমে তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি বিশেষ গুলি বিশেষ বন্দুক হতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে কি না এ কথাটি আগ্নেয়াস্ত্র বিশারদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা যায়।

(ছ) কোনো ছিনতাইয়ের ঘটনায় ছিনতাইকারী কর্তৃক ফায়ারকৃত অস্ত্রের শটগান রেসিডিও এবং ধৃত ছিনতাইকারীর হাতে থাকা শটগান রেসিডিও বিশারদ কর্তৃক পরীক্ষায় একই উপাদান পাওয়া গেলে উক্ত ঘটনায় আসামির সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করে এই সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট বিজ্ঞ আদালতে প্রাসঙ্গিক।

(জ) বিদেশি জাল নোটের ক্ষেত্রে শুধু সিআইডির জাল নোট বিশারদ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত বিজ্ঞ আদালতে গ্রহণযোগ্য।

(ঝ) যে সমস্ত বিষয় একমাত্র বিশেষজ্ঞের মতামতের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে সে সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে হবে।

EVERY CONTACT LEAVES ITS TRACE

Wherever he steps, whatever he touches, whatever he leaves, even unconsciously, will serve as a silent witness against him. Not even his fingerprints or his footprints, but his hair, the fibers from his clothes, the glass he breaks, the tool marks he leaves, the paint he scratches, the blood or semen he deposits or collects- all of these bear mute witness against him. This is evidence that does not forget. It is not confused by the excitement of the moment. It is not absent because human witnesses are. It is factual evidence. Physical evidence cannot be wrong; it cannot perjure itself; it cannot be wholly absent-only its interpretation can err. Only human failure to find it, study and understand it, can diminish its value.
(Harris vs. United States, 331 U.S.145, 1947)

৮.২২ বিশেষজ্ঞ মতামত প্রয়োগের চ্যালেঞ্জসমূহ

(ক) ৫০ ডিএলআর (এডি) ২৩-মহামান্য হাইকোর্টের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং হস্তলিপি বিশারদের মতামত অন্য কোনো সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত না হলে আসামিকে সাজা প্রদান নিরাপদ নয়। (Unsafe)

(খ) ২২ ডিএলআর ৫৭২-হস্তলিপি বিশারদের মতামত স্বাধীন, প্রকৃত বাস্তব (Substantive) সাক্ষ্য নয়। যা সমর্থনমূলক সাক্ষ্য-এর ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য।

(গ) বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে নয়। অন্যান্য সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত না হলে বিশেষজ্ঞ এর সাক্ষ্য আদালত অগ্রাহ্য করতে পারেন।

নবম অধ্যায়

তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক তদন্ত

তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক তদন্ত

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। অপরাধ তদন্তে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কিত ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন

২। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, এলআইসি ও সফটওয়্যারভিত্তিক তদন্ত কার্যক্রম বিষয়ক ধারণা লাভ

৩। ডিজিটাল সাক্ষ্যের গুরুত্ব, সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং করণীয়/বর্জনীয় বিষয়ক আইনগত ও প্রায়োগিক ধারণা অর্জন

৯.১ অপরাধ তদন্তে তথ্যপ্রযুক্তি

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। অপরাধ সংঘটন প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সময়ের প্রয়োজনে অপরাধ তদন্তে তাই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সমধিক প্রযোজ্য ও আবশ্যকীয়। অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অপরাধীরা প্রধানত নিম্নবর্ণিত ৩টি উপায়ে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারসহ তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে থাকে।

প্রথমত, অন্যের কম্পিউটারে অনধিকার প্রবেশ: এ ক্ষেত্রে অপরাধীরা অন্যের কম্পিউটারে সঞ্চিত ও রক্ষিত ডাটা বা তথ্য চুরি বা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ করে। অনেক ক্ষেত্রে কম্পিউটারকে ঠিকমতো কাজ করতে না দেয়ার জন্য বা নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে বাধা দেয়ার জন্য অপরাধীরা কম্পিউটারে অনুপ্রবেশ করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, তথ্য সংরক্ষণ: এ ক্ষেত্রে অপরাধীরা তাদের ব্যবহৃত কম্পিউটার ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য, সহযোগীদের নামের তালিকা, স্থানের নাম, মিটিংয়ের শিডিউল ইত্যাদি তথ্য এবং পরিশেষে অপরাধ সংঘটনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ধারণ করে থাকে।

তৃতীয়ত, যোগাযোগের হাতিয়ার: অপরাধীরা ইন্টারনেটকে অপরাধ পরিকল্পনায় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। তা ছাড়া পাইরেটেড সফটওয়্যার, গান, ছবি, ভিডিও আদান-প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকারের আর্থিক জালিয়াতির ঘটনাগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ ছাড়া অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অপরাধীরা মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, বিভিন্ন ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার করে থাকে। পর্নোগ্রাফি, মানবপাচার, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ চক্র কর্তৃক অপরাধ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিত্তিক অপরাধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অপরাধ তদন্তে তাই তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা আবশ্যক।

৯.২ সাইবার ক্রাইম

'সাইবার ক্রাইম' বলতে যেকোন ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেটসহ তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে যে অপরাধ করা হয়, তাকেই বোঝানো হয়। সাইবার ক্রাইমের ক্ষেত্রে, ডিজিটাল ডিভাইস হলো 'অপরাধ সংঘটনের মাধ্যম' অথবা 'অপরাধ সংঘটনের টার্গেট'। তথ্য চুরি, তথ্য বিকৃতি, প্রতারণা, ব্ল্যাকমেইল, অর্থ চুরি ইত্যাদি তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে করা হলে সেগুলোকে সাধারণ ভাষায় সাইবার অপরাধ বলা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধন ২০১৩)

৫৪(১) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মালিক বা জিম্মাদারের অনুমতি ব্যতিরেকে– (ক) উহার ফাইলে রক্ষিত তথ্য বিনষ্ট করবার বা ফাইল হইতে তথ্য উদ্ধার বা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করেন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে সহায়তা করেন; ... (জ) ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেরক বা গ্রাহকের অনুমতি ব্যতীত, কোন পণ্য বা সেবা বিপণনের উদ্দেশ্যে, স্পাম উৎপাদন বা বাজারজাত করেন বা করিবার চেষ্টা করেন বা অযাচিত ইলেক্ট্রনিক মেইল প্রেরণ করেন; (ঝ) কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ বা কারসাজি করিয়া কোন ব্যক্তির সেবা গ্রহণ বাবদ ধার্য চার্জ অন্যের হিসাবে জমা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ।

৫৭(১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

সাইবার ক্রাইমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনসমূহ

বাংলাদেশে সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচারে মূলত নিম্নোক্ত আইনগুলো প্রযোজ্য:

- Information and Communication Technology Act, 2006 (Amendment 2013)
- Pornography Control Act, 2012
- Bangladesh Telecommunication Act, 2001
- Penal Code, 1860
- Code of Criminal Procedure, 1898
- Evidence Act, 1872
- Anti Terrorism (Amendment) Act, 2013

সাইবার ক্রাইমের ভিকটিম

যে কেউ সাইবার ক্রাইমের ভিকটিম হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সাইবার ক্রাইমকে মূলত ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ– Crime Against Individuals
২. সম্পদের বিরুদ্ধে অপরাধ– Crime Against Property
৩. সংস্থার বিরুদ্ধে অপরাধ– Crime Against Organization
৪. বৃহত্তর সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ– Crime Against Society at large

বিভিন্ন সাইবার অপরাধের ধরন

১. ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অবকাঠামোকে সরাসরি আক্রমণ।
২. ভাইরাস আক্রমণ।
৩. মেলওয়্যার/ই-মেইল স্পামিং– ভুয়া আইডি/ই-মেইল অ্যাড্রেস ব্যবহার করে নাম-ঠিকানা, ক্রেডিট কার্ড নম্বর এমনকি ফোন নম্বর নিয়ে মিষ্টি কথায় ভোলাতে চেষ্টা করে অপরাধী চক্র। ই-মেইল অ্যাকাউন্টের স্পাম ফোল্ডারে এমন মেইল প্রায়ই আসে।
৪. সাইবার হয়রানি– ই-মেইল বা ব্লগ বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে হুমকি দেয়া, ব্যক্তির নামে মিথ্যাচার/অশ্লীল অপপ্রচার, নারী অবমাননা, যৌন হয়রানি।
৫. ফিশিং– ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং সাইটগুলো ও এর ব্যবহারকারীদের লগইন/আইডি সংক্রান্ত তথ্য চুরি হচ্ছে।
৬. অর্থ আত্মসাৎ– ইন্টারনেট থেকে তথ্য চুরি করে ব্যাংকের এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে।
৭. সাইবার মাদক ব্যবসা– আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে ফাঁকি দিতে ইদানীং ইন্টারনেট ব্যবহার করে মাদক ব্যবসার প্রবণতা বেড়েছে।
৮. পাইরেসি– সদ্য প্রকাশিত বই, গান, সিনেমা ও অন্যান্য কপিরাইটকৃত সম্পদের সফট কপি টরেন্ট/এমপিথ্রি/জিপফাইল বা অনান্য ফরমেটে ইন্টারনেটে শেয়ার হয়ে যাচ্ছে।
৯. ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি স্বত্ব লঙ্ঘন।
১০. পর্নোগ্রাফি– অ্যাডাল্ট/শিশু পর্নোগ্রাফি ইন্টারনেটে ভয়ঙ্করভাবে বেড়েছে।
১১. ব্যক্তিগত তথ্য/পরিচয়/ছবি চুরি ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার বেড়েছে।
১২. হ্যাকিং– বাংলাদেশেও ওয়েবসাইট হ্যাকিং ব্যাপকভাবে বেড়েছে।
১৩. ক্র্যাকিং– ক্র্যাকিং হলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিংবা ক্রেডিট কার্ড নম্বর চুরি করে গোপনে অনলাইন ব্যাংক থেকে অর্থ আত্মসাৎ।

সাইবার ক্রাইমের মোটিভ

শুরুর দিকে সাইবার ক্রাইমের মোটিভ ছিল:

- নিজেকে জাহির করা
- কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া
- দুষ্ট লোকের সহজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা
- কারো সাথে 'Fun' করা

বর্তমানে সাইবার ক্রাইমের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- অর্থ উপার্জন করা
- রাজনৈতিক প্রচারণা
- এমনকি যুদ্ধ!

সাইবার ক্রাইমের বৈশিষ্ট্য:

- ২৪/৭ (বিরতিহীন) অপরাধ করার সুযোগ
- ঘরে বসে/ঘটনাস্থল থেকে দূরে থেকে অপরাধ করার সুযোগ
- অপেক্ষাকৃত কম খরচ ও কম ঝুঁকি
- ভুয়া/অস্তিত্বহীন পরিচয়ে/বেনামে অপরাধ করার সুযোগ
- অপরাধের প্রমাণ/Trace দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়া
- অপরাধীর অবস্থান শনাক্তকরণ কঠিন
- এক দেশ থেকে অন্য দেশে অপরাধ করা
- প্রচলিত অপরাধের চেয়ে শত/হাজার গুণ লাভ করার সুযোগ

বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ:

বাংলাদেশে যত সাইবার অপরাধের ঘটনা জনসমক্ষে এসেছে, তার বেশির ভাগই হয়েছে শৌখিন ও অপেশাদার হ্যাকার/ক্র্যাকারদের দিয়ে। ই-মেইলে হুমকি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওয়েবসাইট হ্যাক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তির ওয়েবসাইট হ্যাক ও তথ্য চুরি, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হুমকি প্রদান, নাজেহাল করা ও অপপ্রচার ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। প্রচলিত সাইবার অপরাধের মধ্যে আছে ফ্রড (Fraud) কিংবা প্রতারণা, ক্রেডিট কার্ডের নম্বর চুরি, ব্ল্যাকমেইল, পর্নোগ্রাফি, হয়রানি, অনলাইনের মাধ্যমে মাদক পাচার/ব্যবসা, এমনকি সন্ত্রাস ও জঙ্গি অপরাধ প্রভৃতি। আবার জাল সার্টিফিকেট তৈরি, জাল টাকা বা জাল পাসপোর্ট, বিভিন্ন প্রকার দলিল-দস্তাবেজ কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরির অসংখ্য ঘটনা অহরহ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

সিআইডি, ডিএমপি এবং র‍্যাবের (RAB) সাইবার ক্রাইম/ফরেনসিক শাখা হতে যে সকল সহায়তা প্রদান করা হয়:

- যেকোনো ডিজিটাল ডাটা উদ্ধার, বিশ্লেষণ, বিশেষজ্ঞ মতামত, তদন্ত ও অনুসন্ধান।
- মোবাইলে (mobile phone)/কম্পিউটারের ডাটা উদ্ধার।
- মোবাইলে/কম্পিউটারে লুকানো ডাটা উদ্ধার।
- মোবাইলে/কম্পিউটারে মুছে ফেলা (deleted) ডাটা উদ্ধার।
- মোবাইল/কম্পিউটারের লক খোলা।
- পেনড্রাইভ/CCTV/ক্যামেরা ইত্যাদি বিভিন্ন ডিজিটাল যন্ত্রের ডাটা উদ্ধার।
- পাসওয়ার্ড রিকভারি।

- নেটওয়ার্ক/ISP/সাইবার ক্যাফে সংক্রান্ত অপরাধ তদন্ত ও অনুসন্ধান।
- পানিতে ডোবা, আগুনে পোড়া, নষ্ট হার্ডডিস্ক/মোবাইলের ডাটা উদ্ধার।
- ফেসবুক/টুইটার/অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইউটিউব, ই-মেইল সংক্রান্ত তদন্ত ও অনুসন্ধান।
- হ্যাকিং/ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি/অনলাইন ব্যাংকিং প্রতারণা ও আত্মসাৎ সংক্রান্ত অপরাধ তদন্ত ও অনুসন্ধান।
- যেকোনো ডিজিটাল সিস্টেম সংক্রান্ত অপরাধ তদন্ত ও অনুসন্ধান।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ মতামতের ক্ষেত্রসমূহ:

(ক) ফরেনসিক সফটওয়্যার ব্যবহার করে মুছে ফেলা ফাইল উদ্ধারপূর্বক মতামত প্রদান।
(খ) লুকিয়ে থাকা যেকোনো ফাইল উদ্ধারপূর্বক মতামত প্রদান।
(গ) অশ্লীল কোনো স্থিরচিত্র/ভিডিও আছে কি না সে সংক্রান্তে মতামত প্রদান।
(ঘ) কোনো জাল দলিল বা সার্টিফিকেট আছে কি না সে সংক্রান্তে মতামত প্রদান।
(ঙ) কম্পিউটারে কোনো ইউএসবি সংযোগ করা হয়েছিল কি না সে সংক্রান্তে মতামত প্রদান।
(চ) কোনো ফাইল মুছে ফেলা বা ওভাররাইট হয়েছে কি না সে সংক্রান্তে মতামত প্রদান।
(ছ) কম্পিউটারটি ইন্টারনেট সংযোগ থাকা অবস্থায় কোন কোন ওয়েবসাইটস ভিজিট করা হয়েছে সে বিষয়ে মতামত প্রদান।
(জ) লোকাল ওয়েব-মেইল উদ্ধারপূর্বক মতামত প্রদান।
(ঝ) নির্দিষ্ট কোনো ফাইল বা কি-ওয়ার্ড খুঁজে বাইরপূর্বক মতামত প্রদান।
(ঞ) সক্রিয় যেকোনো ডিজিটাল স্টোরেজ মিডিয়া যেমন- কম্পিউটার/ল্যাপটপ, হার্ডডিস্ক, ডিভিআর হার্ডডিস্ক, পেনড্রাইভ, সিডি/ডিভিডিসহ ডিজিটাল ক্যামেরা, বিভিন্ন মডেলের মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ড, সিম কার্ড, এসডি ও মাইক্রো এসডি কার্ড এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রদান।

৯.৩ মোবাইল ট্র্যাকিং

আধুনিক যুগে মোবাইল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রেও মোবাইল ফোনের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। অপরাধীরা নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের পাশাপাশি নানাবিধ অপরাধ ঘটাতেও মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকে। অপরাধ সংঘটনের অনেক পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা করা, সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ, অপরাধ সংঘটনের দরকারি রসদ সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা হয়। তাই মোবাইল ফোন-এর মতো physical evidence অথবা মোবাইল ফোন নম্বরসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি তদন্তের ক্ষেত্রে অপরাধী চিহ্নিতকরণ এবং অপরাধীর ভূমিকা নির্ধারণে বিশেষ সহায়ক।

একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল থেকে যে সকল মোবাইল ফোন নম্বরসমূহ সংগ্রহ করবেন সেগুলো হলো-

(ক) ভিকটিমের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নম্বরসমূহ।
(খ) ঘটনাস্থল থেকে যে সকল মোবাইল ফোন/সিম পাওয়া যাচ্ছে।
(গ) যদি সন্দেহভাজন থাকে তবে তার/তাদের মোবাইল ফোনের নম্বরসমূহ এবং
(ঘ) ঘটনাস্থলের প্রতিটি মোবাইল ফোনের অপারেটরের LAC এবং Cell ID.

মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফোন নম্বরসমূহের কললিস্ট সংগ্রহ করবেন। কললিস্টকে পূর্ণাঙ্গভাবে CDR বা Call Details Record বলা হয়ে থাকে। CDR-এ যে সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকে সেগুলো কলাম অনুযায়ী নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

৯.৪ Call Details Record

কলাম-১ (Date and Time): এই কলামে কল অথবা sms করার সময় উল্লেখ থাকে।
কলাম-২ (A Party): A Party নম্বরটি হলো যে নম্বরের CDR সংগ্রহ করা হয়েছে সেই নম্বর।

কলাম-৩ (B Party): B Party হলো যাদের সাথে A Party-র call অথবা sms-এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।
কলাম-৪ (Duration): Duration বলতে A Party অথবা B Party-র মধ্যকার একটি call-এর সর্বমোট সময় (সেকেন্ড) থাকে।
কলাম-৫ (USAGE TYPE): ব্যবহারের ধরন A Party এবং B Party-র মধ্যে সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ কী ধরনের ছিল তা এই কলামে উল্লেখ থাকে। এ কলামে প্রধান যে ধরনগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হলো-

(ক) MOC-Mobile Originated Call-এর অর্থ– A Party B Party-কে কল করেছে।
(খ) MTC-Mobile Terminated Call-এর অর্থ– B Party-কে A Party কল করেছে।
(গ) SMS-MO-SMS Mobile Originated-এর অর্থ– A Party B Party-কে SMS করেছে।
(ঘ) SMS-MT-SMS Mobile Terminated-এর অর্থ– B Part-কে A Party SMS করেছে।
(ঙ) CFC-Call Forward করা হয়েছে।

কলাম-৬ (LAC-Local Area Code): Local Area Code বলতে একটি মোবাইল ফোন টাওয়ারের ট্রান্সমিশন সীমানার অন্তর্ভুক্ত একটি কাল্পনিক বৃত্তাকার এলাকা। মোবাইল ফোন টাওয়ারের ক্ষমতা ও ব্যবহারকারীর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে LAC-এর আয়তন কম-বেশি হতে পারে।
কলাম-৭ (Cell ID): LAC-এর অধীনে ছোট একটি কাল্পনিক এলাকা নির্দেশ করে, একটি LAC-এর আয়তনের ভেতর একাধিক Cell থাকে। Cell ID একটি ইউনিক নম্বর। যেকোনো মোবাইল ফোন অপারেটরের জন্য সমগ্র বাংলাদেশে এক জায়গার Cell ID-এর সাথে অন্য জায়গার Cell ID মিলবে না।
কলাম ৮ (IMEI): International Mobile Epuipment Identity. প্রতিটি মোবাইল ফোনসেটের একটি ১৫ সংখ্যার শনাক্তকরণ নম্বর থাকে যা সাধারণত মোবাইল ফোনসেটের ব্যাটারি খুললে ভেতরে দেখা যায়। একটি মোবাইলের জন্য ১৫ সংখ্যার একটি নম্বরই নির্দিষ্ট থাকে। এই নম্বরটি অন্য কোনো মোবাইলের IMEI-এর সাথে মিলবে না। IMEI-এর ১৫তম সংখ্যাটিকে Check digit বলে। CDR-এর Check digitটি শূন্য দেখায় বলে প্রথম ১৪টি নম্বরই মূলত IMEI-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। IMEI যদিও একটি গুরুত্বপূর্ণ শনাক্তকরণ নম্বর কিন্তু অনেক নকল মোবাইল সেটে IMEI সঠিক নাও থাকতে পারে। নকল সেটের ক্ষেত্রে একটি IMEI নম্বরে একাধিক সেটও পাওয়া যেতে পারে। IMEI নম্বরটি সঠিক কি না বা আসল প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির মোবাইল কি না তা পরীক্ষার জন্য International Numbering Plans ওয়েবসাইটে চেক করা যেতে পারে।

কলাম-৯ (BTS address): Base Transmision Station. এটি CDR-এর শেষ কলাম। এই ঠিকানাটি যে টাওয়ারের অধীনে মোবাইল ফোনটি ব্যবহৃত হচ্ছে সেই টাওয়ারের ঠিকানা। খেয়াল রাখতে হবে যে, এই ঠিকানাটি মোবাইল ফোন টাওয়ার যে জায়গার ওপরে স্থাপিত তার ঠিকানা।

৯.৫ মোবাইল রেজিস্ট্রেশন ফরম

এই রেজিস্ট্রেশন ফরমটি মোবাইল কেনার সময় গ্রহীতা পূরণ করে থাকেন। এতে যে সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকে সেগুলো হলো-

(ক) ব্যবহারকারীর নাম
(খ) ব্যবহারকারীর প্রকৃত নাম ও ঠিকানা
(গ) বয়স
(ঘ) পেশা
(ঙ) পিতা ও মাতার নাম
(চ) স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা
(ছ) যোগাযোগের নম্বর
(জ) শনাক্তকারী বা পরিচিত কারো নাম ও ঠিকানা।

৯.৫.১ নমুনা রেজিস্ট্রেশন ফরম

Part-A

grameenphone

RE-REGISTRATION

REGISTRATION FORM

(Pre-Paid / Post-Paid / PSTN / Others:)

Finger Print (Left/Right Thumb)

Form Serial No: 18750654

Issued Mobile No: 017151

1. *User: Individual's/Company's Name: (In Bangla) মোঃ রহমান

(In English) MD: HASIBUR RAHMAN

2. *User's Name (In case of Company): (In Bangla) প্রযোজ্য নয়

(In English) N/A

3. User's Date of Birth: 01 / 02 / 1974 Age: 33 Years 07 Months (Not below 18 years)

4. Gender: Male/Female: MALE

5. Occupation: BUSINESS

6. Nationality: BANGLADESHE

7. Permanent Address: D.N. ROOD MONDYPARA N.GONJ

8. Present (for Mobile Subscriber)/Connection (for PSTN) Address: SECRETARIAT ROOD FULL BARIA DHAKA

9. Contact No: Tel: N/A Mobile: 017124 Fax: N/A E-mail: N/A Any Other: N/A

10. *Father's Name: (In Bangla) মোঃ (In English) MD. AHMED

11. *Mother's Name: (In Bangla) (In English) BAGUM

12. *Husband/Wife's Name (if married): (In Bangla) রহমান (In English) RAHMAN

13. Second Contact: (Name & Address) MD. RAHMAN D.N ROOD MONDYPARA N.GONJ Mob/Tel No: 017124

14. All Mobile/Land Phone numbers under his/her possession:

15. Photo Identity Document: (ID Card/Driving Licence/Gun Licence/ Passport/ BTRC form 2006(A)/Any Other Identity Document with Photo)

Operator's Representative/Authorised Seller
I have personally verified the attached photograph and identity of the applicant

TELE WORLD

Sign with Seal:
Name and Address:

User
I hereby declare that the information given above is correct. In case of any false information, I shall be liable to appropriate legal action.

Sign:
Date: 26/09/07

৯.৬ সিডিআর পর্যালোচনা

তদন্তকারী কর্মকর্তার একাগ্রতা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের মাধ্যমেই CDR হতে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর অনেক তথ্য বের করতে পারেন যা তার তদন্তে সহায়ক হয়। মূলত যে সকল তথ্য CDR হতে পাওয়া যেতে পারে তা হলো ব্যবহারকারীর–

- রেজিস্ট্রেশনটি সঠিক কি না
- ঘটনা ঘটার সময় ব্যবহারকারীর অবস্থান
- জীবনযাপন পদ্ধতি
- যাদের সাথে বেশি যোগাযোগ আছে
- যে এলাকায় রাত্রিযাপন করে
- তার যাতায়াতের গতিপথ, আগমন-প্রস্থান

- ঘটনার সময় অবস্থান
- সহযোগীদের মোবাইল ফোন নম্বর
- ব্যবহৃত IMEI (এক বা একাধিক)
- FNF নম্বর সমূহ
- তার শনাক্তকারীর পরিচিতি ইত্যাদি।

রেজিস্ট্রেশন ব্যবহারকারীর CDR এবং তার সাথে যোগাযোগকারীদের তথ্য পর্যালোচনা করে তদন্তকারী কর্মকর্তা I/O তার লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন ও কীভাবে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা যাবে সে বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন।

৯.৬.১ নমুনা সিডিআর

MSISDN	17175XXXXX
Start Date	4/9/2013
End Date	4/24/2013
Number Type	Prepaid
Activation Date	6-Jun-05

Date Time	AParty	BParty	[illegible]	Cell	IMEI		Address
4/24/2013 16:23	8801715186xxx	8801716532xxx	13 MTC	21044	10059	358595048756680	20/1,Nawab Katra(Chankhar Pool), Dhaka-1000.
4/24/2013 16:09	8801715186xxx	8801712570xxx	24 MTC	21044	17484	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.
4/24/2013 15:19	8801715186xxx	8801964846xxx	18 MOC	21044	17484	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.
4/24/2013 15:17	8801715186xxx	27214xxx	5 MOC	21044	17482	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.
4/24/2013 15:14	8801715186xxx	8801737937xxx	59 MOC	21044	17484	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.
4/24/2013 13:48	8801715186xxx	8801716532xxx	28 MOC	21044	17484	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.
4/24/2013 12:35	8801715186xxx	8801962643xxx	27 MOC	21044	17484	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.
4/24/2013 5:34	8801715186xxx	8801778745xxx	30 MTC	25052	17305	358595048756680	1B.B.Road, Alam Khan Lane Kalibazar,Narayngonj,Dhaka.
4/23/2013 22:21	8801715186xxx	8801711352xxx	16 MOC	21044	17484	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.
4/23/2013 14:58	8801715186xxx	8801711352xxx	11 MTC	21044	17484	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.
4/23/2013 12:16	8801715186xxx	8801962643xxx	24 MTC	21049	17141	358595048756680	7/1, Ahsan Ullah Road,Buriganga Bhawan, Wise Ghat, Dhaka-1100
4/23/2013 10:38	8801715186xxx	8801819477xxx	56 MTC	21053	36775	358595048756680	Vill: Dapa Sadarbari Road P.O: Fatullah Thana : Fatullah Dist: Narayangonj
4/23/2013 9:42	8801715186xxx	8801774903xxx	24 MTC	25052	11305	358595048756680	1B.B. Road, Alam Khan Lane,Kalibazar, Narayangonj, Dhaka.
4/22/2013 22:43	8801715186xxx	8801711352xxx	21 MOC	21044	17484	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.
4/22/2013 19:12	8801715186xxx	8801687408xxx	17 MOC	21044	17484	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.
4/22/2013 18:39	8801715186xxx	8801687408xxx	19 MOC	21044	17484	358595048756680	Annexco Tower, Phonix Road, Fulbaria, Bangabazar, Dhaka.

৯.৭ আইপি ট্র্যাকিং (IP Tracking)

IP Tracking-এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যখন ই-মেইলের সহজ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোনো অপরাধ করা হয়। এখন সংশ্লিষ্ট ই-মেইলের ভেতরে যে কম্পিউটার থেকে মেইলটি এসেছে সেই IP Address থাকে। এই IP Address-এর সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগুলো বেশ কিছু ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বা সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর অবস্থান বা সে কোন ISP ব্যবহার করেছে তা বের করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওয়েবসাইটগুলো হলো: What is my ipaddress.com, Fracening ipaddress.com, ipaddress location ovg. find ipaddress.ovg ইত্যাদি। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, এটি কোনো ইউনিক সমাধান নয়। বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা সফটওয়্যার ব্যবহার করে অপরাধী তার প্রকৃত IP Address আড়াল করতে পারে। এরপর ISP Provider-এর কাছ থেকে ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, ISP সমূহ অল্প সময়ের জন্য LOG সংরক্ষণ করে। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব ISP-এর নিকট থেকে অপরাধীর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৯.৭.১ ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ অনুসন্ধানে আইএসপি-এর ভূমিকা

ইন্টারনেট ক্রাইম অনুসন্ধান একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ব্যবহারকারীর ডাটাসমূহ ও তথ্য বিভিন্ন আইএসপি কোম্পানির সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে এবং অনেক সময় তা ভিন্ন কোনো দেশে অবস্থিত থাকে। ইন্টারনেট ক্রাইম প্রমাণের জন্য অবশ্যই সঠিক তথ্য আদালতে উপস্থাপন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আইএসপিসমূহের নিকট হতে সহায়তা নিয়ে কাজটি করতে হয়। যে কারণে ক্রাইম তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশ বা তদন্তকারী সংস্থার সাথে আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহের সুসম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

আইএসপি-এর নিকট হতে যে সমস্ত ডাটা সংগ্রহ করা হয় তা সাধারণত তিন ধরনের হয়–

(১) ব্যবহারকারীর তথ্য: তথ্যসমূহের সংজ্ঞা একেক দেশে একেক রকম হতে পারে এবং তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশ ভেদে আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে একজন গ্রাহকের তথ্য বলতে আমরা বুঝি–

- নাম
- ঠিকানা
- ফোন নম্বর
- টেলিফোন বিল রেকর্ড।

(২) তথ্য বা বার্তা লেনদেন: বার্তা লেনদেনের তথ্য, ব্যবহারকারী লগ অন অফ করার সময়, ক্রেডিট কার্ড নম্বর, ডিজিটকৃত ওয়েবসাইটের ঠিকানাসমূহ, ই-মেইল আদান-প্রদানকারীদের নাম ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়।

(৩) বার্তা বা মেসেজের বিষয়বস্তুর তথ্য: এ ছাড়া কনটেন্ট ইনফরমেশন বলতে সন্দিগ্ধ ব্যক্তি ই-মেইলে প্রকৃতপক্ষে কী বার্তা লিখেছিল তাকে বোঝায়। এ ক্ষেত্রে ISP সার্ভার হতে এই তথ্যসমূহ পাওয়া সম্ভব। সার্ভারসমূহে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর তথ্যসমূহ কতক্ষণ সংরক্ষিত থাকবে তা নির্ভর করে ISP কোম্পানির ওপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ তথ্য ১-২ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখা হয়।

৯.৮ LIC-এর ভূমিকা

মোবাইল সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান ও মোবাইল অপারেটরদের সাথে যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ-এর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ডিএমপি, এসবি, সিআইডিতে Lawful Interception Cell (LIC) নামে একটি করে ইউনিট রয়েছে। এসব ইউনিটের Authorised mail Address-এ mail করে তদন্তকারী কর্মকর্তা CDR সংগ্রহ করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে, মেইলটি অবশ্যই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কেবল তদন্তের প্রয়োজনেই অনুমোদিত হতে হবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা পাঠাতে হবে।

৯.৯ প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার

CDR Analysis-এর জন্য যে সকল সফটওয়্যার অবশ্যই প্রয়োজনীয় তা হলো-

- Microsoft Excel
- Microsoft Word
- CELL TRACKER For Mobile

৯.১০ TELEPHONE TAPPING

মোবাইলের CDR-এর মতো Telephone Tapping বা কথোপকথন রেকর্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তদন্ত ও অপারেশনের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তের প্রয়োজনে এ সকল তথ্য A Party B Party-র সাথে কী কথা বলেছে তা কথোপকথন রেকর্ডের মাধ্যমে জানা যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে, অতীতের কথোপকথন রেকর্ড সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে জানানোর পরবর্তী সময়ের রেকর্ডকৃত কথোপকথন পাওয়া সম্ভব।

৯.১১ ডিজিটাল সাক্ষ্য

অপরাধ বা ঘটনার যে সকল ডিজিটাল বস্তুগত সাক্ষ্য জড়িত বা সম্পর্কিত বা ঘটনা সংঘটনের উপাদান হিসেবে যে সকল ডিজিটাল বস্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাদেরকে আমরা ডিজিটাল সাক্ষ্য বলতে পারি।

ডিজিটাল সাক্ষ্য হিসেবে আমরা যা পেতে পারি–

- হার্ড ডিস্ক (Internal & External)

- Floppy Disks
- CDs/DVDs
- Pen Drives (Dongles)
- Flash Drives
- Modems
- Routers
- Mobile Phones
- Tape Drive
- Zip Cartridges
- Cameras
- MP3 Players
- Networks Devices
- Bluethooth-connected devices
- InfraRed Devices
- WiFi Devices
- SD/ Micro SD Memory Card

৯.১১.১ ডিজিটাল সাক্ষ্য কেন সংগ্রহ করা প্রয়োজন

- মামলা বা অভিযোগ তদন্তের প্রয়োজনে এবং
- বিচারকালে ঘটনা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য হিসেবে ডিজিটাল এভিডেন্স সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

৯.১১.২ ডিজিটাল ডিভাইস সংক্রান্তে বিশেষজ্ঞ মতামত কেন প্রয়োজন

ডিজিটাল ডিভাইসে সংরক্ষিত তথ্য সুপ্ত প্রকৃতির। কেননা অপরাধ সংঘটনের পর আসামি সাক্ষ্য-প্রমাণ নষ্ট করার নিমিত্তে তার ব্যবহৃত ডিজিটাল ডিভাইস হতে তথ্য মুছে ফেলতে পারে অথবা অন্য কোনোভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে। কাজেই কোনো মামলায় জব্দকৃত ডিজিটাল ডিভাইসে সংরক্ষিত তথ্যের সাথে আসামির সম্পৃক্ততা নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

৯.১১.৩ ডিজিটাল ডিভাইস হতে কী কী তথ্য উদ্‌ঘাটন সম্ভব

কোনো ঘটনা বা মামলায় ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ করা হলে জব্দকৃত উক্ত ডিভাইসে ধারণকৃত মুছে ফেলা স্থির ছবি/অডিও/ভিডিওসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব, যা সর্বোপরি কোনো মামলার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করতে সহায়তা প্রদান করে। সন্দিগ্ধ ব্যক্তি কম্পিউটারের তথ্য মুছে ফেললেও অধিকাংশ সময় তা হার্ডডিস্কে থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে হার্ডডিস্কে পাওয়া তথ্য দিয়ে আসামির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা সম্ভব হয়। আসামি একাধিকবার কোনো ফাইল মুছে থাকলেও বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে হার্ডডিস্ক থেকে তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তথ্য উদ্‌ঘাটনের পরবর্তী কাজ হচ্ছে জব্দকৃত আলামত বা কম্পিউটারসমূহের যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা যাতে সময়মতো তা আদালতে উপস্থাপন করা যায়।

৯.১১.৪ ডিজিটাল সাক্ষ্য সংক্রান্ত আইন

পর্নোগ্রাফি আইন ২০১২-এর ৭ ধারা

বিশেষজ্ঞ মতামতের সাক্ষ্য-মূল্য: এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ তদন্তকালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত কারিগরী বিশেষজ্ঞ অথবা যে সকল প্রক্রিয়ায় উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেই সকল বিষয়ে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কারিগরী বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অথবা সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কারিগরী দায়িত্বে নিয়োজিত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত বিশেষজ্ঞের মতামত হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং উহা আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করা হইবে।

আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০১২-এর ১৪ ধারা

ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্য-মূল্য: কোন পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোন ঘটনার চলচিত্র বা স্থির চিত্র ধারণ বা গ্রহণ করিলে বা কোন কথা-বার্তা বা আলাপ-আলোচনা টেপ রেকর্ড বা ডিস্কে ধারণ করিলে উক্ত চলচিত্র বা স্থির চিত্র বা টেপ বা ডিস্ক উক্ত অপরাধের বিচারে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ধারা: বিশেষজ্ঞের অভিমত

যখন বিদেশী আইনের কোন প্রশ্ন অথবা বিজ্ঞান বা চারুকলার প্রশ্নে অথবা হস্তাক্ষর বা টিপসহির শনাক্তির প্রশ্নে আদালতকে কোন অভিমত গ্রহণ করিতে হয়, তখন অনুরূপ বিদেশী আইন, অথবা বিজ্ঞান বা চারুকলার প্রশ্নে অথবা হস্তাক্ষর বা টিপসহির শনাক্তির প্রশ্নে সেই সকল ব্যক্তিবিশেষ পারদর্শী, তাহাদের অভিমত অনুরূপ প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক বিষয়। উক্ত সকল লোককে বিশেষজ্ঞ বলা হয়।

৯.১১.৫ ঘটনাস্থল থেকে কীভাবে ডিজিটাল সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে হবে

ডিজিটাল এভিডেন্স হিসেবে যেসব আলামত সংগ্রহ করা হবে সেসব আলামত অভিন্নভাবে মার্ক করার জন্য অবশ্যই প্রতিটি আলামতের ৩টি তথ্য উল্লেখ করতে হবে:

(১) আলামতের ব্র্যান্ড কোম্পানির নাম (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মেমোরি কার্ড, মোবাইল ফোন, ডিভিডি, ডিজিটাল ক্যামেরা প্রতিটির জন্য পৃথক করে)।

(২) আলামতের ধারণক্ষমতা (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মেমোরি কার্ড, মোবাইল ফোন, ডিভিডি, ডিজিটাল ক্যামেরা প্রতিটির জন্য পৃথক করে) [যদি ধারণক্ষমতা জানা যায়]।

(৩) আলামতের সিরিয়াল নম্বর (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মেমোরি কার্ড, মোবাইল ফোন, ডিভিডি, ডিজিটাল ক্যামেরা প্রতিটির জন্য পৃথক করে)।

অনেক সময় আলামতে ওপরের এসব তথ্য থাকে না বা ঘষামাজা করে মুছে ফেলা হয়। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই উক্ত আলামতটি প্যাকেটে সিলগালা করে প্যাকেটের ওপর সাক্ষীদের স্বাক্ষর নিয়ে ছবি তুলে রেখে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে। আলামত জব্দ করার পাশাপাশি তদন্তকারী কর্মকর্তা গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে বা উপস্থিত কম্পিউটার/ল্যাপটপ ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন প্রকার জেরা করতে থাকবেন। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই জানতে হবে সিস্টেমে কী ধরনের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে। সে কোনো ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে থাকলে ইউজার নেইম ও পাসওয়ার্ড তার নিকট হতে জেনে নিতে হবে এবং ইউজার নেইম ও পাসওয়ার্ড পাওয়া গেলে সাথে সাথে Account-এ ঢুকে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে অতঃপর সিকিউরিটি সেটিংসও রিসেট করে দিতে হবে, যাতে সে বা অন্য কেউ তার অ্যাকাউন্টে ঢুকে পাসওয়ার্ড বা তথ্য পরিবর্তন করতে না পারে।

অতঃপর বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য সঠিক ইউজার নেইম এবং পাসওয়ার্ডসহ সিআইডির আইটি ফরেনসিক শাখায় অথবা সাইবার ক্রাইম ইউনিটের নিকট যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রেরণ করতে হবে।

৯.১১.৬ ক্রাইমসিনে পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক আলামত সংগ্রহে করণীয় ও বর্জনীয়

যে অবস্থায় যেখানে ডিজিটাল এভিডেন্স থাকবে সেই অবস্থায় সেখানেই মার্ক করে ছবি তুলতে হবে।
ঘটনাস্থলে ২ ধরনের ডিজিটাল এভিডেন্স পাওয়া যেতে পারে:

- বন্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত ডিজিটাল সাক্ষ্য।
- চালু অবস্থায় প্রাপ্ত ডিজিটাল এভিডেন্স।

বন্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত ডিজিটাল এভিডেন্স সংগ্রহের ক্ষেত্রে করণীয়-

- যে অবস্থায় যেখানে ডিজিটাল এভিডেন্স থাকবে সেই অবস্থায় সেখানেই মার্ক করে ছবি তুলতে হবে।

চালু অবস্থায় প্রাপ্ত ডিজিটাল এভিডেন্স সংগ্রহের ক্ষেত্রে করণীয়:

- যে অবস্থায় যেখানে ডিজিটাল এভিডেন্স থাকবে সেই অবস্থায় সেখানেই মার্ক করে ছবি তুলতে হবে।
- 'লাইভ ইমেজিং'-এ দক্ষ কর্মকর্তা থাকলে চালু অবস্থায় 'লাইভ ইমেজ' নিতে হবে।
- 'লাইভ ইমেজিং'-এ দক্ষ কর্মকর্তা না থাকলে উক্ত ডিজিটাল ডিভাইস সরাসরি বন্ধ করতে হবে।

PC is ON and Triage tool is unavailable, then.....

সব সময় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি দিয়েই ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত চালু কম্পিউটার বন্ধ করা উচিত। যদি দক্ষতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি পাওয়া না যায় সে ক্ষেত্রে করণীয়:

- কম্পিউটারের পেছনে পাওয়ার কর্ডটি টান দিয়ে খুলে কম্পিউটার বন্ধ করতে হবে। কখনোই অপারেটিং সিস্টেমে গিয়ে পাওয়ার অফ বাটনে ক্লিক করে কম্পিউটার বন্ধ করা যাবে না।
- পাওয়ার কর্ডটি অবশ্যই কম্পিউটার প্রান্ত থেকে টেনে খুলতে হবে। মাল্টিপ্লাগের দিক থেকে নয়।
- ল্যাপটপ চালু থাকলে ছবি তোলার পর অবশ্যই ব্যাটারি খুলে ফেলতে হবে।

চালু/বন্ধ যেকোনো অবস্থায় প্রাপ্ত ডিজিটাল এভিডেন্স সংগ্রহের ক্ষেত্রে করণীয়:

- কম্পিউটার/ল্যাপটপের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইসের পৃথক পৃথক সিরিয়াল নম্বর উল্লেখপূর্বক একটি জব্দ তালিকা তৈরি করতে হবে। যদি হার্ডডিস্ক, সিডি/ডিভিডি বা পেনড্রাইভ পাওয়া যায় তবে তা গণনা করে নিজ হেফাজতে নিতে হবে এবং লেবেল লাগাতে হবে।
- প্রতিটি সংযোগের সাথে লেবেল লাগাতে হবে এবং নাম্বারিং করতে হবে।

৯.১১.৭ ডিজিটাল ডিভাইস সংক্রান্তে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণে কী কী কাগজপত্রাদি প্রয়োজন এবং কোথায় প্রেরণ করতে হবে

কোনো ঘটনায় জব্দকৃত ডিজিটাল ডিভাইস বিশ্লেষণ করে তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন হলে নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদিসহ ডিভাইস/ডিভাইসসমূহ বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক), সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা বা বিশেষ পুলিশ সুপার (অর্গানাইজড ক্রাইম), সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

- জব্দকৃত ডিজিটাল ডিভাইস/আলামত/মিডিয়া বিশ্লেষণ করে কী ধরনের তথ্য প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক) বা বিশেষ পুলিশ সুপার (অর্গানাইজড ক্রাইম) বরাবর আবেদনপত্র।
- বিজ্ঞ আদালতের আদেশপত্র।
- পিআরবি বিপি ফরম নং-৮৬ মোতাবেক বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ক্ষমতাপত্র।
- জব্দ তালিকার সত্যায়িত ফটোকপি।
- এজাহার ও FIR.

৯.১১.৮ ডিজিটাল সাক্ষ্যের স্পর্শকাতরতা

ডিজিটাল সাক্ষ্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সুতরাং, সাবধানতার সাথে এটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। অপরাধী ইন্টারনেট বা ডিজিটাল ক্রাইম করার সময় কিছু ডিজিটাল সাক্ষ্য বা আলামত পেছনে ফেলে রেখে যায়, যার কিছু অংশ কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে এবং কখনো কখনো সিডি বা পেনড্রাইভে সংরক্ষিত থেকে যায়। ডিজিটাল সাক্ষ্য সংগ্রহের সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, কেননা তা খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যেতে পারে।

৯.১১.৯ জব্দকৃত ডিজিটাল ডকুমেন্টের সাক্ষ্য-মূল্য অক্ষুণ্ন রাখা বা হ্যাস নম্বর সংরক্ষণ করা

তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিজিটাল ডকুমেন্ট খুলে কোনো কাজ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি, তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে সাক্ষীর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ফাইল বা ফোল্ডারের হ্যাস নম্বর বের করে জব্দ তালিকায় লিখতে হবে। জব্দকৃত কোনো ফাইল বা ডিজিটাল ছবি/ডকুমেন্ট তদন্তকারী অফিসার যদি ভুলক্রমে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করেন তবে উক্ত ফাইলের হ্যাস নম্বর পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আদালতে অপরাধীর বিরুদ্ধে কোনো ডিজিটাল সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য অবশ্যই তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। অন্যথায় আসামিপক্ষ পুলিশ কর্তৃক তার সুবিধামতো সাক্ষ্য জালিয়াতি করার অজুহাতে সুবিধা নেবে। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, সম্ভব হলে জব্দকৃত কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের দুটি কপি সিডি করে এর একটি আদালতে উপস্থাপনের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং অন্যটি দিয়ে তদন্ত ও বিশ্লেষণমূলক কাজ করতে হবে। কোনো ডিজিটাল ডকুমেন্টের হ্যাস নম্বর বের করার জন্য বাজারে বিনা মূল্যের অর্থাৎ free software সহ (যেমন-Hashcalc) একাধিক সফটওয়্যার পাওয়া যায়।

৯.১২ আলামত সংগ্রহে সাবধানতা

(ক) কম্পিউটার যন্ত্রাংশ জব্দ করার সময় তিনটি জিনিসের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে–

প্রথমত, নিশ্চিত করতে হবে যে, ডিজিটাল আলামতটি তদন্তকারী কর্মকর্তা বা আসামির দ্বারা কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়।

দ্বিতীয়ত, যন্ত্রাংশগুলো যাতে ভেঙে না যায় সে জন্য জব্দ করার পর সুরক্ষা মোড়কে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, পূর্ণাঙ্গ জব্দ তালিকা করতে হবে এবং ক্রাইমসিনের ছবি তুলে রাখতে হবে।

(খ) কম্পিউটার আলামত জব্দ করার পাশাপাশি তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কম্পিউটার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার জেরা করতে থাকবেন। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই জানতে হবে কী ধরনের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে; অন্য কোনো আসামি এই পাসওয়ার্ড জানে কি না ইত্যাদি।

৯.১৩ বিভিন্ন প্রকার আলামত ও ডিজিটাল মিডিয়া

কম্পিউটার জব্দ করার সময় কম্পিউটার ছাড়াও মোবাইল ফোন, পিডিএ বা স্মার্ট কার্ড কিংবা ঘরের অন্য কোথাও আসামির পেনড্রাইভ, সিডি, ডিভিডি, হার্ডডিস্ক, ভিএইচএস টেপ ইত্যাদি পড়ে আছে কি না তার সন্ধান নিতে হবে। যেমন: একটি অর্গানাইজারে অনেক তথ্য সংরক্ষিত থাকতে পারে। এখান থেকে আসামির সহযোগীদের টেলিফোন নম্বর, তাদের ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য বের করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীরা কম্পিউটার গেম বা ছবির আড়ালে তাদের তথ্য লুকিয়ে রাখতে পারে। এ ধরনের ডিজিটাল যন্ত্র সাবধানতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। এ ধরনের যন্ত্রতে আঙুলের ছাপ যদি থাকে তা সংগ্রহ করতে হবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অধিকাংশ ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ভঙ্গুর ও স্পর্শকাতর এবং অনেক সময় ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে অনেক তথ্য মুছে যেতে পারে।

৯.১৪ কম্পিউটার এবং রিমুভেবল মিডিয়ার বিষয়ে সাবধানতা

যেকোনো সার্চ অপারেশনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার এবং রিমুভেবল মিডিয়া উভয়ের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ- একটি কম্পিউটার ও এর সাথে একটি সিডি রাইটার জব্দ করা হলে একই সঙ্গে ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত অপরাপর সকল সিডি জব্দ করতে হবে। ঘটনাস্থলে যদি টেপ, ল্যাপটপ, পিডিএ, মোবাইল ফোন অর্থাৎ যেকোনো ডিজিটাল মিডিয়া পাওয়া যায় তবে সেগুলোও জব্দ করতে হবে। এসব যন্ত্রপাতির ছবি তোলার সময় পার্শ্বে একটি কলম কিংবা সিকি বা আধুলির মতো কিছু রেখে ছবি তোলা যায়, যাতে যন্ত্রটির প্রকৃত আকৃতি অনুমান করা যায়।

৯.১৫ মেমোরি কার্ডের গুরুত্ব

অনেক ক্ষেত্রে মেমোরি কার্ডে ব্যাপক পরিমাণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। একটি ১ গিগাবাইট মেমোরি কার্ডে যে পরিমাণ তথ্য রাখা যায় তা যদি এ/৪ সাইজ কাগজে প্রিন্ট নিয়ে একটির পর একটি রাখা হয় তাহলে ৩০ মিটার উচ্চতার কাগজের স্তম্ভ তৈরি হবে। ক্রাইমসিনে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, সিনেমা বা সিডি পাওয়া গেলে এবং তার সঙ্গে যদি কপি করার মতো একাধিক সিডি রুম বা ডুপ্লিকেটিং ডিভাইস থাকে তবে ধরে নিতে হবে সন্দিগ্ধ আসামি সফটওয়্যার বা ভিডিও পাইরেসির সঙ্গে জড়িত।

৯.১৬ আলামত পরিবহন ও সংরক্ষণ

কম্পিউটারসামগ্রী পরিবহন করা অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা এগুলো ভঙ্গুর প্রকৃতির হতে পারে এবং অনেক সময় তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের ফিল্ডের প্রভাবে ডিজিটাল তথ্যসমূহ মুছে যেতে পারে। সে কারণে গাড়িতে যদি কোনো ওয়্যারলেস বা রেডিও যন্ত্রপাতি থাকে তবে পরিবহনের সময় কম্পিউটারকে তার থেকে যথাযথ নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। কম্পিউটারগুলোকে গাড়িতে এমনভাবে রাখতে হবে যেন গাড়ি চলাচলের সময় ঝাঁকুনিতে তা পড়ে না যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৯.১৭ আদালতে উপস্থাপনের জন্য মূল আলামতকে অক্ষুণ্ন রাখা ও কপিকৃত হার্ডড্রাইভ নিয়ে কাজ করা

সন্দিগ্ধ কম্পিউটার থেকে তার হার্ডড্রাইভগুলো খুলে হুবহু কপি তৈরি করতে হবে এবং মূল হার্ডড্রাইভটি পুনরায় কম্পিউটারে রেখে দিতে হবে। অনুসন্ধানের সময় কপিকৃত হার্ডড্রাইভটি নিয়ে কাজ করতে হবে। হার্ডডিস্ক থেকে ছবি, ভিডিও, টেক্সট ফাইল বা যেকোনো বিষয় উদ্‌ঘাটন করা যেতে পারে। তদন্তকারী কর্মকর্তা জব্দকৃত আলামত থেকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বের করতে পারবেন-

- ওয়েবসাইটের ঠিকানা
- ই-গ্রুপস্
- গ্রাফিক্স
- চ্যাটের রেকর্ড বা লগ
- চ্যাট ট্রান্সক্রিপ্ট।

৯.১৮ হার্ডডিস্ক হতে মুছে ফেলা তথ্য উদ্ধার

সন্দিগ্ধ ব্যক্তি কম্পিউটারের তথ্য মুছে ফেললেও অধিকাংশ সময় তা হার্ডডিস্কের খালি জায়গায় থেকে যায়। কম্পিউটার জব্দ করে তখন তার হার্ডডিস্কটি কপি করে তাতে দেখা হয় অপরাধীর মুছে ফেলা ফাইলসমূহ হার্ডডিস্কের খালি জায়গায় রয়ে গেছে কি না। অনেক ক্ষেত্রে হার্ডডিস্কের খালি জায়গায় পাওয়া তথ্য দিয়ে আসামির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা সম্ভব হয়। আসামি একাধিকবার কোনো ফাইল মুছে থাকলেও বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে হার্ডডিস্ক থেকে তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তথ্য উদ্‌ঘাটনের পরবর্তী কাজ হচ্ছে জব্দকৃত আলামত বা কম্পিউটারসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা, যাতে সময়মতো তা আদালতে উপস্থাপন করা যায়।

৯.১৯ তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক কম্পিউটার বা কম্পিউটারসামগ্রী জব্দ করাকালীন পূরণীয়

(জব্দ তালিকার অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে সকল কলাম পূরণ করতে হবে।)

সূত্র:

(১) থানার নাম:..... জেলা/ইউনিটের নাম:.....

(২) তদন্তকারী অফিসারের নাম ও পদবি:.....

(৩) সঙ্গীয় ফোর্সের সংখ্যা, নাম ও পদবি:.....

.....

(৪) ঘটনাস্থলের বিবরণ: {যেমন: ঘটনাস্থল, ঘটনার তারিখ ও সময়, অপরাধের ধরন/বাণিজ্যিক কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত কি না, ঘটনাস্থলে আসামি/সন্দিগ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিল কি না? ইত্যাদি।

.....

(৫) জব্দ করার তারিখ ও সময়:

(৬) জব্দ করার সময় উপস্থিত নিরপেক্ষ সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা:

.....

.....

(৭) ঘটনাস্থল হতে উদ্ধারকৃত কম্পিউটার সামগ্রীর সংখ্যা ও তালিকা:

ক্রমিক নং	বিষয়	চালু/হ্যাঁ ()	বন্ধ/না ()
ক	ডেস্কটপ/ল্যাপটপ পিসি, সংখ্যা..... কী অবস্থায় ছিল		
খ	ইন্টারনেট সংযোগ ছিল কি না		
গ	ডেস্কটপ মনিটর; সংখ্যা ..... কী অবস্থায় ছিল		
ঘ	প্রিন্টার; সংখ্যা..... কী অবস্থায় ছিল		
ঙ	কি-বোর্ড; সংখ্যা.....		
চ	মাউস; সংখ্যা.....		

(৮) ঘটনাস্থল হতে উদ্ধারকৃত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামাদির বিবরণ–

ক্রমিক নং	বিষয়	চালু/হ্যাঁ ()	বন্ধ/না ()
ক	পেনড্রাইভ; সংখ্যা;.....		
খ	এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক; সংখ্যা.....		
গ	সিডি/ডিভিডি; সংখ্যা.....		
ঘ	মোবাইল ফোন; সংখ্যা..... কী অবস্থায় ছিল		
ঙ	ক্যাসেট, টেপ; সংখ্যা		
চ	হাতে লেখা চিরকুট; বিবরণ.....		
ছ	কাগজে লেখা পাসওয়ার্ড; বিবরণ.....		
জ	প্রিন্টকৃত কাগজপত্রাদি; বিবরণ.....		
ঝ	পর্নোসামগ্রী আছে কি না? থাকলে বিবরণ.....		
ঞ	ক্রাইমসিনের ছবি তোলা হয়েছে কি না? থাকলে বিবরণ.....		
ট	কম্পিউটারগুলো সার্ভারের সাথে সংযুক্ত কি না? থাকলে বিবরণ.....		

(৯) সন্দিগ্ধ ব্যক্তি/আসামি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল কি না? হ্যাঁ/না.....থাকলে নাম, ঠিকানা ও বিবরণ.....

(১০) সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ/না.....

(১১) জিজ্ঞাসাবাদে কোনো পাসওয়ার্ড পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ/না.....

(১২) জব্দকৃত প্রতিটি আইটেম নাম্বারিং করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ/না.....

(১৩) জব্দ তালিকায় স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদের নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা ও স্বাক্ষর।

(ক) .....

(খ) .....

দাখিলকারী অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ, নাম, পদবি ও কর্মস্থল

দশম অধ্যায়

ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস

ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। তদন্তসংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসমূহ এবং এদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

২। বিভিন্ন ধরনের তথ্যসূত্র ও জবানবন্দি বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এসবের প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

৩। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষজ্ঞ মতামত ও মেডিকোলিগ্যাল রিপোর্ট বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক জ্ঞানলাভ

১০.১ তদন্তসংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট কী?

ডকুমেন্ট-এর প্রতিশব্দ হচ্ছে দলিল। সাধারণ কথায় তদন্তকাজে ব্যবহৃত এফআইআর, সিডি, জিডি, ভিসিএনবি, এমই, স্কেচ ম্যাপ, সূচি ইত্যাদি ডকুমেন্টকে তদন্তসংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট বলা হয়।

এ ছাড়া সমন, বিজ্ঞপ্তি (Notice), অধিযাচন (Requisition), আদেশ (Order), অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া (Other Legal processes), নথি (Registers) এবং অন্যান্য আইনে ডকুমেন্ট হিসেবে যেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলোও তদন্তসংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১০.২ ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার পদ্ধতি

ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মামলার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নিয়ে যেগুলো মামলার তদন্তসংশ্লিষ্ট সেগুলো ডকুমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা।

১০.৩ ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস কী

ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস হচ্ছে কোনো তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্তে দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য অথবা পৌঁছাতে সাহায্য পাওয়ার জন্য সরকারি-বেসরকারি দলিল-দস্তাবেজ, রেকর্ডস, পত্রপত্রিকা কিংবা আইনি দলিলাদি অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করা।

১০.৪ ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও উন্নতকরণ

তদন্তসংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টের সাথে সাধারণ ডকুমেন্টের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তদন্তসংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টে তদন্তসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি থাকা বাঞ্ছনীয়। তদন্তসংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও উন্নতকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে–

- নথি সংরক্ষণ পদ্ধতি ধারাবাহিক এবং সুশৃঙ্খল করা।
- কম্পিউটার ডাটাবেইস পদ্ধতি ব্যবহার করা।
- সুনির্দিষ্ট ও বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে ভিন্ন ভিন্ন নথি ও ডাটায় বিভক্ত করে ডাটা বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সম্ভাব্য সকল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও উন্নত করা।
- ডাটা বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ডাটাকে গ্রাফিক ডিজাইন কিংবা সংখ্যা-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং বর্ণ ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।
- এ ছাড়া পরিসংখ্যানের অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করা।

১০.৫ ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ কেন প্রয়োজন?

- ঘটনা অনুধাবন।
- রহস্য উদ্‌ঘাটন করা।
- সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

- ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও সংস্থাকে চিহ্নিত করে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে উপস্থাপন করা।
- ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- ভিকটিমের অনুকূলে আইনের সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা।
- পরবর্তী সমজাতীয় মামলার জন্য প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ডাটাবেইস/ডকুমেন্ট আকারে সংরক্ষণ করা।

১০.৬ তদন্তের ক্ষেত্রে কোন কোন ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করতে হয়

তদন্তের ক্ষেত্রে যেসব ডকুমেন্টস বিশ্লেষণ করতে হয় তা হলো-

- আন্তঃসংগঠন, গোয়েন্দা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।
- এফআইআর, সিডি, জিডি, ভিসিএনবি, এমই, স্কেচ ম্যাপ, সূচি ইত্যাদি।

তদন্তের ক্ষেত্রে আইনগত ডকুমেন্ট ছাড়াও যেসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে–

- আইনগত, সামাজিক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর ডকুমেন্টসমূহ বিশ্লেষণ করা।
- সংশ্লিষ্ট ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াদি আমলে নেয়া।

১০.৬.১ রেজিস্টারপত্র পর্যালোচনা

তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার তদন্তভার গ্রহণ করামাত্র থানাতেই নিম্নবর্ণিত রেজিস্টারপত্র পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্তের সহায়ক প্রয়োজনীয় তথ্য নোট করবেন।

- প্রাথমিক তথ্য বিবরণী।
- সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ (চুরি, দস্যুতা, ডাকাতি, সিঁধেল চুরি ইত্যাদি মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে)।
- ভিসিএনবি।
- বিগত পাঁচ বৎসরের বিভিন্ন আইনের আওতায় সংঘটিত অপরাধের পরিসংখ্যান যাচাই।
- অপরাধীদের জীবনবৃত্তান্ত।
- সাধারণ ডায়েরি।
- গ্রেপ্তারি পরোয়ানা/কনভিকশন রেজিস্টার।
- অপরাধ তালিকা।
- অপরাধ মানচিত্র।
- জেলা গেজেটিয়ার।
- বাংলাপিডিয়া।
- এ ছাড়া বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্তে রুজুকৃত মামলাসমূহের ক্ষেত্রে সিডিএমএসসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডাটা পর্যালোচনা করতে হবে।

১০.৬.২ আইনগত সূত্রসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

(ক) এজাহার (সাক্ষ্য আইন-৩৫ ধারা, ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৫৪ ধারা, পিআরবি-২৪৩ প্রবিধান)

আমলযোগ্য অপরাধের ঘটনা, সংঘটনের খবর যা সর্বপ্রথম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পৌঁছে (লিখিত বা মৌখিকভাবে) তাই এজাহার হিসেবে গণ্য হবে (বিপি ফরম নং-২৭, বাংলাদেশ ফরম নং-৫৩৫৬)।

মৌখিকভাবে প্রাপ্ত অভিযোগ এজাহার হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে এজাহারের প্রতি পাতায় অভিযোগকারীর স্বাক্ষর নিতে হবে। গুরুতর অপরাধ মামলার ক্ষেত্রে এফআইআর পূরণের সঙ্গে সঙ্গে এইচ/সি নোটিশ হৈচৈ বিজ্ঞপ্তি পার্শ্ববর্তী থানাসমূহে জারি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ডিআইজি এবং সিআইডি বাংলাদেশকে অভিযোগের কপিসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র দ্রুত পাঠাতে হবে।

(খ) খসড়া মানচিত্র ও সূচি

অপরাধ সংঘটনের স্থলের যে চিত্র তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয় সেটাই খসড়া মানচিত্র। খসড়া মানচিত্রে অপরাধ সংঘটনস্থলের পুরো চিত্র লিপিবদ্ধ করা হয়।

খসড়া মানচিত্রের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যে, ঘটনাস্থলের চারপার্শ্বের স্পটসমূহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং পরবর্তীতে তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (তারা মামলার সাক্ষী হবে)।

(গ) জব্দ তালিকা/তল্লাশি তালিকা সাক্ষ্য আইন-৯, ৩৫ ধারা

জব্দ করা আলামতের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এতে সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। আলামত সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। জব্দকৃত মালামালের গায়ে সাক্ষীর সহি ও লেবেল লাগাতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট যথাশীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করতে হবে। আলামতের নমুনা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করতে হবে। অপরদিকে, উদ্ধারজনিত জব্দকৃত মালামাল সাক্ষীদের সামনে জব্দ করতে হবে। মালামালের অবস্থান নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। উদ্ধারকৃত ও চোরাই সম্পত্তি ও আলামতের বিষয়ে শনাক্তকরণ মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

জব্দ তালিকা যদি কোনো বাড়ি, ঘর, প্রতিষ্ঠানে হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ঘর, বাড়ি, প্রতিষ্ঠানের মালিককে জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর নিতে হবে এবং তাকে তৃতীয় কপি দিতে হবে।

১০.৬.৩ সাক্ষীর জবানবন্দি (ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ এবং ১৬৪ ধারা জবানবন্দি)

(ক) ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দি রেকর্ড বিশ্লেষণ

ফৌঃ কাঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দি রেকর্ড করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে-

- যে সাক্ষীর ১৬১ ধারায় জবানবন্দি রেকর্ড করা হবে তার পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে (সাক্ষ্য আইনের ১১৮ ধারা)।
- ঘটনার সাথে ওই সাক্ষীর সংশ্লিষ্টতা ও সাক্ষীর অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
- ১৬১ ধারা হতে অন্য আসামিদের ঘটনার সাথে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা পর্যালোচনা করতে হবে।
- একাধিক আসামির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করতে হবে।
- অপরাধকর্মে ব্যবহৃত অস্ত্র বিস্ফোরক বা অন্যান্য সরঞ্জামাদির প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে।
- প্রত্যেক সাক্ষীর ক্ষেত্রে অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধীদের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।
- লুণ্ঠিত মালামালের বিবরণ নির্ধারণ করা।
- মানবদেহ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আঘাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- বোবা সাক্ষীর ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি বিবেচনায় নেওয়া।
- আসামিদের পরিধেয় বস্ত্রের সঠিক বিবরণ নিশ্চিত করতে হবে।
- আসামিদের কথোপকথনে আঞ্চলিকতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- অপরাধীর দৈহিক আকার-আকৃতি এবং চেহারার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।
- অপরাধীর শনাক্তকরণ চিহ্ন আছে কি না তা উল্লেখ করতে হবে।
- অপরাধীর আঘাতের বিবরণ থাকতে হবে।
- অপরাধের শেষে আসামিরা কোন দিকে, কী উপায়ে নির্গমন/আগমন করে।
- ঘটনার সময়, তারিখ, স্থান-এর সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে (চন্দ্রপক্ষ)।
- ফৌঃ কাঃ ১৬০ ধারা অনুযায়ী সাক্ষীর মুচলেকা নেয়া হয়েছে কি না।
- কোনো প্রলোভনে প্রভাবিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে কি না তা যাচাই করা (কাঃ বিঃ ১৬৩ ধারা)।
- ভিকটিম-এর ১৬১ ধারা জবানবন্দি। এমন সাক্ষী/ভিকটিম যদি হয় পরবর্তীতে তাকে পাওয়া যাবে না সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতে কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক তদন্তকারী কর্মকর্তা জবানবন্দি রেকর্ডের ব্যবস্থা করবেন।
- সাক্ষীর বক্তব্য নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (আঞ্চলিক ভাষায়)।
- জবানবন্দির সাথে ক্রাইমসিনের সামঞ্জস্য আছে কি না (অভিযোগের সাথে ক্রাইমসিনের প্রাপ্ত আলামত)।

(খ) ফৌজদারি কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার করোবোরেশন

(১) কোনো মামলার ঘটনা এবং ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণের জন্য সাক্ষীর যে জবানবন্দি ফৌজদারি কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করা হয় তা সরাসরি হতে হবে।

(২) কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে, সাক্ষীর যে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হয় তার সাথে অন্যান্য সাক্ষ্য ও প্রমাণ যেমন বস্তুগত সাক্ষ্য, দালিলিক সাক্ষ্য, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য, বিশারদের মতামত, প্রত্যক্ষদর্শীসহ অন্য সাক্ষী, শোনা সাক্ষী, লুণ্ঠিত/চোরাই মাল উদ্ধার এবং উদ্ধার সংশ্লিষ্ট সাক্ষী, আসামি ও লুণ্ঠিত মালের শনাক্তকরণের সাক্ষী, অন্যান্য ভিকটিমের জবানবন্দি, স্থির চিত্র ও ভিডিও, অডিও রেকর্ড ইত্যাদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে ঘটনার তারিখ ও সময়, ঘটনাস্থল, অপরাধীদের আগমন ও নির্গমন, আসামিদের ব্যবহৃত যানবাহন, আসামিদের শারীরিক বর্ণনা, পরিহিত কাপড়-চোপড়ের বর্ণনা, শারীরিক গড়ন, উচ্চতা, ব্যবহৃত অস্ত্র, তাদের ভাষা, আলামত ইত্যাদির সাথে পরস্পর মিল থাকা প্রয়োজন।

(৩) এক সাক্ষীর জবানবন্দি হতে কোনো আংশিক তথ্য পাওয়া গেছে তার পরিপূর্ণতা লাভের জন্য অপর একজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে অপর সাক্ষী তার জবানবন্দিতে পূর্বের সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাথে মিল রেখে জবানবন্দির মাধ্যমে সাক্ষ্য-মূল্যের পূর্ণতা দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পূর্বের ও পরের সাক্ষীর সাক্ষ্য বা বিবৃতির সাথে যাতে ধারাবাহিকতা এবং সামঞ্জস্যতা থাকে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৪) একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দির সাথে অপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দির মিল বা করোবোরেশন অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যথায় জেরার সময় আসামিপক্ষ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

১০.৬.৪ ফৌঃ কাঃ ১৬৪ ধারার জবানবন্দি রেকর্ড বিশ্লেষণ (পিআরবি-২৮৩)

(ক) ফৌঃ কাঃ ১৬৪ ধারার জবানবন্দি রেকর্ড বিশ্লেষণ

ফৌঃ কাঃ ১৬৪ ধারার জবানবন্দি রেকর্ড করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে-

- একাধিক আসামির ক্ষেত্রে সহযোগী আসামিদের পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- চোরাই মালামালের বিবরণ যাচাই-বাছাই/মালগুলো কার নিকট রক্ষিত আছে তা উল্লেখ করতে হবে (দঃ বিঃ ৪১১-৪১৮)।
- অপরাধ সংঘটনের সময় কী ধরনের অস্ত্র বা যন্ত্রপাতি বা বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল তা উল্লেখ করতে হবে।
- অপরাধের প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী কারা এ বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে।
- ঘটনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা যাবে।
- নারী নির্যাতনের মামলার ক্ষেত্রে ২২ ধারায় রেকর্ড পর্যালোচনা।
- একাধিক স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে একটার সাথে অন্যটার তথ্যের সামঞ্জস্য আছে কি না।
- যে ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি লিখেছেন তার ID নম্বর ও ঠিকানা যথাযথভাবে লিখতে হবে।
- আসামির স্বীকারোক্তির সাথে এজাহার ক্রাইমসিনে প্রাপ্ত আলামত ও লুণ্ঠিত মালামালের সামঞ্জস্য।
- সাক্ষ্য আইনের ২৪-৩০ ধারা মতে, স্বীকারোক্তির প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করতে হবে।
- ঘটনার পূর্বাকার কারণ উপলক্ষ ও পরিণাম।
- ঘটনার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি ও আচরণ পর্যালোচনা করতে হবে।
- ঘটনা সংঘটনে নিজের ভূমিকা ও সহযোগীদের বিস্তারিত ধারাবাহিক বিবরণ সহযোগীদের নাম-ঠিকানাসহ।
- লব্ধ সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি।

(খ) ফৌজদারি কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারার করোবোরেশন

মামলা তদন্তকালীন গ্রেপ্তারকৃত আসামি তদন্তকারী কর্মকর্তার জিজ্ঞাসাবাদে যদি নিজেকে উক্ত মামলার ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে এবং তার সঙ্গীয় অপরাপর আসামিদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করে কোনো জবানবন্দি প্রদান করে এবং উক্ত জবানবন্দি যদি ফৌজদারি কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারার বিধান মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির পর্যায়ে পড়ে এবং আসামি স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে ইচ্ছুক হয় তা হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামির একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করবেন, অতঃপর জবানবন্দির সাথে ঘটনার মিল আছে কি না তা যাচাইপূর্বক কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় আসামির জবানবন্দি বিজ্ঞ আদালতে রেকর্ড করানোর জন্য ফরোয়ার্ডিংসহ বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করবেন। গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজেই আসামিকে

কোর্টে নিয়ে যাওয়া উত্তম। আসামির জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা বিধান মতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ হওয়ার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা তার পরবর্তী তদন্তকালে ওই আসামির জবানবন্দিতে অন্যান্য জড়িত আসামি, ঘটনা, লুণ্ঠিত/চোরাই মাল, আলামত ইত্যাদি সম্পর্কে পাওয়া তথ্যাবলির যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিত হবেন। অনেক সময় অনেক অপরাধী তার ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে কিছু তথ্য গোপন করে এবং কিছু অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত তথ্যাবলি প্রদান করে, এমনকি ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতেও পারে। ফলে তদন্তকারী অফিসার যথেষ্ট যাচাই-বাছাই না করে আসামির প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা সমীচীন নয়।

(গ) অন্যান্য যেসব ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করতে হবে

মৃতের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরির সময় অবশ্যই পর্যাপ্ত আলোর কথা উল্লেখ করা ভালো এবং তার শরীরের কোথায় কোথায় কোন কোন ধরনের চিহ্ন পাওয়া যায় তা সুরতহাল রিপোর্টে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

(১) উদ্ধার সংক্রান্ত কোনো কিছু

(২) ফরেনসিক প্রতিবেদন- Case basis

(৩) সুরতহাল/আলামত (কাঃ বিঃ ১৭৪ এবং পিআরবি: ২৯৯, ৩০০ প্রবিধান)

(৪) ময়নাতদন্ত রিপোর্ট

(৫) মেডিক্যাল সার্টিফিকেট/প্রতিবেদন কোনো কোনো সময় ভিকটিমকে ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয় না। বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না। সকল ভিকটিমকে ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করতে হবে। মামলার প্রকৃত ঘটনার সাথে মিল আছে কি না তা যাচাই-বাছাই করার জন্য ভিকটিমের জখম ও প্রকৃতি সংক্রান্তে ডাক্তারের মতামত গ্রহণ করতে হবে। ডাক্তারের প্রতিবেদন বিচারিক কাজে সহায়তা করবে।

(৬) CDR-Analysis-report

(৭) বিশেষজ্ঞ মতামত

(৮) মেমো অব এভিডেন্স-

যেকোন মামলার তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র দায়ের বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করায় নিমিত্তে সাক্ষ্যের স্মারকলিপি দাখিল করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/পিপির মতামত নিতে হয় এবং অভিযোগপত্র দায়ের করার পর সেই মামলার বিচার চলাকালীন মামলা পরিচালনাকারীর সুবিধা হয় তাকে মেমো অব এভিডেন্স বলে। পিআরবি ২৭৪, বিপি ফরম নং ৪১(ক)।

(৯) সিডি এবং এসসিডি (বিশেষ কেস ডায়েরি) তদন্তকারী অফিসারগণকে মামলার কেস সিডি সময়মতো লিপিবদ্ধ করবেন। বিলম্ব হলে অনেক তথ্য বাদ পড়ে যেতে পারে। কেস ডায়েরির বিষয়বস্তুর গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। মামলার অগ্রগতি প্রতিবেদন পিআরবির আলোকে লিখতে হবে। সময়মতো কোর্টে প্রেরণ করতে হবে। কেস ডায়েরি এবং অন্যান্য আলামত অভিযোগপত্রের সাথে কোর্টে পাঠাতে হবে এবং কোর্টে পৌঁছেছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।

(১০) আদালতের আদেশসমূহ পর্যালোচনা।

(১১) মৃত্যুকালীন জবানবন্দি।

(১২) আসামির Alibi: আসামি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট যে সাক্ষ্য উপস্থাপন করে তাকে আসামির Alibi বলে (সাক্ষ্য আইন ১১ এর ধারা)। আসামির Alibi দুই ধরনের হতে পারে– (ক) মৌখিক (খ) দলিল ও প্রমাণাদি।

(১৩) থানায় রক্ষিত VCNB-Gi পার্ট-১ অপরাধীর রেজিস্টার, পার্ট-২ অপরাধ প্রমাণের রেজিস্টার, পার্ট-৩ গ্রামের তথ্য তালিকা, পার্ট-৪ পেশাগত অপরাধের সাথে জড়িত বলে সন্দেহযুক্ত গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তিদের তথ্য তালিকা ও নিরীক্ষণকৃত ব্যক্তির গতিবিধির তদন্ত রিপোর্ট, পার্ট-৫ অংশ-২-এ উল্লিখিত দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির নামের এবং কোনো মামলায় দণ্ড প্রাপ্ত হয় নাই এমন কোনো ব্যক্তির নামের সূচি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে (বিপি ফরম নং ৭৮-৮৩) (প্রবিধান নং ৩৯১-৩৯৩)।

(১৪) Enquiry slip পর্যালোচনা:

কোনো থানা হতে অপর কোনো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট কোনো আত্মগোপনকারী অপরাধী লোকদের গতিবিধি জানার জন্য স্লিপ বিপি ফরম নং-৭৬-৭৭-এ যে অনুরোধ জানানো হয় তাকেই তদন্তপত্র বলে (পিআরবি-৩৮৯ক)।

(১৫) Express Letter পর্যালোচনা:

ডাকাতি বা এসআর মামলার ক্ষেত্রে Express Letter লিখতে হয়। এর মাধ্যমে মামলার গতি-প্রকৃতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অবহিত থাকেন।

(১৬) আন্তঃসংগঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের বৃত্তান্ত, কার্যক্রম, সংঘটিত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা, সংগঠনের অন্যান্য ব্যক্তির লাভ-ক্ষতির বিষয়াদি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা।

১০.০৭ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব/চরমপন্থী সংশ্লিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের তথ্যাদি

দেশে বিদ্যমান পুলিশের বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, সেনাবাহিনীর অধীন ডিজিএফআই এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই)-এর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অথবা প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সংঘটিত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণ করা। এ ক্ষেত্রে–

- বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট এবং এসবিতে রক্ষিত ব্যক্তিগত নথি (PF) পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য নেয়া যাবে।
- বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক প্রণীত ক্রিমিনাল প্রোফাইল থেকে তথ্য নেয়া যাবে।
- Third Eye Data base প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ।
- CIB, CIG, Immigration ইত্যাদি থেকে তথ্য নেয়া।
- CDMS পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।

১০.০৮ ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি

- নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত সোর্স নিয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- এলাকায় ব্যক্তির শত্রু এবং বন্ধু চিহ্নিত করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- সংস্থার দলিল-দস্তাবেজ (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট) হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

১০.০৯ বিশেষজ্ঞ মতামত (Expert Opinion)

সাক্ষ্য আইনের ৪৫ ধারা মোতাবেক বিশেষজ্ঞের অভিমত হচ্ছে যখন বিদেশি আইনের কোনো প্রশ্ন অথবা বিজ্ঞান বা চারুকলার প্রশ্নে অথবা হস্তাক্ষর বা টিপসহির শনাক্তির প্রশ্নে আদালতকে কোনো অভিমত গ্রহণ করতে হয়, তখন অনুরূপ বিদেশি আইন, অথবা বিজ্ঞান বা চারুকলার প্রশ্নে অথবা হস্তাক্ষর বা টিপসহির শনাক্তির প্রশ্নে যে সকল ব্যক্তি বিশেষ পারদর্শী, তাদের অভিমত অনুরূপ প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক বিষয়। উক্ত সকল লোককে বিশেষজ্ঞ বলা হয়। যেসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রয়োজন হয়। পরিশিষ্ট-৫-৬

বিশেষজ্ঞ মতামত	প্রদানকারী সংস্থা
Finger Print	CID
Foot Print	CID
Ballistic Report	CID
DNA Report	CID, DMCH, RMCH
Micro Analyses	CID
Handwriting	CID

বিশেষজ্ঞ মতামত	প্রদানকারী সংস্থা
০৬. Currency ও মূল্যবান জামানত/দলিলপত্র জাল/Stamp জাল	CID
০৭. ভোগ্য পণ্য খাদ্যে ভেজাল	BSTI কর্তৃক/সায়েন্স ল্যাবরেটরি
০৮. নির্মাণ সামগ্রীতে ভেজাল	BSTI/BUET
০৯. বিস্ফোরকের প্রতিবেদন	বিস্ফোরকদ্রব্য অধিদপ্তর
১০. বিভিন্ন ধরনের মাদকের পরীক্ষা	CID/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
১১. ভেজাল ঔষধ	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
১২. সাপের বিষ পরীক্ষা	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়/CID/কৃষি বিঃ বিঃ ময়মনসিংহ
১৩. Textiles Materials	Textile Engineering University

১০.১০ মেডিকোলিগ্যাল রিপোর্ট (অ্যানালাইসিস এবং কো-রিলেশন পদ্ধতি)

যেসব মামলার ক্ষেত্রে ডাক্তারের রিপোর্ট প্রয়োজন হয় সেগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। ডাক্তারের প্রতিবেদনের আলোকে লব্ধজ্ঞান তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করবে। যেসব ক্ষেত্রে মেডিকোলিগ্যাল রিপোর্ট প্রয়োজন হয় এবং যে কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট প্রদান করবে, তা নিম্নরূপ–

মেডিকোলিগ্যাল রিপোর্ট	প্রদানকারী সংস্থা
০১। মেডিক্যাল/ইনজুরি সার্টিফিকেট	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
০২। Post-mortem Certificate	"
০৩। ভিসেরা রিপোর্ট	"
০৪। DNA Test	"
০৫। ধর্ষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট	"
০৬। বয়স নির্ধারণ রেডিওলোজিক্যাল টেস্ট	"

১০.১১.১ বিশেষজ্ঞ মতামত ও মেডিকোলিগ্যাল রিপোর্ট-এর ক্ষেত্রসমূহ- (অ্যানালাইসিস এবং কো-রিলেশন পদ্ধতি)

নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের তদন্তকালে ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনকল্পে বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন হয়ে থাকে-

(ক) মানবদেহের সম্পর্কে
- খুন
- অপমৃত্যু
- দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু
- মারাত্মক জখম
- নারী ধর্ষণ
- অপহরণ (ভিকটিমের বয়স নির্ধারণের জন্য)
- পরিচয় নির্ধারণ (ডিএনএ পরীক্ষা)

(খ) জাল-জালিয়াতি
- জাল দলিল/স্ট্যাম্প
- জাল মুদ্রা/নোট
- টিপসহি/হাতের লেখা শনাক্তকরণ
- চোরাই গাড়ি এবং অস্ত্রের নম্বর পরিবর্তন
- নকল সিলমোহর

(গ) অন্যান্য
- মাদকদ্রব্য
- বিস্ফোরক
- অস্ত্র (ব্যালিস্টিক পরীক্ষা)

১০.১২ ডকুমেন্টসমূহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি (তদন্তসংশ্লিষ্ট বিষয়)

সংগৃহীত ডকুমেন্টসমূহ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে অবরোহী (Deductive) ও আরোহী (Inductive) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া নিম্নোক্ত পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে হবে-

- প্রত্যেকটি ডকুমেন্ট নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।
- বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পূর্ব ধারণা (Prejudice) ত্যাগ করতে হবে।
- ঘটনার পূর্বাপর লক্ষ্য রেখে তথ্য বিশ্লেষণ করতে হবে।
- বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ডকুমেন্টগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বিশ্লেষণ করতে হবে।

১০.১৩ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (তদন্তসংশ্লিষ্ট বিষয়):

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় দেখতে হবে যে–

(ক) ডকুমেন্টগুলো ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কি না?
(খ) ডকুমেন্টগুলো কীভাবে বিচারিক কাজে লাগানো যাবে।
(গ) অন্য কোনো ডকুমেন্ট সংগ্রহের প্রয়োজন আছে কি না?
(ঘ) কোন কোন ডকুমেন্ট বাদ দিতে হবে।
(ঙ) মামলার চূড়ান্ত ফলাফল কী হবে?
(চ) অন্য কোনো মতামত গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি না ইত্যাদি।

১০.১৪ তদন্তকাজে প্রযোজ্য সাক্ষ্য আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

(ক) বিষয় (Fact):

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যেকটি জিনিসই একটি বিষয়।

বিশ্লেষণ

আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি, কান দিয়ে যা শুনি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেই, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি এবং ত্বক দিয়ে যা স্পর্শ করি আইনের ভাষায় তা হচ্ছে বিষয়।

(খ) বিচার্য বিষয়

বিচার্য বিষয় হলো এমন কোনো বিষয় যা হতে স্বতঃই অথবা অন্য কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে কোনো একটি মামলার দাবীকৃত বা অস্বীকৃত কোনো অধিকার দায় বা অক্ষমতার অস্তিত্ব, অস্তিত্বহীনতা প্রকৃতি বা পরিমাণ অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতীয়মান হয়।

ব্যাখ্যা

যখন কোনো আদালত কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করেন তখন অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে যে বিষয় সমর্থন বা অস্বীকার করা হয় তা বিচার্য বিষয়।

উদাহরণ

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ক' অভিযোগ করে যে, সে 'খ'-এর নিকট হতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছে, কিন্তু এখন সে জমিটির দখল পাচ্ছে না। এ স্থলে 'ক', 'খ'-এর নিকট হতে বৈধভাবে জমি ক্রয় করেছে কি না এটিই এ ঘটনার বিচার্য

(গ) প্রাসঙ্গিক বিষয়

যে বিষয়গুলো সরাসরি বিচার্য নয়, অথচ যার সাহায্যে বিচার্য বিষয় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ হয় সেগুলোকে প্রাসঙ্গিক বিষয় বলে। বিচার্য বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পার্থক্য মৌলিক।

উদাহরণ

দেখা গেল যে ১টি জবাই করা মহিলার লাশ নির্জন স্থানে পড়ে ছিল। জনৈক 'ক' মহিলাকে তার স্ত্রী বলে শনাক্ত করে। কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে তা কেউ জানে না বা দেখেনি, তবে তদন্তকালে এ হত্যাকাণ্ডের পূর্বে, পরে এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে সকল ঘটনা ঘটেছে তা নির্ণয় করে বস্তুগত সাক্ষ্য ও পারিপার্শিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির মাধ্যমে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা সম্ভব। প্রধান বিষয়ের সাথে এভাবে যেসব বিষয় সংশ্লিষ্ট, সেই সকল বিষয়কে প্রাসঙ্গিক বিষয় বলে। সাক্ষ্য আইন, ধারা-৩।

সর্বোপরি সাক্ষ্য আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে, একমাত্র বিচার্য ও প্রাসঙ্গিক বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষ্য আইন, ধারা-৫।

(ঘ) প্রাসঙ্গিকতা

প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের ৬-৫৫ ধারা পর্যন্ত বিধিবদ্ধ বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। তা না হলে অপ্রয়োজনীয় সাক্ষ্য সংগ্রহকল্পে তদন্তকারী কর্মকর্তা অথবা সময়ক্ষেপণ করবেন অথচ প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যের অভাব থেকে যাবে। সে জন্যই তদন্তকারী কর্মকর্তাকে একটি সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য সাক্ষ্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

(১) বিচার কার্য বহির্ভূত দোষ স্বীকার

'আমাকে যদি সত্য বলে দাও আমি তোমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করব।' [PLD 1960 Lah. 71]

সিদ্ধান্ত: ২৪ ধারা মতে, এটি প্ররোচনা বলে গণ্য হবে।
যখন দোষ স্বীকার করা হয় তখন কোনো প্ররোচনা ছিল না বলে প্রমাণ হওয়া আবশ্যক। [PLR 1961 (2) WP 435 (DB)]

সাক্ষ্য আইনের ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারার উপাদানযুক্ত দোষ স্বীকার প্রাসঙ্গিক কিংবা গ্রাহ্য কোনোটিই হবে না। [PLJ 1984 Cr.C. 130]

আইনের সাধারণ বিধি অনুযায়ী দোষ স্বীকার প্রত্যয়ন (Testimony) গ্রহণযোগ্য হবে অথবা দোষ স্বীকারকারীর বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি হিসাবে গ্রাহ্য হবে। [PLJ 1984 Cr.C. 230]

সাধারণত দোষ স্বীকার বলতে কোনো ব্যক্তির একটি সম্পূর্ণ বিবৃতিকে বোঝায় যাতে সে নিজের দোষ স্বীকার করে। এই অর্থের ভিত্তিতে আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য আইনের ২৪ ও ৩০ ধারাদ্বয় পরিচালিত হবে। [PLD 1961 Pesh. 142 (DB)]

বিচার কার্য বহির্ভূত দোষ স্বীকার, প্রমাণিত হলে নির্ভরযোগ্য হবে। সে ক্ষেত্রে দোষ স্বীকারের সময় ব্যবহৃত শব্দগুলো আবশ্যকীয় নয়। [1960 All Cr.R.37]

ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি (Person in authority) বাদে অন্য ব্যক্তিগণের নিকট বিচারবহির্ভূত দোষ স্বীকার, আইনগত ত্রুটিমুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য হলে অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। [1975 Cr.A.R. 146]

(২) বিচার কার্য বহির্ভূত দোষ স্বীকার– গ্রহণযোগ্যতা এবং সাক্ষ্য-মূল্য

একটি দ্ব্যর্থহীন স্বীকারোক্তি যদি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় এবং সন্দেহমুক্ত হয় তবে তা একটি মূল্যবান সাক্ষ্য হবে। এর মধ্যে উচ্চ সম্ভাবনার উপাদান নিহিত। কেননা, এটি সরাসরিভাবে অপরাধকারীর নিকট হতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু দোষ স্বীকারের অভিযোগ প্রমাণকালে তা স্বেচ্ছা প্রদত্ত ছিল আদালতকে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে। এটি কোনো প্রকার বিচার কার্য বহির্ভূত দোষ স্বীকার এর সমর্থনকারী সাক্ষ্য তর্কাতীত হলে কেবল তার ওপর নির্ভর করতে হবে। [PLD 1960 Kar. 769]

বিচারবহির্ভূত দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে অধিকতর সাবধানতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এইরূপ দোষ স্বীকার গ্রাহ্য করতে আদালতের নিস্পৃহ থাকা উচিত। [PLD 1960 Lah. 24]

প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন বা প্রতিশ্রুতিজনিত হবে না। উপরন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এটা বুঝাবে না যে, দোষ স্বীকার একটি অযথাযথ পন্থায় হয়েছে যাতে তার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। এ কারণেই একটি দোষ স্বীকারের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো

আদালত কর্তৃক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। যেমন: কার নিকট দোষ স্বীকার করা হয়েছে, কোন সময় ও স্থানে এটি করা হয়েছে, কী পরিস্থিতিতে দোষ স্বীকার করা হয়েছে এবং সবশেষে, প্রকৃতপক্ষে এতে কোন শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এই সকল বিষয় আদালত ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন। [1970 SCC Cr. 320]

(৩) ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন বা প্রতিশ্রুতি

ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন বা প্রতিশ্রুতি মাত্রই সাক্ষ্য আইনের ২৪ ধারায় সংস্পর্শে আসবে না। এমনকি, ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হতে উৎসারিত হলেও তা সবসময় এ ধারায় আকৃষ্ট হয় না।

ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রভাবিত দোষ স্বীকার শুধু তখনই অগ্রাহ্য হবে যখন এরূপ দোষ স্বীকারের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তি মামলায় কোন সুবিধা লাভ করবে অথবা কোনো অসুবিধা এড়াতে পারবে বলে তার ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। [1971 Cr. LJ 933]
পুলিশের নিকট নহে, কাস্টমস অফিসারের নিকট প্রদত্ত দোষ স্বীকারমূলক বিবৃতি ২৪ ও ২৫ ধারার সংস্পর্শে আসে না। [AIR 1973 SC 62]

(৪) ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি (Person in authority)

২৪ ধারায় 'ক্ষমতাসম্পন্ন' ব্যক্তি বলতে সাধারণভাবে, যারা গ্রেপ্তার, আটক বা বিচারের রায় ঘোষণার সাথে সম্পর্কিত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে বুঝাবে। [13 DLR 289 (DB)]

(৫) দোষ স্বীকার প্রত্যাহার

অন্য সাক্ষ্য দ্বারা অসমর্থিত প্রত্যাহৃত দোষ স্বীকারের (Uncorroborated retracted confession) ভিত্তিতে অপরাধ সাব্যস্ত করা যাবে না। [AIR 1953 SC 411]

পূর্বে কৃত দোষ স্বীকার প্রত্যাখ্যান-এর ক্ষেত্রে সমর্থনকারী সাক্ষ্য আবশ্যক হবে। [1956 Cr. LJ 126]

দোষ স্বীকার প্রত্যাহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে আদালতের কর্তব্য হবে সমস্ত বৈষয়িক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ তদন্ত করে এ মর্মে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যে, দোষ স্বীকার সত্য বৈ আর কিছু হতে পারে না। [16 DLR (SC) 598]

ঘটনার ৮ দিন পর এবং গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টারও পরে বিচারকার্যভুক্ত দোষ স্বীকার রেকর্ডস্থ হয়; তৎপরবর্তীকালে দোষ স্বীকার প্রত্যাহার। সিদ্ধান্ত– দোষ স্বীকার বাতিল। [PLD 1961 Kar. 731]

(৬) সমর্থনমূলক সাক্ষ্য

মামলার তদন্ত হচ্ছে ঘটনা প্রমাণের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা। তদন্তের ধারাবাহিকতায় মৌখিক, বস্তুগত, দালিলিক ও অবস্থানগত সাক্ষ্য, বিশেষজ্ঞের মতামতসহ বিভিন্ন ধরনের সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হয়। গৃহীত সাক্ষ্যসমূহ ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন অংশের সাক্ষ্য প্রদান করে ঘটনা সম্পর্কে বিচারককে একটি স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক উপস্থাপনকৃত সাক্ষ্যসমূহ পরস্পরকে সমর্থন না করলে বিচারকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ফলে আসামিরা খালাস পেয়ে যেতে পারে। তাই সংগৃহীত সাক্ষ্যসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষভাবে বাংলাদেশ পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ তদন্ত সম্পন্ন করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। এ জাতীয় ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য সাক্ষ্য ছাড়া বিচারাধীন মামলার সাজার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। সমর্থনমূলক সাক্ষ্য বলতে বোঝায় এমন সাক্ষ্য যা অন্য কোনো সাক্ষ্যে প্রকাশিত বিষয়কে সমর্থন করে উক্ত বিষয়ের উপস্থিতি আরো জোরালো করে। তাই তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্যসমূহ যদি পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে তাহলে এসব সাক্ষ্যের গুণগত মান বেড়ে যায়। ফলে বিচারকের মনে ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে, সাক্ষীর যে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হয় এর সাথে অন্যান্য সাক্ষ্য ও প্রমাণ যেমন বস্তুগত সাক্ষ্য, দালিলিক সাক্ষ্য, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য, বিশারদের মতামত, প্রত্যক্ষদর্শীসহ অন্য সাক্ষী, শোনা সাক্ষী, লুণ্ঠিত/চোরাই মাল উদ্ধার এবং উদ্ধার সংশ্লিষ্ট সাক্ষী, আসামি ও লুণ্ঠিত মালের শনাক্তকরণের সাক্ষী, অন্যান্য ভিকটিমদের জবানবন্দি,

স্থির চিত্র ও ভিডিও, অডিও রেকর্ড ইত্যাদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে ঘটনার তারিখ ও সময়, ঘটনাস্থল, অপরাধীদের আগমন ও নির্গমন, আসামিদের ব্যবহৃত যানবাহন, আসামিদের শারীরিক বর্ণনা, পরিহিত কাপড়-চোপড়ের বর্ণনা, শারীরিক গড়ন, উচ্চতা, ব্যবহৃত অস্ত্র, তাদের ভাষা, আলামত ইত্যাদির সাথে পরস্পর মিল থাকা প্রয়োজন।

এক সাক্ষীর জবানবন্দি হতে কোনো আংশিক তথ্য পাওয়া গেছে, এর পরিপূর্ণতা লাভের জন্য অপর একজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে অপর সাক্ষী জবানবন্দিতে পূর্বের সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাথে মিল রেখে জবানবন্দির মাধ্যমে সাক্ষ্য-মূল্যের পূর্ণতা দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পূর্বের ও পরের সাক্ষীর সাক্ষ্য বা বিবৃতির সাথে যাতে ধারাবাহিকতা এবং সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন কোনো একজন সাক্ষী বললেন, তিনি অভিযুক্তকে ঘটনাস্থল থেকে চলে যেতে দেখেছেন। একজনের সাক্ষ্য দ্বারা অভিযুক্তের চলে যাওয়ার বিষয়টি ততোটা জোরালো হয় না। যদি আরো একজন সাক্ষী বলে সেও অভিযুক্তকে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে দেখেছে, তাহলে তার সাক্ষ্য প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্যকে জোরালো করে। একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দির সাথে অপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দির মিল বা করোবোরেশন অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যথায় জেরার সময় আসামি পক্ষ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। মামলা তদন্তকালীন গ্রেপ্তারকৃত আসামি তদন্তকারী কর্মকর্তার জিজ্ঞাসাবাদে যদি নিজেকে উক্ত মামলার ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে এবং তার সঙ্গীয় অপরাপর আসামিদের নাম, ঠিকানা প্রকাশ করে কোনো জবানবন্দি প্রদান করে এবং উক্ত জবানবন্দি যদি ফৌজদারী কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারার বিধান মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর পর্যায়ে পড়ে এবং আসামি স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে ইচ্ছুক হয় তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামির একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করবেন, অতঃপর জবানবন্দির সাথে ঘটনার মিল আছে কি না তা যাচাইপূর্বক কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় আসামির জবানবন্দি বিজ্ঞ আদালতে রেকর্ড করানোর জন্য ফরোয়ার্ডিংসহ বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করবেন। গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজেই আসামিকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া উত্তম। আসামির জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারার বিধান মতে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ হওয়ার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা তার পরবর্তী তদন্তকালে উক্ত আসামির জবানবন্দিতে অন্যান্য জড়িত আসামি, ঘটনা, লুণ্ঠিত/চোরাই মাল, আলামত ইত্যাদি সম্পর্কে পাওয়া তথ্যাবলি সঠিকতা তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিত হবেন। অনেক সময় অনেক অপরাধী তার ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে কিছু তথ্য গোপন করে এবং কিছু অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত তথ্যাবলি প্রদান করে, এমনকি ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতেও পারে। ফলে তদন্তকারী কর্মকর্তা যথেষ্ট যাচাই-বাছাই না করে আসামির প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা সমীচীন নয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত রক্তের নমুনার সাথে সন্দিগ্ধের রক্তের মিল পাওয়া গেল। আবার একজন স্বতন্ত্র সাক্ষী বললেন, তিনি সন্দিগ্ধ ব্যক্তিটিকে ঘটনাস্থল থেকে চলে যেতে দেখেছেন। কাজেই এ দুইটি সাক্ষ্যের মাধ্যমে এই ধারণাই জোরালো হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিটি ঘটনাস্থলে ছিল। সমর্থনমূলক সাক্ষ্যের এই অবস্থানটি নিম্নলিখিত চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়-

এভাবে এজাহারে মৌখিক সাক্ষ্য, বস্তুগত সাক্ষ্য (যেমন: ঘটনার সময় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, ব্যবহার্য জিনিস, পায়ের ছাপ, আঙুলের ছাপ, ঘটনাস্থলের পরিবর্তন প্রভৃতি), দালিলিক সাক্ষ্য, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য, বিশারদের মতামত, প্রত্যক্ষদর্শীসহ অন্য সাক্ষী, শোনা সাক্ষী, লুণ্ঠিত/চোরাই মাল উদ্ধার এবং উদ্ধার সংশ্লিষ্ট সাক্ষী, আসামি ও লুণ্ঠিত মালের শনাক্তকরণের সাক্ষী, অন্যান্য ভিকটিমদের জবানবন্দি, স্থির চিত্র ও ভিডিও, অডিও রেকর্ড গ্রহণ করা হয়। সবগুলোর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য থাকতে হবে। সমর্থনমূলক সাক্ষীদের দ্বারা প্রত্যেকটি বিচার্য বিষয়কে জোরালো করতে হবে। তদন্তকালে প্রকাশিত ঘটনাকে জোরালো করার জন্য সাক্ষ্যসমূহকে নিম্নলিখিত চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে।

একটি ঘটনাকে প্রমাণ করার জন্য যেমন স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দরকার। তেমনি স্বতন্ত্র সাক্ষ্যসমূহের পরস্পর সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে। ফলে সাক্ষ্যসমূহ পরস্পরকে সমর্থনের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন সাক্ষী জবানবন্দিতে বললেন, তিনি দেখেছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিটি ভিকটিমকে গুলি করেছে। অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি মতে উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্র পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ মত দিলেন ভিকটিমের গায়ে প্রাপ্ত বুলেট জব্দকৃত বন্দুক থেকে ছোড়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে মৌখিক সাক্ষ্য, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, বস্তুগত সাক্ষ্য এবং বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য পরস্পরকে সমর্থন করেছে। ফলে এ ধারণা জোরালো হলো যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিই ভিকটিমকে গুলি করেছে।

(চ) সাক্ষ্য আইনের যেসব ধারায় সমর্থনমূলক সাক্ষ্যের বিষয়ে বলা হয়েছে

ধারা-১১৪ (খ)। আদালত কতিপয় বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেনঃ

(খ) এর ক্ষেত্রেঃ কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা একটি অপরাধ সংঘটিত হইল। ক, খ ও গ এই তিনজন অপরাধীকে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করে তাদেরকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটক রাখা হল। তাদের প্রত্যেকেই গ-কে জড়িত করিয়া ঘটনার বিবরণ দান করল। বিবৃতিগুলিতে পরস্পরের বক্তব্যের এরূপ সমর্থন পাওয়া গেল যাতে কোনরূপ পূর্ব-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রতীয়মান হয়।

ধারা-১৩৩। দুষ্কর্মে সহযোগীঃ

দুষ্কর্মে সহযোগী আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হবেন। দুষ্কর্মের সহযোগীর অসমর্থিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আসামীকে সাজা দেয়া হলে কেবলমাত্র সেই কারণেই উক্ত সাজা বেআইনি হবে না।

ধারা-১৫৬। প্রাসঙ্গিক বিষয় সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন গ্রহণযোগ্যঃ

সাক্ষী যখন কোন প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন এবং তাঁহার সাক্ষ্য সমর্থন করানোর ইচ্ছা করা হয়, তখন উক্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় সেইস্থানে বা যেই সময়ে ঘটেছিল সেই সময়ে বা স্থানে অথবা নিকটবর্তী সময়ে বা স্থানে তিনি অন্য যেই অবস্থাদি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, যদি আদালত মনে করেন যে, উক্ত অবস্থাদি প্রমাণিত হইলে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি সম্পর্কে সাক্ষী যেই সাক্ষ্য দিয়েছেন তাহা সমর্থিত হবে।

উদাহরণঃ

দস্যুতার সহযোগী হিসাবে যোগদানকারী ক দস্যুতার একটি বর্ণনা দান করেন। যেই স্থানে দস্যুতা হয়েছিল সেখানে যাওয়া আসার পথে এমন কতকগুলি ঘটনার বিবরণ তিনি দিলেন, যেইগুলি দস্যুতার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। দস্যুতা সম্পর্কে তাহার সাক্ষ্যের সমর্থনের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে নিরপেক্ষ ব্যক্তির সাক্ষ্য নেয়া যেতে পারে।

ধারা-১৫৭। একই বিষয় সম্পর্কে সাক্ষীর পরবর্তী সাক্ষ্য সমর্থনের জন্য পূর্ববর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণ করা যাইতে পারেঃ

সাক্ষীর সাক্ষ্য সমর্থনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় যখন ঘটেছিল সেই সময়ে বা তাহার নিকটবর্তী কোন সময়ে উক্ত বিষয় সম্পর্কে সাক্ষীর প্রদত্ত বিবৃতি অথবা বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্ববর্তীকালে সাক্ষীর প্রদত্ত বিবৃতি প্রমাণ করা যেতে পারে।

ধারা-১৫৮। প্রমাণিত যেই সমস্ত বিবৃতি ৩২ ও ৩৩ ধারা অনুসারে প্রাসঙ্গিক সেইগুলি সম্পর্কে যেই সমস্ত বিষয় প্রমাণ করা যাইতে পারেঃ

যখনই ৩২ বা ৩৩ ধারা অনুসারে প্রাসঙ্গিক বিবৃতি প্রমাণ করা হয়, তখনই উক্ত বিবৃতির প্রতিবাদ বা সমর্থন করিবার

উদ্দেশ্যে অথবা উক্ত বিবৃতিদাতার বিশ্বাসযোগ্যতার অভিশংসন বা সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে এখন সমস্ত বিষয় প্রমাণ করা যাইতে পারে, যেগুলো উক্ত ব্যক্তি সাক্ষী হিসাবে আহূত হইলে এবং তাহার জেরার সময় উক্ত সমস্ত বিষয়ের প্রস্তাব দিলে সেইগুলি তিনি সত্য বলিয়া অস্বীকার করিলে প্রমাণ করা যাইত।

(ছ) সমর্থনমূলক সাক্ষ্য সম্পর্কে উচ্চ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ নজিরসমূহ

(১) অন্যান্য নিরপেক্ষ সমর্থিত সাক্ষ্য ব্যতীত শুধুমাত্র আসামীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কোন আসামীকে শাস্তি দেয়া যাবে না (মোজাম্মল হায়াত খান বনাম রাষ্ট্র : ৫৮ ডিএলআর ৩৭৩; মোঃ মোফাজ্জল হোসেন খোজা বনাম রাষ্ট্র: ৫৮ ডিএল আর ৫২৪)।

(২) অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য ব্যতীত কেবল একজনসহ আসামীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কাহাকেও শাস্তি দেয়া যায় না (লেফটেনেন্ট কর্নেল ফারুক রহমান বনাম রাষ্ট্র; ৫৩ ডিএলআর ২৮৭)।

(৩) হিসাবের খাতার মধ্যে যাহা লেখা হয় তাহা ৩৪ ধারা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক এবং তাহা সাক্ষ্যে গ্রহণীয়। তবে খাতাটি নিয়মিতভাবে রক্ষিত হবে (পিএলডি ১৯৬৩ করাচি ৬৩)।

(৪) একজন সহ আসামীর বিরুদ্ধে আসামীদের স্বীকার ব্যতীত আর কোন সাক্ষ্য না থাকিলে তাহাকে শুধুমাত্র আসামীর দোষ স্বীকারের ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া যায় না [পিএলডি ১৯৬০ এসসি ৩১৩]।

(৫) হিসাবের খাতায় যাহা লিপিবদ্ধ থাকে তাহা নানাভাবে সমর্থন করা যায়। ভাউচার দিয়া, রশিদ দিয়া বা অন্যান্য দলিল দিয়া বা মৌখিক সাক্ষ্য দিয়া হিসাবের খাতাকে সমর্থন করা যায় (১৭ ডিএলআর ৭২৯)।

(৬) দোষ স্বীকারমূলক বিবৃতি উদ্ধারকৃত বস্তু বা আলামত সমূহ দ্বারা সমর্থিত হলে তাহা সহযোগী আসামীর দোষী সাব্যস্তকরণের জন্য যথেষ্ট হইবে (২১ ডিএলআর (এসসি) ৬৯)।

(৭) ধারা : ১৪৪ দৃষ্টান্ত-খ: ইহা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত যে, আসামীর বিরুদ্ধে তাহার অপরাধের সহযোগীর সাক্ষ্য অন্যান্য বিষয় দ্বারা সমর্থিত না হইলে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। সহ আসামীর স্বীকারোক্তি আসামির কু-কর্মের সহযোগীর সাক্ষ্যে সমর্থন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে না [(১৯৪২) নাগ, ৭৪৯]।

(৮) আইনের দৃষ্টিতে অত্র আসামীর অপরাধের সহযোগী একজন উপযুক্ত সাক্ষী। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহার সাক্ষ্য বিবেচনা করিতে হইবে। নেহায়াত ব্যতিক্রম মূলক না হইলে সহযোগীর সাক্ষ্য যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণীয় নহে [(১৯৪৪) মাদ-৩৩৮ এফবি] তাহার সাক্ষ্য এমন কিছু দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে যাহা ইহা প্রমাণ করে যে, আসামি অভিযুক্ত অপরাধটি সংঘটন করিয়াছে।

(৯) টিআই প্যারেডের সাক্ষ্য এই ধারায় (১৫৭) গ্রহণীয়। ইহার মূল্য শুধু সমর্থন সূচক [১০ ডিএলআর এসসি ২১]।

(১০) ডাক্তারের সাক্ষ্য এবং ময়নাতদন্ত রিপোর্ট Substantive evidence হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। বরং সমর্থনযোগ্য সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে [উজ্জ্বল ওরফে ইলিয়াস হোসেন বনাম রাষ্ট; ৫৯ ডিএলআর ৫০৫]।

(জ) মামলা তদন্তে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য আইনের-৬ থেকে ৫২ ধারা।

ক্রমিক	ধারার বিবরণ	ধারা
১	যে সকল ঘটনা একই কার্যের অংশবিশেষ এর প্রাসঙ্গিকতা	৬
২	বিচার্য বিষয়ের উপলক্ষে, কারণ বা পরিণামের প্রাসঙ্গিকতা	৭
৩	উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি এবং পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আচরণের প্রাসঙ্গিকতা	৮
৪	প্রাসঙ্গিক ঘটনার ব্যাখ্যা বা উপস্থাপনের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়	৯
৫	অভিন্ন অভিপ্রায় প্রসঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীর কথা বা কাজ	১০
৬	Alibi (আসামির আত্মপক্ষ সমর্থন)	১১
৭	ক্ষতিপূরণের মামলায় ক্ষতির পরিমাণ যে বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়	১২
৮	অধিকার ও প্রথার প্রাসঙ্গিকতা	১৩
৯	মানসিক অবস্থা ও দৈহিক উপলব্ধির অস্তিত্ব (Mens rea)	১৪
১০	আকস্মিক কিংবা ইচ্ছাকৃত প্রশ্নে যে বিষয়ের প্রভাব থাকে (Intention, Knowledge and good faith)	১৫
১১	প্রচলিত রীতিনীতির অস্তিত্ব	১৬
১২	স্বীকৃতি (Admission)	১৭-২৩
১৩	স্বীকারোক্তি (Confession)	২৪-৩০
১৪	মৃত কিংবা নিখোঁজ ব্যক্তির বিবৃতি	৩২
১৫	পূর্বের মামলায় প্রদত্ত বিবৃতি পরবর্তী মামলা প্রমাণের জন্য প্রাসঙ্গিক	৩৩
১৬	হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ বিষয়	৩৪
১৭	সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক কর্তব্য সম্পাদনকালে সরকারি দলিলে লিপিবদ্ধ বিষয়	৩৫
১৮	মানচিত্র, চার্ট, পরিকল্পনাকৃত বিবৃতি	৩৬
১৯	কোনো আইন কিংবা বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারিত বিষয়	৩৭
২০	আইন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয় কিংবা বিভিন্ন আদালতের নজিরের সংকলন (রুলিং)	৩৮
২১	বিবৃতির যতটুকু অংশ প্রমাণ করতে হবে	৩৯
২২	দ্বিতীয় মামলার বিচার নিষিদ্ধ করার জন্য পূর্ববর্তী মামলার রায়	৪০
২৩	প্রবেট, এখতিয়ার ইত্যাদির ক্ষেত্রে	৪১
২৪	বিশেষজ্ঞের অভিমত	৪৫
২৫	বিশেষজ্ঞের অভিমতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়	৪৬
২৬	হস্তাক্ষর সম্পর্কে অভিমত	৪৭
২৭	অধিকার বা প্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত	৪৮
২৮	প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে অভিমত	৪৯
২৯	আত্মীয়তা সম্পর্কে অভিমত	৫০
৩০	মতামত প্রদানের হেতুর প্রাসঙ্গিকতা	৫১
৩১	চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা	৫২

একাদশ অধ্যায়

তদন্ত তদারকি প্রতিবেদন

তদন্ত তদারকি প্রতিবেদন

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। মামলার তদন্ত তদারককারী কর্মকর্তা দায়িত্ব ও অধিক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভ
২। মামলার গুরুত্বভেদে নিয়মিত তদারকি প্রক্রিয়া ও আকস্মিক তদারকি পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন
৩। মামলার তদারকিকালে পরীক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়সমূহকে চেকলিস্ট আকারে সংহতকরণ

১১.১ তদন্ত তদারকি অফিসারের দায়িত্ব এবং অধিক্ষেত্র (মামলা নিষ্পত্তি পর্যন্ত)

(ক) দায়িত্ব

সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনপূর্বক প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ, জব্দকৃত আলামত ও প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে যুক্তিনির্ভর উপায়ে আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় আদেশ, উপদেশ, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করাই তদারককারী অফিসারের দায়িত্ব।

প্রবিধান ৫৪ (পিআরবি): ফৌজদারি মামলার তদন্ত তদারকীকরণ (১৮৬১ সালের ৫ নং আইন)

(ক) ফৌজদারি মামলার তদন্ত তদারকির কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা এই বিষয়ে আশ্বস্ত হবেন যে,
  ১. কোনোরূপ বিলম্ব না করে তদন্তকার্য এগিয়ে চলছে;
  ২. তদন্তকার্য সামগ্রিকভাবে চলছে, অর্থাৎ সূত্রগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো অনুসৃত হচ্ছে;
  ৩. কেবল স্বীকৃতি আদায় করার এবং যা বলা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করাই তদন্তকারী অফিসারের প্রধান কাজ নয় এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তিনি কারো ওপর চাপ প্রয়োগ অথবা কাউকে প্রলুব্ধ করবেন না;
  ৪. অধস্তন পুলিশ সদস্যরা সততার সাথে কাজ করছেন;
  ৫. জনসাধারণের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে;
  ৬. নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে।

(খ) কোনো অবস্থায়ই তিনি স্পেশাল কেস অনুসন্ধানের জন্য তদন্তকারী অফিসারকে নির্দেশ দিয়ে চাপ প্রয়োগ করবেন না;

(গ) তদারককারী অফিসারগণ নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন–
  ১. তদন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটনাস্থলে গমন এবং প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষীদের পরীক্ষা করা;
  ২. কেস ডায়েরি এবং তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ভালো করে পরীক্ষা করা এবং
  ৩. থানায় অপরাধ রেজিস্টার এবং অন্যান্য রেজিস্টার পরীক্ষা করা।

(ঘ) তদারককারী অফিসার তদন্তকারী অফিসারের কোনো ত্রুটি বা বিচ্যুতি দেখতে পেলে তিনি সে বিষয়ে তাকে বলবেন, কিন্তু শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন না থাকলে লিখিত কৈফিয়ত তলব করবেন না;

(ঙ) একজন সুপারিন্টেন্ডেন্টের, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের এবং (কেবল নিজ সার্কেলে) একজন সার্কেল অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ ধারার অধীনে অপর একটি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক তদন্তযোগ্য মামলা তদন্তের জন্য যেকোনো থানায় কর্মরত একজন অফিসারকে নির্দেশদানের ক্ষমতা রয়েছে। তবে এই ক্ষমতা সকল সময় ব্যবহার করা উচিত নয় এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিম্নপদস্থ কোনো অফিসার উক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করলে তা তৎক্ষণাৎ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে রিপোর্ট করা উচিত।

সুতরাং, প্রবিধান-৫৪ মতে, তদারককারী অফিসার নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো যাচাই করবেন

- তদন্তকারী অফিসার বিলম্ব করেছেন কি না।
- তদন্তকারী অফিসার তদন্তকালে তদন্তের গভীরে প্রবেশ করেছেন কি না।
- তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলো অবহেলিত হয়েছে কি না।
- তদন্তের আইনগত পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে কি না।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত যথাযথ হয়েছে কি না।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিকটিমের মৃত্যুকালীন ঘোষণা (Dying declaration) গ্রহণ করা হয়েছে কি না।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ যথাস্থানে প্রেরণ করা হয়েছে কি না।
- ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে কি না।
- অন্য কোনো বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রয়োজন আছে কি না।
- তদন্তকারী অফিসার সততার সাথে কাজ করছেন কি না।
- জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে কি না।
- স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করেছে কি না।
- তদন্তের প্রতি সংশ্লিষ্টদের আস্থা আছে কি না।
- তদন্তকারী অফিসার তথ্য উদ্‌ঘাটনে স্বপ্রণোদিত কি না।
- তদন্তকারী অফিসার অনুমান নির্ভর বা ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভরশীল কি না।
- মামলার তথ্য উদ্‌ঘাটনে ধারাবাহিকভাবে তৎপর আছে কি না।
- মামলার ঘটনাস্থল থেকে (Inductive reasoning)/বাইরের কোনো উৎস থেকে (Deductive Reasoning) তথ্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর কি না।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন কি না।
- কেস ডায়েরি ও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পর্যালোচনা করেছেন কি না।
- থানার অপরাধ রেজিস্টার এবং অন্যান্য রেজিস্টার পরীক্ষা করেছেন কি না।

(খ) অধিক্ষেত্র

প্রবিধান-৫৫ মতে, গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ এবং যে সমস্ত মামলায় অধস্তন পুলিশ অফিসারগণের আচরণ অসন্তোষজনক সে সমস্ত মামলার তদন্তকার্য নিয়মিত তদারকি করা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব। যদি কোনো কারণে তিনি নিজে তদারকি করতে অসমর্থ হন তবে তা করার জন্য একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বা সহকারী পুলিশ সুপারকে তদারকির দায়িত্ব দেবেন।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে সার্কেল এএসপি সরাসরি জড়িত। তিনি স্বীয় সার্কেলের প্রত্যেকটি মামলার তদারকি করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন ও সাক্ষীদের প্রদত্ত জবানবন্দি যাচাই করে দেখবেন

১১.২ এস.আর ও এম.আর মামলা

(ক) এস.আর মামলা

পিআরবি বিধি-৫৩ (১) এবং ভলিউম-২-এর অ্যাপেন্ডিক্স-১৫-তে বর্ণিত মামলাসমূহকে এস.আর বা বিশেষ রিপোর্ট মামলা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে:

খুন, ডাকাতি, দস্যুতা, নারী নির্যাতন/ধর্ষণ, মানব-পাচার, বড় ধরনের চুরি/সিঁধেল চুরি, অস্ত্র-গুলি চুরি, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের মামলা, স্ট্যাম্প/মুদ্রা জালিয়াতি, বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলা, পুলিশ হেফাজত থেকে আসামি পলায়ন, পুলিশ অফিসার আহত-নিহত মামলা, গুরুতর দাঙ্গা, বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত মামলা, ট্রেন দুর্ঘটনা মামলা ইত্যাদি।

বিশেষ রিপোর্ট (এস.আর) মামলা তদন্তকারী অফিসারের করণীয় নিম্নরূপ-

- মামলাটি সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করতে হবে।
- যতদূর সম্ভব বিরতিহীনভাবে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে।
- মামলার সিডি ০৩ (তিন) কপি করতে হবে এবং তৃতীয় কপি পুলিশ সুপার বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
- তদন্ত চলাকালীন এবং মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ১৫ (পনেরো) দিন অন্তর মামলার অগ্রগতি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডিআইজিকে প্রেরণ করতে হবে।
- আসামি গ্রেপ্তার, চোরাই/লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার, ভিকটিম উদ্ধার ইত্যাদি সংক্রান্তে যেকোনো তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ সুপারকে অবহিত করতে হবে।
- মামলা রুজু হওয়ার পর হৈচৈ বিজ্ঞাপন ইস্যু করতে হবে।
- মামলার তদন্ত সম্পন্ন করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট তদারককারী অফিসারের মতামতসহ পুলিশ সুপারের আদেশ গ্রহণের জন্য সাক্ষ্যের স্মারকলিপি দাখিল করতে হবে।

(খ) এম.আর মামলা

(১) নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহ রুজু হওয়ার পর জেলা পুলিশ সুপার সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং রেঞ্জ ডিআইজির মাধ্যমে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ বরাবর বিশেষ প্রতিবেদন দাখিল করবেন। তিনি একটি অগ্রিম কপিও আইজিপি বরাবর প্রেরণ করবেন।

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে রুজুকৃত মামলাগুলো এম.আর মামলা হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন:

(ক) জনসমালোচনার সৃষ্টি হতে পারে এরূপ ঘটনা, যেখানে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন অথবা অন্যান্য গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

(খ) সরকারি দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল দেওয়ানি মামলা।

(গ) দায়রা জজ বা অন্য উচ্চতর আদালতে পুলিশের আচরণ সম্পর্কে প্রদত্ত রায়ে এমন বিশেষ মন্তব্য যাতে সাব-ইন্সপেক্টর বা তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা অপরাধ প্রশ্রয় দিয়েছেন, জোরপূর্বক অর্থ/ঘুষ আদায় করেছেন বা অন্য গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে।

(২) ক্রমিক নম্বর (০১) মোতাবেক প্রেরিত প্রতিবেদনের পরপরই এতদ্‌সম্পর্কে গৃহীত কার্যক্রমসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে, যাতে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি খরচে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে কি না তা উল্লেখ থাকতে হবে।

(৩) পুলিশ অফিসারদের ছোটখাটো অসদাচরণের ঘটনা পুলিশ অফিসার নির্দিষ্ট একটি রেজিস্টারে বিপি ফরম নং-২০৬ মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

(৪) গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেঞ্জ ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(৫) পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে আদালতে আনীত সকল মামলার রেকর্ড ইন্সপেক্টর জেনারেলকে অবহিত করবেন।

১১.৩ তদন্ত তদারকির সময়সীমা

সকল গুরুত্বপূর্ণ মামলা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তদারকি করা প্রয়োজন। নিম্নবর্ণিত মামলাগুলো রুজু হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদারকি করা শ্রেয়–

(ক) নারী নির্যাতন (চাঞ্চল্যকর ধর্ষণ মামলা, ধর্ষণসহ খুন মামলা, গণধর্ষণ, ধর্ষণসহ খুন মামলা ও চাঞ্চল্যকর এসিড নিক্ষেপ মামলা (খ) খুন, (গ) ডাকাতি, (ঘ) দস্যুতা, (ঙ) এসিড নিক্ষেপ, (চ) অস্ত্র আইন, (ছ) হরণ ও অপহরণ ইত্যাদি।

অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে তদারকি কর্মকর্তাগণ দ্রুততম সময়ে লিখিত তদারকি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন। সার্কেল এএসপি, তদন্ত কার্যক্রম তদারকি, কেস ডায়েরি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলি দেবেন।

১১.৪ নিয়মিত ও আকস্মিক তদারককীকরণ

প্রবিধান-৫৫ মতে, গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ এবং যে সমস্ত মামলায় অধস্তন পুলিশ অফিসারগণের আচরণ অসন্তোষজনক সে সমস্ত মামলার তদন্তকার্য নিয়মিত তদারকি করা মূলত পুলিশ সুপারের দায়িত্ব। যদি কোনো কারণে তিনি নিজে তদারকি করতে অসমর্থ হন তবে তা করার জন্য অতিঃ পুলিশ সুপার বা সহকারী পুলিশ সুপারকে নিয়মিত তদারকির দায়িত্ব দেবেন। পুলিশ সুপার বা অতিঃ পুলিশ সুপার তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার মামলাগুলো আকস্মিক তদারকি করতে পারবেন। সার্কেল এএসপি স্বীয় সার্কেলের প্রত্যেকটি মামলার নিয়মিত ও আকস্মিক তদারকি করবেন এবং তিনি গুরুত্বপূর্ণ সকল মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও সাক্ষীদের প্রদত্ত জবানবন্দি যাচাই করে দেখবেন। তদারকি কর্মকর্তা প্রয়োজন অনুভব করলে একাধিকবার তদন্ত তদারকি করবেন এবং মামলার তথ্য উদ্‌ঘাটনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১১.৫ তদন্তে সহযোগী অফিসের ভূমিকা নিশ্চিতকরণে তদারকি কর্মকর্তার করণীয়

তদন্তকালে নিম্নোক্ত অফিসের সহযোগিতার প্রয়োজনে তদারকি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অফিসে পত্রালাপ বা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তদন্তকারী অফিসারকে সহযোগিতা করবেন। তাছাড়া তদন্তকারী অফিসারের চাহিদা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে তদন্তের স্বার্থে আইনানুগ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্তকালে সাধারণত নিম্নবর্ণিত অফিসের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। যেমন-

(ক) বিজ্ঞ আদালত (খ) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (গ) সিভিল সার্জন অফিস (ঘ) ভূমি রেজিস্টার/তহসিল/এসি ল্যান্ড অফিস (ঙ) পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস (চ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রকের অফিস (ছ) বাংলাদেশ ব্যাংক (জ) বিস্ফোরক অধিদপ্তর (ঝ) সিআইডি ফরেনসিক (ঞ) সিআইডি ও অন্যান্য এল আই সি (ট) সিআইডি সাইবার ক্রাইম (ঠ) সিআইডি রাসায়নিক পরীক্ষকের অফিস (ড) ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ডিএমপি, ঢাকা (ঢ) অন্যান্য (নামসহ) বিশেষজ্ঞ অফিস।

১১.৬ নির্দেশাবলি প্রদান

মামলা তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি বা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অবহেলিত হয়েছে তদারকিকালে তদারকি কর্মকর্তা সেই বিষয়গুলো উল্লেখ করে তা সংশোধন করা এবং পরবর্তী করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে তদন্তকারী অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি প্রদান করবেন। নির্দেশাবলি নির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবায়নযোগ্য হওয়া উচিত। বস্তুগত ও ফরেনসিক বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

১১.৭ তদন্ত তদারকি প্রতিবেদনের নমুনা

নমুনা-ক (বিস্তারিত)

সূত্র:----------থানার মামলা নং- --------তাং----------খ্রিঃ। ধারা----------

(ক) মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(খ) তদারককারী কর্মকর্তার নাম---------- পদবি----------
তদারকির তারিখ ----------সময়----------
বিঃ দ্রঃ তদারকি কর্মকর্তাগণ দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চ ০৭ দিনের মধ্যে লিখিত তদারকি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন।

(গ) **তদন্ত তদারকি চেকলিস্ট ফরমেট**

১. তদন্তকারী অফিসার বিলম্ব করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
২. তদন্তকারী অফিসার তদন্তকালে তদন্তের গভীরে প্রবেশ করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
৩. তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলো অবহেলিত হয়েছে কি না	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
৪. তদন্তের আইনগত পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত যথাযথ হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
৬. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিকটিমের মৃত্যুকালীন ঘোষণা (Dying declaration) গ্রহণ করা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
৭. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ যথাস্থানে প্রেরণ করা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
৮. ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
৯. অন্য কোনো বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রয়োজন আছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১০. তদন্তকারী অফিসার সততার সাথে কাজ করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১১. জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১২. স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১৩. তদন্তের প্রতি সংশ্লিষ্টদের আস্থা আছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১৪. তদন্তকারী অফিসার তথ্য উদ্‌ঘাটনে স্বপ্রণোদিত কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১৫. তদন্তকারী অফিসার অনুমাননির্ভর বা ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভরশীল কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১৬. মামলার তথ্য উদ্‌ঘাটনে ধারাবাহিকভাবে তৎপর আছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১৭. মামলার ঘটনাস্থল থেকে (Inductive reasoning)/বাইরের কোনো উৎস থেকে (Deductive reasoning) তথ্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১৮. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেস ডায়েরি ও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
২০. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে থানার অপরাধ রেজিস্টার এবং অন্যান্য রেজিস্টার পরীক্ষা করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়

(ঘ) তদারকিকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অপরাধের ধারাসমূহ

(ঙ) তদন্তে অবহেলিত/বাদ পড়া বিষয়গুলো

১.

২.

৩.

(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদারকিকালে অন্য কোন কোন অফিস বা সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে

- বিজ্ঞ আদালত ☐
- সিভিল সার্জন অফিস ☐
- পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস ☐
- বাংলাদেশ ব্যাংক ☐
- সিআইডি ফরেনসিক ☐
- সিআইডি সাইবার ক্রাইম ☐
- ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ডিএমপি, ঢাকা ☐
- মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ☐
- ভূমি রেজিস্টার/তহসিল/এসি ল্যান্ড অফিস ☐
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রকের অফিস ☐
- বিস্ফোরক অধিদপ্তর ☐
- সিআইডি এলআইসি ☐
- সিআইডি রাসায়নিক পরীক্ষকের অফিস ☐
- অন্যান্য (নামসহ) বিশেষজ্ঞ অফিস ☐

(ছ) অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় অভিজ্ঞ তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে কি না।

(জ) তদন্ত সম্পর্কে মন্তব্য: সন্তোষজনক ☐ মোটামুটি ☐ অসন্তোষজনক ☐

(ঝ) নির্দেশনাবলি

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬.

(বিঃ দ্রঃ নির্দেশনাবলিসমূহ নির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবায়নযোগ্য হওয়া উচিত। বস্তুগত ও ফরেনসিক বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত)।

তদারককারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর

নমুনা-খ (সংক্ষিপ্ত)

সূত্র:----------থানার মামলা নং----------তাং----------ধারা----------

(ক) তদারকি কর্মকর্তার দায়িত্ব

সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনপূর্বক প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ, জব্দকৃত আলামত ও প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে যুক্তিনির্ভর উপায়ে আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে তদন্তকারী অফিসারকে প্রয়োজনীয় আদেশ, উপদেশ, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করাই তদারকি কর্মকর্তার দায়িত্ব।

(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো যাচাই করবেন

(১) তদন্তকারী অফিসার বিলম্ব করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(২) তদন্তকারী অফিসার তদন্তকালে তদন্তের গভীরে প্রবেশ করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(৩) তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলো অবহেলিত হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়

(৪) তদন্তের আইনগত পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(৫) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত যথাযথ হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিকটিমের মৃত্যুকালীন ঘোষণা (Dying declaration) গ্রহণ করা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(৭) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ যথাস্থানে প্রেরণ করা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(৮) ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(৯) অন্য কোনো বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রয়োজন আছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(১০) তদন্তকারী অফিসার সততার সাথে কাজ করছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(১১) জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(১২) স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করা হয়েছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(১৩) তদন্তের প্রতি সংশ্লিষ্টদের আস্থা আছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(১৪) তদন্তকারী অফিসার তথ্য উদ্‌ঘাটনে স্বপ্রণোদিত কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(১৫) তদন্তকারী অফিসার অনুমাননির্ভর বা ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভরশীল কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(১৬) মামলার তথ্য উদ্‌ঘাটনে ধারাবাহিকভাবে তৎপর আছে কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(১৭) মামলার ঘটনাস্থল থেকে (Inductive reasoning)/বাইরের কোনো উৎস থেকে (Deductive reasoning) তথ্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(১৮) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(১৯) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেস ডায়েরি ও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
(২০) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে থানার অপরাধ রেজিস্টার এবং অন্যান্য রেজিস্টার পরীক্ষা করেছেন কি না।	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়

দ্বাদশ অধ্যায়

তদন্তের চূড়ান্ত পর্ব

তদন্তের চূড়ান্ত পর্ব

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। মামলার তদন্ত চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে করণীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ
২। মেমো অব এভিডেন্স, চার্ট অব এভিডেন্সসহ পুলিশ রিপোর্ট পূর্ববর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন
৩। বিভিন্ন ধরনের পুলিশ রিপোর্ট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আইনগত ও প্রায়োগিক জ্ঞানলাভ

১২.১ তদন্ত চূড়ান্তকরণ

তদন্তের কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা যখন অনুধাবন করবেন যে, তদন্তকার্য সমাপ্ত হয়েছে, তখন তাকে যেসব কাজ করতে হবে তার বিবরণ এ অধ্যায়ে প্রদান করা হবে। চূড়ান্ত পর্বের কাজগুলো শেষ না করলে তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলা আদালতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

- তদন্ত কার্যক্রমের যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া
- প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন ও প্রমাণের জন্য আদালতে পেশ।
- ভিকটিম শনাক্তকরণ।
- সাক্ষ্য-প্রমাণ বা আলামত উদ্ধারকরণ।
- কে কে সাক্ষী হতে পারে তা শনাক্তকরণ।
- অপরাধের কারণ, স্থান ও সময় শনাক্তকরণ।
- এজাহারভুক্ত, সন্দিগ্ধ এবং তদন্তে প্রাপ্ত অপরাধীদের খুঁজে বের করা ও গ্রেপ্তার।
- প্রাপ্ত সকল তথ্য, সাক্ষী, আসামিদের প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য আদালতে পেশ করা।

১২.২ তদন্ত তদারককারী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান

চূড়ান্ত পর্যায়ে তদারককারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তকারী কর্মকর্তাকে ডকেট বিশ্লেষণপূর্বক নির্দেশনা প্রদান করবেন। এ ছাড়াও তিনি যেসব বিষয় লক্ষ্য করবেন, তা হলো:

- পরিস্থিতি শনাক্তকরণ– ক্রাইমসিন ম্যানেজমেন্ট
- সাক্ষী শনাক্তকরণ– অভিযোগকারী, প্রত্যক্ষদর্শী
- ভিকটিম শনাক্তকরণ ও পরীক্ষা– পর্যবেক্ষণ
- অপরাধী শনাক্তকরণ– তথ্য এবং অপরাধের কারণ মোডাস অপারেন্ডিসহ
- বস্তুগত সাক্ষ্য সংগ্রহ

১২.৩ পুলিশ রিপোর্ট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়

তদন্তকারী কর্মকর্তা চার্জশিট প্রস্তুতির সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন:

- মামলার নম্বর, তারিখ, ঘটনাস্থল, আসামিদের নাম, সাক্ষীদের নাম, এজাহারের আসামিদের মধ্যে পলাতক আসামি বা মামলা হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কেউ থাকলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে কি না।
- তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি, মামলার ধারা, চোরাই মালামাল উদ্ধার থাকলে উল্লেখ থাকতে হবে।
- অভিযোগ/তথ্যের সারমর্ম।
- কোন আসামি কোন ধারায় অপরাধ করেছে।
- আসামির পিসি/পিআর যাচাইকরণ ও অপর পৃষ্ঠায় মন্তব্যকরণ।
- পলাতক আসামিদের ক্ষেত্রে আসামির সম্পত্তির তালিকা প্রদান।

১২.৪ মামলার সূচি (সাক্ষ্য স্মারকলিপি)

(বিপি ফরম নং-৪১)

তদন্তকারী কর্মকর্তা বর্ণিত তথ্যাদি সাক্ষ্য স্মারকলিপিতে সন্নিবেশপূর্বক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করবেন।

(১) মামলা নম্বর
(২) ঘটনাস্থল
(৩) ঘটনার তারিখ ও সময়
(৪) বাদীর নাম, ঠিকানা
(৫) এজাহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
(৬) মোডাস অপারেন্ডি
(৭) এজাহার নামীয় আসামি
(৮) তদন্তে প্রাপ্ত এজাহার-বহির্ভূত আসামি
(৯) তদন্ত: (ক) থানা পুলিশ, (খ) সিআইডি, (গ) মাদকদ্রব্য অধিদপ্তর, (ঘ) দুদক, (ঙ) পিবিআই, (চ) র‍্যাব, (ছ) পরিবেশ অধিদপ্তর, (জ) আদালত/আইন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য সংস্থা
(১০) তদন্তকালে জব্দকৃত আলামত
(১১) তদন্তে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিশ্লেষণ
(১২) অভিযোগপত্র দাখিলের জন্য প্রস্তাবিত আসামির নাম-ঠিকানা ও অভিযুক্তির কারণ
(ক) গ্রেপ্তারকৃত (খ) পলাতক
(১৩) মামলার দায় হতে অব্যাহতির প্রস্তাবিত আসামির নাম, ঠিকানা ও অব্যাহতির যৌক্তিক কারণ
(১৪) মতামত
(১৫) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ইন্সপেক্টর তদন্ত-এর মতামত
(১৬) এএসপি সার্কেলের মতামত
(১৭) তদারককারী অফিসারের মতামত
(১৮) পিপির মতামত (পুলিশ সুপারের বিবেচনা সাপেক্ষে)
(১৯) পুলিশ সুপারের চূড়ান্ত মতামত

১২.৫ চার্ট অব এভিডেন্স

(বিপি ফরম নং-৪১)

চার্ট অব এভিডেন্স মূলত অপরাধী/সন্দিগ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ও প্রমাণ উপস্থাপনের একটি ছক।

উক্ত ছকে কোনো সাক্ষী নিম্নরূপ বিষয়াদির কী প্রমাণ করবে তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

- কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষীদের জবানবন্দি।
- কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষীদের জবানবন্দি।
- মৃত্যুকালীন জবানবন্দি, বিচারবহির্ভূত স্বীকারোক্তি ইত্যাদি।
- সংগৃহীত বস্তুগত সাক্ষ্য ও দালিলিক সাক্ষ্য।
- ফরেনসিক মতামত।
- তদন্তসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার মতামত।

২.৫.১ একটি নমুনা চার্ট অব এভিডেন্স

(বিপি ফরম নং ৪১)

.....Points to be proved.	Evidence to prove each point.
1. That a package was stolen from the complainant's godown.	(1) Complainant. (2) Sagar Mal (complainant's *gomasta)* (3) Prasad Singh (complainant's peon) (exhibit First Information Report and broken padlock)
II. That the recovered cloths were in the stolen package.	Sagar Mal (2) Complainant (1). (Exhibit invoice.)
III. That accused Somua was arrested with some of the cloths in his possession.	(4) Constable Palakdhari Singh. (5) Behari Sao.
IV. That the remaining cloth were recovered while concealed in a granary, and under heaps of fuel in the houses of Bipta and Somua.	(6) Sub-Inspector S. K. Lahiri. (7) Abdul Rahim (search witness). (8) Sheonath Pande (search witness.)
V. That Bipta Goala has two previous convictions.	8. (i) Amanat Khan, of Nathnagar police station. Constables Jeodhari Singh of Bhagalpur district can prove the second conviction.

Officer-in-charge of police- station

Dated the.....

১২.৬ ফাইনাল রিপোর্ট

মামলা তদন্ত শেষে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে-

- বাদীর নাম, ঠিকানা, বয়স।
- আসামির নাম, ঠিকানা, বয়স, (ক) অভিযোগ হতে অব্যাহতি বা, (খ) সন্দিগ্ধ।
- জব্দকৃত মালামাল কী করা হয়েছে (মালিককে ফেরত/ধ্বংস/নিলামের ব্যবস্থা)।
- মামলার ধারা।
- তদন্তের ফলাফল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা।
- ফাইনাল রিপোর্ট দাখিলের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা।
- বাদীকে অবগত করা হয়েছে, এই মর্মে ঘোষণা।
- মামলা পুনরুজ্জীবিতকরণের সুযোগ রেখে উল্লেখ করতে হবে।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রেরণ।
- তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা উল্লেখ।

১২.৭ ফাইনাল রিপোর্টসমূহের মধ্যকার পার্থক্য

FR- Mistake of Fact, FR-Mistake of Law, FR-True, FR-False, FR-Non Cognizable-এর ক্ষেত্রে লক্ষণীয়:

পার্থক্য বিষয়	FRT	FR as M.F	FR as False	FR as M.L	FR as Non-Cog.
ঘটনা চূড়ান্ত রিপোর্টের বিষয়বস্তু	ঘটনা সত্য, সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব	ঘটনা ও ঘটনাস্থল সংক্রান্ত আংশিক সত্য, অতিরঞ্জিত তথ্য	সম্পূর্ণ মিথ্যা, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে মিথ্যা অভিযোগ	ঘটনা সত্য; যে ধারায় মামলা হয়েছিল, তদন্তে ভিন্ন অপরাধ প্রমাণিত	ঘটনা সত্য; অধর্তব্য বলে প্রমাণিত

১২.৮ অভিযোগপত্র: (ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৭৩, পিআরবি ২৭২, সাক্ষ্য আইন ৩৫):

মামলা তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে-

- মামলা নম্বর ও তারিখ।
- সাক্ষীদের নামের তালিকা।
- আসামিদের নাম ও বয়স সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ।
- মামলা হতে অব্যাহতি পেলে বা পলাতক থাকলে তা উল্লেখ থাকবে।
- তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি।
- সংঘটিত অপরাধের সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা।
- চোরাই মাল উদ্ধার থাকলে মূল্য উল্লেখ করতে হবে।
- সন্দেহজনক আসামি হলে সন্দেহের কারণ।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নাম সাক্ষীদের কলামে উল্লেখ থাকে।
- চার্জশিট প্রেরণের তারিখ ও সময়।
- তথ্যের সারমর্ম ও কোন আসামি কোন ধারায় অপরাধ করেছে তা স্পষ্টভাবে দাখিলকারী অফিসার উল্লেখ করবেন।
- আসামির পিসিপিআর যাচাই করতে হবে এবং স্পষ্টভাবে অভিযোগপত্রের অপর পৃষ্ঠায় লিখতে হবে সে পরিচিত চোর, ডাকাত বা ভবঘুরে বা সন্দেহজনক বা সুদখোর বা সচ্চরিত্রবান বা অজ্ঞাতপূর্ব কি না।
- পূর্বে কোনো মামলায় সাজা হয়েছে কি না তা উল্লেখ করতে হবে।
- পলাতক আসামির ক্ষেত্রে আসামির সম্পত্তির তালিকা দিতে হবে।

১২.৯ সম্পূরক অভিযোগপত্র: (পিআরবি ২৭৭ নং বিধি অনুযায়ী):

- কোনো মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করার পরও যদি ওই মামলার নতুন তথ্য বা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় তবে তদন্ত পুনরুজ্জীবিত করা যায়।
- সে ক্ষেত্রে মূল তদন্তের মতো সকল নিয়ম অনুসরণ করা হয় আর না পাওয়া গেলে মূল চূড়ান্ত রিপোর্টের মতো একটি সম্পূরক চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।
- বর্ধিত তদন্তে ও মামলায় নতুন আসামি যোগ হলে সম্পূরক অভিযোগপত্র দিতে হবে।

১২.১০ বাদী যখন নিজেই আসামি তখন করণীয়

বাদী যদি নিজেই আসামি হয়, সে ক্ষেত্রে চার্জশিটে সাক্ষীর কলামে তার নাম দেয়া যাবে না– তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে নিজে বাদী হয়ে নতুন মামলা করবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ডকেট ব্যবস্থাপনা

ডকেট ব্যবস্থাপনা

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। মামলার ডকেট প্রস্তুতি, সংরক্ষণ, গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞানলাভ
২। ডকেটের অন্তর্ভুক্ত রেকর্ডসমূহ চেকলিস্ট আকারে সন্নিবেশকরণ ও মোড়ককরণ সংক্রান্তে জ্ঞানার্জন
৩। কেস ডকেট প্রেরণ পদ্ধতি, করণীয়-বর্জনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে আইনগত ও প্রায়োগিক ধারণা লাভ

১৩.১ ডকেট কী

ডকেট এর সংজ্ঞা

'ডকেট' শব্দটি আইনি পরিভাষা। সাধারণত কোনো বিবৃতি কোনো রেকর্ডকে কোনো রেজিস্টারে ভবিষ্যতের সূত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য (Reference) ক্রমিক নম্বর দিয়ে (ডকেট নম্বর) ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে রাখার নাম হচ্ছে 'ডকেট'। আইনি পরিভাষায় ডকেট হচ্ছে সকল মামলা, মোকদ্দমা জবাব, কোর্টের আদেশ ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র ধারাবাহিকভাবে কোনো রেজিস্টারে ক্রমিক নম্বর দিয়ে ভবিষ্যতে সূত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা।

১৩.২ ডকেট ব্যবস্থাপনা

ডকেট মামলা তদন্তের দর্পণস্বরূপ– মামলা তদন্তে পূর্ব ও পরবর্তী কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত সংজ্ঞায় উল্লিখিত আইনি কাগজপত্র সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সংরক্ষণ করা এবং মামলার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা ডকেট ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য। তদন্তকারী কর্মকর্তার কার্যক্রমের সুফল পাওয়ার জন্য একটি সুশৃঙ্খল ডকেট ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

১৩.৩ ডকেটের গোপনীয়তা ও প্রয়োজনীয়তা

ডকেটের গোপনীয়তা রক্ষা করা তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য অপরিহার্য। ডকেটের গোপনীয়তা রক্ষা করার বিষয়টি পুলিশের নৈতিকতা ও আচরণ বিধি এবং সরকারি কর্মচারী হিসেবে তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। ডকেটে রক্ষিত মামলা সংক্রান্ত সকল কগজপত্র, রেকর্ডস, কোর্টের আদেশ, জবানবন্দি বিশেষ গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষণ করা তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য অতীব প্রয়োজন। ডকেটের গোপনীয়তা বিনষ্ট হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন তেমনি মামলার স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয় এবং ভিকটিম সুবিচার হতে বঞ্চিত হতে পারে না।

নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ডকেটের গোপনীয়তা রক্ষা করা যেতে পারে:

(ক) তদন্ত কর্মকর্তার হেফাজতে রাখা।
(খ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কাউকে ডকেট প্রদর্শন না করা।
(গ) কোর্টে প্রেরণের সময় ভালোভাবে প্যাকেট করে গাম দিয়ে লাগিয়ে সিলগালা করে তারিখ ও নম্বর দিয়ে বিশেষ বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করা।
(ঘ) যে আলমারি অথবা রেকর্ড রুমে অথবা তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজস্ব হেফাজতে রাখবেন, সেই কক্ষ সব সময় তালাবদ্ধ করে রাখা।
(ঙ) বিনা প্রয়োজনে ডকেট সংরক্ষণাগারে অন্য কর্মকর্তা কিংবা ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে না দেয়া।
(চ) রেকর্ড রুমের রেজিস্টার সংরক্ষণ করা এবং যারা রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন সেই সব পুলিশ কর্মচারীকে ফোন কিংবা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যম থেকে বিরত রাখতে হবে।
(ছ) একই ব্যক্তিকে ধারাবাহিকভাবে ডিউটি প্রদান না করা।
(জ) ডিউটিরত ব্যক্তি যেন কিছুতেই ডকেট পড়তে না পারেন সে রকম ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

১৩.৪ ডকেটের অন্তর্ভুক্ত রেকর্ডসমূহ

ডকেটে সাধারণত নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করা প্রয়োজন–

সূচিপত্র

ডকেটের শুরুতে ডকেটের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত প্রতিটি ডকুমেন্ট ধারাবাহিক বিন্যাস অনুসারে সূচি প্রস্তুত করতে হবে। সূচিতে ধারাবাহিকতার পরিপূরক পৃষ্ঠা নম্বর সবশেষে সংযোজন করতে হবে।

এফআইআর

এফআইআর-এর অনুলিপি ডকেটের শুরুতে সংযুক্ত করতে হবে। এফআইআর সংক্রান্ত অতিরিক্ত বক্তব্য, যা কার্যবিধি ১৬১ ধারা আকারে লিপিবদ্ধ করা হবে তা এবং একই মামলা সংক্রান্তে বিজ্ঞ আদালতে দাখিলকৃত আবেদনের কপি একই সাথে সংযুক্ত থাকবে।

জব্দ তালিকা

প্রতিটি আলামত জব্দের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক জব্দ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। তদন্তকালীন বিভিন্ন সময়ে প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকা সময়ানুক্রমিকভাবে ডকেটে সংযুক্ত রাখতে হবে।

তল্লাশি তালিকা

তদন্তকালে ঘটনাস্থল, আসামি গ্রেপ্তার, আলামত উদ্ধার প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক তল্লাশি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে, যা ধারাবাহিকতার ক্রমানুসারে রক্ষিত থাকবে।

কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি

কার্যবিধি ১৬১ ধারা অনুসারে রেকর্ডকৃত সকল জবানবন্দি সময়ানুক্রমে ডকেটে সংরক্ষণ করতে হবে।

কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি

কার্যবিধি ১৬৪ ধারা অনুসারে রেকর্ডকৃত সকল জবানবন্দি সময়ানুক্রমে ডকেটে সংরক্ষণ করতে হবে।

মৃত্যুকালীন জবানবন্দি

পিআরবি-২৬৬ অনুসারে লিপিবদ্ধ মৃত্যুকালীন জবানবন্দি ডকেটে সংযুক্ত থাকবে।

সুরতহাল রিপোর্ট

তদন্তে প্রাপ্ত প্রতিটি মৃত্যু, অপমৃত্যু, জখমের সুরতহাল প্রতিবেদন বিপি ফরম নম্বর ৪৮, ৪৯ এবং ৫০ অনুসারে সময়ানুক্রমিকভাবে ডকেটে সংরক্ষণ করতে হবে।

পিএম রিপোর্ট

তদন্তে প্রাপ্ত প্রতিটি মৃত্যু, অপমৃত্যুর সুরতহাল প্রতিবেদন বিপি ফরম নম্বর ৪৮, ৪৯ এবং ৫০ অনুসারে সময়ানুক্রমিকভাবে ডকেটে সংরক্ষণ করতে হবে।

এমসি রিপোর্ট

তদন্তে প্রাপ্ত প্রতিটি জখমের সুরতহাল প্রতিবেদন বিপি ফরম অনুসারে সময়ানুক্রমিকভাবে ডকেটে সংরক্ষণ করতে হবে।

স্কেচ ম্যাপ ও সূচি

মামলার এজাহারে বর্ণিত এবং তদন্তে প্রাপ্ত প্রতিটি ঘটনাস্থলে পৃথক পৃথক স্কেচ ম্যাপ তৈরি করতে হবে এবং প্রতিটি ম্যাপের সাথে বর্ণনাক্রমিক ও সংখ্যাভিত্তিক সূচি সংযুক্ত করতে হবে।

কেস ডায়েরি

ডকেটের প্রথম কেস ডায়েরি হতে শেষ কেস ডায়েরি পর্যন্ত তদন্তের প্রতিটি ধাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সময়ানুক্রমিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

আসামি কোর্টে প্রেরণ সংক্রান্ত ফরোয়ার্ডিং:

এজাহারে বর্ণিত, সন্দিগ্ধ এবং তদন্তমূলে গ্রেপ্তারকৃত আসামি সংক্রান্ত প্রতিটি ফরোয়ার্ডিং ডকেটের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

আসামির রিমান্ডের আবেদন

আসামির রিমান্ড চাওয়ার যৌক্তিকতা ও কারণসহ বিজ্ঞ আদালতে প্রেরিত প্রতিটি আবেদন সংযুক্ত করতে হবে।

রিমান্ড শেষে আদালতে আসামি প্রেরণের প্রতিবেদন:
রিমান্ডকালীন জিজ্ঞাসাবাদে প্রতিটি আসামির নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিবরণসহ আসামি কোর্টে ফেরত পাঠানোর ফরোয়ার্ডিং ডকেটে সংযুক্ত করতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ (অর্ডার শিট)

তদন্তকালীন প্রতিটি ধাপে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আদেশ সময়ানুক্রমিকভাবে ডকেটে সংযুক্ত করতে হবে।

অনুসন্ধান স্লিপ

পিআরবি ৩৮৯ প্রবিধান অনুসারে বিভিন্ন পুলিশ থানায় প্রেরিত অনুসন্ধান স্লিপের অনুলিপি সময়ানুক্রমিকভাবে ডকেটে সংযুক্ত থাকবে।

এসসিডি (Supplementary case diary)

পিআরবি ২৬৩ প্রবিধান অনুসারে লিখিত সম্পূরক কেস ডায়েরি ডকেটে সংযুক্ত করতে হবে।

জিম্মানামা

তদন্তকালে প্রদত্ত প্রতিটি জিম্মার ক্ষেত্রে মূল জিম্মানামার অনুলিপি ডকেটে সংরক্ষণ করতে হবে।

সাক্ষীদের অঙ্গীকারনামা

কার্যবিধি ১৬০ ধারা অনুসারে সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা এবং তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক সাক্ষী প্রদত্ত নোটিশের কপি ডকেটে সংরক্ষণ করতে হবে।

ফরেনসিক রিপোর্ট

তদন্তকালে বিজ্ঞ আদালতের অনুমতিক্রমে প্রেরিত ফরেনসিক আলামতের প্রতিবেদনসমূহ সময়ানুক্রমিকভাবে ডকেটে সংরক্ষণ করতে হবে।

বিশেষজ্ঞ মতামত

তদন্তকালে যে সকল ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া গেছে তা সময়ানুক্রমিকভাবে ডকেটে সংযুক্ত রাখতে হবে।

বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন

তদন্তসংশ্লিষ্ট, আবহাওয়া, আলোক উৎস, বিআরটিএ, বিআরটিসি, রেজিস্ট্রি অফিসসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে প্রতিটি পত্রালাপের কপি ডকেটে সংযুক্ত রাখতে হবে।

চার্ট অব এভিডেন্স

তদন্তের চূড়ান্ত পর্যায়ে আসামির দায়-দায়িত্ব ও আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষী ও সাক্ষ্যের প্রযোজ্য অংশ লিপিবদ্ধ করতে হবে। চার্ট অব এভিডেন্স ডকেটে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রবিধান ২৬৯ (খ)।

পলাতক আসামিদের সম্পত্তির বিবরণ

অভিযুক্ত পলাতক হলে তদন্তকারী অফিসার পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তির একটি তালিকা অভিযোগপত্রের সাথে আদালতে পেশ করবেন। যার একটি অনুলিপি ডকেটে সংযুক্ত থাকবে।

কাঃ বিঃ ১৭৩ ধারায় প্রদত্ত রিপোর্ট

কার্যবিধি ১৭৩ ধারায় প্রদত্ত অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অনুলিপি ডকেটে সন্নিবেশ করতে হবে।

নোট: মেমো অব এভিডেন্স প্রশাসনিক নির্দেশনা হওয়ায় সার্কেল এএসপি অফিসে রক্ষিত ডকেটে সংযুক্ত থাকবে।

১৩.৫ ডকেটের চেকলিস্ট

সম্পূর্ণ ডকেট পড়ার জন্য অনেক সময় প্রয়োজন হয়। জরুরি কাগজপত্র ও বিষয় অনুধাবনের জন্য ডকেটে রক্ষিত কাগজপত্রের চেকলিস্ট করা প্রয়োজন। চেকলিস্টে যেসব বিষয় থাকবে তা হলো:

ক্রমিক নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১	সূচিপত্র			
২	এফআইআর			
৩	জব্দ তালিকা			
৪	তল্লাশি তালিকা			
৫	কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি			
৬	কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি			
৭	মৃত্যুকালীন জবানবন্দি			
৮	সুরতহাল রিপোর্ট			
৯	পিএম রিপোর্ট			
১০	এমসি রিপোর্ট			
১১	স্কেচ ম্যাপ ও সূচি			
১২	কেস ডায়েরি			
১৩	আসামি কোর্টে প্রেরণ সংক্রান্ত ফরোয়ার্ডিং			
১৪	আসামির রিমান্ডের আবেদন			
১৫	রিমান্ড শেষে আদালতে আসামি প্রেরণের প্রতিবেদন			
১৬	ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ (অর্ডার শিট)			
১৭	অনুসন্ধান স্লিপ			
১৮	এসসিডি (Supplementary case diary)			
১৯	জিম্মানামা			
২০	সাক্ষীদের অঙ্গীকারনামা			
২১	ফরেনসিক রিপোর্ট			
২২	বিশেষজ্ঞ মতামত			
২৩	বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন			
২৪	চার্ট অব এভিডেন্স			
২৫	পলাতক আসামিদের সম্পত্তির বিবরণ			
২৬	কাঃ বিঃ ১৭৩ ধারায় প্রদত্ত রিপোর্ট			

১৩.৬ ডকেট সংক্রান্ত জবাবদিহি

- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও আদালত চাহিবামাত্র ডকেট যেন উপস্থাপন করা যায় সেভাবে প্রস্তুত করা।
- জুডিশিয়াল নথির জন্য যেসব কাগজপত্র প্রেরণ করা হবে তার জন্য পৃথক চেকলিস্ট ও ফরোয়ার্ডিং প্রস্তুত করতে হবে।
- ডকেট সব সময় নিরাপদে ও যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ডকেটের পাতা নম্বর দিতে হবে, যাতে কোনো পাতা হারিয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বোঝা যায় যে, কোন পাতাটি হারিয়েছে।
- মাঝে মাঝে নিরাপদ স্থানে থাকা ডকেট নেড়েচেড়ে রাখতে হবে যাতে উইপোকা দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে ডকেট ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- মামলা চূড়ান্তভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোপন দলিল হিসেবে গণ্য করতে হবে। পিআরবি-৬৮।

১৩.৭ ডকেট হস্তান্তরের নিয়মাবলি

ডকেট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলি তদন্তকারী কর্মকর্তার মেনে চলা প্রয়োজন:

- মামলার আইও পরিবর্তন হলে পরিবর্তন হয়ে যাওয়া আইও যে পর্যন্ত তদন্তকাজ সমাপ্ত হয়েছে সে পর্যন্ত প্রাপ্ত কাগজপত্র ও সাক্ষ্যের তালিকা প্রস্তুত করে পরবর্তী আইও অথবা অফিসার ইনচার্জের নিকট তার নিকট রক্ষিত ডকেট হস্তান্তর করতে হবে।
- মামলার চার্জশিট হলে আইও চালান তৈরি করে ফরোয়ার্ডিংসহ মামলার ডকেট ওপরে-নিচে মোটা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে সেলাই করে কোর্টে প্রেরণ করতে হবে।
- মামলার ফাইনাল রিপোর্ট হলে আইও ডকেট থানায় রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ওপরে-নিচে মোটা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে থানায় স্বযত্নে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে, যাতে কোর্ট অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চাহিবামাত্রই প্রেরণ করা যায়। এ ক্ষেত্রেও মামলার ডকেট কোর্টে প্রেরণের নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হবে।
- শিশু আইনের মামলার ডকেট চার্জশিট হলে ডকেট প্রেরণের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মাবলির বাইরেও ওপরে-নিচে লাল কাগজ মুড়িয়ে সেলাই করে কোর্টে প্রেরণ করতে হবে।

১৩.৮ তদন্ত শেষে পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের সময় যে সকল ডকুমেন্ট ডকেট তৈরির মাধ্যমে আদালতে পাঠাতে হবে

- খসড়া মানচিত্র/সূচি ইত্যাদি।
- মূল কেস ডায়েরি।
- জব্দকৃত দালিলিক আলামতের ছায়ালিপি ডকেটের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- জব্দকৃত আলামত কোর্ট মালখানায় প্রেরণ সংক্রান্ত চালানের কপি অথবা আইওর নিকট রক্ষিত আলামত।
- তদন্তকালে আদালত থেকে প্রাপ্ত আদেশনামার কপি।
- কার্যবিধি ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষীদের জবানবন্দির মূল কপি।
- কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ আসামি/সাক্ষীর জবানবন্দির ছায়ালিপি।
- কার্যবিধি ১৭৩ ধারা মতে, দাখিলকৃত পুলিশ রিপোর্টের মূল কপি ও কার্বন কপি।
- সাক্ষীগণ বিজ্ঞ আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন মর্মে তাদের নিকট হতে গৃহীত মুচলেকা।
- মামলার ডকেট চালান কপি।
- অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা, পেশা, সি/এ ভিকটিম সংক্রান্তে প্রেরিত রিকুইজিশন (ই/এস) সিডি প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি।
- অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক থাকলে অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত ডকুমেন্টস।
- চার্ট অব এভিডেন্স।
- বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন (সুরতহাল, লাশ চালান, ময়নাতদন্ত, রাসায়নিক পরীক্ষা, ডিএনএ)।

১৩.৯ কেস ডকেট মোড়ককরণ

কেস ডকেট মোড়ককরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে:

- চেকলিস্ট অনুযায়ী ডকেট অনুক্রমিক সাজানো হয়েছে।
- ডকেটের সকল পাতায় নম্বর দেয়া হয়েছে।
- ডকেটের ওপরে এবং নিচে মোটা কাগজ দিয়ে সেলাই করা হয়েছে।
- ডকেটের ভেতর চেকলিস্টের বাইরে কোনো কাগজ যায়নি।

১৩.১০ ডকেটের সারসংক্ষেপ

মামলার কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং ডকেটে যেকোনো ধরনের অসংগতি নিরূপণের জন্য সারসংক্ষেপ তৈরি করা হয়। এতে যেসব দলিল/কাগজপত্র কিংবা অন্য কোনো ধরনের অসংগতি যদি থাকে সেগুলো উল্লেখ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

১৩.১০.১ কোর্টে প্রেরণের সময় চেকলিস্ট, নোট (সি/এস-এর নমুনা)

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা

কোর্টে প্রেরণের সময় আইও কর্তৃক ডকেটে রক্ষিত সমুদয় কাগজপত্রের বিষয় ভিত্তিক তালিকা করে কোর্টে প্রেরণ করতে হবে। যাতে চেকলিস্ট দেখে কোর্ট অফিসার মামলার ডকেটে যেসব কাগজ রয়েছে তা এক নজরে দেখতে পারেন।

১৩.১০.২ ডকেটের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	বিষয়	গরমিলের বিস্তারিত বিবরণ	পরামর্শ

কোর্ট অফিসার মামলার ডকেট পাওয়ার পর ডকেট পর্যালোচনা করে ডকেটের কাগজপত্রসমূহের মধ্যে কোন কোন ধরনের কাগজ এবং তথ্য নেই সেসব বিষয়ে আইও-এর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ডকেটের সারসংক্ষেপ তৈরি করবেন। এতে–

- তথ্যের গরমিলের বিবরণ থাকবে;
- আইনের যেকোনো ব্যত্যয়ের বিবরণ থাকবে;
- সাক্ষ্য ও কাগজপত্রের বিবরণ থাকবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

তদন্ত-পরবর্তী পর্ব (বিচারিক)

তদন্ত-পরবর্তী পর্ব (বিচারিক)

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। মামলার ব্রিফ, বিচারের জন্য মামলা প্রস্তুকরণসহ মামলার তদন্ত-পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ক জ্ঞানার্জন
২। ওয়ারেন্ট ব্যবস্থাপনা, ক্রোকি পরোয়ানা ও তৎপরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ক জ্ঞানলাভ
৩। মামলার কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ, মামলা প্রত্যাহার, আসামির নাম প্রত্যাহার, পুনঃ তদন্ত প্রভৃতি কার্যক্রম বিষয়ক জ্ঞানার্জন

১৪.১ মামলার সংক্ষিপ্তসার বা মামলার ব্রিফ

(পিআরবি রেগুলেশন-৪৪৪)

মামলার সংক্ষিপ্তসার বা মামলার ব্রিফের সংজ্ঞা

তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার অভিযোগপত্র দাখিলের পর সাক্ষীর স্মারকপত্র, অভিযোগপত্র, কেস ডায়েরি পর্যালোচনান্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ ও সংশোধন করার নিমিত্তে কোর্ট পুলিশ অফিসার কর্তৃক যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় তাকেই মামলার সংক্ষিপ্তসার বা মামলার ব্রিফ বলা হয়।

সূত্র : *পিআরবি-৪৪৪*

১৪.১.১ মামলার সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতকারী অফিসার

কোর্ট অফিসার বিপি ফরম নং-৪১ অনুযায়ী মামলার ব্রিফ প্রস্তুত করবেন। কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর, কোর্ট ইন্সপেক্টর, সহকারী পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার এবং উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ তথ্য ও প্রসিকিউশন বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা মামলার ব্রিফ প্রস্তুত করে থাকেন।

১৪.১.২ মামলার ব্রিফের কপি

মামলার সংক্ষিপ্তসার বা মামলার ব্রিফ ০২ (দুই) কপি প্রস্তুত করতে হয়। সার্কেল এএসপি এবং পুলিশ সুপার প্রত্যেকে মামলার ব্রিফের ০১ (এক) কপি প্রাপ্ত হবেন।

১৪.২ ব্রিফ সংশোধনের উপায়

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্রিফের মধ্যে নির্দেশিত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজে সংশোধন করবেন অথবা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করাবেন।

১৪.২.১ সংশোধিত ব্রিফ

ব্রিফ সংশোধনের পর সংশ্লিষ্ট অফিসার তা সার্কেল এসপি ও পুলিশ সুপারের মাধ্যমে কোর্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। কোর্ট অফিসার উক্ত সংশোধিত ব্রিফ মূল নন-জুডিশিয়াল (কেস ডায়েরি) নথির সাথে সংযুক্ত করবেন। পরবর্তীতে মামলা পরিচালনার সময় প্রসিকিউশন পক্ষ সংশোধিত ব্রিফ পর্যালোচনার ভিত্তিতে মামলা পরিচালনা করবেন।

১৪.৩ মামলার ব্রিফের নমুনা

(রেগুলেশন-৪৪৪)

বিপি ফরম নং-৪১; বেঙ্গল ফরম নং-৫২৫৯

(১) থানার নাম	:	কোতোয়ালি
(২) মামলার নম্বর, তারিখ ও ধারা	:	১৬ তাং-২৫/১০/১০ ইং, ধারা-৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ পিসি
(৩) অভিযোগপত্রে সোপর্দকৃত	:	মোঃ শাহজাহান মোল্লা
(৪) পূর্ববর্তী সাজার বিবরণ	:	নাই
(৫) আসামি শনাক্তকৃত কি না	:	হ্যাঁ
(৬) পলাতক আসামির নাম-ঠিকানা	:	নাই
(৭) তদন্তকারী অফিসারের নাম	:	এসআই/ আবুল হাসান ভূইয়া, কোতোয়ালি থানা, ডিএমপি, ঢাকা
(৮) বিচারের জন্য ধার্য তারিখ	:	বিজ্ঞ আদালত নির্ধারণ করবেন

মামলার ইতিহাস

অত্র মামলার বাদী কর্নেল (অব.) আবরারুল হক, কোতোয়ালি থানায় লিখিত এজাহারের মাধ্যমে জানান যে, এজাহারে বর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি (৩৭ শতাংশ) এজাহারে বর্ণিত আসামি শাহজাহান মোল্লা পূর্বে পরিচিত বিধায় দেখাশোনা করতেন। বাদী গত ১৮/১০/১০ ইং তারিখে তার পরিচিত কর্নেল (অব.) জনাব মোঃ মাইনুল হক-এর মাধ্যমে জানতে পারেন যে, উক্ত বিবাদী জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা বাদীর জমির জাল আম-মোক্তারনামা দলিল সৃজন করে উক্ত কর্নেল (অব.)-এর নিকট বিক্রয় করার চেষ্টা করেন। ১৬/২/০৩ ইং তারিখে অ্যাডঃ মজিবুর রহমানের চেম্বারে আম-মোক্তারনামা দলিল সৃজন করা হয়। আসামি আম-মোক্তারনামা দলিল সৃজনের বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন। বাদীর উক্ত টাইপ করা এজাহারের প্রেক্ষিতে আলোচ্য মামলা রুজু করা হয় এবং ওসি সাহেবের নির্দেশক্রমে এসআই আবুল হাসান ভূইয়া মামলাটি তদন্ত করে এজাহারভুক্ত একমাত্র আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র পেশ করেন।

আমি মামলার ডকেট পর্যালোচনা করি। পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

ত্রুটিসমূহ

১. মামলার ডকেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই মামলার আই/ও মামলাটি তদন্তের নামে সুদীর্ঘ ০৫ (পাঁচ) মাস সময় ব্যয় করেছেন। মামলা রুজুর সুদীর্ঘ ০৪ (চার) মাস পর চারজন সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত আছে যে, অস্বাভাবিক দেরিতে রেকর্ডকৃত ফৌঃ কাঃ বিঃ-১৬১ ধারা জবানবন্দি ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহের উদ্ভব করে। [সূত্র: Al Hasib-Bin Jaman@Hasib Vs The State ৫৯ DLR (২০০৭)].

২. এটি একটি জালিয়াতির মামলা, আই/ও যে ৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন, তন্মধ্যে ৩ জন শোনা সাক্ষী। তিনি নাঈম আহম্মেদ নামে ক্যান্টনমেন্ট থানার একজন এসআইয়ের জবানবন্দি কাঃ বিঃ আইনের ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত জবানবন্দিতে এসআই নাঈম আহম্মেদ বলেছেন, আসামি মোঃ শাহজাহান মোল্লা তার নিকট জাল আম-মোক্তারনামা সৃজন করার বিষয়টি স্বীকার করেছেন, সাক্ষ্য আইনের ২৫ ও ২৬ ধারার বিধান বলে পুলিশের নিকট এরূপ স্বীকারোক্তি অপ্রাসঙ্গিক। কাজেই ক্যান্টনমেন্ট থানার উক্ত এসআইয়ের জবানবন্দি মামলায় কোনো সুফল আনবে না।

৩. এই মামলার প্রধান প্রমাণযোগ্য বিষয় হলো যে, আসামি জাল আম-মোক্তারনামা সৃজন করেছে কি না? দেখা যায় আই/ও বিতর্কিত ওই আম-মোক্তারনামা জব্দ করেননি। কাজেই বিচারকালে এই আম-মোক্তারনামা উপস্থাপন করার কোনো সুযোগ নেই এবং আই/ও জেরার জবাবে কোনো সদুত্তর দিতে পারবেন না। যা প্রসিকিউশন মামলাকে ক্ষতি করবে।

৪. বিতর্কিত এই আম-মোক্তারনামা দলিলটি জাল কি না তা সিআইডির হস্তলিপি বিশারদ নির্ণয় করবেন। আই/ও-এর উচিত ছিল বিতর্কিত আম-মোক্তারনামা দলিলটি জব্দ করে বাদীর নমুনা লেখা এবং প্রামাণ্য লেখা সংগ্রহপূর্বক বিজ্ঞ আদালতের ক্ষমতাপত্র নিয়ে সিআইডির হস্তলিপি বিশারদের নিকট প্রেরণ করা, কিন্তু তিনি তা করেননি বা করার চেষ্টাও করেননি। সে ক্ষেত্রে আই/ও কীভাবে প্রমাণ করবেন যে, আম-মোক্তারনামা দলিলটি জাল?

এই মামলা প্রমাণে আই/ও কোনো উপাদান সংগ্রহ না করেই নামেমাত্র অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন। চার্জ গঠনের ক্ষেত্রেই আসামি খালাস পেতে পারে। আই/ও জরুরি ভিত্তিতে এসব ত্রুটি সংশোধনপূর্বক সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল না করলে প্রসিকিউশন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বাদী ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হবে।

দাখিলকারী

(মোঃ মিরাশ উদ্দিন)
বিপি-৫৯৭৭০৩০৩৭১
সহকারী পুলিশ কমিশনার
অপরাধ তথ্য ও প্রসিকিউশন বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।

১৪.৩.১ একটি আদর্শ ব্রিফের নমুনা: বিপি ফরম নং-৪১; বেঙ্গল ফরম নং-৫২৫৯

B. P. Form No. 41.

Bengal Form No. 5259.

Brief of a Case.

[*Regulation 444*].

Brief.

1.	Name of police-station ..	.. Bhagalpur (Kotwali).
2.	Number and date of first information report	No. 3, dated 6th August, 1925.
3.	Name of accused persons sent up ..	(1) Bipta Goala, of Khanjerpur (Bhagalpur town) (2) Somua Kahar, of Malchak (Bhagalpur town).
4.	Previous convictions of each accused persons traced during investigation, if any.	No. 1— (*a*) 16th October, 1922, three months' rigorous imprisonment, section 379, Indian Penal Code, Monghyr. (*b*) 25th November 1923, six months' rigorous imprisonment, sections 379/75, Indian Penal Code, Bhagalpur. No. 2 Nil.
5.	Whether identified or not ..	Both identified.
6.	Names and addresses of absconders ..	Nil.
7.	Date fixed for trial ..	.. 24th August, 1925.

History of Case.

On the night of 5th/6th April 1925, a package containing piece-goods worth Rs. 484 was stolen by some culprits unknown, who broke open the lock of a side-door (facing a blind lane) of complainant's godown at Shujaganj. The case was reported on the following morning and, during the investigation that immediately followed, it was learnt that the package had been taken delivery of by the complainant on the previous afternoon and was carted to the godown by Bipta Goala, one of the present accused. Bipta was questioned along with others, but denied all knowledge of the occurrence.

On the 8th June 1925, i.e. two days after the occurrence, Somua Kahar, who is a carter by profession and takes his cart for hire to the railway station proceeded, was arrested on suspicion while trying to sell three pairs of new *dhotis* at a very low price, by constable Palakdhari Singh, of Nathnagar police-station. Somua stated before the Sub-Inspector of Nathnagar that the *dhotis* were made over to him by Bipta's wife for sale. The Sub-Inspector of Nathnagar, who had already been notified of the theft arrested Somua under section 54, Criminal Procedure Code, on suspicion, and communicated the information at once to the Investigating officer. The houses of Bipta and Somua were searched by me on the afternoon of 8th June 1925, and 25 pairs of *dhotis* and *saris*, 8 *thans* of long-cloth and the gunny cloth covering with which the package was wrapped and on which the complainant's name was written were recovered from among 5 pieces in the sleeping room of the former and 13 pairs of *dhotis* and two *thans* of *markin* from the cook-room of the latter, concealed under heaps of fuel.

All the cloths recovered were identified and claimed by complainant as he recognized the handwriting of the *gomasta* of the firm of Harchand Mangalram of Bara Bazar, Calcutta who noted their prices, when he made the purchase, on the cloths with a pencil. The manufacturer's number and description stamped on them also tallied with the entries in the invoice received from the Calcutta firm.

Bipta confessed before the Investigating officer that he and Somua had committed the theft and shared the property between them, but declined to confess before the Magistrate. Somua also declined to make a statement when produced before the Magistrate.

The balance of the cloths alleged to be in the stolen package could not be traced.

Points to be proved.	Evidence to prove each point.
I. That a package was stolen from the complainant's godown.	(1) Complainant. (2) Sagar Mal (complainant's *gomasta*) (3) Prasad Singh (complainant's peon) (exhibit First Information Report and broken padlock).
II. That the recovered cloths were in the stolen package.	Sagar Mal (2). Complainant (1). (Exhibit invoice.)
III. That accused Somua was arrested with some of the cloths in his possession.	(4) Constable Palakdhari Singh. (5) Behari Sao.
IV. That the remaining cloths were recovered while concealed in a granary, and under heaps of fuel in the houses of Bipta and Somua.	(6) Sub-Inspector S. K. Lahiri. (7) Abdul Rahim (search witness). (8) Sheonath Pande (search witness.)
V. That Bipta Goala has two previous conviction.	8. (*i*) Amanat Khan of Nathnagar police-station Constables Jeodhari Singh of Bhagalpur district can prove the second conviction.

Court Officer.

Dated the ..... 19 .

১৪.৪ বিচারের জন্য মামলা প্রস্তুত করা

কোনো মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধি ১৪ অধ্যায়ের অধীনে মামলার তদন্ত কার্যক্রম শেষ করার পর কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হলেও পলাতক ব্যক্তির তালিকাসহ বিপি ফরম নং ৩৯-এ চার্জশিট দাখিল করেন। মামলার ডকেটসহ চার্জশিট আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর বিচারকার্য শুরু হয়ে থাকে (পিআরবি ২৭২, ফৌজদারি কার্যবিধি-১৭৩)।

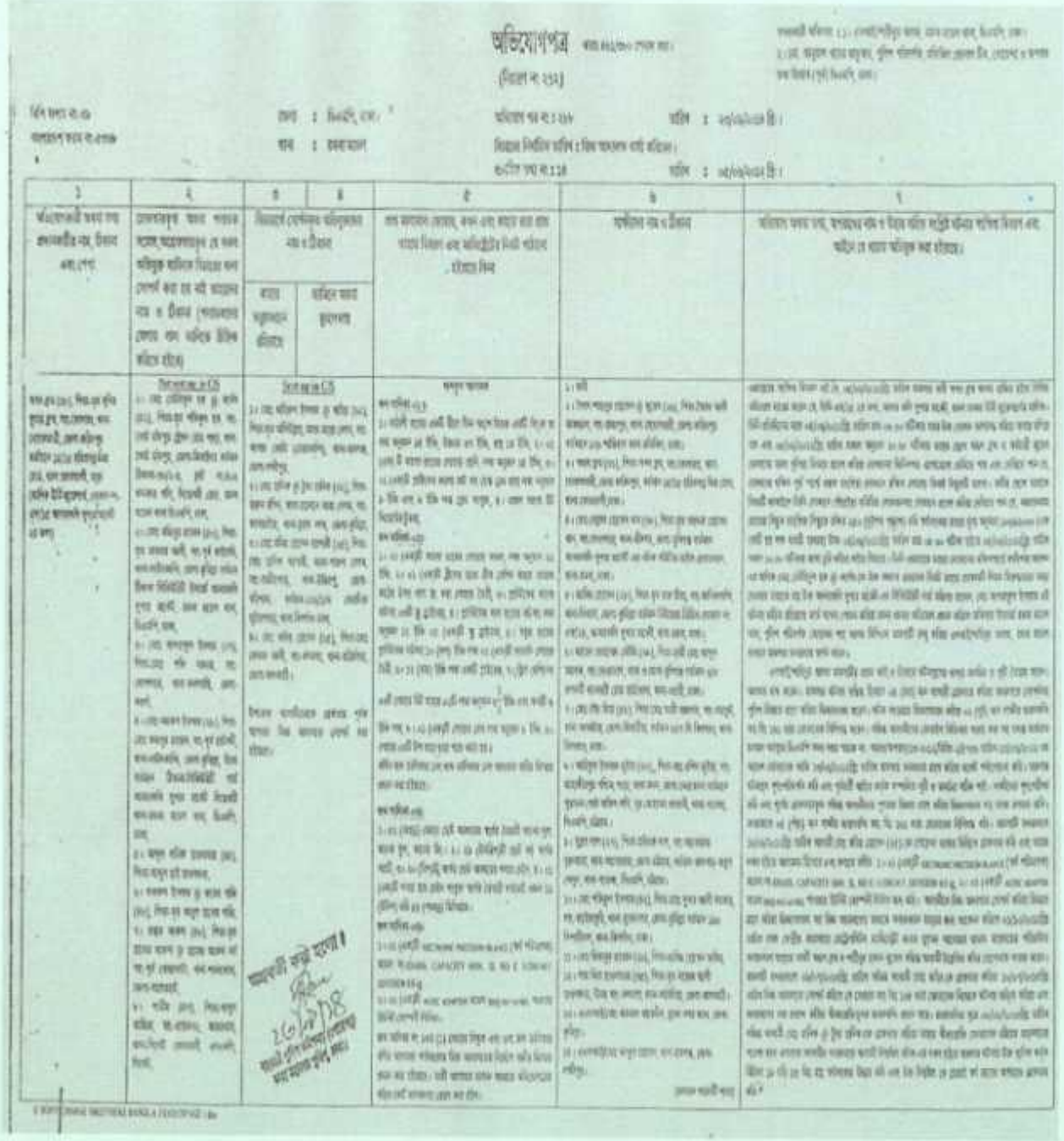

সংযুক্ত: নমুনা চার্জশিট

অভিযোগপত্র

১৪.৫. ওয়ারেন্ট ব্যবস্থাপনা

মামলার কোনো আসামি গ্রেপ্তার না হয়ে থাকলে কোর্ট অফিসার মামলা পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট/আদালতের নিকট চার্জশিটে উল্লিখিত সকল পলাতক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যুর আবেদন করা হলে আদালত পলাতক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেন। বিভিন্ন আদালত হতে ইস্যুকৃত গ্রেপ্তারি/ক্রোকি ওয়ারেন্ট কোর্টের জিআরওগণ প্রাপ্ত হয়ে প্রসেস রেজিস্টারে এন্ট্রি করে চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানার ওসি বরাবর প্রেরণ করেন। অপরদিকে, বিভিন্ন জেলা হতে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে প্রেরিত গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্ট এসপি অফিসে রক্ষিত রেজিস্টারে উত্তোলনের পর তা কোর্টে প্রেরণ করা হয়। উক্ত ওয়ারেন্ট কোর্টের প্রসেস রেজিস্টারে উত্তোলনের পর চালানের মাধ্যমে তা সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করা হয়। থানায় উক্ত ওয়ারেন্ট প্রাপ্তির পর তা থানার ওয়ারেন্ট রেজিস্টারে এন্ট্রি করে কোর্ট হতে প্রেরিত চালান ফর্মে নির্দিষ্ট কলামে উল্লেখপূর্বক চালান কপিটি কোর্টে ফেরত দেয়া হয়।

কোনো মামলায় পলাতক আসামি/আসামিবর্গের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট যখন ওয়ারেন্ট ইস্যু করেন তখন তা কার্যকর করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয় এবং ওই সময়ের মধ্যে যদি ওয়ারেন্ট কার্যকর করা না যায় তাহলে কার্যকর না করার কারণ উল্লেখ করে একটি রিপোর্ট দাখিল (NER প্রতিবেদন) করার বিধান আছে। সাধারণ ধরনের (Petty Cases) কোনো ঘটনা ব্যতীত ওয়ারেন্ট কার্যকর করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার সকল ক্ষেত্রেই পলাতক ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং ওই তালিকার ওপর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষর নেবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকাটিসহ ওয়ারেন্ট রিপোর্ট (বিপি ফরম-৫৫) ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়ে দেবেন। চার্জশিট দাখিল করার সময় কোনো ব্যক্তি পলাতক থাকলে উক্ত তালিকা চার্জশিটের সঙ্গে পেশ করতে হবে, যাতে করে অবিলম্বে ক্রোকের আদেশ ইস্যু করা যেতে পারে (পিআরবি, ৩২৩, ৪৬৮, ৪৬৯ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ধারা-৭৫)।

সংযুক্ত: নমুনা ওয়ারেন্ট

গ্রেফতারী ওয়ারেন্ট

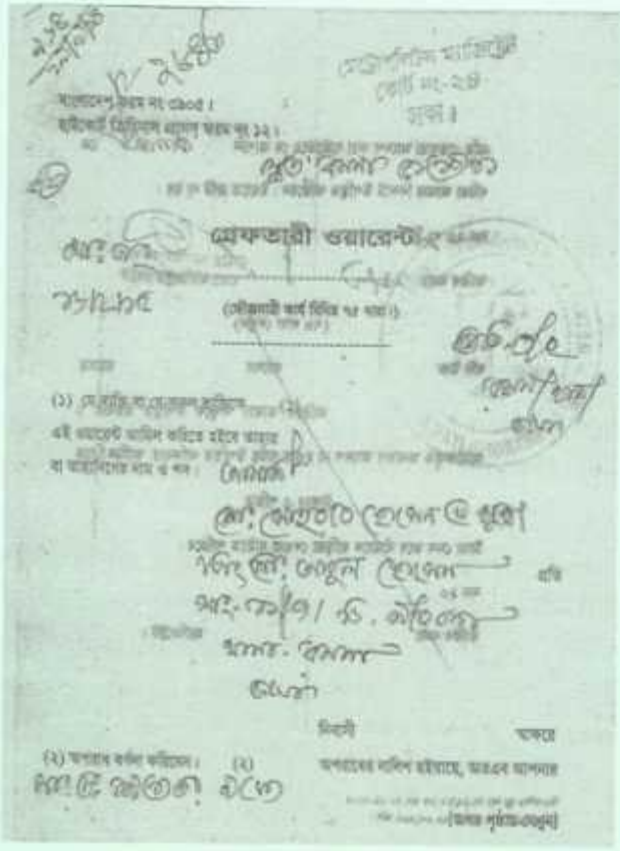

১৪.৬. ওয়ারেন্ট তামিল

- ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ৭৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্ট তামিল করার জন্য সাধারণত এক বা একাধিক পুলিশ অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তবে ওয়ারেন্ট অবিলম্বে কার্যকরী করার প্রয়োজন হলে এবং অবিলম্বে কোনো পুলিশ অফিসার পাওয়া না গেলে ওয়ারেন্ট প্রদানকারী আদালত এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে এরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তি তা কার্যকরী করবেন।
- ওয়ারেন্ট তামিল করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ারেন্টভুক্ত ব্যক্তির সম্ভাব্য সকল অবস্থানে অভিযান পরিচালনা করবেন। ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ৮০ অনুযায়ী ওয়ারেন্ট কার্যকর করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো ব্যক্তি যাকে গ্রেপ্তার করা হবে তাকে ওয়ারেন্টের সারমর্ম জানাবেন এবং প্রয়োজনে তাকে ওয়ারেন্টটি দেখাবেন।

  ফৌজদারি কার্যবিধি ৮২ ধারা অনুযায়ী ওয়ারেন্ট বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে কার্যকরী করা যাবে।
- ফৌজদারি কার্যবিধি ৮৩ ধারা অনুযায়ী কোনো ওয়ারেন্ট প্রদানকারী আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার বাইরে কার্যকরী করার প্রয়োজন হলে তখন উক্ত আদালত ওয়ারেন্ট কোনো পুলিশ অফিসারের ওপর নির্দেশিত না করে যে ম্যাজিস্ট্রেট বা যে পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনার-এর এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে তা কার্যকরী করতে হবে তার নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ারেন্ট কার্যকর করবেন।
- ফৌজদারি কার্যবিধি ৮৪ অনুযায়ী: ১. যখন কোনো পুলিশ অফিসারের প্রতি নির্দেশিত ওয়ারেন্ট, ওয়ারেন্ট প্রদানকারী আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার বাইরে কার্যকর করতে হবে, তখন উক্ত পুলিশ অফিসার সাধারণত যে ম্যাজিস্ট্রেট অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিম্ন পদের নয় এমন পুলিশ অফিসারের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ওয়ারেন্ট কার্যকর করতে হবে তার নিকট উক্ত ওয়ারেন্টের পৃষ্ঠাঙ্কনের (Endorsed) জন্য নিয়ে যাবেন।

  (২) এরূপ ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসার ওয়ারেন্ট-এর ওপর নিজের নাম স্বাক্ষর করবেন এবং যে পুলিশ অফিসারের উক্ত সীমার মধ্যে কার্যকর করার নির্দেশ দেবেন, তার নিকট উক্ত পৃষ্ঠাঙ্কন পর্যাপ্ত কর্তৃত্ব বলে পরিগণিত হবে এবং প্রয়োজন হলে স্থানীয় পুলিশ ওয়ারেন্টটি কার্যকর করার ব্যাপারে উক্ত অফিসারকে সাহায্য করবেন।

  (৩) যখন আশঙ্কা থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ওয়ারেন্ট কার্যকর করতে হবে তার পৃষ্ঠাঙ্কন প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটতে পারে এবং তার ফলে কার্যকরীকরণ ব্যাহত হতে পারে, তখন যে পুলিশ অফিসারের ওপর ওয়ারেন্টটি নির্দেশিত হয়েছে তিনি উক্ত পৃষ্ঠাঙ্কন ছাড়াই ওয়ারেন্ট প্রদানকারী আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার বাইরে কোনো স্থানে কার্যকর করতে পারবেন।

১৪.৭. NER (Non Execution Report) দাখিল ও আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার

(ক) NER (Non Execution Report) দাখিল: আদালত কর্তৃক জারীকৃত ওয়ারেন্ট তামিলের জন্য নির্দেশিত অফিসার যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন, ওয়ারেন্টভুক্ত ব্যক্তি ওয়ারেন্ট যাতে কার্যকর না হয় সে জন্য আত্মগোপন করেছেন অথবা পলাতক হয়েছেন, সে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কোর্টে NER (Non Execution Report) দাখিল করবেন।

(খ) ফৌজদারি কার্যবিধি ৮৭ ধারা অনুযায়ী পলাতক হিসেবে ঘোষণার জন্য কোর্টে আবেদন করা হলে আদালত যদি মনে করেন উক্ত ব্যক্তি পলাতক রয়েছে বা ওয়ারেন্ট যাতে কার্যকরী না হয়, সে জন্য আত্মগোপনে রয়েছে তাহলে উক্ত আদালত তাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে ঘোষণা প্রকাশের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে একটি লিখিত ঘোষণা প্রকাশ করতে পারেন। ফৌজদারি কার্যবিধি ৮৭ ধারা অনুযায়ী পলাতক ঘোষণার আবেদনের সাথে সাথে অথবা পৃথকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধি ৮৮ ধারা অনুসারে পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করার আবেদন করার বিধান রয়েছে (পিআরবি-৩২৩)।

সংযুক্ত: নমুনা NER

পিআরবি প্রবিধান-৩২৩

এন, ই, আর নং-.....

বরাবর

.....

.....

মাধ্যমে: এসি/ডিসি প্রসিকিউশন/কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক।

বিষয়: এন,ই,আর দাখিল।

সূত্র: ১) জি,আর/সি,আর/এস,টি,এল/এস,টি মামলা নং ..... তাং .....

ধারা .....

২)..... থানার জি,আর/সি,আর রেজিস্টার ক্রমিক নং .....

জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, সূত্রে বর্ণিত মামলার পরোয়ানাভুক্ত নিম্নবর্ণিত আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য তার বাসস্থানসহ সম্ভাব্য সকল স্থানে বারবার অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু উক্ত আসামি আত্মগোপন করায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, সূত্রে বর্ণিত ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে পলাতক ঘোষণা এবং উক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ প্রদানে মর্জি হয়।

পলাতক আসামির নাম ও ঠিকানা:

নাম.....পিতার নাম .....

গ্রাম/মহল্লা/রোড নং.....

ডাকঘর ..... থানা.....জেলা.....

বিনীত

এসআই

থানা.....

জেলা .....

(গ) Proclamation & Attachment (P&A) তামিল

ফৌজদারি কার্যবিধি ৮৮ ধারা অনুসারে পলাতক ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারেন। আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে সম্পত্তি অবস্থিত হলে উক্ত ব্যক্তির যেকোনো সম্পত্তি ক্রোক করা যাবে এবং উক্ত এলাকার বাইরে অন্য জেলা/এলাকায় সম্পত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের পৃষ্ঠাঙ্কন (Endorsed) দ্বারা একই আদেশে ক্রোক করা যাবে।

যে সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ দেয়া হয়েছে তার ঋণ অথবা অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি হলে এই ধারা মোতাবেক তা নিম্নলিখিতভাবে ক্রোক করতে হবে:

- আটক করে; অথবা
- রিসিভার নিয়োগ করে; অথবা
- লিখিত আদেশ দ্বারা হুলিয়াধীন ব্যক্তিকে অথবা তার পক্ষে অন্য ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি প্রদান নিষিদ্ধ করে; অথবা
- আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী এরূপ সমস্ত ব্যবস্থা অথবা যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ক্রোকের আদেশকৃত সম্পত্তি স্থাবর হলে এবং এই ধারার অধীন সরকারকে রাজস্ব প্রদানকারী জমি হলে যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার কালেক্টরের মাধ্যমে ক্রোক করতে হবে এবং অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে নিম্নলিখিতভাবে ক্রোক করতে হবে:

(ক) দখল নিয়ে; অথবা
(খ) রিসিভার নিয়োগ করে; অথবা
(গ) লিখিত আদেশ দ্বারা হুলিয়াধীন ব্যক্তি অথবা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে খাজনা প্রদান বা সম্পত্তি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে; অথবা
(ঘ) আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী এরূপ সমস্ত ব্যবস্থা অথবা যেকোনো দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ক্রোকের আদেশকৃত সম্পত্তি যদি প্রাণিসম্পদ হয় অথবা পচনশীল প্রকৃতির হয় তাহলে আদালত প্রয়োজন মনে করলে অবিলম্বে তা বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারবেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদালতের আদেশানুসারে ব্যবহৃত হবে।

সংযুক্ত: নমুনা P&A

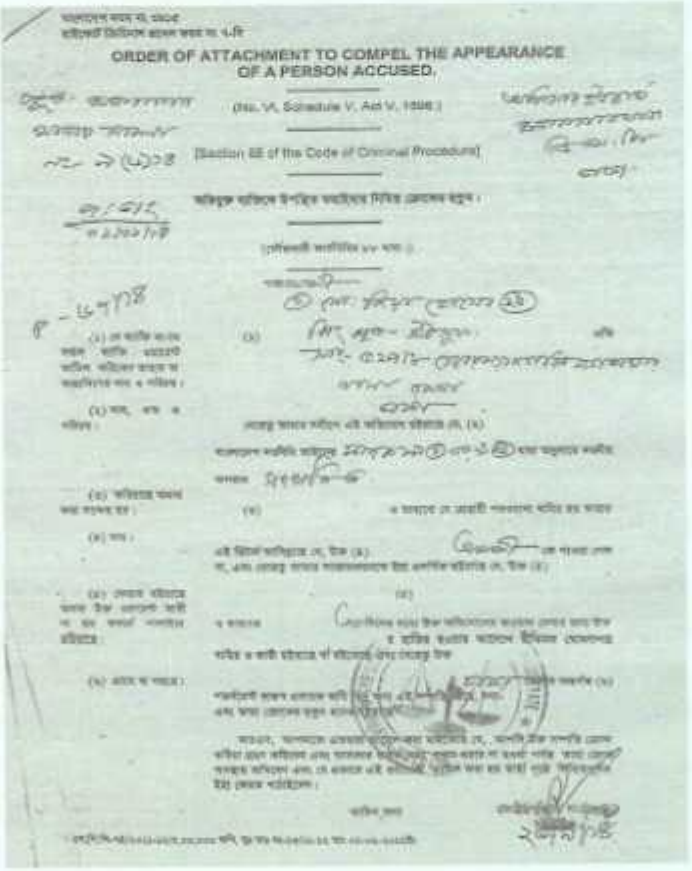

ORDER OF ATTACHMENT TO COMPEL THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED.

(No. VI, Schedule V, Act V, 1898.)

[Section 88 of the Code of Criminal Procedure]

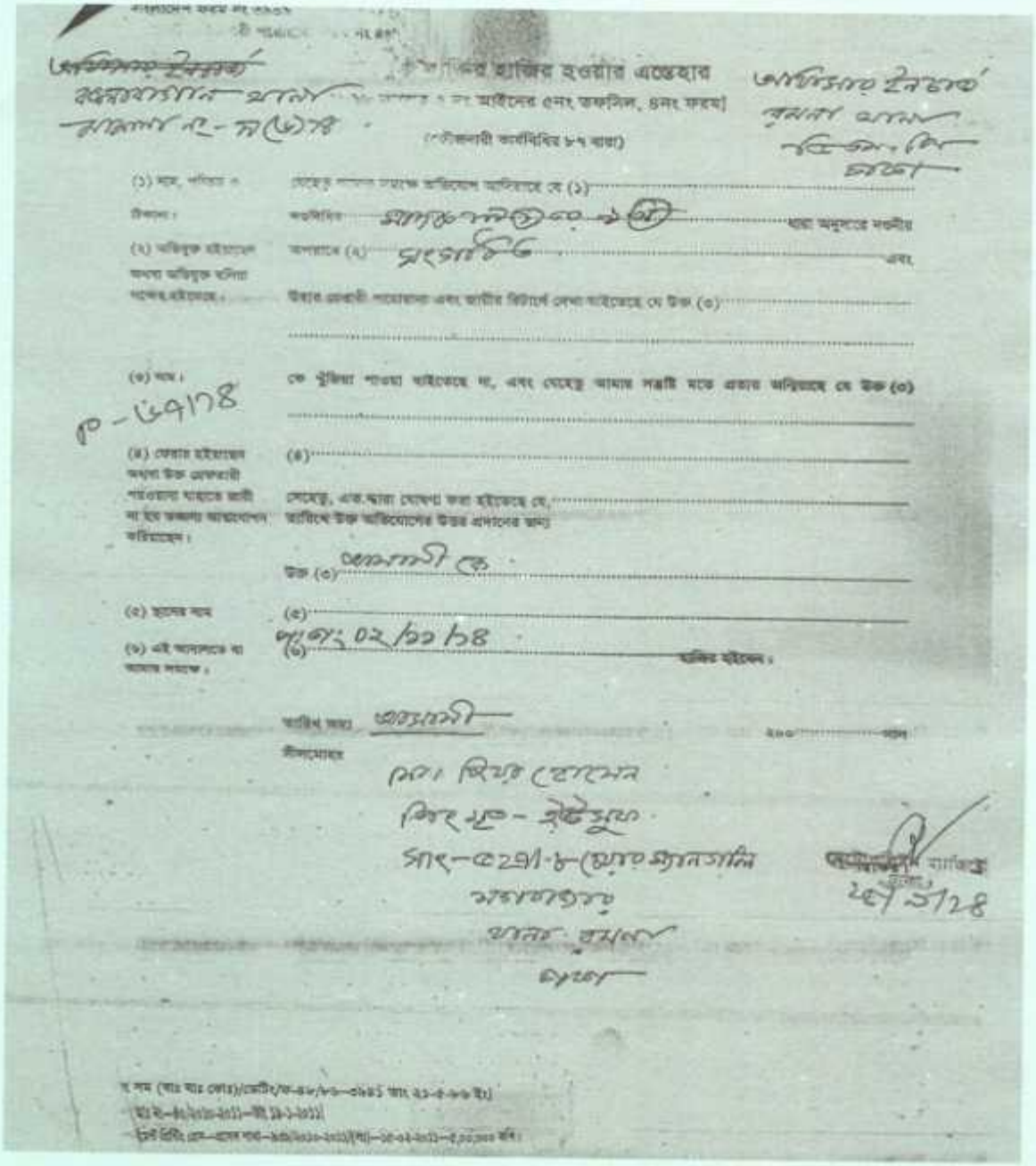

হাজির হওয়ার এত্তেহার

(ফৌজদারী কার্যবিধির ৮৭ ধারা)

(ঘ) আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার সম্পন্নের জন্য সকল অভিযুক্তের নামে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

যেসব আসামি/আসামিগণের বিরুদ্ধে আদালত কর্তৃক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রয়েছে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৮৭ ধারা এবং ৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক উক্ত আসামি/আসামিগণের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত আদালত বিশ্বাস করে যে, আদালতে বিচারার্থে উক্ত আসামি/আসামিগণ গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলাতক রয়েছে বা আত্মগোপনে রয়েছে এবং উক্ত আসামি/আসামিগণকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনা নেই, সে ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি ৩৩৯ বি(১) ধারা অনুযায়ী উক্ত আসামি/আসামিগণের তার/তাদের নামের পার্শ্বে লিখিত মামলার বিচারের জন্য উক্ত আদেশ জারি হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যথায় তার/তাদের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন হবে এ মর্মে কমপক্ষে দুটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

সংযুক্ত: নমুনা বিজ্ঞপ্তি

EMail :cmmcourtdhaka@gmail.com

স্মারক নং-০১.০১.০০৯.০০০০.২০০৭-১৮০ তারিখ : ২৩/০৭/২০১৩ইং।

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্ন তফসিলে উল্লেখিত আসামী/আসামীগণের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী রহিয়াছে এবং যেহেতু ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮-এর ৮৭ ধারা এবং ৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক উক্ত আসামী/আসামীগণের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে এবং অত্র আদালতের বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, অত্র আদালতে বিচারার্থে উক্ত আসামী/আসামীগণ সোপর্দ/গ্রেফতার এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছে/বা আত্মগোপন করিয়াছে এবং উক্ত আসামী/আসামীগণকে শীঘ্রই গ্রেফতার করিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে যেহেতু উক্ত কার্যবিধির ৩৩৯ বি (১) ধারার বিধান অনুযায়ী উক্ত আসামী/আসামীগণকে নিম্নে তফসিল তাহার/তাহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত মামলার বিচারের জন্য আদেশ জারী হইবার ১০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় তাহার/তাহাদের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সমাধা করা হইবে।

তফসিল

ক্রম নং	আসামীর নাম ও ঠিকানা	মামলার নম্বর ও ধারা
১।	জিয়াদ (২২), পিতা-মনু মিয়া, সাং-লক্ষীপুর, থানা-আটপাড়া, জেলা-নেত্রকোনা।	তেজগাঁও থানার মামলা নং-২৪(৯)১০ ধারা : ৩৮০/৪১১ পেনাল কোড।
২।	মোছা : পারভিন (৩৫), পিতা-মৃত হোসেন মন্ডল, সাং-ইসহাক নগর, থানা-দৌলতপুর, জেলা-কুষ্টিয়া।	দাঃ সালাম থানার মামলা নং-৪৫(২)১৩, ধারা : ৪৯৮/৩৮০ পেনাল কোড।
৩।	এস এম জাকারিয়া হানিফ (৪১), পিতা-এস এম মোহর আলী, সাং-কালিয়াকৈর ইউনি. বলধারা, থানা-সিঙ্গাইর, জেলা-মানিকগঞ্জ।	পল্লবী থানার মামলা নং-৪৯(২)১৩ ধারা : ৪২০/৪৬৭/৪৭১ পেনাল কোড।
৪।	ক) মোঃ বাবু @ বাবু পাটোয়ারী, পিতা-মৃত আফতাব উদ্দিন, সাং-ব্রাহ্মণগাঁও মিজি বাড়ী, থানা-হাজীগঞ্জ, জেলা-চাঁদপুর। খ) মোঃ নেছার উদ্দিন মোহাব, পিতা-আজাউর রহমান হাওলাদার, সাং-পূর্ব কোদালপুর, থানা-বাবুগঞ্জ, জেলা-বরিশাল।	কাফরুল থানার মামলা নং-৫(৮)১২ ধারা : ৩৯৫/৪১১ পেনাল কোড।
৫।	মোঃ সিরাজ মিয়া (৫০), পিতা-মৃত মনির উদ্দিন মোল্লা, সাং-কৃষ্ণনগর মাঠ পাড়া, থানা-ঝিকরগাছা, জেলা-যশোর।	কাফরুল থানার মামলা নং-১১(৪)১৩ ধারা : ৩৭৯/১০৯ পেনাল কোড।
৬।	মরিয়ম বেগম (৩৮), স্বামী-মোঃ আব্দুর রহিম, সাং-১২১/৩ তেজকুনিপাড়া, থানা-তেজগাঁও, ঢাকা।	ভাষানটেক থানার মামলা নং-৫(৪)১২ ধারা : ৪০৬/৪২০/৫০৬ পেনাল কোড।
৭।	ক) মোঃ জামাল @ নাটু জামাল (৩৭), পিতা-মোঃ ইসমাইল, খ) মোঃ সালাম (২৭), পিতা-ইসমাইল, গ) মোঃ আলতাফ (২৬), পিতা-আইয়ুব আলী, সর্ব সাং-ভাষানটেক বস্তি, থানা-ভাষানটেক, ঢাকা।	কাফরুল থানার মামলা নং-৯(১০)১৩ ধারা : ১৪৩/৩২৩/৩৭৯/৫০৬ পেনাল কোড।
৮।	ক) সেলু @ পাগলা সেলু (৩৭), পিতা-মৃত মকবুল হোসেন, সাং-হাজিরা, থানা-নবাবগঞ্জ, জেলা-ঢাকা। খ) মোঃ আসাদুজ্জামান টুটুল (৩৮), পিতা-আবুল হাশেম মেম্বার,	শেরে বাংলা নগর থানার মামলা নং-৬(৩)১৩, ধারা : ১৪৭/১৪৮/৩০৭/৪৩৫/৪২৭/৫০৬/১০৯ পেনাল কোড।

১৪.৮ বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক মামলার কার্যক্রম স্থগিতকরণ

নিম্ন আদালতের কার্যধারার অপব্যবস্থা রোধ করার নিমিত্তে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্ট মামলার যেকোনো পর্যায়ে মামলার কার্যক্রম স্থগিত করতে পারেন। এটাকে মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ ক্ষমতা বলে। (ধারা-৫৬১-ক কাঃ বিঃ)।

মামলা স্থগিতাদেশ পত্রের নমুনা

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION.
(CRIMINAL REVISIONAL JURISDICTION)

Dated the 3rd May, 2005
Present:-

Mr. Justice Nozrul Islam Chowdhury
And
Mr. Justice Zubayer Rahman Chowdhury

Criminal Misc Case No.5453 of 2005 (Arising out of Mirpur P.S. Case no.83 dt.28-3-05 Pending in the Court of Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka.)

1. Sheikh Sobdar Ali son of Late Sheikh Md. Azizur Rahman
2. Sheikh Ahmed Ali alias Ahmed Ali, son of Sheikh Sobdar Ali, both of 2/H, 10/33, Mirpur, Police Station : Mirpur, District-Dhaka.

.... Petitioners
- Versus -
The State
.... Opposite Party
Mr. Md. Rezaul Islam, Advocate ..... For the Petitioner

ORDER

03.05.2005

Let a Rule issue calling upon the Deputy Commissioner, Dhaka to show cause, why the criminal proceeding of Mirpur Police Station Case No.83 dated 23.03.2005, now pending in the Court of Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka should not be quashed and/or such other or further order of orders passed as to this Court may seem fit and proper.

Pending disposal of the Rule, let aforesaid criminal proceeding against the petitioners be stayed for a period of 6 (six) months from date.

The Rule is made returnable within 4 (four) weeks.

N. I. Chowdhury
Z. R. Chowdhury

Memo No..
Copy of the Court's order dated 3-5-05 forwarded to the Deputy Commissioner, Dhaka for information and necessary action.

By Order of th High Court
Sd/
Assistant Registrar.

Memo No.. 18216 ... 28.5.05
Copy of the Court's order dated 3-5-05 forwarded to the Chief ... information and necessary action.

১৪.৯ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া

রাষ্ট্রপক্ষ মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত এহেন স্থগিতাদেশের কারণে সংক্ষুব্ধ হলে রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা (প্রসিকিউশন) সংক্ষুব্ধ হওয়ার বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন। আইন মন্ত্রণালয় বিষয়টি সলিসিটর শাখায় প্রেরণ করবেন। সলিসিটর শাখা সার্বিক বিষয়াদি পরীক্ষাপূর্বক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল-এর কার্যালয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করবেন।

নিম্ন আদালত কর্তৃক নালিশ ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে দায়েরকৃত মোকদ্দমায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ জুডিশিয়াল বা অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট-এর পূর্বানুমতিক্রমে মোকদ্দমার যেকোনো পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটগণ কারণ লিপিবদ্ধ করে মামলার কার্যক্রম স্থগিত করতঃ আসামিদের মুক্তি দিতে পারেন। (ধারা-২৪৯ কাঃ বিঃ)।

মামলার কার্যক্রম স্থগিত করার পর একই আইনের বিধান বলে বাদী অথবা প্রসিকিউশনের আবেদনক্রমে মামলার কার্যক্রম চালু করা যায়।

মামলা স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের নমুনাঃ

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH

HIGH COURT DIVISION

(CRIMINAL MISCELLANEOUS JURISDICTION)

Dated: The 4th day of March, 2009.

Present:

Mr. Justice Khondker Musa Khaled

and

Mr. Justice Md. Emdadul Huq

CRIMINAL MISCELLANEOUS CASE NO. 2682 OF 1997 (Arising out of Mohammadpur P.S. Case no.67 dated 27.04.1997 corresponding to G.R. No.1680 of 97 now pending in the Court of Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka.)

And

In the matter of:

1.Rashadur Rahman Shahin son of Fazlur Rahman of Glass House, Hatkhola, Police Station-Sutrapur, Dhaka.

.....Petitioner.
(On Bail)

-Versus-

1.The State, through the Deputy Commissioner, Dhaka.

....Opposite party.

Mr. Nurul Amin Khan, 12/A, Confidence

নম্বর ২০০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		proceeding cannot be entertained.'

In view of what have been stated above, the Rule is liable to be discharged.

In the result, the Rule is discharged. The stay order passed in connection with the Rule stands vacated.

Send a copy of the judgment and order to the Court below for information.

Khondker Musa Khaled

Md. Emdadul Huq, J:

I agree.

Md. Emdadul Huq

দেখিলাম

R. Islam
18.02.2013
Read by:
Exd. by:

প্রত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি
18.2.13
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ
(১৮৭২ ইং সালের ১নং আইনের)
৭৬ ধারা মতে ক্ষমতা প্রাপ্ত

১৪.১০ মামলা প্রত্যাহার এবং আসামির নাম প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া

ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ৪৯৪ ধারা বিধান মোতাবেক রাষ্ট্রপক্ষ মামলার কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। রায় ঘোষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মামলা প্রত্যাহার করা যায়। সাধারণত দেখা যায়, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বা চিঠির মাধ্যমে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার তালিকা আহ্বান করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত তালিকা প্রাপ্তির পর বিজ্ঞ পি.পি-এর মতামতের জন্য তালিকাটি পি.পি অফিসে প্রেরণ করেন। বিজ্ঞ পি.পি উক্ত তালিকার ওপর মন্তব্যের কলামে মামলাটি প্রত্যাহারযোগ্য কি না তদ্‌বিষয়ে মতামত দিয়ে পুনরায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত তালিকা প্রাপ্তির পর জেলা কমিটির মিটিং-এ পুনরায় পর্যালোচনা করেন। উক্ত মিটিং-এ পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। জেলা কমিটির মিটিং-এ উক্ত তালিকা ও বিজ্ঞ পি.পির মতামতসহ পুনরায় আলোচনা-পর্যালোচনা করে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মিটিং তলব করে তালিকা চূড়ান্ত করে এবং চূড়ান্ত মতামতসহ তালিকা বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পি.পি সাহেবের অফিসে প্রেরণ করা হয়। তদনুযায়ী মামলা প্রত্যাহার করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্তে মন্ত্রণালয়ের এমন আদেশ মানতে বাধ্য নন। মামলা আংশিক এবং পূর্ণাঙ্গরূপে প্রত্যাহার করা যায়।

মামলা প্রত্যাহারের আদেশের নমুনা:

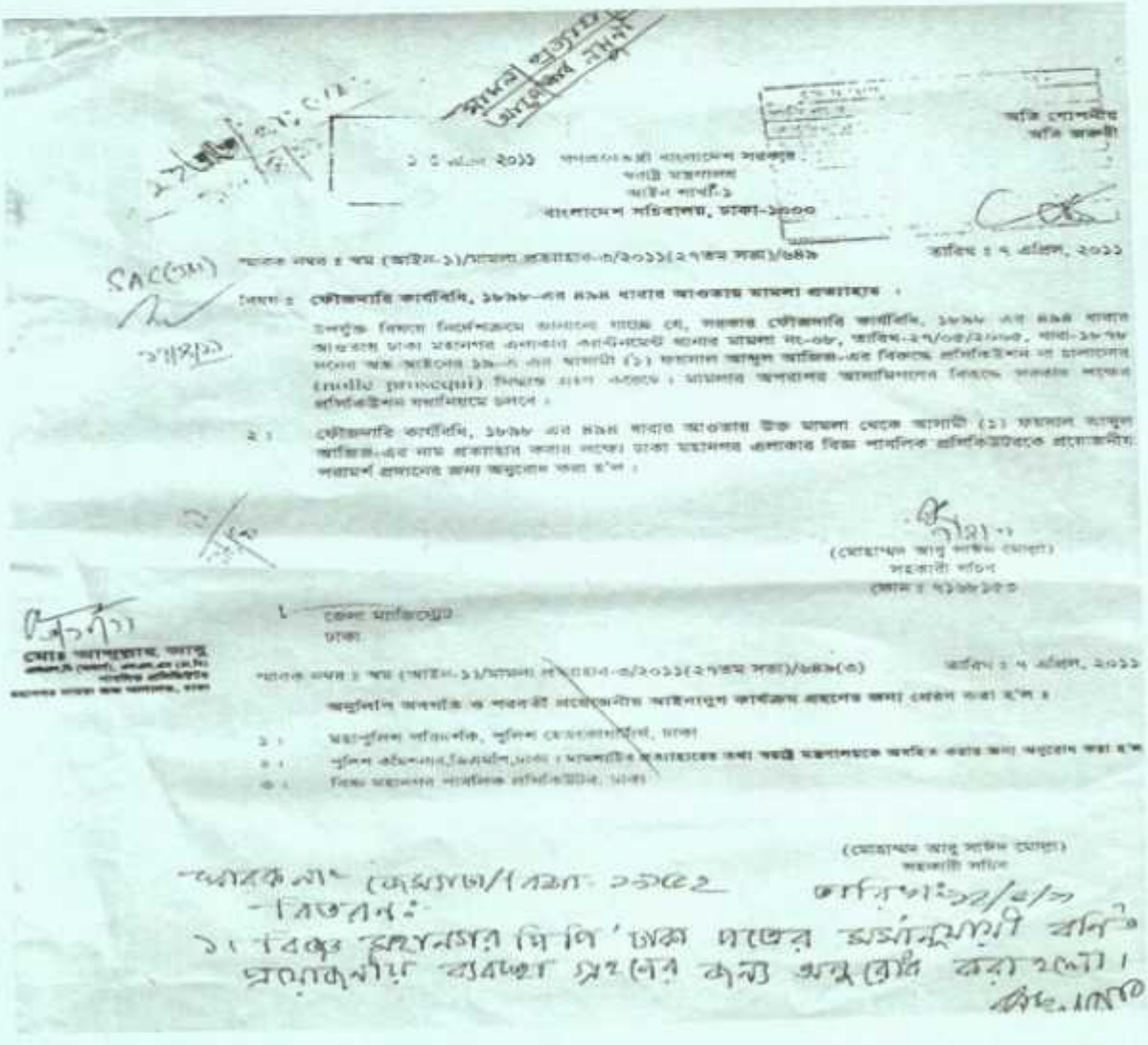

১৪.১১ জেল প্যারেড

জেল প্যারেড রিপোর্ট
(পিআরবি ৫১৫)

বিপি ফরম নং ৯৭, বেঙ্গল ফরম নং ৫৩৫৪

অনুষ্ঠিত হয় ..... জেলে ..... তারিখ, ২০০৪ সালের।

নির্দেশাবলি : সদর কোর্ট অফিসার (কিংবা তার অনুপস্থিতিতে সুপার কর্তৃক নির্বাচিত অফিসার) রবিবারের জেল প্যারেডটি পরিচালনা করবেন। সে জন্য শনিবার বিকাল ২.০০ ঘটিকায় একজন এএসআই জেলখানায় যাবেন এবং তখন জেল প্যারেড ফরমের ১-৫ নং কলাম পূরণ করার ব্যাপারে তাকে অনুমতি প্রদান করা হবে এবং সেটির মধ্যে জেল অ্যাডমিশন রেজিস্টার থেকে নিম্নে প্রদত্ত আকারে নামগুলো চারটি ভাগে/খণ্ডে বিভক্ত করবেন। জেল প্যারেডের ১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ডে উল্লিখিত দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীগণকে পুলিশ পরিদর্শনের জন্য তিনটি ব্যাচ বা দলে বিভক্ত করে পরদিন রবিবার সকাল ৮.০০ ঘটিকায় প্যারেডে অংশ নিতে বলা হবে। পুলিশ অফিসারগণ অবশ্যই জেলখানায় সকাল ৭-৩০ মি. উপস্থিত থাকবেন।

১ম খণ্ডে থাকবে যেসব কয়েদি জেলায় অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং সর্বশেষ প্যারেডের তারিখ থেকে জেলে ভর্তি হয়েছিল তাদের নাম (অর্থাৎ এক সপ্তাহের শনিবার থেকে নিয়ে পরবর্তী সপ্তাহের শুক্রবার পর্যন্ত, উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)।

২য় খণ্ডে থাকবে ওইসব কয়েদির নাম যারা এক সপ্তাহের শনিবার থেকে পরবর্তী সপ্তাহের শুক্রবার পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বদলির মাধ্যমে জেলে ভর্তি হবে।

৩য় খণ্ডে থাকবে উপরিউক্ত সময়কালের মধ্যে অন্যান্য জেলে গিয়ে যারা ভর্তি হবে তাদের নাম অথবা যারা জামিনে মুক্তি পেয়েছে অথবা আপিলে খালাস হয়েছে অথবা যারা ওই একই সময়ের মধ্যে জেলখানায় মৃত্যুবরণ করেছে।

৪র্থ খণ্ডে থাকবে কথিত প্যারেডের ৪র্থ ও ১০ম তারিখের মধ্যে যেসব কয়েদি মুক্তি পাবে তাদের নাম (অর্থাৎ এক সপ্তাহের বৃহস্পতিবার থেকে নিয়ে পরবর্তী সপ্তাহের বুধবার পর্যন্ত, উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত)।

টীকা : যাদের পিআর করা হয়েছে কেবল তারাই প্যারেড করবে।

বিঃ দ্রঃ এই খণ্ডগুলো পরিষ্কারভাবে হাতে নম্বরকৃত হতে হবে।

জেল প্যারেড রেজিস্টার (১ম খণ্ড ৪র্থ খণ্ড পর্যন্ত)
রেগুলেশন নং ৫১৫

বিপি ফরম নং ৯৭, বেঙ্গল ফরম নং ৫৩৫৪

জেল অ্যাডমিশন নং, নাম, ডাকনাম ও পিতার নাম	গ্রাম, থানা ও জেলা	স্থান, তারিখ, ধারা, বর্তমান ও সাবেক দণ্ডগুলোর মেয়াদ শর্ত	পিআর কি না নোট করুন। যদি হয়, তবে পিআর স্লিপের পেছনে রেকর্ডকৃত এন্ট্রিসমূহ নোট করুন	জেল অ্যাডমিশন রেজিস্টারে নামের বিপরীতে যেসব এন্ট্রি আছে সেগুলো নোট করুন	কয়েদির হিস্ট্রি টিকিটে রেকর্ডকৃত এন্ট্রিগুলো নোট করুন	পুলিশ সুপারের মন্তব্য ও আদেশসমূহ	আদেশসমূহ কীভাবে পালন করা হয়েছে দেখিয়ে গৃহীত ব্যবস্থা। অন্যান্য জেলায় যেসব বদলির ক্ষেত্রে, পিআর অথবা এফআর, স্লিপ প্রেরণ করা হয়েছে ডেসপ্যাচ চেক নম্বরে সেটিও নোট করতে হবে এবং আসন্ন মুক্তির ক্ষেত্রে, রিলিজ নোটিশ প্রেরণের জন্য যে স্মারক নং ও তারিখ ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলো নোট করতে হবে। যেসব 'অশনাক্তকৃত' কয়েদিদের মুক্তি আসন্ন, তাদের সবার নামের বিপরীতে লাল কালি দিয়ে 'অশনাক্তকৃত' বা 'Unidentified' শব্দটি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিচার-পরবর্তী কার্যক্রম

বিচার-পরবর্তী কার্যক্রম

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। একটি মামলার বিচার-পরবর্তী কার্যক্রম এবং পুলিশি তদন্তের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা বিষয়ক জ্ঞানলাভ
২। চূড়ান্ত স্মারক, পি.আর স্লিপ, গ্রাম অপরাধ নোটবুক, মোশন ও রিভিশন সম্পর্কিত ধারণা লাভ
৩। বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা ও মামলা তদন্তে তার প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ

১৫.১ রায়ের কপি সংগ্রহ

রায়ের কপি পুলিশকে প্রদানের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধিতে কোনো বিধান নেই। তবে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৭৩ ধারা মতে দায়রা আদালতে বিচার্য মামলার বিচার শেষে রায়ের কপি নিম্ন আদালতে প্রেরণ করার বিধান আছে। অনেক ক্ষেত্রে তা পালন করা হয় না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রায়ের কপি নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হলেও তা অহেতুক নেজারত শাখায় পড়ে থাকে। তাই পুলিশকে উদ্যোগ নিয়েই রায়ের কপি সংগ্রহ করতে হয়। আসামির সাজা, খালাস, আলামত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশনা সংবলিত রায়ের কপি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণার্থে অতীব প্রয়োজন।

১৫.২ আলামত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মিস কেসের আবেদন

কোনো মামলার বিচার নিষ্পত্তির জন্য বিচারিক আদালতে প্রেরণ করার পর বিজ্ঞ আদালত বিচার শেষে রায় প্রদানের সময় যদি জব্দকৃত আলামত সম্পর্কে কোনো আদেশ না দিয়ে থাকেন তবে পুলিশ রায়ের কপি সংগ্রহ করে আলামত নিষ্পত্তির ব্যাপারে মিস কেস দাখিল করতে পারবে।

১৫.৩ ফাইনাল মেমো

মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ার পর কোর্ট পুলিশ অফিসার বিপি ফরম নং-৮৮ মোতাবকে ০৩ (তিন) প্রস্থ FM লিখে এএসপি সার্কেলের নিকট প্রেরণ করবেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় আসামি সাজাপ্রাপ্ত হলে FM ০৪ (চার) কপি করা প্রয়োজন। মূল কপি পুলিশ সুপারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। তিনি FM প্রাপ্তির পর আসামিদের নিরীক্ষণে রাখা হবে কি না এবং তাকে PR, PRT এবং PRT-৫৬৫ করা হবে কি না এবং History Sheet খোলা হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। আসামি খালাস কিংবা ডিসচার্জ হলে FM-এর ওপর তা লিখতে হবে। কোর্ট অফিসের জিআরওগণ মামলার ফাইনাল মেমো লিখে ডকেটের সাথে সংযুক্ত করে ডকেটিংয়ের জন্য তা থানায় পাঠাবেন।

১৫.৪ কেস ডকেটিংয়ের ক্ষেত্রে সার্কেল এএসপির দায়িত্ব

FMসহ কেস ডকেট প্রাপ্তির পর আসামি খালাসপ্রাপ্ত হলে সার্কেল এএসপি দেখবেন মামলায় কোর্ট অফিসার কোনো ব্রিফ দাখিল করেছেন কি না। ব্রিফ দাখিল করা হলে ব্রিফের ওপর কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না। সর্বোপরি তিনি দেখবেন পুলিশের কোনো ব্যর্থতার জন্য মামলা খালাসপ্রাপ্ত হয়েছে কি না। পুলিশের ব্যর্থতা পাওয়া গেলে তিনি পুলিশ সুপারের বরাবরে একটি রিপোর্ট দেবেন এবং পুলিশ সুপার প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন। এ ছাড়া থানায় রক্ষিত সিএস এবং এফআরটির তৃতীয় কপি সংগ্রহ করে ডকেটের সাথে সংযুক্ত করবেন এবং পুলিশ সুপারের মাধ্যমে ডকেট কোর্টে ফেরত পাঠাবেন। বিজ্ঞ আদালত তা বিধি মোতাবেক ধ্বংস করার ব্যবস্থা নেবেন। পুলিশ সুপার অপর্যাপ্ত সাজা এবং খালাসের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ পিপির মাধ্যমে আপিল করতে পারবেন।

১৫.৫ পিআর স্লিপ বা পুলিশ নিবন্ধন কার্যক্রম

পুলিশ নিবন্ধন ব্যবস্থার সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য:

পিআরবি ৪৯২ প্রবিধান অনুসারে যাদের আঙুলের ছাপ নেয়া হয়েছে এমন সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিই 'পিআর' (পুলিশ নিবন্ধনকৃত) হিসেবে পরিচিত। তবে যে সকল বালককে সংশোধন বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে তারা

'পিআর' নয়, তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর পূর্বেই তাদের আঙুলের ছাপ নেয়া হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫০১ প্রবিধান অনুযায়ী আঙুলের ছাপ নেয়া হয়। 'পিআর' হওয়ার জন্য মুক্তির পরপর তার তত্ত্বাবধানের জন্য কেউ দায়ী নয়। এ ব্যবস্থায় পুলিশের প্রয়োজনেই একটি শ্রেণিবিভাগ করা হয়, যা জেলখানার রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাতে পুলিশ মারাত্মক অপরাধীদের তাদের কারাজীবনকালে শনাক্ত করতে পারে।

পিআর বন্দির শ্রেণিবিভাগ

পিআরবি ৫০০ প্রবিধান অনুসারে– পিআর বন্দিরা তিন ভাগে বিভক্ত, যেমন:

(ক) পিআর: কারাদণ্ডের মেয়াদ পূর্তির পরেও যারা কারাগারে আটক আছেন সে সকল বন্দি পিআর শ্রেণিভুক্ত।

(খ) পিআরটি: যে সকল বন্দিকে মুক্তির লক্ষ্যে তার নিজ জেলা বা বসবাসের জেলা কারাগারে স্থানান্তর করা হবে, সাধারণত তারা পিআরটি শ্রেণিভুক্ত।

(গ) পিআরটি ৫৬৫: যে সকল বন্দির ক্ষেত্রে কার্যবিধি ৫৬৫ অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে তারা পিআরটি ৫৬৫ শ্রেণিভুক্ত। পিআর শ্রেণির বন্দিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা থাকবেন যাদের মুক্তি কাম্য, তাদের মুক্তির বিষয়টি সময়মতো পুলিশকে আগাম অবহিত করতে হবে।

পিআরটি শ্রেণির আসামিরা মারাত্মক প্রকৃতির। এদেরকে বাড়ি হতে দূরের কোনো কারাগার হতে ছেড়ে দেয়া হলে তারা বাড়ি ফেরার পূর্বেই আবার অপরাধমূলক কাজে জড়িত হয়ে যেতে পারে। এ শ্রেণির অপরাধীগণ নিম্নরূপ হতে পারে:

(১) পরিচিত অপরাধী দলের সদস্য, যারা যেকোনো ধরনের অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার হতে পারে;

(২) কুখ্যাত অপরাধীচক্রের সকল সদস্য, যারা ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৯ অথবা ১১০ ধারা অনুসারে আটক;

(৩) ভ্রাম্যমাণ দুর্বৃত্ত দলের সদস্য;

(৪) যে সকল অপরাধীর নির্দিষ্ট কোনো বাসা-বাড়ি নেই;

(৫) আফিম অথবা কোকেন চোরাচালানের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত সকল অপরাধী;

(৬) ১৯২৩ সালের গুণ্ডা আইন, ১৯২৬ সালের প্রেসিডেন্সি এলাকা (জরুরি) নিরাপত্তা আইন অনুসারে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা;

(৭) যে সকল বাসিন্দা অথবা ব্যক্তিরা পুলিশের সতর্ক নজর এড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে এমন লোকেরা।

পিআর ৫৬৫ শ্রেণিভুক্ত বন্দি তারা, যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬৫ ধারা অনুযায়ী আদেশ অনুমোদিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে,

(ক) গুণ্ডা আইন অথবা নিরাপত্তা আইনের আওতায় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে গুণ্ডা আইনের ৬(১)(ক) ধারা অথবা নিরাপত্তা আইনের ৪(২) ধারা অনুসারে যে সকল ব্যক্তিকে দেশান্তরিত করা হবে তাদেরকে পিআরটি শ্রেণিভুক্ত করা হবে।

(খ) (১) পিআরটি বন্দিদের পিআর স্লিপ জেলখানায় দেখাতে হবে, যেখান হতে তাদের মুক্তি দেয়া হবে।

(২) অপরাধীচক্রের সদস্যদেরকে মুক্তি দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিজের মূল বিভাগে বদলি করতে হবে।

(৩) ভ্রাম্যমাণ দুর্বৃত্ত দলের সদস্যদেরকে ওই সকল জেলার জেলখানা হতে মুক্তি দেয়া হবে, যেখানে তাদেরকে বিচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। যে অপরাধীর নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই তাকে সর্বশেষ অপরাধকৃত জেলার জেলখানা হতে মুক্তি দিতে হবে।

(৪) পিআরটি ৫৬৫ বন্দিদেরকে জেল কোডের ৫৪১ বিধি অনুসারে তাদের নিজেদের জেলার কারাগার হতে মুক্তি দিতে হবে।

(৫) যে সকল বন্দি মূলত বাইরের জেলা অথবা বিভাগের বাসিন্দা, তারা কোনো কারণে দেশের কোনো স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হলে, তারা যে জেলায় বসবাস করছে উক্ত জেলার জেলখানা হতে মুক্তির জন্য বদলি করতে হবে, তাকে তার মূল বাড়ির জেলা হতে মুক্তি দেয়া যাবে না।

পিআর স্লিপ তৈরির কার্যক্রম

পিআরবি ৫০১ প্রবিধান অনুযায়ী–

(ক) প্রত্যেক অপরাধীর পিআর প্রণয়নের সময় কোর্ট অফিসার অথবা অন্য স্থানীয় কুশলী অপরাধীর আঙুলের ছাপ স্লিপ তৈরি করবেন এবং মন্তব্য আকারে পিআর স্লিপে (পি ফরম নম্বর ৯৫) লিখবেন 'এফপি নেয়া হয়েছে' এবং তা জেল প্রশাসকের রেজিস্টার, বন্দির ইতিহাস টিকিট এবং আদালতের সাজার রেজিস্টারেও লিখতে হবে। রেলওয়ে অপরাধীর ক্ষেত্রে স্লিপের একেবারে ওপরে লাল কালি দিয়ে লেখা হবে 'রেলওয়ে অপরাধী'। দণ্ডবিধির ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০০, ৪০১, ৪০২ এবং ৪১২ ধারা অনুসারে, অপরাধের দরুন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অনুলিপিসহ স্লিপ দিতে হবে। একটি কপি লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে 'সিআইডির জন্য'।

(খ) কোর্ট অফিসার পিআর স্লিপ প্রণয়ন করবেন জেলারের জন্য এবং একটি প্রাপ্তি রসিদ গ্রহণ করবেন।

(গ) মহিলা বন্দিদের ক্ষেত্রে একজন মেট্রোনের উপস্থিতিতেই (যেখানে যেমন প্রকারের মেট্রোন রয়েছে) অথবা মহিলা বন্দিদের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতেই সকল সময় আঙুলের ছাপের স্লিপ প্রণয়ন করতে হবে। মহিলা বন্দিদের আঙুলের ছাপ গ্রহণের জন্য যে পুলিশ অফিসারকে মনোনীত করা হয়েছে তিনি যখন কারাগারের মহিলা ওয়ার্ডে যাবেন তখন তার সাথে একজন সহকারী জেলার অথবা একজন প্রধান ওয়ার্ডার থাকবেন।

(ঘ) সকল অশনাক্তকৃত বন্দির পিআর স্লিপে লাল কালি দিয়ে লেখা হবে 'অশনাক্তকৃত' এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপরাধের দায়ে যে সকল বন্দিকে সাজা দেয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে লাল কালি দিয়ে পিআর স্লিপে লিখতে হবে 'রাজনৈতিক'।

১৫.৬ গ্রাম অপরাধ নোটবুক (V.C.N.B)-এর কার্যক্রম

অপরাধসমূহ কার্যকরভাবে দমন করতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ ও ব্যক্তিগণের অপরাধ সংক্রান্ত ইতিবৃত্তের একটি স্থায়ী ও ধারাবাহিক রেকর্ড থাকা প্রয়োজন। পুলিশি কার্যাবলি সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে হলে প্রত্যেক থানা অধিক্ষেত্রের মধ্যে অপরাধ ও অপরাধীদের তথ্য ও ইতিহাস সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তার জন্য ওই এলাকার ভিলেজ ক্রাইম নোটবুক, বিপি ফরম নং-৭৮ হতে ৮৩ মোতাবেক ১ম হতে ৫ম ভাগ V.C.N.B-তে সংরক্ষণ করা হয়। পুলিশ আইনের ১২ ধারা মতে, ইহা সংরক্ষিত হয়। এটি একটি অপ্রকাশিত সরকারি দলিল। সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রধান কর্মকর্তার সম্মতি ব্যতীত এটি আদালতে প্রেরণ করা যাবে না। তবে বিজ্ঞ বিচারক আদালতে বিচারিক প্রয়োজনে এটি আদালতে উপস্থাপন করার আদেশ দিতে পারবেন। এটি একটি গোপনীয় ও স্থায়ী রেজিস্টার।

১৫.৭ V.C.N.B-এর শ্রেণিবিন্যাস

V.C.N.B-কে ৫টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন:

(ক) ১ম ভাগ ক্রাইম রেজিস্টার (PRB-৩৯৩)

ক্রাইম রেজিস্টার সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের সংঘটিত পেশাগত অপরাধসমূহের বিবরণ। শুধু পেনাল কোডের দ্বাদশ ও সপ্তদশ অধ্যায়ের আওতাভুক্ত ৩ বছর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধসমূহ, সরকারি কর্মচারী পরিচয় দিয়ে পেনাল কোডের ১৭০/১৭১ ধারার অপরাধ, পেনাল কোডের ৩২৮ ধারা, মুদ্রা জালকরণ, অস্ত্র আইনের ১৯, ২০ ধারা, রেলওয়ে আইনের ১২৬, ১২৭ ধারা, সন্ত্রাস ও গুণ্ডা আইন, রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহের ঘটনাবলি প্রথম খণ্ডে লিপিবদ্ধ হবে।

(খ) ২য় ভাগ কনভিকশন রেজিস্টার (PRB-৩৯৪)

আসামিদের দোষী সাব্যস্তকরণের বিস্তারিত বিবরণ পিআরবির ৩৯৪ নিয়মের বর্ণনা অনুযায়ী এ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হবে। এ ভাগে গ্রামের প্রত্যেক সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা পিআরবি-৩৯৩-তে বর্ণিত অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৯ ও ১১০ ধারা মতে, শাস্তিপ্রাপ্ত, নরহত্যা, দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা পেনাল কোডের ৩২৪, ৩২৭, ৩৩৩ ধারা এবং ১৯২৪ সালের ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল আইনের বর্ণিত অপরাধে যারা শাস্তি পেয়েছে তাদের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করতে হবে। শাস্তিপ্রাপ্ত ভবঘুরে ব্যক্তিদের নাম ৩৯২খ নিয়ম অনুসারে রক্ষিত অতিরিক্ত অংশে লিপিবদ্ধ হবে।

(গ) ৩য় ভাগ গ্রামের ইতিবৃত্ত (PRB-৪০০)

এ ভাগে গ্রামের বিশেষ বিশেষ অপরাধের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ খণ্ডে যেসব তথ্য সন্নিবেশিত হবে তা নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে যখন একবার ইতিবৃত্ত প্রণয়ন সমাপ্ত হবে তখন তাতে সময়ে সময়ে নতুন তথ্যসমূহ সংগ্রহ বা নতুন ঘটনাবলি ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে থানা অফিসার কর্তৃক তথ্য সংযোজন অব্যাহত থাকবে।

(ঘ) ৪র্থ ভাগ ইতিবৃত্ত (PRB-৪০১)

এ ভাগে যেসব লোক অভ্যাসগত অপরাধী, অভ্যাসগত অপরাধীর সাহায্যকারী কিংবা আশ্রয়দানকারী তাদের ব্যক্তিগত জীবন বৃত্তান্ত এবং অপরাধ জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(ঙ) ৫ম ভাগ সূচিপত্র

বিচারে দোষী সাব্যস্ত কিংবা সাজাপ্রাপ্ত যে সকল ব্যক্তি সূচিপত্রের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে তাদের এবং দোষী সাব্যস্ত নয় সন্দেহজনক লোকদের একটি সূচিপত্র এ ভাগে সন্নিবেশিত হবে। পৌর শহরগুলোর জন্য একটি ক্রাইম নোটবুক খোলা হবে এবং শহর ফাঁড়িগুলোকে ইউনিট গণ্য করে উপরি-উক্ত নিয়মে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সূত্রের সুবিধার্থে থানার এখতিয়ারে সীমানাভুক্ত সমস্ত গ্রামের একটি আক্ষরিক তালিকা ওই সব গ্রামের এলাকার নম্বরসহ নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

১ নং কলামে গ্রামের নাম, স্থানীয় গ্রামের আওতাভুক্ত কোনো ক্ষুদ্র পল্লীর নাম।
২ নং কলামে এলাকার তালিকা নম্বর।
৩ নং কলামে ভিলেজ ক্রাইম নোটবুকের নম্বর ও খণ্ড।
৪ নং কলামে ভিলেজ ক্রাইম নোটবুকের পৃষ্ঠাসমূহের সংখ্যা।
৫ নং কলামে মন্তব্য।

৫ম ভাগের সূচি: সাজাপ্রাপ্ত ও সন্দিগ্ধ লোকের জন্য, ১ নং কলামে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর নাম। ২ নং কলামে পিতার নাম। ৩ নং কলামে ঠিকানা। ৪ নং কলামে ভিসিএনবির নং, ভলিয়ম নং পৃষ্ঠা নং, এবং পার্ট-১, পার্ট-৩-এর ভলিয়ম ও পৃষ্ঠা উল্লেখ থাকবে। ৫ম কলামে ইতিবৃত্ত নং ও অন্যান্য বিষয় উল্লেখ থাকবে। ৬ষ্ঠ কলামে মন্তব্য থাকবে।

১৫.০৭.০১ বাঁধাই পদ্ধতি

থানা এলাকার যতগুলো ইউনিয়ন এবং পৌর শহর আছে, ভিসিএনবি-এর ততগুলো ভলিউম থাকবে। প্রত্যেক ভলিউমে গ্রামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সূচি প্রস্তুতপূর্বক গ্রামগুলোকে সাজাতে হবে। প্রতিটি গ্রামের জন্য কমপক্ষে অংশ ১, ২ ও ৩ এর একটি করে শিট রাখতে হবে এবং প্রতিটি শিট একপাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে দুটি করে ছিদ্রযুক্ত (eye let) হতে হবে, যাতে সুন্দর করে বাঁধাই করা যায় এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত শিট সংযুক্ত করা যায়।

১৫.০৭.০২ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান (আইন, বিধি ও বিপি ফরম)

পিআরবি বিধি ৩৯১ থেকে ৪০৬ পর্যন্ত ভিসিএনবি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং বিপি ফরম নং-৭৮ থেকে ৮৩ পর্যন্ত ফরমসমূহে এ-সংক্রান্তে সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের ১২ ধারার বিধান মতে, এই রেজিস্টার সংরক্ষিত হয়। পিআরবি ৬০৮-এ রেলওয়ে পুলিশে ভিসিএনবি সংরক্ষণের বিষয়ে বলা হয়েছে। এ ছাড়া সাক্ষ্য আইনের ১২৩, ১৬২ ও ১৬৫ ধারায় ভিসিএনবির কোনো তথ্য আদালতে উপস্থাপনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫.০৭.০৩ রেজিস্টার পর্যালোচনার উদ্দেশ্য

- ভিসিএনবি-এর সব পার্টে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যথাসময়ে এবং সঠিকভাবে উত্তোলন ও সংরক্ষণ করা।
- সংরক্ষিত তথ্যাদি কাজে লাগিয়ে অপরাধ প্রতিরোধ, উদ্‌ঘাটন এবং অপরাধীদের শনাক্তপূর্বক আইনের আওতায় আনা।
- আদালত হতে সাজাপ্রাপ্ত (পিআরাবি বিধি-৩৯৪) এবং ক্ষেত্রবিশেষে সন্দেহভাজনদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা।
- অভ্যাসগত অপরাধীদের অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

- অপরাধীদের নাম-ঠিকানা, কৃত অপরাধ, সাজা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সহ অন্যান্য তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের রেকর্ড প্রস্তুতকরণ।

১৫.০৭.০৪ রেজিস্টার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- মামলা রুজুর পরপরই পিআরবি বিধি ৩৯৩-এর তফসিল অনুযায়ী মামলার তথ্যাদি রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট খণ্ডসমূহে (পার্ট-১ ও পার্ট-৩) উত্তোলন করা হয়েছে কি না।
- অপরাধ প্রক্রিয়া (Modus Operandi) যথাযথভাবে রেজিস্টারে উত্তোলন করা হয়েছে কি না।
- অপরাধী এবং সন্দেহভাজনদের নাম, ঠিকানা সঠিকভাবে সংরক্ষণ হয়েছে কি না।
- পার্ট-৩-এ (পিআরবি বিধি-৪০০) গ্রামসমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না এবং কর্মকর্তাগণ গ্রামসমূহ পরিদর্শন শেষে তারিখ, মন্তব্য এবং স্বাক্ষরসহ তা সময় সময় উক্ত ফরমে লিপিবদ্ধ করেছেন কি না।
- সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী এবং তাদের অধীনস্থ সহযোগীদের নাম, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না।
- সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না।
- অপরাধ প্রতিরোধ এবং উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রতিটি গ্রামের অপরাধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে কি না।
- রেজিস্টারগুলো বাঁধাই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না।
- গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাসগত (সাজাপ্রাপ্ত এবং সন্দিগ্ধ) অপরাধীদের ক্ষেত্রে তাদের তথ্য হিস্ট্রি শিট-এ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে নিরীক্ষণের (Surveillance) আওতায় আনা হয়েছে কি না। এ ছাড়া নতুন হিস্ট্রি শিট খোলা হয়েছে কি না এবং বিদ্যমান হিস্ট্রি শিটগুলোতে ত্রৈমাসিক হালনাগাদ এন্ট্রি দেয়া হচ্ছে কি না।
- একই জাতীয় অপরাধ প্রক্রিয়া (Modus Operandi) সংবলিত মামলার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ঘটনার অপরাধ প্রক্রিয়া বিবেচনায় আনা হয়েছে কি না।
- সাজা ভোগের পর অপরাধীদের কার্যক্রম এবং গতিবিধি লক্ষ্য রাখার নিমিত্তে কোর্ট পুলিশ প্রণীত পিআর, পিআরটি, পিআরটি-৫৬৫, আসামি যে কারাগার থেকে মুক্তি পাবে তার নাম এবং মুক্তির তারিখ ইত্যাদি তথ্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না।
- পার্ট-৫-এ দণ্ডিত এবং সন্দিগ্ধ আসামিদের নামের একটি তালিকা, যা ইনডেক্স আকারে রক্ষিত হয়, প্রণীত হয়েছে কি না। এ ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নাম লাল কালিতে এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নাম কালো কালিতে লিপিবদ্ধ হচ্ছে কি না এবং পরবর্তীতে সন্দেহভাজন কোনো ব্যক্তি দণ্ডিত হলে তার নামের নিচে লাল কালি দিয়ে দাগ দেয়া হয়েছে কি না।
- সর্বোপরি রেজিস্টারের প্রতিটি খণ্ডে সংরক্ষিত তথ্যাবলি কাজে লাগিয়ে অপরাধ প্রতিরোধ, উদ্‌ঘাটন এবং আসামিদের শনাক্তপূর্বক আইনের আওতায় আনা হচ্ছে কি না।

১৫.০৭.০৫ সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি/ সীমাবদ্ধতা

- দীর্ঘদিন যথাযথভাবে/একেবারেই ব্যবহার না করা।
- অফিসারদের মধ্যে অধিকাংশেরই ভিসিএনবি সম্পর্কে ধারণা খুবই কম/একদম নেই।
- রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ জটিল ভেবে অফিসারদের মধ্যে এক ধরনের ভীতি কাজ করে।
- রেজিস্টারগুলোর আকৃতি কিছুটা বড় এবং বাঁধাই প্রক্রিয়া কিছুটা জটিল মনে হওয়া।
- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলার বিচারের রায় থানায় না পৌছা/বিলম্বে পৌছা।
- কোর্ট পুলিশ কর্তৃক পিআর, পিআরটি ইত্যাদি কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে না থাকা।
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ না করা।
- অপরাধীর ব্যক্তিগত তথ্য এবং আত্মীয়স্বজনের বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশনের আবশ্যকতা থাকায় তা সংগ্রহ কিছুটা কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ।
- তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে সাথে ১৯৪৩ সালে প্রণীত অপরাধ এবং অপরাধীদের তথ্য সংরক্ষণের বিষয়ের প্রতি অনীহা।

১৫.৮ মোশান ও রিভিশন

মোশান	ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালত এবং দায়রা আদালতের কোনো আদেশে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে মোশান করতে হয়।
রিভিশন	নিম্ন আদালতের প্রদত্ত কোনো দণ্ড বা রেকর্ডকৃত আদেশে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রিভিশন দায়ের করতে হয়। রিভিশনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি শুধু বিষয়টিকে উচ্চতর আদালতের দৃষ্টিতে আনয়ন করতে পারেন এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন হলে উচ্চতর আদালতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করতে পারেন।

১৫.৯ বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কার্যক্রম

নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি দেওয়ানি মামলার সাথে সম্পৃক্ত। ফৌজদারি মামলায় সাধারণত কোনো নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয় না। তবে উচ্চ আদালত, বিশেষ করে মহামান্য হাইকোর্ট মামলা তদন্তকালীন সময়ে অথবা বিচার কার্যক্রম চলাকালে মামলার কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অথবা রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ প্রদান করে থাকেন। তদন্তকালীন অবস্থায় কোনো স্থগিতাদেশ প্রদান করা হলে তা পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না।

এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

31 DLR 69 (AD)- Bangladesh Vs Tabjhonghoek-Police in the Matter of investigation enjoys wide powers to complete the same and the High court cannot interfere at the investigation stage. Submission of charge sheet cannot be treated as a finality of investigation until cognizance of the case is taken.

বিচার কার্যক্রম চলাকালে যদি মহামান্য আদালত বিচারকার্য স্থগিত করেন তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে শুনানি করে অথবা রাষ্ট্রবাদী মামলার ক্ষেত্রে পুলিশ বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে শুনানির ব্যবস্থা নিয়ে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নিতে পারে।

১৫.১০ বিচার-পরবর্তী বিবিধ কার্যক্রম

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১৭ ধারা মতে, বিচারে কোনো আসামি খালাস পেলে সে ক্ষেত্রে সরকার আপিল দায়ের করার জন্য Public prosecutor-কে নির্দেশ দিতে পারবে। একইভাবে ফৌঃ কাঃ বিঃ ধারা-৪১৭-ক ধারা, মোতাবেক অপর্যাপ্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সরকার আপিল দায়ের করা জন্য Public prosecutor-কে আদেশ দিতে পারবে।

PRB-৫৪১ মোতাবেক সকল সদর দপ্তর আদালতে পি ফরম নং-১০৭ অনুসারে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একটি রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

PRB-৫৪২ মোতাবেক মুদ্রা বা নোট জালিয়াতি মামলায় বিদেশি অপরাধীদের সাজা হলে CID-কে জানাতে হবে। CID সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালককে জানাবে। PRB-৫৪৩ মোতাবেক সাজা প্রদানের রেজিস্টার সূচি বানাতে হবে। (PR Form নং-১০৮ মোতাবেক) PRB-৫৪৪ মোতাবেক পরলোকগত ও আপিলের পর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম বাদ দিতে হবে।

PRB-৩৭৮ এবং ১১১৮ বিধি মোতাবেক কোনো থানায় বসবসকারী বা যোগাযোগকারী ফেরার অপরাধী ও দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামির রেজিস্টার BP নং-২১০. PF-৬৬ অনুসারে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ১ম খণ্ডে থাকবে নিজ এলাকায় বসবাসকারী ফেরার বা সাজাপ্রাপ্ত আসামি এবং ২য় খণ্ডে থাকবে অন্য থানায় বসবাসকারী অপরাধীদের তালিকা। জেলা পুলিশ সুপারের অফিসেও Absconder Register রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

ষোড়শ অধ্যায়

পুলিশ, জনগণ ও মানবাধিকার

পুলিশ, জনগণ ও মানবাধিকার

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। মানবাধিকার সংক্রান্ত ব্যবহারিক ধারণা ও পুলিশিং কার্যক্রমে মানবাধিকার সুরক্ষা সংক্রান্তে বাস্তব জ্ঞানার্জন
২। শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক অনুশীলনকালে করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ক ধারণা অর্জন
৩। পুলিশি কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের আইনগত সুযোগ বিষয়ক জ্ঞানলাভ

১৬.১ মানবাধিকার কী

মানবাধিকারের সংজ্ঞা

মানবাধিকার হলো মানুষকে দেয়া অধিকার। এটা জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানবাধিকারের ক্ষমতা মানুষ অবাধে ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র সবাই সমান। মানবাধিকার মূলত রাষ্ট্রের বিপরীতে ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত বিষয়। সাধারণত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলে বর্ণিত ওই সমস্ত বিষয় যেগুলোর ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহ একমত এবং যেগুলো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মাপকাঠির অন্তর্ভুক্ত।

সূত্র: ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, বাংলাদেশ সংবিধান ২৬-৪৭ক অনুচ্ছেদ

১৬.২ মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা

পুলিশি কার্যক্রমের সাথে মানবাধিকারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অপরাধ প্রতিরোধ ও জান-মালের নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশ আইনগতভাবে দায়বদ্ধ হলেও রাষ্ট্রের যেসব সংস্থার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আছে, পুলিশ তার মধ্যে অন্যতম। মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে সহযোগিতা করতে পারে:

(ক) যেসব অপরাধ সংঘটিত হলে মানুষের জীবন হুমকির মুখে পড়ে সেগুলো প্রতিরোধ ও প্রতিকার করে মানুষকে রক্ষা করা।

(খ) এ জাতীয় অপরাধ অনুসন্ধানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কারণ বের করে মানুষের অধিকার রক্ষা করা।

(গ) স্বীয় দায়িত্ব পালন করে মানুষের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা।

(ঘ) সকল ধরনের জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদি একে-অপরের প্রতি যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে তা নিশ্চিত করে।

(ঙ) গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আইনি শাসন সমুন্নত রেখে।

(চ) সকলের প্রতি সদয় আচরণ ও ভদ্র ব্যবহার করে।

(ছ) বৈষম্যমূলকভাবে কাউকে গ্রেপ্তার, হয়রানি, আটক, তল্লাশি ও মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার না করে।

(জ) গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের প্রতি কোনো প্রকার শারীরিক, মানসিক নির্যাতন এবং অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ না করা।

(ঝ) ভিকটিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আন্তরিক থেকে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুষ্টের দমন নিশ্চিত করা।

১৬.৩ বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহের বিষয়ে জ্ঞান লাভ

(ক) চলাফেরা (খ) সমাবেশ (গ) চিন্তা বিবেক বাক (ঘ) সংগঠন (ঙ) সম্পত্তি (চ) ধর্মীয়

১৬.৪ মানবাধিকার-সংশ্লিষ্ট পুলিশি কার্যক্রম

১৬.৪.১ তল্লাশি বিষয়ক

(ক) তল্লাশির পূর্বে অবহিতকরণ (খ) সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ

১৬.৪.২ গ্রেপ্তার বিষয়ক

(ক) যাকে গ্রেপ্তার করা হবে, গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে তাকে সুস্পষ্ট অবহিতকরণ
(খ) গ্রেপ্তারের সাথে জড়িত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পরিচয় প্রদান।
(গ) গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে কোথায় রাখা হবে, তা সুস্পষ্টভাবে জানানো।
(ঘ) গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে প্রেরণ।

১৬.৪.৩ মহিলা অভিযুক্তের ক্ষেত্রে

- নারী সংক্রান্ত অপরাধ তদন্তকালে গোপনীয়তার প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- তল্লাশির ক্ষেত্রে নারী সদস্যকে দিয়েই তল্লাশি করানো।

১৬.৪.৪ শিশুবিষয়ক

- প্রচলিত অপরাধের বিচারব্যবস্থা ব্যতিরেকে সামাজিক সহযোগিতার আওতায় সংশোধনের সুযোগ।
- সর্বোচ্চ শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ।
- অন্যায়-অত্যাচার করে জিজ্ঞাসাবাদ নিষিদ্ধ।
- প্রাপ্তবয়স্ক বন্দিদের থেকে পৃথক সেলে রাখা।
- প্রবেশন অফিসারের সাথে সমন্বয় সাধন।
- গ্রেপ্তারের সাথে সাথে অভিভাবককে অবহিতকরণ।
- শিশুবিষয়ক আদালতে শিশুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেরণ।

১৬.৪.৫ দাঙ্গা দমন

- সভা-সমাবেশের আগে কর্তৃপক্ষের কাছে যে অনুমতি নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত কোনো বেআইনি কাজ করেছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া।
- বেআইনি সমাবেশ দমন করতে বলপ্রয়োগ ও অস্ত্র ব্যবহারের পূর্বে বারবার মৌখিকভাবে সতর্কীকরণ।
- বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে বল বৃদ্ধি করা।
- যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব অস্ত্র ব্যবহার না করা।

১৬.৪.৬ গুলিবর্ষণের ক্ষেত্রে

- গুলিবর্ষণ করার জন্য যে তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে, তার আওতা যাচাই করা:

  (ক) আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার।
  (খ) বেআইনি সমাবেশ দমন।
  (গ) মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত এবং যাবজ্জীবন আসামি গ্রেপ্তারের সময় পালানোর ক্ষেত্রে।

- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুলিবর্ষণের আগে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ নেয়া।

১৬.৪.৭ রিমান্ডের ক্ষেত্রে

রিমান্ডের সময় নির্যাতন করার পরিবর্তে জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল অবলম্বন করা।

১৬.৫ পুলিশ-জনগণ সহযোগিতার ক্ষেত্র

জনগণের সহযোগিতা ছাড়া পুলিশের কার্যক্রমের সফলতা আশা করা যায় না। মামলার রহস্য উদ্‌ঘাটন, আসামি গ্রেপ্তার, তল্লাশি, আটক, অপরাধ গোয়েন্দা তথ্য প্রভৃতি জনগণের সহযোগিতার কারণে সহজ হয়। গ্রাম প্রধান, হিসাবনবিশ, জমির মালিক, পঞ্চায়েত, চৌকিদার ও কমিউনিটি পুলিশ সদস্যগণ এ ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন রচনা করতে পারে। (পিআরবি-৩২, ৩৩ প্রবিধান, কাঃ বিঃ ৪৫, ৪৬ ধারা)

১৬.৫.১ জনগণ কর্তৃক পুলিশকে সহায়তা করতে আইনগত বাধ্যবাধকতা

নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে জনসাধারণ পুলিশকে সহায়তা করতে আইনত বাধ্য:

(ক) যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ অফিসার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে গ্রেপ্তার করতে অথবা তার পলায়ন প্রতিরোধ করতে যুক্তিসঙ্গতভাবে সাহায্য দাবি করলে;

(খ) শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা প্রতিরোধ অথবা শান্তিভঙ্গ দমন করতে অথবা রেলপথ, খাল, টেলিফোন অথবা সরকারি সম্পত্তির প্রতি ক্ষতির প্রচেষ্টা প্রতিরোধের ব্যাপারে সাহায্য দাবি করলে। (ফৌঃ কাঃ বিঃ-৪২ বিধি);

(গ) কোনো ব্যক্তি দঃ বিঃ আইনের নিম্নোক্ত ধারাসমূহ অনুসারে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ করেছে অথবা সংকল্প করেছে বলে জানতে পারলে প্রত্যেক লোক যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে সংবাদ দিতে বাধ্য। ফৌঃ কাঃ বিধির ৪৪ ধারা মতে, ধারাসমূহ হলো:

- ১২১, ১২১-ক ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩০ (রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ)
- ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮ (বেআইনি সমাবেশ ও দাঙ্গাজনিত অপরাধ)
- ৩০২, ৩০৩, ৩০৪ (মানবদেহ সংক্রান্ত অপরাধ)
- ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২ (বলপ্রয়োগ, দস্যুতা ও ডাকাতি সম্পর্কিত অপরাধ)
- ৪৩৫, ৪৩৬ (চোরাই মাল সম্পর্কিত অপরাধ)
- ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ (অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কিত অপরাধ)।

১৬.৫.২ জনগণ পুলিশকে সহযোগিতা না করলে দণ্ডের বিধান

জনগণ পুলিশকে সহযোগিতা না করলে দণ্ডবিধি আইনের ১৭৬, ১৮৭ ধারার বিধান মতে দণ্ড পেতে হবে। এ বিষয়ে জনগণকে পুলিশের পক্ষ থেকে অবহিত করা প্রয়োজন। যাতে জনগণ পুলিশকে সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকে।

১৬.৬ তদন্তকাজে সামাজিক নেতৃবর্গের ভূমিকা

সামাজিক নেতৃবর্গ তদন্তকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। মামলার তদন্তকালে আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য পেতে ব্যর্থ হলে সামাজিক নেতৃবর্গকে কাজে লাগিয়ে মোটিভেশনের মাধ্যমে আসামির নিকট হতে তথ্য পাওয়া যেতে পারে। দুই পক্ষের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার কিংবা অন্যান্য কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলে সামাজিক নেতৃবর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। মামলার আলামত জব্দ এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী সংগ্রহের ক্ষেত্রে সামাজিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা কাজে লাগানো যেতে পারে। (কাঃ বিঃ -৪৬)।

১৬.৭ মৌলিক আইন প্রয়োগের ক্ষমতা, শক্তি প্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার

(ক) আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন–

- শুধু তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ দরকারে।
- যতটুকু শক্তি প্রয়োগ না করলেই নয় ততটুকু শক্তিই তারা প্রয়োগ করবেন।

(খ) শক্তি প্রয়োগ কোনোমতেই এড়ানো সম্ভব নয়, শুধু এমন পরিস্থিতিতে বলপ্রয়োগের–

- আইনি দিক
- প্রয়োজনীয়তা
- মাত্রা খতিয়ে দেখতে হবে।

(গ) শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অহিংস পদ্ধতিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে হবে।

(ঘ) আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবাধিকার নিশ্চিত করতে–

- সব সময় শেষ চেষ্টা হিসেবে দেখতে হবে।
- আগ্নেয়াস্ত্র শুধু তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে মৃত্যু ও বা মারাত্মক জখম হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।
- শুধু জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অপরিহার্য হলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা যাবে।

(ঙ) আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আগে মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশ অবশ্যই নিম্নলিখিত ঝুঁকিসমূহ যাচাই করবে–

- জনসাধারণের জীবন
- তাদের নিজেদের জীবন এবং
- সন্দেহভাজন অপরাধীর জীবন

(চ) আইনগত প্রয়োজনীয়তা ও মাত্রার দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হওয়ার পরই শুধুমাত্র আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা যাবে। এটা নিশ্চিত করতে যেকোনো ধরনের অপারেশন পরিচালনায় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আগে সাধারণত চারটি বিষয় বিবেচনা করা হয়:

(১) উদ্ভূত পরিস্থিতি (Containment)
(২) পরিকল্পনা
(৩) ঘটনা মোকাবিলায় আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি (Contingencies)
(৪) ব্রিফিং।

এই চারটি ধাপের প্রতিটি ধাপেই যেকোনো পদক্ষেপ নেয়ার আগে দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি যাচাই করার দরকার হয়।

এ ধরনের যাচাই কাজে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা দরকার:

- সন্দেহভাজনের নৈকট্য এবং অবস্থান;
- সন্দেহভাজনের অস্ত্র;
- জীবনের প্রতি তাৎক্ষণিক হুমকি, বিশেষ করে জিম্মিরা যদি জড়িত থাকে।

(ছ) প্রতিবেদন ও পর্যালোচনা

- বলপ্রয়োগের পদ্ধতিগুলো অবশ্যই নিরীক্ষা করতে হবে।
- যদি কোনো কারণে শক্তির অপব্যবহার ঘটে, বিশেষ করে শক্তি প্রয়োগের কারণে যদি কারো মৃত্যু ঘটে তবে দ্রুততার সঙ্গে ঘটনার বিস্তারিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষভাবে ঘটনার তদন্ত করতে হবে।
- তদন্তে যদি ঘটনাকারী দোষী সাব্যস্ত হন, তবে দোষী ব্যক্তিকে ফৌজদারি আইন অনুযায়ী সাজা দিতে হবে।

(জ) শক্তি প্রয়োগের ঘটনার দায়দায়িত্ব বলপ্রয়োগকারী এবং তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উভয়কেই বহন করতে হবে। এ ধরনের ঘটনার জন্য বিচার বিভাগ পুলিশ সংস্থাকে, এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এবং পুলিশ সদস্য বা সদস্যগণের প্রত্যেককেই দায়ী করতে পারেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

পুলিশ ও গণমাধ্যম

পুলিশ ও গণমাধ্যম

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। পুলিশি কার্যক্রমে তথ্য অধিকার প্রয়োগের পরিসীমা সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন
২। তথ্য প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে জ্ঞানলাভ
৩। গণমাধ্যমে পুলিশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত কৌশল বিষয়ক ধারণা অর্জন

১৭.১ পুলিশি কার্যক্রমে তথ্য অধিকারের প্রয়োগ

তথ্য জানার অধিকার এখন অনেক দেশেই মৌলিক অধিকারের সমতুল্য হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের দেশেও তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে কতিপয় যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৪-এ বলা হয়েছে, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। বাংলাদেশ পুলিশ অনুভব করে যে, আইন ও অন্যান্য বিধিমালা, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি নিরাপত্তা, পুলিশের কার্যপদ্ধতি, ইন্টেলিজেন্স, রাষ্ট্রীয় এবং বিভাগীয় স্বার্থ, নিজ দায়িত্বের সীমারেখা, আদালতের এখতিয়ার, ব্যক্তির মর্যাদাবোধ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখেই সাংবাদিকদের তথ্য দেয়া এখন যুগের দাবি। গণমাধ্যমের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সসহ অন্যান্য প্রধান ইউনিট ও মাঠ পর্যায়ের ইউনিটসমূহ তথ্য কর্মকর্তা/মিডিয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে।

১৭.২ তথ্য প্রকাশের উদ্দেশ্য

- পুলিশ ও মিডিয়ার পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমন্বয় করা।
- পুলিশ ও মিডিয়ার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করা।
- পুলিশের কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
- মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের সাথে পুলিশের যোগাযোগ সুদৃঢ় করা।
- সঠিক তথ্য যথাসময়ে যাতে জনগণ পেতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
- পুলিশ কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের বিভ্রান্তি দূর করা।
- কোনো ঘটনার সঠিক বিবরণ জনসমক্ষে উপস্থাপন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত করা।
- বিরূপ প্রচারণা খণ্ডন করা।
- পুলিশের সম্মান ও ভাবমূর্তি উন্নত/বৃদ্ধি করা।
- আইনের শাসন সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় প্রকাশ থেকে বিরত থাকা।

১৭.৩ তথ্য প্রকাশের মাধ্যমসমূহ

(ক) নিউজ কনফারেন্স/ব্রিফিং
(খ) প্রেস রিলিজ
(গ) সাক্ষাৎকার
(ঘ) ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
(ঙ) নিউজ লেটার, ম্যাগাজিন ও জার্নাল

(ক) নিউজ কনফারেন্স/ব্রিফিং

পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে নিউজ কনফারেন্স ও ব্রিফ প্রদানের প্রথা চালু রয়েছে। এতদ্‌সংক্রান্ত পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

- যে সকল ঘটনা/বিষয়/সমাবেশ/অনুষ্ঠান/কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণ ও গণমাধ্যমের প্রবল আগ্রহ রয়েছে এমন বড়/স্পর্শকাতর ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিউজ কনফারেন্স আয়োজন করা যেতে পারে।
- আইজিপি বা তার অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত আইজিপি অথবা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণ/ইউনিট প্রধানগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিউজ কনফারেন্স-এ বক্তব্য রাখবেন। অন্যান্য নিউজ কনফারেন্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিট প্রধানের সিদ্ধান্তক্রমে নিউজ কনফারেন্সে অন্য কর্মকর্তা বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে, এমন অফিসারকে কনফারেন্সে উপস্থিত থাকতে বলা বাঞ্ছনীয়। তাকে কনফারেন্স সম্পর্কে পূর্বেই জানিয়ে রাখা ভালো। তিনি ইউনিট প্রধানের সাক্ষাৎকার/সংবাদ সম্মেলনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অস্বস্তিকর/জটিল প্রশ্ন এবং সেগুলোর উত্তরের খসড়া প্রস্তুত করে ইউনিট প্রধানকে প্রদান করবেন।
- নিয়মিত বিষয় সংক্রান্ত নিউজ কনফারেন্সের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে ৭২ ঘণ্টা পূর্বে গণমাধ্যমকর্মীদের অবহিত করতে হবে। জরুরি ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা পূর্বে জানাতে হবে।
- তথ্য কর্মকর্তা/মিডিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জেনে নেবেন কোন কোন সাংবাদিক কনফারেন্সে হাজির থাকছেন। সাংবাদিকের প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধারণা থাকা এবং তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরেও আনা উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব।
- প্রেস বিজ্ঞপ্তি তৈরি এবং মিডিয়া কো-অর্ডিনেট করবেন তথ্য/মিডিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। কনফারেন্স শেষে মিডিয়া অফিসগুলোতে নিউজ রিলিজ এবং ছবিও তিনি প্রেরণ করবেন।
- এআইজি (মিডিয়া)/তথ্য কর্মকর্তা/মিডিয়া কর্মকর্তা মডারেটর হিসেবে কনফারেন্স ওপেন করবেন, মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সম্ভাষণ জানাবেন এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। কোন পুলিশ কর্মকর্তার কী ধরনের ভূমিকা থাকবে সে সম্পর্কেও তিনি সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরবেন গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের কাছে।
- মডারেটর সাংবাদিকদের প্রশ্ন-উত্তর সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে তথ্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন আছে এ রকম ক্ষেত্রে মূল বক্তা সেই বিশেষ কর্মকর্তার কাছে ফ্লোর হস্তান্তর করতে পারেন।
- মাঠ পর্যায়ে সংঘটিত কোনো ঘটনা, উদ্ধার বা গ্রেপ্তার সম্পর্কে ইউনিট প্রধানগণ (পুলিশ সুপারের দায়িত্বরত এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা নিউজ কনফারেন্স করতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মিডিয়া উইংয়ের সহায়তা নেয়া এবং কনফারেন্সের সারসংক্ষেপ মিডিয়ার কাছে পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
- সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে জানা না থাকলে দ্রুত সংগ্রহ করে জানাতে হবে।

(খ) প্রেস রিলিজ

অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রেস রিলিজ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণীয়:

- মৌখিকভাবে তথ্য দেয়ার চেয়ে লিখিতভাবে দেয়াই শ্রেয়। সময় থাকলে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানোই উত্তম।
- মিডিয়া রিলিজের একটি কপি সব সময় ফাইলে রাখতে হবে, যাতে কোনো সাংবাদিকের যেকোনো প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব দেয়া যায় অথবা যেকোনো অসামঞ্জস্য দূর করা সম্ভব হয়।
- যেসব ঘটনা বা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে কোনো ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি জড়িত সেসব বিষয়ে মিডিয়া রিলিজ তৈরির পর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বাইরে আপাতত ডিএমপি ও র‍্যাব ছাড়া অন্য কোনো ইউনিটই সরাসরি মিডিয়ায় পাঠাতে পারবে না। তা পাঠাতে হবে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন) অথবা তথ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে। অন্যান্য ইউনিটে মিডিয়ার সাথে যোগাযোগের মতো দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সাথে পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা নিতে পারে।

- এ ক্ষেত্রে এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন) অথবা তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব হলো মিডিয়া রিলিজ তৈরি করার পর আইজিপি, সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধান/জেলার পুলিশ সুপার বরাবরও পাঠানো, যাতে তথ্যটি তারা তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করে তা মিডিয়ায় প্রকাশ/প্রচার করতে পারেন। ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ও টেলিফোন এ ক্ষেত্রে যোগাযোগের উপযুক্ত মাধ্যম।
- পরিস্থিতি অনুধাবন করে যত শীঘ্র সম্ভব পুলিশ তথ্য প্রকাশ করবে। অসম্পূর্ণ, অনিশ্চিত বা অনুমাননির্ভর তথ্য প্রকাশ করা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ এবং সেটা মিথ্যা তথ্য দেয়ার শামিল। এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। যদি একেক সংবাদমাধ্যমে একেক ধরনের তথ্য বা সংখ্যা উপস্থাপন করা হয় তাহলে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষ সম্পর্কের কারণে কোনো পত্রিকা/রেডিও/টিভি বা কোনো রিপোর্টারকে আলাদা অগ্রিম তথ্য দেয়াও ঝুঁকিপূর্ণ; যদিও মিডিয়ার কেউ কেউ এ রকম করে থাকেন। তবে এটি খুব ভালো ফলদায়ক হয় না। অনিশ্চিত তথ্য ক্রস চেক না করে মিডিয়াকে দেয়া যাবে না। প্রেরিত তথ্যের বাইরে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটির প্রতি অবশ্যই সম্মান দেখাতে হবে।
- কোনো তথ্য ভুল হলে তাৎক্ষণিকভাবে ভুল স্বীকার করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বাইরে মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকলে অনুসন্ধান করে দায়ী অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া।

(গ) সাক্ষাৎকার

- মিডিয়ার সাথে কথা বলার উপযুক্ত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিই শুধু মিডিয়ার সাথে কথা বলবেন, অন্য কেউ নন।
- নীতিগত বিষয়ে বা পুলিশ বাহিনীর সামগ্রিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি।
- অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ঘটনাবলি সম্পর্কে ইউনিট প্রধান (পুলিশ সুপারের দায়িত্বের নিচের নন এমন কর্মকর্তা) ঘটনার বিবরণমূলক তথ্য দিতে পারেন। স্থানীয় পর্যায়ে সংঘটিত কোনো ঘটনা বা পুলিশের দৈনন্দিন সাফল্য সংক্রান্তে এআইজি (মিডিয়া)-এর কাছে মিডিয়া রিলিজ পাঠাতেও পারবেন। সাক্ষাৎকার দিলে তা হবে নিতান্তই ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ; অর্থাৎ কী, কখন, কোথায়– এই তিনটি প্রশ্নের জবাব দেবেন (তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘটনার কারণ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করা ঠিক হবে না)। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা থানায় রেকর্ডকৃত মামলা, গ্রেপ্তারকৃত আসামির পরিচিতি এবং তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণযোগ্য তথ্য এসপির অনুমতিক্রমে প্রকাশ করতে পারবেন। পরিস্থিতি অনুধাবন করে এসপি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের অনুমিত দিতে পারেন। অনুমতিপ্রাপ্ত নন এমন ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে পুলিশ সুপারের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন।
- ঘটনাস্থলে যদি তদন্তকারী বা অপারেশনাল অফিসার মিডিয়াকে নিতান্তই এড়াতে না পারেন তাহলে এই গাইডলাইনের আলোকে গ্রেপ্তারের সংখ্যা, হতাহতের সংখ্যাসহ ঘটনাস্থল, তারিখ, সময় প্রভৃতি মিডিয়ার কাছে প্রকাশ করতে পারবেন। কোনো ঘটনার কারণ বা কারো দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করবেন না। 'তদন্ত শেষে সাংবাদিকদের জানানো হবে' এটা প্রকাশ করতে পারেন।
- জনগণ বা সরকারকে তথ্য দেয়ার মূল দায়িত্ব সমন্বয় করতে হবে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন প্রধানকে। এই কর্মকর্তার অফিসই হবে সাংবাদিকদের যোগাযোগের প্রাথমিক স্থান। তিনি সাংবাদিকদের কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও চাহিদা জেনে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন। এ ক্ষেত্রে ওই পুলিশ কর্মকর্তা দেখবেন যাচিত তথ্য দেয়ার মতো যথার্থতা থাকলে দ্রুত এবং সঠিকভাবে ওই তথ্যটি দিতে হবে।
- পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ মিডিয়ার কাছে সরাসরি কোনো তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন না।
- কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তা সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে মিডিয়ার কাছে সঠিক তথ্য দিতে পারেন।

১৭.৪ তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য প্রকাশের সীমারেখা

- সাধারণ ফৌজদারি অপরাধ, আইনগত কার্যক্রম এবং দুর্ঘটনা প্রভৃতি সংক্রান্তে পুলিশ মিডিয়াকে তথ্য দেবে। কোনো তথ্য প্রকাশ আইনসম্মত বা পেশাদারি প্রক্রিয়া সমর্থিত না হলে, সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানাতে হবে।

- প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছর এবং তদূর্ধ্ব) ব্যক্তির গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশ তার নাম, ঠিকানা, লিঙ্গ, সম্পর্কে জানাবে, ছবিও প্রকাশ করতে পারবে। সাক্ষ্য-প্রমাণে নিশ্চিত হয়ে ধর্ষণজনিত বা সম্ভ্রমজনিত ঘটনা এবং এসিড নিক্ষেপকারী সন্দিগ্ধের পরিচিতি প্রকাশ করা যাবে। পরবর্তী পুলিশি কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না এমন গ্রেপ্তার কৌশল প্রকাশ করা যাবে।
- সন্দিগ্ধের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে তা উল্লেখ করা যাবে। আদালতে দেয়া তার কোনো স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রকাশ তদন্ত-কাজকে ব্যাহত না করলে তা সাংবাদিকদের জানানো যাবে।
- তদন্তকারী বা গ্রেপ্তারকারী সংস্থা এবং ডিটেনশন বা তদন্তের সময়সীমা সম্পর্কে তথ্য দেবে।
- কোনো অপরাধে জড়িত ব্যক্তির (ক) গ্রেপ্তারের তারিখ ও সময় (খ) প্রতিরোধ বা প্রতিহত করার চেষ্টা (গ) শক্তি প্রয়োগ হয়ে থাকলে সন্দিগ্ধ কী ধরনের শক্তি প্রয়োগ করেছিল (ঘ) জখমের প্রকৃতি (ঙ) গ্রেপ্তারের সময় প্রাপ্ত ফিজিক্যাল এভিডেন্স এবং (চ) ধর্ষণ বা যৌন সম্পর্কিত ছাড়া ভিকটিমের পরিচিতি প্রকাশ করা যাবে।
- ঘটনাস্থলের সাধারণ বিবরণ প্রকাশ করা যাবে।
- কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে শুধু তার বয়স, লিঙ্গ এবং আবাসিক এলাকার কথা উল্লেখ করা যাবে।
- ভিসিএনবি, সাধারণ ডায়েরি, কেস ডায়েরি এবং এসবির কার্যক্রম অর্থাৎ আইনগত সীমাবদ্ধতা ছাড়া অপরাধ সংক্রান্ত সরকারি রেকর্ডের যেকোনো অধ্যায় জানানো যাবে।

ফৌজদারি অপরাধবহির্ভূত প্রকাশযোগ্য বিষয়

- বিভাগীয় কোনো নীতিমালার পরিবর্তন হলে তা অফিশিয়ালি প্রচার করতে হবে।
- মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ (Human Interest Story) কোনো ঘটনা যা জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না এবং পুলিশ মানুষের জন্য নিবেদিত এ রকম তথ্য তুলে ধরতে হবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপর্যয়, দুর্ঘটনা এবং জনগণের আগ্রহ রয়েছে এমন নৈতিক বিষয়সমূহ প্রকাশ করা যাবে।
- পুলিশ বাহিনীর পেশাগত সীমাবদ্ধতা দূর করা/দক্ষতা বাড়ানো এবং সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্তে সরকারি বিধানাবলির আওতায় থেকে সাংবাদিকদের যেকোনো প্রশ্নের জবাব/তথ্য দেয়া যেতে পারে।
- খেলাধুলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রশিক্ষণমূলক এবং পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে মিডিয়ায় তথ্য প্রেরণ করা যাবে।
- পুলিশের বদলি, নিয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কে মিডিয়ায় তথ্য প্রকাশ করা যাবে।
- সংবাদযোগ্য কোনো বিষয়, যাতে আইনগত সমস্যা নেই, তা প্রকাশ করা যেতে পারে।

অপরাধ সংক্রান্তে যা প্রকাশযোগ্য নয়

- রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে এমন বিষয় প্রকাশ করা যাবে না।
- আইন-আদালত কর্তৃক বা সরকারিভাবে যে তথ্য প্রকাশ করতে নিষেধ রয়েছে, তা প্রকাশ করা যাবে না।
- আদালত এবং জাতীয় সংসদের জন্য অবমাননাকর তথ্য বা ভাষ্য প্রকাশ করা যাবে না।
- যে তথ্য প্রকাশ করলে তদন্ত, পুলিশ কার্যক্রম বা আইন প্রয়োগ ব্যাহত হবে। যেমন: অমুককে ধরতে পারলে বা এই সাক্ষ্য উদ্ধার হলে এই মামলার ক্লু উদ্‌ঘাটন হবে; অমুক তারিখ থেকে বিশেষ অভিযান শুরু হবে প্রভৃতি।
- অপরাধ উদ্‌ঘাটনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।
- জাতি, উপজাতি, ধর্ম, পেশা, বিদ্বেষ পোষণ অর্থাৎ মানুষের শ্রেণি বিভাজন করা বা সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে থাকা তথ্য।
- নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যের আওতাধীন নয় এমন বিষয়।
- কোনো গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির বা সাক্ষীর স্বভাব-চরিত্র, খ্যাতি-অখ্যাতি, তার দোষ বা নির্দোষ সম্পর্কে তদন্ত শেষ হবার আগে কোনো মন্তব্য করা যাবে না।

- পুলিশের কাছে দেয়া আসামির স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের কোনো অংশ বা স্বীকারোক্তি দেয়নি এমন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।
- ধর্ষণ বা যৌন হয়রানি সম্পর্কিত কোনো ভিকটিমের নাম, ঠিকানা বা অবস্থান প্রকাশ করা যাবে না।
- যে ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়েছে অথচ তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে কর্তৃপক্ষ যদি নিশ্চিত হয় যে সেটা প্রকাশ করলে তাকে গ্রেপ্তার করা সহজ হবে অথবা তার নাম প্রকাশ করলে সাধারণ জনগণ তার উপস্থিতি এবং কার্যক্রম সম্পর্কে সজাগ হয়ে প্রতিরোধ বা প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবে তাহলে প্রকাশ করা যাবে।
- কিশোর অপরাধীর নাম-ঠিকানা বা অন্য কোনো তথ্য, যা তাকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য সহায়ক হবে।
- আত্মহত্যার চেষ্টার প্রাক্কালে লেখা কোনো নোট, সংশ্লিষ্ট সন্দিগ্ধ ব্যক্তির নাম বা তথ্য, যা তাকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে, এমন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।
- সত্যতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে এমন আর্থিক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। তবে দুর্নীতি দমন কমিশনের রেকর্ডকৃত মামলায় অভিযোগের বিষয় প্রকাশ করা যাবে।
- তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা তদন্তাধীন বিষয়ে কোনো ব্যক্তির দোষ-নির্দোষ বা অপরাধ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা যাবে না। তদন্তকালে বিদ্যমান কোনো পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না। মামলার সম্ভাব্য অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল সংক্রান্তে আগাম তথ্য দেয়া যাবে না। এ রকম ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের জানাতে হবে– 'তদন্ত চলছে, সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ শেষে ফলাফল জানানো হবে।' এরপর তদন্ত ফলাফল জানানো যাবে। তবে বিচার-কাজ ব্যাহত করে এমন তথ্য দেয়া যাবে না।
- কোনো ব্যক্তির কুখ্যাতি সম্পর্কে মিডিয়াকে প্রিজুডিস কোনো তথ্য দেয়া যাবে না। অর্থাৎ দণ্ডিত নয় এমন কাউকে চোর, ডাকাত, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ এ রকম মন্তব্য করা যাবে না। তবে কারো বিরুদ্ধে মামলা থাকলে মামলার সংখ্যা ও বিষয় প্রকাশ করা যাবে।
- অভিযান কৌশল বা অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের আগেই প্রকাশ করা যাবে না।
- পুলিশি কার্যক্রমে সোর্সের পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না (১২৫ সাক্ষ্য আইন)।
- ভিকটিম, সাক্ষী বা অন্য কারো নিরাপত্তা ব্যাহত হয় এমন তথ্য দেয়া যাবে না।
- অহেতুক আতঙ্ক বা নিরাপত্তাহীনতা প্রকাশ করে এমন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।
- যে অপরাধ প্রক্রিয়া বিশেষত শিশু-কিশোরদের মনে কৌতূহল জাগাতে পারে, সে সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা অনুচিত।
- যে অপরাধ প্রক্রিয়া প্রকাশ করলে অন্য ব্যক্তি অনুসরণ করতে পারে এবং অপরাধ প্রসারে সহায়তা করে তা প্রকাশ করা অনুচিত।
- চাকরির বিধান পরিপন্থি তথ্য কোনোভাবে দেয়া যাবে না।
- অসম্পূর্ণ, অনিশ্চিত, অনুমাননির্ভর এবং যাচাই-বাছাই করা হয়নি এমন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।
- কোনো সন্দিগ্ধ বা দণ্ডিত অপরাধীকেও অন্য কোনো কুখ্যাত ব্যক্তি, প্রাণী/বস্তুর সাথে তুলনা করে তথ্য দেয়া যাবে না।

১৭.৫ তদন্তকালে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা

তদন্তকালে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা তদন্ত সহায়ক করার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রেসক্লাব/সাংবাদিক ইউনিয়ন/সমিতির সাথে আলোচনাক্রমে সম্মত আচরণ নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে:

- কোনো অপরাধের ঘটনাস্থলে তথ্য/সংবাদ সংগ্রহের সময় সাংবাদিকদের পুলিশকে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করা।
- কোনো অপরাধের ঘটনাস্থল দড়ি বা টেপ দিয়ে ঘিরে ফেলার পর সেই স্থানে জোরপূর্বক সাংবাদিকদের গমন করা উচিত নয়। কারণ এতে ঘটনার সাক্ষ্য/বিষয়বস্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- ক্রাইমসিন সংরক্ষণে সংবাদকর্মীদের সতর্ক থাকা।

- গণমাধ্যমকর্মী ঘটনাস্থলে বিচ্ছিন্নভাবে প্রবেশ না করে প্রাথমিক অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট স্থানে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ করা।
- অপরাধ তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের পূর্বে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হতে তথ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক পর্যবেক্ষণ করে একজন সাংবাদিকের তা প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন করা।
- সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অপরাধীদের ছবি না নেয়া।
- ভিকটিম এবং কিশোর অপরাধীদের ছবি না নেয়া।
- ঘটনাস্থল যদি বিল্ডিং বা আবাসিক ভবন হয় তাহলে পুলিশের সাক্ষ্য সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত সাংবাদিকদের বাইরে অপেক্ষা করা।
- যদি ঘটনাস্থলটি কোনো বাসস্থান বা বিল্ডিং-এর বাইরে হয় সে ক্ষেত্রে পুলিশের পেশাগত দায়িত্ব শেষ না করা পর্যন্ত সংবাদকর্মীদের অপেক্ষা করা।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তদন্ত কর্মকর্তার সহায়ক পরিপত্র ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা

তদন্ত কর্মকর্তার সহায়ক পরিপত্র ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনা

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। তদন্ত কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিপালনীয় সরকারি বিভিন্ন পরিপত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জন
২। তদন্তকার্যে জারিকৃত উচ্চ আদালতের রায়, রুলিং, নির্দেশনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ
৩। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক জারিকৃত তদন্তসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা বিষয়ক জ্ঞানলাভ

১৮.১ তদন্তকার্যে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহের গুরুত্ব

আমলযোগ্য অপরাধের প্রায় সকল মামলা পুলিশ তদন্ত করে আদালতে পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল করে। সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ফৌজদারি মামলার মূলনীতি, মামলা প্রমাণের দায়িত্ব, আইনের সংজ্ঞা, আদালতের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সাক্ষ্যের মূল্যায়ন, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত তদন্তসংশ্লিষ্ট পরিপত্র অনুসরণের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রত্যেক তদন্তকারী কর্মকর্তার সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মামলার বিচারকালে আদালত যদি দেখতে পান যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার তদন্ত যথাযথভাবে করেননি, তবে আদালত ওই তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন (রাষ্ট্র বনাম মনোয়ারা বেগম, ৩ বিএলসি, ১৯৯৮, ১)। ফৌজদারি মামলা রুজু হতে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা পর্যন্ত তদন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চ আদালতের রায়, রুলিং, নির্দেশনা এবং তদন্তসংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিপত্রের সারাংশ নিম্নে বিবৃত হলো।

১৮.২ এফআইআর রুজু-সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ

18.2.1 FIR delay- The court has always viewed FIR with grave suspicion when there had been unexplained delay in lodging it. It can be presumed that the delay was used for manipulation of the prosecution story (Ref. 14 BLD 94, 44 DLR 492, Abdul Latif Vs. The State), (Ref: 17 BLT 25 HC, Monwar Mallik vs The State).

A belated FIR without any satisfactory explanation makes the prosecution case shaky and doubtful (Ref. 16BLD 395 HC-Munsurul Hossain Vs. The State).

১৮.২.২ এজাহারকারী যদি আদালতে এজাহার-বহির্ভূত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, তবে স্ববিরোধিতার কারণে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয় (রাষ্ট্র বনাম আজহারুল, ৩ বিএলসি (১৯৯৮) ৩৮২]।

18.2.3 The filling of the FIR by the victim's father that she died after taking poison was no bar to file a second FIR if subsequently it transpires that the death was homicidal in nature. (Ref. 53 DLR 102 AD- Abdul Khaleque Vs. State).

18.2.4 The FIR may also be treated as a dying declaration if its maker died shortly after he made it (Ref. 54 DLR 333 HC, State vs. Rashid Ahmed and others).

18.2.5 FIR cannot be used as substantive evidence but can be used only for the purpose of contradiction (16 DLR 94 SC, Siraj Din Vs. The State).

১৮.৩ ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ

- আদালতে শোনা সাক্ষীর (Hearsay evidence) কোনো সাক্ষ্য-মূল্য নেই। তদন্তকারী কর্মকর্তা শোনা সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করবেন না। [শেখ শামসুর রহমান ওরফে শামসু বনাম রাষ্ট্র, (১৯৯০) ১০ বিএলডি (এডি) ২৫২], [আব্বাস পোন্ডা বনাম রানী, ২ সি ডাব্লিউ এন ৪৮৪]।

- সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণে তদন্তকারী কর্মকর্তা যত্নবান হবেন। সাক্ষী আদালতে যে সাক্ষ্য দেন তার সঙ্গে ক্রিঃ প্রঃ কোডের ১৬১ ধারার বক্তব্যের বস্তুনিষ্ঠ মিল থাকতে হবে। অন্যথায় স্ববিরোধিতার কারণে ওই সাক্ষীর বিশ্বাস যোগ্যতা ক্ষুণ্ন হবে এবং তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অব্যক্ত বক্তব্য স্ববিরোধিতার শামিল {ফজলুল হক সিকদার বনাম রাষ্ট্র, ১ বিএলসি (১৯৯৬) ১৭৩}, {নজির হোসেন বনাম মোঃ শফি, ১৭ ডিএলআর (এসসি) (১৯৬৫) ৪০, আবুল কালাম আজাদ ওরফে রিপন (মোঃ) বনাম রাষ্ট্র, ৫৯ ডিএলআর (২০০৭) ৪৩৩}।
- আমলযোগ্য অপরাধের প্রায় সকল মামলা পুলিশ তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করে। তদন্তের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আসামি সংগৃহীত সাক্ষ্য অনুসারে অপরাধী কি না সে মর্মে অভিমত পোষণ করে অপরাধীকে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ করা। বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে একমাত্র এবং কেবল সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অপরাধীকে সাজা দেয়া। সুতরাং, সাক্ষ্য সংগ্রহে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে যত্নবান হতে হবে {মীর মোশারফ হোসেন বনাম রাষ্ট্র, ৩০ ডিএলআর (এসসি) (১৯৮৭) ১১২}।
- অবিরত তদন্ত চালালে সবচেয়ে জটিল মামলার তদন্তেও ১৫ দিনের বেশি সময় লাগে না (পিআরবি, ২৬১ প্রবিধান দ্রষ্টব্য)। কিছু কিছু মামলার তদন্ত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সম্পন্ন করা সম্ভব (ক্রিঃ প্রঃ কোডের ১৬৭ ধারা দ্রষ্টব্য)।
- ভিন্ন এলাকার লোকদের সাক্ষী মানা হলে মামলার সত্যতা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে এবং মিথ্যায় পর্যবসিত হতে পারে। অস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি উদ্ধারের মামলায় ঘটনাস্থলের আশপাশের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। উদ্ধার মামলা, যেমন: চোরাচালানের মামলা, ফেনসিডিলের মামলার ক্ষেত্রে উদ্ধারকৃত দ্রব্যের গায়ে লেবেল এঁটে জব্দকারী কর্মকর্তা লেবেল স্বাক্ষর করবেন (পিআরবি এর ২৮০ প্রবিধা দ্রষ্টব্য)।{রঞ্জন বনাম রাষ্ট্র, ৪৫ ডিএলআর (১৯৯৩) ৫২১}।
- ক্রিঃ প্রঃ কোডের ১৬১ ধারার বিবৃতি লিপিবদ্ধকরণে বিলম্ব করা যাবে না। মামলার তদন্তভার গ্রহণ করার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণ করতে হবে। যদি কোনো সাক্ষীকে না পাওয়া যায় তবে তার কারণ সিডিতে উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক এবং তদন্ত শেষে অভিযোগপত্রেও তা বর্ণনা করতে হবে এবং সাক্ষ্য দেয়ার সময় আদালতে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তা জেরার পূর্বেই নিজ থেকেই জবানবন্দিতে বলতে হবে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে, এবং ঘটনার তারিখ থেকে মাত্র ৭ দিন পরে সাক্ষীর বিবৃতি ক্রিঃ প্রঃ কোডের ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করার কারণে ওই সাক্ষীর বক্তব্যকে বিবেচনার বহির্ভূত রাখতে নির্দেশ দিয়েছে {ময়েন উল্লাহ্ বনাম রাষ্ট্র, ৪০ ডিএলআর (১৯৮৮) ৪৪৩ এবং জালাল উদ্দিন বনাম রাষ্ট্র, ৫৮ ডিএলআর (২০০৬) ৪১০}। তাই এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।
- আসামি যদি জনতার নিকট স্বীকার করেন এবং চৌকিদার/দফাদার সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে ওই স্বীকারোক্তি পুলিশের নিকট বা পুলিশের উপস্থিতিতে স্বীকারোক্তির শামিল হবে, যা আইনত অগ্রহণযোগ্য {ক্রাউন বনাম রুস্তম আলী সিকদার, ৭ ডিএলআর (১৯৫৫) ২০৯}।
- আসামি একটি মামলায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দিয়ে থাকলে, ওই বিবৃতিটি তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ভিন্ন মামলায় বিবেচনার যোগ্য হবে না{রাষ্ট্র বনাম খুরশেদ আলম, ১৭ বিএলসি (২০১২)১০}।
- সমর্থনযোগ্য সাক্ষ্যের অভাবে কেবল সহযোগী আসামির বিচারিক স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কোনো আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না {রাষ্ট্র বনাম লালু ও একজন, ১৯৮৭ বিএলডি (এডি) ২১২}।
- টিআই প্যারেড– সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর যথাসম্ভব শীঘ্রই শনাক্তকরণ মহড়া অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। বিলম্বে শনাক্তকরণ মহড়া কাম্য নয়। কারণ মানুষের স্মৃতিশক্তি সময়ের কারণে লোপ পেয়ে থাকে। বিলম্বে হলে সাক্ষীর ভুল হতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে ভিন্ন ব্যক্তি শনাক্ত হয়ে যায় (৩৯ ডিএলআর ৭২ দ্রষ্টব্য)। বহু মামলায় ঘটনার ৪-৫ মাস পর অনুষ্ঠিত শনাক্তকরণ মহড়াকে বিলম্বিত গণ্য করা হয়েছে। তাই উপমহাদেশের উচ্চ আদালতসমূহের বিভিন্ন মামলায় প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩ মাসের মধ্যেই মহড়া অনুষ্ঠান করা উত্তম। এ বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সতর্ক হতে হবে।
- ক্রিঃ প্রঃ কোডের ১৬৯ ধারা অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তার সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়ন করার অধিকার বা ক্ষমতা নেই। এ ক্ষমতা একমাত্র আদালতের। ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট আসামি ঘটনাস্থলে ছিলেন না এবং অন্যত্র (অন্য জেলায় ইত্যাদি) ছিলেন মর্মে অজুহাত (Plea of alibi) তদন্ত কর্মকর্তা গ্রহণ করতে অধিকারী নন এবং এর ভিত্তিতে চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে পারেন না {আব্দুর রউফ বনাম জলার উদ্দিন, ৫১ ডিএলআর (এডি) (১৯৯৯) ২২}। তদন্তকারী কর্মকর্তা ওপরে বর্ণিত বিধানগুলো অবশ্যই পালন করবেন।

- উভয় পক্ষের মধ্যে তিক্ত শত্রুতা যদি স্বীকৃত হয়, যেমন: পক্ষগণের মধ্যে মামলা বিদ্যমান থাকে, তবে আত্মীয় সাক্ষীদের সমর্থনে নিরপেক্ষ সাক্ষী পরীক্ষা করা আবশ্যক। এটা করা না হলে সন্দেহ সৃষ্টি হয় {আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র, ৪৪ ডিএলআর (এডি) (১৯৯২)৬০}। এ বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ অনেক মামলায় দেখা গেছে নিরপেক্ষ কোনো ব্যক্তিকেই সাক্ষী মানা হয়নি।
- ঘটনাস্থলের নিকটতম প্রতিবেশী অথবা নিরপেক্ষ ব্যক্তি যারা ঘটনা দেখেছেন বা ঘটনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট, তাদেরকে সাক্ষী মানা ও সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা আবশ্যক। তাদেরকে সাক্ষী মানা না হলে অথবা পরীক্ষা করা না হয় তবে প্রসিকিউশনের মামলা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেবে {আলকাস মিয়া বনাম রাষ্ট্র, ২৫ ডিএলআর (১৯৭৩) ৩৯৮ এবং শাহ আলম বনাম রাষ্ট্র, ৪২ ডিএলআর (এডি) (১৯৯১) ৩১}। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষী না মানার কারণটি অভিযোগপত্রে বর্ণনা করতে হবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার সময় তার প্রাথমিক জবানবন্দিতে বলতে হবে।
- Police in the matter of investigation enjoys wide powers to complete the same and the High court cannot interfere at the investigation stage. Submission of charge sheet cannot be treated as a finality of investigation; until cognizance of the case is taken by the court (31 DLR 69 SC, Bangladesh Vs Tan Kheng Hock).
- Delay in examining the witness is fatal to prosecution case. (Ref. 61 DLR 54 HC, Shahabuddin Vs. The State).
- Statement to the police recorded under section 161 Cr.PC cannot be used by the prosecution to corroborate or explain the evidence of the witness in court but the defence can use it for testing his veracity. (Ref.11 DLR 17, Sona Meah Vs. The State).
- It is now a well settled proposition of law that confessional statement of an accused can be the sole basis for finding him guilty of the charges brought against him. (Ref. 16 BLT 335HC, Zillur Rahman Vs. The State).
- It is well settled that the statements of witness recorded under section 164 Cr.PC during investigation of a case is not substantive evidence. Such statement can only be used to
- corroborate or contradict the evidence given by that witness in the court. (Ref. 14 BLC 865 HC, Rasul Hoque Vs. The State).

১৮.৪ তল্লাশি এবং আলামত জব্দকরণের ক্ষেত্রে নির্দেশনা ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পরিপত্রসমূহ

- পরিপত্র নং-০১/২০১১

মাদকদ্রব্যের সঠিক পরিমাণ উল্লেখ না করা হলে ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের কোনো অনুমাননির্ভর পরিমাণ উল্লেখ করা হলে আসামিপক্ষ সন্দেহের সুযোগ (Benefit of doubt) লাভ করে।
মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০-এর অধীনে কোনো মাদকদ্রব্য উদ্ধার/জব্দ, মামলা রুজু, অভিযোগপত্র বা অন্য যেকোনো পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের ক্ষেত্রে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের সঠিক পরিমাণ (অনুমাননির্ভর নয়) আইন নির্দেশিত এককে উল্লেখ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

১৮.৫ অপরাধী শনাক্তকরণ ও গ্রেপ্তার সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পরিপত্রসমূহ

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে রুজুকৃত মামলার আসামি গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ সুপারের অনুমতি গ্রহণ করবেন।

১৮.৬ সুরতহাল রিপোর্ট সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পরিপত্রসমূহ

- অগ্রহণযোগ্য বক্তব্য, বিবৃতি, মতামত-সুরতহাল রিপোর্টে লেখা বেআইনি বিধায় তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে {এআইআর ১৯৭৮ এসসি ১৫৫৮}। মৃত ব্যক্তিকে কীভাবে আঘাত করা হয়েছে অথবা কে তাকে আঘাত করেছে অথবা কী অবস্থায় তাকে আঘাত করা হয়েছে তা সুরতহাল রিপোর্টে লেখা যাবে না{পোদ্দা নারায়ণ বনাম অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য, এআইআর ১৯৭৫ এসসি ১২৫২)}।

১৮.৭ পুলিশ রিপোর্ট সংক্রান্ত নির্দেশনা ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পরিপত্রসমূহ

- কোনো মামলায় উপযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী মানা সম্ভব না হলে তা অভিযোগপত্রে বর্ণনা করতে হবে। যেমন: গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মৃত হতে পারেন বা দৈহিকভাবে চলাফেরা করতে অক্ষম হতে পারেন। আবার হয়তো তিনি বিদেশে চলে গেছেন বা তাকে আর পাওয়া সম্ভব হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে কারণ বর্ণনা করতে হবে এবং সম্ভব হলে বিকল্প সাক্ষী মানা যেতে পারে। তদন্ত কর্মকর্তাকে এ নিয়ম অবশ্যই পালন করতে হবে।
- পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পর পুলিশ অতিরিক্ত তদন্ত করতে পারবে এবং অতিরিক্ত তদন্তকালে কোনো আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত পুলিশ রিপোর্ট বা সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারবে। কিন্তু কোনো আসামির বিরুদ্ধে একবার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়ে গেলে, ওই আসামির অনুকূলে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আর তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন না। অনুরূপভাবে পুলিশও অতিরিক্ত রিপোর্ট দাখিল করতে পারবে না {গোলাম মোস্তফা বনাম রাষ্ট্র, ৪৭ ডিএলআর (১৯৯৫) ৫৬৩}।
- পুলিশ যেকোনো সংখ্যক অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারবে {মোঃ রফিকুল্লাহ বনাম রাষ্ট্র, ৩৮ ডিএলআর (১৯৮৬) ১২৪}। অর্থাৎ যতবার প্রয়োজন ততবার অতিরিক্ত তদন্ত করার এখতিয়ার পুলিশের আছে। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পুলিশ রিপোর্ট, অতিরিক্ত তদন্ত, পুনঃ তদন্ত এবং এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ও আদালতের দায়িত্ব/কর্তব্য সম্পর্কে ওপরে বর্ণিত বিধানগুলো অবশ্যই জ্ঞাত থাকতে হবে।
- বাদীকে পুলিশ রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত করা না হলে আসামিকে ডিসচার্জ করার পরেও নারাজি দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য এবং তা নালিশি দরখাস্ত হিসেবেই বিবেচ্য {আবু বকর বনাম রাষ্ট্র, ৪৬ ডিএলআর (১৯৯৪) ৬৮৪}। সুতরাং, পুলিশ রিপোর্ট গ্রহণের পরেও নারাজি দরখাস্ত দাখিল করার সুযোগ আছে।
- যদি তদন্তের ফলে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় তবে পুনঃ তদন্ত করা যায় না (46 DLR 535): কিন্তু যদি চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয় তবে ম্যাজিস্ট্রেট অধিকতর তদন্তের আদেশ দিতে পারেন। অধিকতর তদন্ত এবং পুনঃ তদন্ত একই বিষয় নয়। পুনঃ তদন্তের অর্থ হলো অভিযোগপত্র বাতিল করা, যা আইনসঙ্গত নয়। ভুলক্রমে নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হলে কেবল ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৪(২) ধারার বিধান মতে, মামলা প্রত্যাহারের মাধ্যমে তা সংশোধন করা যায়। অর্থাৎ যে আসামিকে অভিযোগপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অধিকতর তদন্তে কিংবা অন্য কোনোভাবে তদন্তের মাধ্যমে পুলিশ সেই আসামিকে অভিযোগপত্র হতে বাদ দিতে পারে না। একবার অভিযোগপত্র দাখিল করে পুনঃ তদন্তের মাধ্যমে চূড়ান্তপত্র দাখিল করা যায় না (4 BLD 112;36 DLR 56)। যখন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা হয় তখন তিনি উক্ত রিপোর্ট পর্যালোচনার পর সন্তুষ্ট না হলে অসন্তুষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করে সেই বিষয়ে অধিকতর তদন্তের আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু পুনঃ তদন্ত বা সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিলের আদেশ দিতে পারেন না। আবার অভিযোগপত্র দাখিল হলেই তার ভিত্তিতে অভিযোগ আমলে গ্রহণ করতে ম্যাজিস্ট্রেট বাধ্য নন। দাখিলকৃত অভিযোগপত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ আমলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেটের এ ক্ষমতা বাড়তি নয় (31 DLR 70 SC)। অভিযোগপত্র গ্রহণ করার পর অধিকতর তদন্তের আদেশ দেয়া যায় না। আরও বা অধিকতর তদন্তের আদেশ শুধু অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে আমলে গ্রহণের পূর্বেই প্রদান করা যায় (4 BLD 206 AD)। অভিযোগপত্র দাখিলের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা তা বাতিলের আদেশসহ পুনঃ তদন্তের আদেশ চাইতে পারেন না এবং আদালতও পুনঃ তদন্তের আদেশ দিতে পারেন না। এক কথায় অধিকতর তদন্তের আদেশ বৈধ, কিন্তু পুনঃ তদন্তের আদেশ অবৈধ (27 DLR 342).

- পুনরুজ্জীবিত তদন্তের ফলে যদি সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে সাক্ষ্য সংগৃহীত হয় এবং মামলার বিচারের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করে তবে নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী অভিযোগপত্র দাখিল করতে হবে। অন্যথায় একটি অতিরিক্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করে দাখিল করতে হবে, যা মূল চূড়ান্ত রিপোর্টের মতোই বিবেচিত হবে (পিআরবি রেগুলেশন নং ২৭৭)।

  পুলিশ যদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ ধারার বিধান মতে, চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে তথাপি সেই মামলায় নতুন তদন্ত প্রতিবন্ধক নয় (17DLR 147 WP)। চূড়ান্তপত্র দাখিলের পর অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষমতা পুলিশের আছে (14 DLR 26 WP)। কতিপয় ব্যক্তিকে আসামি না করে পুলিশ যদি ১৭৩ ধারা মতে চালান পাঠায়, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তা প্রত্যাখ্যান করে আসামিদের তলব করেন, ম্যাজিস্ট্রেটের এ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না।

১৮.৮ বিবিধ নির্দেশনা ও পরিপত্রসমূহ

- জেরায় সাক্ষীর প্রতি প্রশ্ন অবশ্যই সরল হবে। মিশ্র/যৌগিক (Compound) অর্থাৎ এক বাক্যে একাধিক প্রশ্ন করা যাবে না। একটি মিশ্র লম্বা বাক্যে বিভিন্ন প্রশ্নের সমষ্টিগত উত্তর অনুমোদনযোগ্য বা কাঙ্ক্ষিত নয় {তালেব আলী বনাম রাষ্ট্র, ৪০ ডিএলআর (এডি) (১৯৮৮) ২৪০}।
- অপমৃত্যু মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও তদারকি প্রসঙ্গে– পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পরিপত্র নং-০২/২০০৬: অপমৃত্যু মামলার সুষ্ঠু ও সঠিক তদন্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখন হইতে অপমৃত্যু মামলা সাব-ইন্সপেক্টর দ্বারা তদন্ত করাইতে হইবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিটি মামলা তদারক এবং সুরতহাল রিপোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নিবেন। সার্কেল এএসপি/এসি, অতিঃ এসপি/এডিসি, এসপি/ডিসি গুরুত্বসহকারে অপমৃত্যু মামলাগুলি তদারক করিয়া তদন্তকারী অফিসারদেরকে নির্দেশনা প্রদান করিবেন।
- পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পরিপত্র নং-০৪/২০০৮: হত্যা মামলা তদন্তের প্রয়োজনে লাশের ময়নাতদন্ত করা বাধ্যতামূলক এবং এ ক্ষেত্রে বাদীর ইচ্ছা/অনিচ্ছার গ্রহণযোগ্যতা নাই। অপরাধ প্রমাণের জন্য অপরিহার্য সাক্ষ্য গ্রহণ না করা বা ধ্বংস করা শুধুমাত্র ন্যায়বিচারের পরিপন্থিই নহে, তাহা ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়ভুক্ত। এমতাবস্থায়, ফৌজদারি কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইন ও পিআরবি যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া তদন্ত করা এবং বাধ্যতামূলক ক্ষেত্রে লাশের ময়নাতদন্ত নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল।
- The provisions of section 154 CrPC shall also apply when a police officer receives any credible information that a person may be concerned in any cognizable offence or has a reasonable suspicion that a man might have committed an act in any place out of Bangladesh which if committed in Bangladesh would have been punishable as an offence. (Ref. 54 DLR 258 HC, Kalandiar vs. Bangladesh and others).
- No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a Magistrate having power to try such case or commit the same for trial. (Ref. 29 DLR 259 SC Abdur Rahman Vs. The State), (Ref. 41 DLR 306, Aroj Ali Sarder Vs. The State).
- Inquiry by Magistrate simultaneously with police investigation is not unwarranted. (Ref. 8 PLD 448 Lah).
- U/s 172(2) CrPC a Criminal Court may send requisition for the Police diary of a case under enquiry or trial before it and may use it in the case not as evidence but in aid of such enquiry or trial. (Ref. Abdus Sukur Miah vs. the State 16 BLD (HCd) 337.
- Investigating officer as a defense witness cannot be cross examined by the prosecution. (Ref. Anis mondal vs. state 10 DLR 459).
- Magistrate may direct Police for further investigation before taking cognizance but after taking cognizance on police report the Magistrate cannot direct police for further investigation. (Ref. 4 BLD (AD) 206).

- There is no power for re-investigation after scraping earlier investigation report. But further investigation may be made (Ref. 3 BLD {HCD} 155).
- Process of Investigation is inherent right of police. (Ref. NLR {National Law Report of Pakistan} 1996 Criminal Lah. 622).
- During investigation police cannot act capriciously or whimsically. They are as much bound by law as any other person. (Ref. NLR 1982 Criminal Lah 255).

মামলা তদন্তে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত কৌশল জনসম্মুখে প্রকাশ হতে বিরত থাকা প্রসঙ্গে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশনা

- প্রযুক্তি ব্যবহার করে মামলা তদন্তের কৌশলের বিষয়টি জনসম্মুখে প্রকাশ করার কারণে অপরাধীরা তদন্ত কৌশল অবহিত হয়ে বিকল্প পন্থায় অপরাধ করার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। এ ধরনের প্রযুক্তিগত তদন্ত কৌশলের বিষয়টি জনসম্মুখে প্রকাশ করা তদন্তকারী সংস্থার জন্য আত্মঘাতী কার্যক্রমের শামিল। ফলে নিকট ভবিষ্যতে সূত্রবিহীন কারণ অপরাধের রহস্য উদ্‌ঘাটন তদন্তকারী সংস্থার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। এখন হতে এ বিষয়ে সকলকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে অবহিত করতে হবে {স্মারক নং-এস/৮৮-২০০৯/৪৩৩৮(৮৫) তারিখ-২৪/১১/২০০৯ খ্রিঃ}।

১৮.১০ মামলা তদন্তসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইডি কার্ড নম্বর ব্যবহার প্রসঙ্গে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশনা

- সকল তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ রিপোর্টে (অভিযোগপত্রে/অন্যান্য অনুসন্ধানপত্রে) নিজের নামের নিচে আইডি কার্ড নম্বর লিখতে হবে।

১৮.১১ বিচারাধীন মামলা তদন্তে গাফিলতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুকরণ প্রসঙ্গে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশনা

- পুলিশ রেগুলেশন বেঙ্গল (১৯৪৩)-এর রেগুলেশন ২৫৫ থেকে ২৯৮ পর্যন্ত রেগুলেশনসমূহে মামলা তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে তদন্তকারী কর্মকর্তার করণীয় এবং নিয়মাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত নিয়মনীতি ও করণীয় প্রতিপালন করেই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তকার্য সম্পন্ন করতে হবে। যদি কোনো তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চার্জশিটে কোনো ত্রুটি/বিচ্যুতি বা গাফিলতি ধরা পড়ে সে ক্ষেত্রে প্রসিকিউশনের মামলা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিক বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করতে আইনগত কোনো বাধা নেই {স্মারক নং-সঃ মঃ (আইন-১)/বিবিধ-১/২০০৯/১৮৭৮ তারিখ-২১/১২/২০০৯খ্রিঃ}।

১৮.১২ ফৌজদারি মামলায় সরকারি পূর্বানুমতি

- **কর্তব্যকালীন দায়**

  যে সকল অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি কর্তব্যকালীন এবং তা সরকারি কাজের অংশ হিসেবে সংঘটিত হয়, কেবল তখনই তা অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত বিচারের জন্য কোনো মামলা আমলে নেয়ার সময় সরকার/কর্তৃপক্ষের নিকট হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করবেন। এ দায়িত্ব আদালতের এবং আদালত বিচার শুরু করার পূর্বে তা গ্রহণ করবেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক মামলার তদন্তকার্য সমাপ্ত/চার্জশিট/চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে কোনো পূর্বানুমতির প্রয়োজন নেই।

- **ব্যক্তিগত দায়**

  যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী তার সরকারি কর্তব্য কাজের বাইরে ব্যক্তিগত দায়ের কারণে ফৌজদারি কোনো মামলায় অভিযুক্ত হন, সেসব ক্ষেত্রে সরকার/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা কিংবা বিজ্ঞ আদালতের জন্য কোনো পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই (ফৌঃ কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা-১৯৭)।{স্মারক নং-পলিসি গ্রুপ (আইন)/০১-২০১০/৯২৪ তারিখ-০৩/৫/২০১০খ্রিঃ}।

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিশেষ ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া

বিশেষ ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। তদন্তকার্যে বৈদেশিক সহায়তা, ইন্টারপোল ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এনসিবি-র ভূমিকা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ

২। দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি অপরাধী এবং বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী অপরাধীদের ক্ষেত্রে অপরাধ তদন্তে অনুসরণীয় বিশেষ কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

৩। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সামরিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অপরাধ তদন্তে অনুসরণীয় কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

১৯.১ তদন্তের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তা

পৃথিবী ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে বাড়ছে মানুষের গমনাগমন। অবধারিতভাবে সীমানার বাইরে ঘটছে নাগরিকদের সমস্যা ও অপরাধের বিস্তার। তদন্তের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। একই সাথে আন্তর্জাতিক সহায়তার নিত্য-নতুন দ্বারও উন্মোচিত হচ্ছে। ১৯০টি সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত ইন্টারপোল (INTERPOL) এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সার্কপোল (SAARCPOL)-এর কার্যক্রমেও গতিশীলতা আনয়নের প্রচেষ্টা চলছে। দ্বিপক্ষীয়ভাবে ভারতের সাথে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি (Mutual Legal Assistance Treaty) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়া অপরাধের গুরুত্ব ও প্রকৃতি অনুযায়ী কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয়/বহু পক্ষীয় পর্যায়ে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

১৯.২ তদন্ত কার্যক্রমে ইন্টারপোল ও এনসিবি-র সহায়তা

(ক) ফ্রান্সের লিয়ঁ (Lyon) শহরে অবস্থিত ইন্টারপোল সদর দপ্তর [INTERPOL Secretariat General (IPSG)] কেন্দ্রীয় আন্তঃদেশীয় পুলিশ সহায়তা ও সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। ইন্টারপোল সদর দপ্তরের Help Desk এবং Command and Co-ordination Center (CCC) বিশ্বজুড়ে ২৪ ঘণ্টা/৭ দিন (২৪/৭ ভিত্তিতে) সেবাদানের জন্য প্রস্তুত থাকে। ইন্টারপোল সদর দপ্তর এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পুলিশের সাথে যোগাযোগ রক্ষার নিমিত্তে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের পুলিশ শাখাই হচ্ছে National Central Bureau (NCB)। এনসিবি-ঢাকা সদস্য রাষ্ট্রের এনসিবি-র মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর মধ্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার পুলিশি সহায়তা সমন্বয় এবং তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত।

(খ) বিশ্বব্যাপী এনসিবিসমূহ পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পুলিশি কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকে:

- ব্যক্তির পরিচয়, নাগরিকত্ব, ঠিকানা, PC/PR পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভিসা ইত্যাদির (বৈধতা) যাচাই।
- কোনো ব্যক্তির (অপরাধী/ভিকটিম/সাক্ষী) বৈদেশিক অবস্থান শনাক্তকরণ, গ্রেপ্তার, প্রত্যর্পণ কিংবা হাজিরকরণের কার্যক্রম সূচনা।
- চুরি/হারিয়ে যাওয়া অস্ত্র, যানবাহন, নৌযান, প্রত্নতাত্ত্বিক ও মূল্যবান যেকোনো বস্তুর সন্ধান।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুলিশি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যেকোনো তথ্যগত ও আইনগত সহযোগিতা সমন্বয়।

(গ) প্রবাসে বাংলাদেশি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে বৈদেশিক এনসিবি কর্তৃক যাচিত তথ্য জ্ঞাপন পদ্ধতি:

- বাংলাদেশি নাগরিক কর্তৃক বিদেশে সংঘটিত অপরাধের মামলা যদি বিদেশেই লিপিবদ্ধ হয় এবং বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক এনসিবি-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব, ঠিকানা ও PC/PR যাচাইয়ের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়, তবে তার পাসপোর্ট/প্রদত্ত ঠিকানা বা প্রদত্ত অন্যান্য তথ্যসূত্র ধরে যাচিত তথ্যাবলি সংক্রান্তে অনুসন্ধানপূর্বক যথাযথ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
- বিদেশে বাংলাদেশিদের মধ্যে/মিশ্র নাগরিকদের সমন্বয়ে অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে এনসিবি-র মাধ্যমে অপরাধ, আসামি/ভিকটিমের প্রদত্ত বিবরণ নিবিড়ভাবে পাঠপূর্বক যাচিত তথ্যাবলি সংক্রান্তে অনুসন্ধানপূর্বক যথাযথ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১৯.৩ বিদেশে অবস্থানরত অপরাধীদের বিষয়ে করণীয়

বিদেশে অবস্থানরত/পলাতক আসামি/ভিকটিমের অবস্থান নির্ণয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ বা তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করতে তদন্তকারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইউনিটকে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

- মামলার এজাহারের সারসংক্ষেপ (ইংরেজিতে) প্রস্তুত;
- গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ছায়ালিপি সংযুক্ত;
- সাম্প্রতিক সময়ের ছবি সংগ্রহ;
- পাসপোর্টের ছায়ালিপি (সম্ভব হলে) নম্বর সংগ্রহ;
- বিদেশে ব্যবহৃত ফোন নম্বর/অবস্থান ঠিকানা (সম্ভব হলে) সংগ্রহ;
- সংগ্রহ করা সম্ভব হলে বর্তমান অবস্থান, পলায়নের সীমান্ত/বন্দর/বিমানবন্দর এবং এয়ারলাইনস ও ফ্লাইট নম্বর উল্লেখ;
- ব্যবহৃত ক্রেডিট কার্ড/ব্যাংক লেনদেনের তথ্যাবলি/ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি নাগরিক কার্যক্রমের সূত্র (Clue) তথ্যাবলি সংগ্রহ;
- অতঃপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অগ্রগামীকরণ পত্রসহ এআইজি (এনসিবি), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা বরাবর কী তথ্য/সহায়তা প্রয়োজন তা উল্লেখপূর্বক আবেদন (ইংরেজিতে) প্রেরণ করতে হবে।

১৯.৪ ইন্টারপোল নোটিশসমূহ এবং জারির উদ্দেশ্য

- রেড (Red) নোটিশ: পলাতক/ঘোষিত ব্যক্তিকে দেশে ফিরিয়ে আনার বা এরূপ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে অবস্থান শনাক্তকরণ এবং গ্রেপ্তার।
- ব্লু (Blue) নোটিশ: অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির পরিচয়, অবস্থান বা কার্যক্রম সংক্রান্তে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ।
- গ্রিন (Green) নোটিশ: অপরাধ সংঘটনকারী যারা অন্য দেশে অনুরূপ অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে বলে মনে করা হয় তাদের সম্পর্কে সতর্কবার্তা জ্ঞাপন এবং তথ্য সরবরাহ।
- ইয়েলো (Yellow) নোটিশ: নিখোঁজ ব্যক্তি (প্রায়ই অপ্রাপ্তবয়স্ক) বর্গকে শনাক্ত করতে অথবা যারা নিজেদের শনাক্ত করতে অক্ষম এমন ব্যক্তিবর্গকে খুঁজে বের করার জন্য সহায়তা প্রদান।
- ব্ল্যাক (Black) নোটিশ: অশনাক্তকৃত মৃতদেহ সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহ।
- অরেঞ্জ (Orange) নোটিশ: জননিরাপত্তার প্রেক্ষিতে গুরুতর এবং অত্যাসন্ন হুমকি সৃষ্টিকারী ঘটনা, ব্যক্তি, বস্তু বা প্রক্রিয়া সংক্রান্তে সতর্কবার্তা প্রদান।
- পার্পল (Purple) নোটিশ: অপরাধীদের অপরাধ সংঘটন কৌশল (modus operandi) ব্যবহৃত বস্তুসমূহ, কলাকৌশল এবং গোপন করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য আহ্বান কিংবা জ্ঞাপন।
- ইন্টারপোল-জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বিশেষ নোটিশ (INTERPOL-United Nations Security Council Special Notice): জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা/মঞ্জুরি কমিটিসমূহ কর্তৃক নির্দেশিত ব্যক্তিবর্গ বা দলসমূহের বিরুদ্ধে জারি করা হয় [Ref: www.interpol.int].

১৯.৫ রেড নোটিশ জারির প্রক্রিয়া

- মামলা তদন্তের নিমিত্তে বিদেশে অবস্থানরত কোনো ঘোষিত/পলাতক আসামিকে অথবা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেপ্তারপূর্বক দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করা হয়।
- রেড নোটিশ জারির জন্য ইন্টারপোলের একটি সুনির্দিষ্ট ছক রয়েছে। এটি ইন্টারনেট থেকে (যেমন: Google-এ গিয়ে) Red Notice Application Form লিখে Search-এর মাধ্যমে ডাউনলোড করে অথবা এনসিবি-ঢাকা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে সংগ্রহ করে পূরণপূর্বক নোটিশ জারির নিমিত্তে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনসিবি ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

- ছক অনুযায়ী যথাসাধ্য সকল তথ্য সন্নিবেশনে সচেষ্ট থাকতে হবে।
- এনসিবি কর্তৃক রেড নোটিশ জারির অনুরোধ জ্ঞাপনের পর IPSG Legal Affairs (LA) বিভাগ কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে IPSG রেড নোটিশ জারি করে থাকে।

  INTERPOL Constitution-Gi Article-3 অনুযায়ী ইন্টারপোল কোনো ধরনের রাজনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিষয়ক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট হয় না। "A Notice will not be published if it violates Article-3 of the INTERPOL Constitution, which forbids the Organization from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious or racial character" [Ref: www.interpol.int].

১৯.৬ রেড নোটিশ জারি-পরবর্তী কার্যক্রম

- প্রতিটি দেশ নিজস্ব আইন ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেড নোটিশের বিপরীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।
- বিদেশে পলাতক ব্যক্তি/আসামি/ভিকটিমের অবস্থান শনাক্ত বা গ্রেপ্তার হলে কূটনৈতিক পর্যায়ে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আটককারী/শনাক্তকারী দেশের চাহিদা মোতাবেক তথ্য/দলিলাদি দ্রুততার সাথে সরবরাহ করা খুবই জরুরি। অধিকাংশ দেশ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রত্যর্পণ নথি (সংশ্লিষ্ট দেশের এনসিবি কর্তৃক যাচিত দলিলাদি সংবলিত) পৌঁছানোর সময়সীমা বেঁধে দেয়।
- প্রত্যর্পণ নথি ইংরেজি/সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষায় (অনুরোধ সাপেক্ষে) অনুবাদ করে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে সত্যায়ন করে এনসিবি শাখায় প্রেরণ করতে হয়।
- প্রত্যর্পণ (Extradition)-এর কার্যক্রম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অগ্রনীত হয়ে কূটনৈতিক পর্যায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্বারা সাধিত হয়।
- এনসিবি শাখা হতে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংসহ উক্ত নথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

১৯.৭ প্রবাসী বাংলাদেশিদের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তদন্ত পদ্ধতি

প্রবাসী বাংলাদেশি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা প্রবাসে যেখানেই অপরাধ সংঘটন করে থাকেন না কেন দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ৩ ও ৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে তার বিচার এবং শাস্তি হতে পারে।

- প্রবাসী বাংলাদেশি যদি প্রবাসে অপরাধ সংঘটনপূর্বক বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন এবং বাংলাদেশেই মামলা রুজু হয়, তবে তদন্ত কর্মকর্তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এআইজি (এনসিবি), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা বরাবর সংশ্লিষ্ট দেশ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ-পূর্বক জ্ঞাপনের নিমিত্তে আবেদন করতে পারেন।
- প্রবাসী বাংলাদেশি যদি দ্বৈত নাগরিক হন তবে তার অপরাধ সংঘটন/গ্রেপ্তারের তথ্য অনতিবিলম্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসকে জানাতে হবে।
- এনসিবি-ঢাকা বা ক্ষেত্রমতে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং তদারককারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশে অপরাধস্থল পরিদর্শন ও তদন্তের জন্য গমন করতে পারেন।

১৯.৮ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিদেশি নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের তদন্ত পদ্ধতি

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ২ অনুযায়ী অপরাধী যেই হোক না কেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অপরাধের জন্য সে শাস্তিযোগ্য। কোনো বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো অপরাধ সংঘটন করলে বাংলাদেশি কর্তৃক সাধিত অপরাধের অনুরূপ তদন্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে।

তবে অপরাধ আমলে নেয়ার সাথে সাথে–

- তার পরিচয় ও জাতীয়তা নির্ণয়ে সচেষ্ট হতে হবে।
- তার পাসপোর্ট জব্দ করতে হবে ও এর কপি এবং ব্যক্তির ছবি সংগ্রহ করতে হবে।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে তার দেশের দূতাবাসকে তার পরিচয়, অপরাধ ও গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।
- এনসিবি-ঢাকাকে সংগৃহীত ছবি ও দলিলাদির কপিসহ তার নিজ দেশের এনসিবিকে অবহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞাপনের নিমিত্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পত্র (ইংরেজিতে) প্রদান করতে হবে।

১৯.৯ Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) স্বাক্ষরকৃত দেশসমূহের মধ্যকার সহযোগিতা

যেসব দেশের সাথে MLAT রয়েছে সেসব দেশের নাগরিক বাংলাদেশে আটক হলে বা বাংলাদেশি নাগরিক ওইসব দেশে আটক থাকলে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিষয়ে MLAT-এর শর্তানুযায়ী তদন্ত কার্যক্রমে সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত এনসিবি-ঢাকা সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সহায়তা সমন্বয়কের প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৯.১০ সামরিক বাহিনীর অপরাধীদের কেসগুলোতে আইনের যেসব বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে

(পিআরবি Appendix-XXVII (৪৩৮ নং প্রবিধান)

(ক) যে ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা কোনো সিভিল অফেন্স ফৌজদারি আদালত ও কোর্ট মার্শাল দুটোরই এখতিয়ারাধীন হয় সে ক্ষেত্রে আদেশদানকারী সামরিক কর্মকর্তা নিজ বিবেচনায় সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, কোন আদালতে মামলাটি রুজু হবে।

(খ) সাধারণ নিয়মানুযায়ী কোনো সামরিক সদস্য সিভিল অফেন্স মামলায় অভিযুক্ত হলে তার বিচার কোর্ট মার্শালে হবে। তবে অস্ত্র, গোলাবারুদ অথবা অন্যান্য সরকারি সম্পত্তি চুরির ক্ষেত্রে এবং যখন উক্ত চুরির ঘটনায় কোনো বেসামরিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জড়িত থাকার সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত দলের আদেশদানকারী কর্মকর্তা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন যে, উক্ত অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফৌজদারি বিধি অনুযায়ী তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(গ) বাংলাদেশ সেনা, নৌ বা বিমান বাহিনীর যেকোনো কর্মকর্তা কোনো বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে নিচের কোনো অপরাধ করলে–

- খুন
- অপরাধজনক নরহত্যা, যা খুন নয়
- ধর্ষণ

বাংলাদেশ সেনা, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোনো আইনের (যা উপযুক্ত) অধীনে বিচার হবে না, যদি না উক্ত সদস্য সেসব অপরাধ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সংঘটিত করে–

- দায়িত্বরত অবস্থায়
- বাংলাদেশের বাইরে যেকোনো স্থানে
- সরকার কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত কোনো সীমান্ত ফাঁড়িতে।

যেকোনো পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিনা পরোয়ানায় যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা আইনসিদ্ধ হবে যদি উক্ত কর্মকর্তার নিকট এরূপ বিশ্বাসে যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি একজন পলাতক সামরিক সদস্য অথবা সামরিক বাহিনী হতে ছুটি ব্যতিরেকে অনুপস্থিত এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে দ্রুত নিকটস্থ হাকিমের নিকট হাজির করবেন।

বিংশতিতম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

অধ্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফল

১। অপরাধ তদন্ত ও পুলিশ রিপোর্ট প্রদানে প্রয়োজনীয় টীকা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি সংকলিত ও সমন্বিত জ্ঞানলাভ

২। তদন্ত কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট নমুনা ফরোয়ার্ডিং, ছক, চেকলিস্ট, ফরমেট, আবেদন, প্রতিবেদন ইত্যাদি সম্পর্কিত ব্যবহারিক নির্দেশনা সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন

৩। তদন্ত নির্দেশিকায় ব্যবহৃত তথ্য সম্পর্কিত উৎস সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ

২০.১ বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার জন্য তফসিলভুক্ত অপরাধ

২০.১.১ সিআইডির তফসিলভুক্ত অপরাধ

প্রবিধান ৬১২, পিআরবি অনুযায়ী অপরাধ তদন্ত বিভাগের কার্যাবলি (১৮৬১ সালের ৫ নং আইনের ১২ ধারা)

(ক) গোয়েন্দা শাখার কাজ হলো রাজনৈতিক ধাঁচের তথ্য সংগ্রহ এবং বিন্যাস করা।

(খ) অবশিষ্ট অন্যান্য বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. যে সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং বিতরণ করা হয়–

(১) অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস করা হলো, যা সাধারণত পেশাদার অপরাধীরা করে থাকে:

- ডাকাতি
- মহাসড়ক, রেলওয়ে অথবা মেল ট্রেনে লুণ্ঠন
- মুদ্রা অথবা স্ট্যাম্প জাল করা, সরকারি অর্থ অথবা প্রত্যর্থপত্র (Promissory Notes) জাল করা এবং এগুলো তাদের কাছে রয়েছে বলে বুলি আওড়ানো
- মাদক সেবন অথবা বিষপান
- প্রতারণা
- লাভের আশায় খুন করা
- বড় ধরনের বীমা প্রতারণা
- ব্যাংক জালিয়াতির মামলাসমূহ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম/পু-২/সংশোধন-৮/৯৩-৭৪৮, তাং ১৮-১০-৯৩ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সিআইডি-এর আওতাভুক্ত রেগুলেশন ৬১২(বি)-এর তফসিলভুক্ত বর্তমান ৮ ধরনের অপরাধের সাথে নিম্নোক্ত ৬ ধরনের অপরাধ সংযোজন করলেন। যথা:

- পেশাগত অপরাধীরা নারী ও শিশুদের নিয়ে ব্যবসা করলে
- ড্রাগ-এর অপব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধ করা
- মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করা
- প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য শুল্ক না দিয়ে আমদানি-রপ্তানি করে অপরাধ করলে
- পেশাগত অপরাধীদের দ্বারা দলিল জালসংক্রান্ত অপরাধ করলে
- পেশাগত অপরাধীরা প্রতারণার মাধ্যমে জাল বা ভুয়া নিয়োগ দান করে অপরাধ করলে

(২) পেশাদারি অপরাধী এবং অপরাধী চক্র – যাদের তৎপরতা একটি জেলার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।

২. (১) উপরি-উক্ত (১) বর্ণিত শ্রেণির অপরাধের জিজ্ঞাসাবাদ অথবা তদন্ত চালানো, অর্থাৎ ঘটনার প্রেক্ষিতে যেমনটি নিয়ন্ত্রণ, সহায়তা অথবা পরামর্শ প্রয়োজন;

(২) দণ্ডবিধির ৪০০ এবং ৪০১ ধারার আওতায় মামলা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্ত চালানোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ অথবা সহায়তা করা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৯ এবং ১১০ ধারার আওতায় বিশেষভাবে ভয়ঙ্কর দুর্বৃত্তদলের সদস্য অথবা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যবিবরণী গ্রহণ করা।

(৩) মিথ্যা সিভিল স্যুট (Civil Suits) (দ্রষ্টব্য: Appendix-XXXX, পিআরবি) গঠন হতে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা।

৩. মহাপরিদর্শকের অনুমোদন অথবা মহাপরিদর্শক অথবা যেকোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, পরামর্শ অথবা সহায়তা চাইলে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা অথবা পরামর্শ দেয়া অথবা অপরাধের নিয়ন্ত্রণ করা এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত চালানো।

৪. মহাপরিদর্শক অথবা যেকোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অথবা নির্দেশে ওপরে (১)-এর বর্ণিত অপরাধ এবং অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালানো।

২০.১.২ পিবিআই-এর তফসিলভুক্ত অপরাধ

- খুন
- ডাকাতি, দস্যুতা, খুনসহ ডাকাতি
- উদ্দেশ্যমূলকভাবে অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার
- গাড়ি চুরি
- জোরপূর্বক সম্পত্তি আদায়
- প্রতারণা ও অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ
- ধর্ষণ
- অস্ত্র সংক্রান্ত
- বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত
- কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইত্যাদি সংক্রান্ত
- মানব পাচার সংক্রান্ত
- সন্ত্রাসী কার্য সংক্রান্ত
- চোরাচালান ও কালোবাজারি
- মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত
- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত
- সূত্র: পিবিআই বিধি ২ (৩) এবং (৪)

২০.১.৩ দুদক-এর তফসিলভুক্ত অপরাধ

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ধারা ২(ঘ) অনুযায়ী:

(ক) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ;

(খ) দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (Act No. XLV of 1860)-এর ধারা ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ২১৭, ২১৮, ৪০৮, ৪০৯, ৪২০, ৪৬২ এ, ৪৬২ বি, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭১ এবং ৪৭৭এ-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ

(গ) Prevention of Corruption Act, 1947 (Act No. II of 1947)-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ;
(ঘ) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন)-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ; এবং
(ঙ) ক্রমিক নং (ক) হইতে (খ) তে বর্ণিত অপরাধসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত Penal Code, 1860 (Act No. XL V of 1860)-এর section 109-এ বর্ণিত সহায়তাসহ অন্যান্য সহায়তা, section 120B-তে বর্ণিত ষড়যন্ত্র এবং section ৫১১-এ বর্ণিত প্রচেষ্টার অপরাধসমূহ।

২০.২ এজাহারের নমুনা

বরাবর
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মতিঝিল থানা, ডিএমপি, ঢাকা।

বিষয়: এজাহার

জনাব
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এসআই/ক মতিঝিল থানা, ডিএমপি, ঢাকা এই মর্মে এজাহার করছি যে, আমি অদ্য ইং ২১/০১/০৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১৩.২০ মিনিটে মতিঝিল শাপলা চত্বর এলাকায় মোবাইল-৩ ডিউটি করছিলাম। তখন বেতারযন্ত্রে সংবাদ পাই যে, ইত্তেফাক মোড়ে জেএমবি দলের নেতারা সমবেত হয়েছে। এ সংবাদের ভিত্তিতে আমি উক্ত স্থানে যাই। ইত্তেফাক ভবনের সামনে রাস্তার ওপর পৌছে দেখি যে, অজ্ঞাতনামা ১৫-২০ জন লোক রাস্তায় সমবেত হয়ে প্রকাশ্যে মাইকিং ও বক্তৃতা করছে। তারা তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করে যে, তারা বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানকে মানে না। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে এবং সকল জনগণকে তাদের সাথে একমত হওয়ার আহ্বান জানায়। তারা তাদের নেতা (১) সিদ্দিকুর রহমান প্রকাশ বাংলা ভাই, পিতা-মৃতঃ আঃ করিম, (২) শায়খ আব্দুর রহমান, (৩) পিতা মৃত আঃ জব্বার, উভয় সাং-বাগমারা, থানা-বাগমারা, জেলা-রাজশাহীর ও তাদের সঙ্গীদের গ্রেপ্তারের জন্য সরকারের পদক্ষেপকে অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করে সরকারের এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী আক্রমণসহ আরো কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার হুমকি দেয় এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করে তারা মুসলিম বাংলা নাম দিয়ে একটি নতুন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং এ জন্য জনগণকে সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান জানায়। এরূপ প্রচারণা চলাকালে বেলা ৩.২৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে আগত পুলিশ ও র‍্যাবের গাড়ির সাইরেন ও আওয়াজ পেয়ে অভিযুক্তরা ৩টি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২টি সাদা মাইক্রোবাসযোগে দ্রুত দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যায়। আগত পুলিশ ও র‍্যাব দল তাদের গ্রেপ্তারের জন্য পশ্চাদ্ধাবন করে। অভিযুক্তগণ যাবার সময় ১০/১২ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ ও ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। বিস্ফোরিত বোমায় পথচারী (১) হাবিবুর রহমান, পিতা-বারেক, (২) রহিম, পিতা-অজ্ঞাত, উভয় সাং-হাটখোলা রোডসহ অজ্ঞাত আরো ১০-১২ জন আহত হয়।

উক্ত ঘটনার বিষয় ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী (১) কালাম, পিতা-খালেক, (২) রহিম, পিতা-জসিম সর্ব সাং-টিকাটুলি, থানা-মতিঝিল ডিএমপিসহ কং/২৫৮ আঃ বাছেদ, কং/২৬১ আঃ রহিম, উভয় মতিঝিল থানাসহ আরো অনেকে প্রত্যক্ষ করেন। আসামিরা পালিয়ে যাবার সময় কিছু জিহাদি পুস্তক ও লিফলেট ফেলে যায়। আমি তখন উপস্থিত লোকজনের সহায়তায় আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করি। অভিযুক্তগণের ফেলে যাওয়া লিফলেট ও জিহাদি পুস্তক এবং বিস্ফোরিত বোমার অংশ ও গুলির খোসা উদ্ধার ও জব্দ করি।
উল্লেখ্য যে, গত ১৯/১/২০০৬ ইং তারিখেও বিকাল অনুমান ১৬.০০ ঘটিকায় পলাতক অভিযুক্তগণ একই স্থানে প্রচলিত বাংলাদেশ সংবিধানকে তাগুতি আইন উল্লেখ করে জনগণকে মুসলিম বাংলা নাম দিয়ে একটি নতুন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার অঙ্গীকার করার জন্য প্ররোচনা দিয়েছিল এবং এ জন্য জনগণকে সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিল।

আসামিগণ পরস্পর যোগসাজশে বাংলাদেশ সরকারের স্থিতিশীলতা বিনষ্টের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সরকারকে বিপর্যস্ত করার জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং তাদের বক্তব্য ও লিফলেট ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে সরকারের প্রতি ঘৃণা, অনানুগত্য ও শত্রুতার সৃষ্টির উদ্যোগ করেছে এবং জনগণকে সংবিধানবহির্ভূত পদ্ধতি গ্রহণ করতে উত্তেজিত করার জন্য বক্তব্য দিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যা পেনাল কোড-এর ১৪৩, ১২১(ক), ১২৪(ক) ধারার অপরাধ।

অতএব, উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে দঃবিঃ ১৪৩/১২১(ক)/১২৪(ক) ধারায় মামলা রুজু করার নিমিত্তে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৯৬ ধারা মোতাবেক মঞ্জুরি গ্রহণ ও তৎপরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মর্জি হয়। উল্লেখ্য যে, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনে পৃথক এজাহার দাখিল করা হচ্ছে।

দাখিলকারী
ক
এসআই,
মতিঝিল থানা
তাং-২১/০১/২০০৬ ইং
ডিএমপি, ঢাকা।

২০.৩ এফআইআর ফরম

থানায় পেশকৃত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারায় ধর্তব্য অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য:

থানা/উপজেলা..... জেলা.....তারিখ.....

পেশ করার তারিখ ও সময়	ঘটনার স্থান, থানা হতে দূরত্ব ও দিক এবং দায়িত্বাধীন এলাকার (JL) নং	থানা হতে প্রেরণের তারিখ

বিঃ দ্রঃ প্রাথমিক তথ্য অবশ্যই সংবাদদাতার স্বাক্ষর অথবা টিপসহি সংবলিত এবং লিপিবদ্ধকারী অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

সংবাদদাতার এবং অভিযোগকারীর নাম/বাসস্থান/ঠিকানা	আসামির নাম/ বাসস্থান/ঠিকানা	ধারাসহ অপরাধ এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির বিবরণ	তদন্ত চালনার কর্মতৎপরতা এবং বিলম্বে তথ্য রেকর্ড করার কৈফিয়ত	মামলার ফলাফল

বিঃ দ্রঃ প্রাথমিক তথ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

স্বাক্ষর ----------

পদমর্যাদা----------

নোট: তথ্যের পাদদেশে সংবাদদাতাকে স্বাক্ষর অথবা টিপসহি দিতে হবে।

২০.৪ সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী স্বীকারোক্তি (ডিসক্লোজার) গ্রহণ

মামলা নং---------- ধারা ও আইন---------- তারিখ----------
থানা ---------- জেলা ----------।

আমি---------- পিতা---------- ঠিকানা----------
বর্তমানে ওপরে বর্ণিত মামলায় গ্রেফতার হয়ে অত্র থানায় পুলিশ হেফাজতে আছি।

আমি আজ --------- (তারিখ) নিম্নবর্ণিত সাক্ষী/ সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে এই মর্মে প্রকাশ করছি যে, "একটি ছুরি/------- (উদ্ধারযোগ্য বিষয়বস্তুর নাম) যা-------- (অপরাধের নাম) কাজে ব্যবহার করেছি/করা হয়েছে, যাতে---------, রক্তের দাগ আছে,---------- (অবস্থাসহ বিবরণ)। আমি এটি---------- স্থানে/ মাটির নিচে পুঁতে রেখেছি/---------- তে ফেলে দিয়েছি/ ফেলতে দেখেছি। আমি নিজে এটি দেখিয়ে দিতে পারব/---------- এর নিকটে আছে (থাকার কারণ ব্যাখ্যাসহ)----------। আমি তাকে শনাক্ত করতে পারব।

অভিযুক্তের স্বাক্ষর, তারিখ
সাক্ষী:

১. ----------

২. ----------

সত্যায়িত:
রেকর্ডিং অফিসারের নাম,
পদবি ও স্বাক্ষর

২০.৫ নমুনা জব্দ তালিকা

বিপি ফরম নং ৪৪
বেঙ্গল ফরম নং ৫২৭৬

তল্লাশি তালিকা
[রেগুলেশন নং ২৮০]
ক্ষমতা

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৩ অথবা ১৬৫ ধারা-বলে ক্ষমতা প্রয়োগে পুলিশ অফিসার কর্তৃক আটককৃত মালামালের বিস্তারিত বিবরণ।

সূত্র:----------থানার মামলা/জিডি নং----------তাং----------

১. তল্লাশির তাং ও সময়.....
২. যে ব্যক্তির ঘরে তল্লাশি চালানো হয়েছে
তার নাম ও বাসস্থান.....
৩. তল্লাশির সময় উপস্থিত সাক্ষীদের
নাম ও বাসস্থান..... ১. .....
২. .....

ক্রমিক সংখ্যা (প্রতিটি বস্তুর পৃথক কিংবা একত্রিত ক্রমিক দিতে হবে ১	আটককৃত মালামালের বিবরণ বা বর্ণনা ২	আটককৃত ওই সব মালামাল কোথায় পাওয়া যায় তার বর্ণনা ৩	যে ঘরে এসব মালামাল পাওয়া যায় বা আটক করা হয় সেগুলো সাধারণত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দখলে আছে তার বর্ণনা ৪	মন্তব্য। (এখানে উল্লেখ করতে হবে অভিযোগকারীর মাল তালিকায় ক্রমিক সংখ্যা কত ছিল এবং যে অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে ওই সব মালামাল পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে অস্বাভাবিক কোনো কিছু দেখলে যেমন একটি কাগজের পোড়া অংশ ইত্যাদি সে সম্পর্কেও একটা নোট দিতে হবে।) ৫

বিঃ দ্রঃ

১. এই ফরমটিতে অবশ্যই সাক্ষীদের স্বাক্ষর থাকবে।

২. আটককৃত দ্রব্যাদি, সেগুলোতে দেয়া নাম্বার ও লেবেল ইত্যাদি সাক্ষীগণ ও উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের স্বাক্ষর দ্বারা সত্যায়িত করতে হবে।

৩. যে ব্যক্তির মালামাল আটক করা হলো, তল্লাশির সময় সেখানে উক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তার স্বাক্ষর ও তারিখ সংগ্রহ করতে হবে।

৪. তল্লাশি শেষে আটকযোগ্য কিছু না পাওয়া গেলে সাক্ষীগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত শূন্য জব্দ তালিকা তৈরি করতে হবে।

তারিখসহ সাক্ষীদের স্বাক্ষর

১.----------

২.----------

আসামির স্বাক্ষর (ঐচ্ছিক)

১.----------

তল্লাশি অভিযান পরিচালনাকারী পুলিশ অফিসারের স্বাক্ষর

তারিখ.....স্থান.....

২০.৬ আহত ব্যক্তির জখমি সনদপত্র সংগ্রহ করার জন্য আবেদনপত্রের নমুনা

বরাবর
পরিচালক
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

বিষয়: আহত ব্যক্তির জখমি সনদপত্র সরবরাহ করার আবেদন।

সূত্র: তেজগাঁও থানার মামলা নং-৩২, তাং-১১/৩/১৪ ইং ধারা-১৪৩/৪৪৮/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৮০/৪২৭ পিসি।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক এই মর্মে জানাচ্ছি যে, সূত্রে বর্ণিত মামলার বাদীর স্ত্রী আমেনা খাতুন (৪২) স্বামী মোঃ সোলাইমান মিয়া, সাং-৩৬২ পূর্ব নাখালপাড়া, থানা-তেজগাঁও, ডিএমপি, ঢাকা গুরুতর জখমপ্রাপ্ত হয়ে আপনার হাসপাতালের ৩২ নং ওয়ার্ডের ৪ নং সিটে গত ইং-১১/৩/১৪ খ্রিঃ হতে ১৮/৪/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অধ্যাপক ডাঃ ফজলুর রহমান সাহেবের অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার ভর্তি রেজিঃ নং-৫২৩৪৪১/২১। বর্তমানে জখমি ব্যক্তি কিছুটা সুস্থ হয়ে নিজ বাসায় অবস্থান করছেন। মামলাটির তদন্ত শেষ পর্যায়ে আছে। শুধু জখমি সনদপত্রের অভাবে মামলায় পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা সম্ভব হচ্ছে না।

অতএব, সবিনয় প্রার্থনা এই যে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইনচার্জ অধ্যাপক ডাঃ ফজলুর রহমান অথবা তার সি/এ ডাঃ হাফিজুর রহমান সাহেবকে উল্লিখিত জখমির সনদপত্র জরুরি ভিত্তিতে প্রদান করার সদয় আদেশদানে মর্জি হয়।

বিনীত

(ফরিদ আহাম্মেদ)
এসআই
বিপি নং-৭৬৯৬০২২৬১২
তেজগাঁও থানা, ডিএমপি, ঢাকা।

২০.৭ নমুনা সুরতহাল প্রতিবেদন (ঘটনাভেদে সুরতহালের নমুনা পরিবর্তন হবে)

নিম্নে একটি আত্মহত্যা মামলার সুরতহাল নমুনা প্রদান করা হলো।

সূত্র:.....থানার অপমৃত্যু মামলা নং/জিডি নং.....তাং.....

১.	সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করার স্থান, তারিখ ও সময়	ঃ
২.	মৃত ব্যক্তির পরিচয়: নাম, পিতার নাম/স্বামীর নাম, মাতার নাম, গ্রাম, পোস্ট, থানা, জেলা, বয়স, মোবাইল ফোন নম্বর	ঃ
৩.	মৃতদেহ শনাক্তকারী (ভিকটিমের সাথে সম্পর্ক): নাম, পিতার নাম/স্বামীর নাম, মাতার নাম, গ্রাম, পোস্ট, থানা, জেলা, বয়স, মোবাইল ফোন নম্বর	ঃ
৪.	মৃতদেহের শারীরিক বর্ণনা: লিঙ্গ, গায়ের রং, বয়স ও উচ্চতা, চুলের রং ও প্রকৃতি এবং শারীরিক গঠন	ঃ
৫.	মৃতদেহের অবস্থান এবং পরিধেয় বস্ত্র	ঃ

৬.	মৃতদেহের দৃশ্যমান চিহ্ন/ক্ষত চিহ্নসমূহ: (ক) কীসের দ্বারা ফাঁস লাগানো হয়েছিল? (খ) ঘাড়ের ওপরে ও গলায় ফাঁসের চিহ্ন আছে কি? (গ) ফাঁসের চিহ্ন তীর্যক বা অসম্পূর্ণ কি না? (ঘ) রশির গিঁটের অবস্থান কোথায়? (ঙ) বন্ধনের চিহ্নের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চামড়া চোলানো বা স্বাভাবিক কি? (চ) ঘাড়ের পেশিতে জখম আছে কি? (ছ) মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে/বিকৃত হয়েছে কি? (জ) জিহ্বা বের হয়েছে কি? (ঝ) জিহ্বায় দাঁতের কামড় দেয়া আছে কি? (ঞ) চোখ খোলা ছিল কি? (ট) গলা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে লম্বা ছিল কি? (ঠ) মুখ থেকে লালা বের হয়ে বুকের দিকে গড়ে পড়ার চিহ্ন আছে কি? (ড) চোখের কোটর হতে চোখ কিছুটা বের হয়েছে কি? (ঢ) নাক, মুখ, কান দিয়ে রক্ত বের হয়েছে কি? (ণ) মলদ্বার দিয়ে মল বের হয়েছে কি? (ত) পুরুষাঙ্গ দিয়ে বীর্য বের হয়েছে কি? (থ) মৃত স্ত্রী লিঙ্গের হলে ধর্ষণের কোনো চিহ্ন আছে কি? (দ) হাত দুটি শরীরের সাথে লাগানো আছে কি? (ধ) পায়ের অগ্রভাগ নিচের দিকে হেলে গেছে কি? (ন) মৃতদেহে বিশেষ কোনো শনাক্তকরণ চিহ্নি আছে কি? (প) বিবিধ.....	ঃ

অন্যান্য:

৭.	মৃতদেহের ছবি তোলা হয়েছে কি এবং অজ্ঞাত লাশ হলে হাতের আঙুলের ছাপ নেয়া হয়েছে কি?	
৮.	প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মৃত্যুর আপাত কারণ চিহ্নিতকরণ	ঃ
৯.	শনাক্তকারী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের নাম, ঠিকানা (মোবাইল ফোন নং) সহ স্বাক্ষর	ঃ
১০.	মৃতদেহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা: মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য--------থানার ----------এর মাধ্যমে সুরতহাল প্রতিবেদন চালানপত্র এবং সিসিসহ লাশ------হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে প্রেরণ করা হলো। প্রস্তুতকারক : স্বাক্ষর ও তারিখ : নাম, পদবি : আইডি নং : থানা, জেলা :	

সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুতকারী অফিসারদের পূর্ণ পরিচয়সহ ও সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সদের পরিচয়

১. .....

২. .....

৩. .....

২০.৮ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা (Suicidal Hanging) সংক্রান্ত একটি অপমৃত্যু মামলার সুরতহাল ফরমেট
(ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৭৪ ধারা এবং পিআরবি ২৯৯, ৩০০ বিধি)

সূত্র:.....থানার অপমৃত্যু মামলার নং/জিডি নং.....তাং.....ইং।

১. সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করার স্থান, তারিখ ও সময়

২. মৃত ব্যক্তির পরিচয়

নাম :
পিতা/স্বামীর নাম :
মাতার নাম :
গ্রাম :
থানা :
জেলা :
বয়স :
মোবাইল ফোন নং :

৩. মৃতদেহ শনাক্তকারী (ভিকটিমের সাথে সম্পর্ক)

নাম :
পিতা/স্বামীর নাম :
মাতার নাম :
গ্রাম :
থানা :
জেলা :
বয়স :
মোবাইল ফোন নম্বর :

৪. মৃতদেহের শারীরিক বর্ণনা

লিঙ্গ :
গায়ের রং :
বয়স ও উচ্চতা :
চুলের রং ও প্রকৃতি :
শারীরিক গঠন :

৫. মৃতদেহের অবস্থান এবং পরিধেয় বস্ত্র

৬. মৃতদেহের দৃশ্যমান চিহ্ন/ক্ষত চিহ্নসমূহ

(১) কীসের দ্বারা ফাঁস লাগানো হয়েছিল?
(২) ঘাড়ের ওপরে ও গলায় ফাঁসের চিহ্ন আছে কি?
(৩) ফাঁসের চিহ্ন তীর্যক বা অসম্পূর্ণ কি না?
(৪) রশির গিঁটের অবস্থান কোথায়?
(৫) বন্ধনের চিহ্নের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চামড়া ছোলানো বা স্বাভাবিক কি?
(৬) ঘাড়ের পেশিতে জখম আছে কি?
(৭) মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে/বিকৃত হয়েছে কি?
(৮) জিহ্বা বের হয়েছে কি?
(৯) জিহ্বায় দাঁতের কামড় দেয়া আছে কি?
(১০) চোখ খোলা ছিল কি?
(১১) গলা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে লম্বা ছিল কি?

(১২) মুখ থেকে লালা বের হয়ে বুকের দিকে গড়ে পড়ার চিহ্ন আছে কি?
(১৩) চোখের কোটর হতে চোখ কিছুটা বের হয়েছে কি?
(১৪) নাক, মুখ, কান দিয়ে রক্ত বের হয়েছে কি?
(১৫) মলদ্বার দিয়ে মল বের হয়েছে কি?
(১৬) পুরুষাঙ্গ দিয়ে বীর্য বের হয়েছে কি?
(১৭) মৃত ব্যক্তি স্ত্রী লিঙ্গের হলে ধর্ষণের কোনো চিহ্ন আছে কি?
(১৮) হাত দুটি শরীরের সাথে লাগানো আছে কি?
(১৯) পায়ের অগ্রভাগ নিচের দিকে হেলে গেছে কি?
(২০) মৃতদেহে বিশেষ কোনো শনাক্তকরণ চিহ্নি আছে কি?
(২১) বিবিধ .....

অন্যান্য:

৭. মৃতদেহের ছবি তোলা হয়েছে কি এবং অজ্ঞাত লাশ হলে হাতের আঙুলের ছাপ নেয়া হয়েছে কি?

৮. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মৃত্যুর আপাত কারণ চিহ্নিতকরণ

৯. শনাক্তকারী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের নাম, ঠিকানা (মোবাইল ফোন নম্বর) সহ স্বাক্ষর

১. ৪.
২. ৫.
৩. ৬.

১০. মৃতদেহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা

মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য----------থানার ----------এর মাধ্যমে সুরতহাল প্রতিবেদন চালানপত্র এবং সিসিসহ লাশ----------হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে প্রেরণ করা হলো।

প্রস্তুতকারক
স্বাক্ষর ও তারিখ :
নাম, পদবি :
আইডি নম্বর :
থানা, জেলা :

২০.৯ জব্দকৃত আলামত বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণের জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদনের নমুনা

বরাবর
অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক
সিআইডি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

জনাব

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্‌সঙ্গে চারটি ১০০ টাকা সন্দিগ্ধ জাল নোট এবং কিছু রাসায়নিক দ্রব্য আপনার প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষাপূর্বক আইনগত মতামত প্রদানের জন্য প্রেরণ করলাম। বর্ণিত মালামালসমূহ নিম্নবর্ণিত মামলার আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে, যা এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি আকারে সূচিত এবং সিলগালা আকারে বিপি ফরম-৮৬ অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদানকারীর প্রত্যয়নপত্রসহ সংযুক্ত করা হলো।

মামলার সারাংশ

সূত্র: মামলা নং-১, তারিখ: ২৫/৮/২০১৩ ধারা: ৪৮৯(এ)(সি) (ডি) দঃ বিঃ	এটি একটি সরকারি মুদ্রা জালকরণ সংক্রান্ত মামলা, যার অভিযুক্ত (১) মোঃ মোতাহার হোসেন, পিতা-আব্দুল লতিফ এবং অভিযুক্তের স্ত্রী (২) আমেনা বেগম, উভয় গ্রাম-সদরপুর, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-দিনাজপুর, গত ২৫/৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বেলা আনুমানিক ২২.৩০ ঘটিকায় গ্রাম-জয়নগর, থানা-ঈশ্বরদী, জেলা-পাবনা হতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক বর্ণিত জাল নোট ও দ্রব্যাদিসহ আটক হয় এবং পরবর্তীতে তাদেরকে থানায় হস্তান্তর করা হয়। জনৈক আতাউর রহমান প্রামানিক, পিতা-কছিম উদ্দিন, গ্রাম-জয়নগর, গত ২৫/৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে এ বিষয়ে একটি লিখিত এজাহার দাখিল করেন। এসআই আব্দুল হামিদ থানার ডিউটি অফিসার হিসেবে এফআইআর লিপিবদ্ধ করেন। অফিসার ইনচার্জ জনাব শেখ সিরাজুল হকের নির্দেশ মোতাবেক এসআই সোলাইমান আলী পোদ্দার মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করেন এবং অভিযুক্তদের কোর্টে প্রেরণ করেন। তারিখ ও স্থান ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর

২০.১০ আলামত পরীক্ষার জন্য ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র

বিপি-ফরম নং-৮৬

পরিশিষ্ট-১৮ (পিআরবি)

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে,.....কে অত্র আদালত C/W মূলে মামলা নং-১, তারিখ-২৫/৮/২০১৩ ধারা: ৪৮৯ (এ) (সি) (ডি) দঃ বিঃ-এর জব্দকৃত আলামতসমূহ যা, এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি আকারে সূচিত, যা বিশেষজ্ঞ পরীক্ষাপূর্বক আইনগত মতামত প্রদানের জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং পরীক্ষণের সুবিধার জন্য আলামতসমূহের অংশবিশেষ ব্যবহার করার বা বিচ্যুত করার বা ধ্বংস করার জন্য পরীক্ষককে এতদ্বারা ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

তারিখ ও স্থান ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও সিলমোহর

বিঃ দ্রঃ প্রেরিত আলামতসমূহ পরীক্ষা শেষে পরীক্ষকের রিপোর্টসহ অত্র প্রত্যয়নপত্র ফেরত দিতে হবে

২০.১১ নিহত ব্যক্তির ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রদানের জন্য নমুনা আবেদনপত্র

বরাবর
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

বিষয়: নিহত ব্যক্তির ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সরবরাহকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ধানমণ্ডি থানার মামলা নং-৩(২)১৪, ধারা-৩০২/২০১/৩৪ পিসি।

জনাব
বিনীত নিবেদন এই যে, সূত্রে বর্ণিত মামলার নিহত ব্যক্তি আবুল কালাম (৩২), পিতা-মৃত ইউনুস আলী, সাং-রোড নং-১২, হাউজ নং-১৪, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, থানা-ধানমণ্ডি, ডিএমপি, ঢাকা-এর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গত ০২/০২/২০১৪ ইং তারিখ চালানমূলে আপনার হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়। মামলাটি একটি চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। মামলাটির তদন্তকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। এই মামলায় গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা জেলহাজতে আটক আছে। যথাসময়ে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা সম্ভব না হলে আসামিরা জামিনের ক্ষেত্রে বেনিফিট পেতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়ার কারণে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা সম্ভব হচ্ছে না।

অতএব, উপরি-উক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে জরুরি ভিত্তিতে নিহত আবুল কালামের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিতে মর্জি হয়।

বিনীত

(মোঃ ইকবাল হোসেন)
এসআই
বিপি নং-৭৬৯৬০২২৬১৩
ধানমণ্ডি থানা, ডিএমপি, ঢাকা।

২০.১২ এক্সপ্রেস লেটার (ডাকাতি বা এসআর মামলার ক্ষেত্রে)

পিআরবি-২৪৬ (সি), ২৪৮ এবং পরিশিষ্ট-১৫ অনুযায়ী–
ডাকাতি মামলা সংক্রান্ত এক্সপ্রেস লেটার এবং টেলিগ্রামে মামলার এফআইআর-এ উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখতে হবে:

(ক) জেলা
(খ) থানা
(গ) ঘটনাস্থল (ইউনিয়ন ও জে, এল নম্বর সহ)
(ঘ) থানা হতে ঘটনাস্থলের দূরত্ব ও দিক
(ঙ) অপরাধ সংঘটনের তারিখ ও সময়
(চ) মামলা নম্বর ও তারিখ
(ছ) ডাকাতির ধরন
(জ) ডাকাতের সংখ্যা
(ঝ) চুরিকৃত মালামালের ধরন ও মূল্য
(ঞ) ডাকাতদের বিবরণ– ১. সম্প্রদায়ের ও সামাজিক মর্যাদা, ২. পরিহিত পোশাক, ৩. ব্যবহৃত ভাষা ও কথার ধরন
(ট) ব্যবহৃত ও বহনকৃত অস্ত্র
(ঠ) ব্যবহৃত আলোক উৎস ও ধরন
(ড) ডাকাতির পদ্ধতি– ১. আগমন পদ্ধতির বিবরণ, যেমন: পায়ে হেঁটে, নৌকা বা গাড়িযোগে ইত্যাদি, ২. ঘটনাস্থলে প্রবেশ ও আক্রমণ পদ্ধতি, ৩. ভাষা বা রণধ্বনির হুবহু উল্লেখ, ৪. প্রয়োগকৃত বলের পরিমাণ, ৫. লুটের মাল গ্রহণ পদ্ধতি– মেঝে খুঁড়ে, সিন্দুক ভেঙে, ট্রাংক বা অন্যান্য দ্রব্যাদি ভেঙে ইত্যাদি, ৬. বৈচিত্র্যময় পদ্ধতির ব্যবহার ছিল কি না, ৭. ডাকাতদলের প্রস্থান পথের ও প্রক্রিয়ার বিবরণ।
(ঢ) কোনো ডাকাতকে চেনা গিয়েছিল কি না বা গ্রেপ্তার হয়েছিল কি না, থাকলে তার পূর্ণ বিবরণ।

২০.১৩ ফৌঃ কাঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দির নমুনা ফর্দ

সূত্র----------মামলা নং----------তারিখ----------ধারা----------

বর্ণিত সূত্র মামলা নং অনুসারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ১৬১ ধারার জবানবন্দিতে থাকতে হবে।
সাক্ষী বা আসামির স্থায়ী, অস্থায়ী ঠিকানা----------
নাম, পিতার নাম, স্বামীর নাম, মাতার নাম, স্ত্রীর নাম----------
ন্যাশনাল আইডি নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর----------
জন্ম তারিখ, বয়স
বাদী/ভিকটিমের সাথে সম্পর্ক
এজাহার নামীয়/এজাহারবহির্ভূত সাক্ষী উল্লেখ করা
সাক্ষী (প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ/দৈব)
ঘটনার সময় সাক্ষীর অবস্থান
লিপিবদ্ধকরণের স্থান ও সময়
আনুষঙ্গিক বিবরণ

আমি প্রস্তুত করলাম

স্বাক্ষর ----------
পদমর্যাদা----------
বিপি নাম্বার----------
থানা ও জেলা----------
তারিখ ও স্থান ----------

২০.১৪ সাক্ষী, অভিযুক্ত ও জামিনদারদের জন্য নমুনা অঙ্গীকারনামা ও জামিননামা

(ক) পুলিশ অফিসারের দ্বারা প্রাথমিক অনুসন্ধানকালে মুচলেকা ও জামিননামা (ফৌঃ কাঃ বিধি ১৬৯ ধারা)

.....আমি (নাম ও ঠিকানা------)---------অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় এবং অনুসন্ধানের পর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হতে আদিষ্ট হওয়ায়, অথবা

এবং অনুসন্ধানের পর যখন প্রয়োজন তখন হাজির হবার জন্য আমার নিজের একরারনামা সম্পাদন করতে আদিষ্ট হওয়ায় আমি এতদ্বারা অঙ্গীকার করছি যে, উক্ত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য আমি---------- তারিখে------- অবস্থিত আদালতে হাজির হব (অথবা অতঃপর যেদিন প্রয়োজন হবে সে দিন হাজির হইব) এবং এর অন্যথা করলে আমি বাংলাদেশ সরকারকে ----------টাকা দিতে বাধ্য থাকব।

তারিখ:---------- সালের---------- মাসের---------- তারিখ।

.....

(স্বাক্ষর)

আমি (বা আমরা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে এবং আমাদের প্রত্যেকে) এতদ্বারা উক্ত (নাম)---------এর জন্য নিজেকে (বা নিজদিগকে) এই মর্মে জামিনদার ঘোষণা করছি যে, উক্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য----------তারিখ----------অবস্থিত আদালতে হাজির হবে (অথবা অতঃপর যেদিন প্রয়োজন হইবে সেই দিন হাজির হইবে) এবং ইহার অন্যথা করিলে আমি (বা আমরা) বাংলাদেশ সরকারকে---------টাকা দিতে বাধ্য থাকবো।

তারিখ:---------- সালের---------- মাসের---------- তারিখ।

.....

(স্বাক্ষর)

(খ) ফৌজদারি সোপর্দ করা বা সাক্ষী দেয়ার মুচলেকা (ফৌঃ কাঃ বিধি-১৭০ ধারা)

আমি (নাম ও ঠিকানা) এতদ্বারা অঙ্গীকার করছি যে, আমি---------- তারিখে---------- ঘটিকায়---------- অবস্থিত ---------- আদালতে হাজির হব এবং সেখানে (নাম----------) এর বিরুদ্ধে আনীত----------অপরাধের অভিযোগ ফৌজদারি সোপর্দ করব (বা ফৌজদারি সোপর্দ করব ও সাক্ষ্য দিব) এবং এর অন্যথা করলে আমি বাংলাদেশ সরকারকে----------টাকা দিতে বাধ্য থাকব।

তারিখ:---------- সালের---------- মাসের---------- তারিখ।

.....

(স্বাক্ষর)

২০.১৫ কাঃ বিঃ ১৬০ ধারা অনুযায়ী পুলিশ অফিসার কর্তৃক সমনের নমুনা

আপনি----------(নাম, পিতার নাম/স্বামীর নাম/স্ত্রীর নাম/স্থায়ী ঠিকানা/অস্থায়ী ঠিকানা) এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আপনি মামলা নং-------এর বিষয়ে অবগত আছেন মর্মে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। উক্ত বিষয়ে তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে আগামী----------তারিখ রোজ----------সময়---------ঘটিকায় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

	সমন জারিকারীর স্বাক্ষর নাম ও পদবি, কর্মস্থল

২০. ১৬ হত্যা মামলার আসামি কোর্টে প্রেরণ ও পুলিশ রিমান্ডের আবেদন

বরাবর
বিজ্ঞ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা।

মাধ্যম: ডি.পি.সি (প্রসিকিউশন) ডিএমপি, ঢাকা।

বিষয়: আসামি সোপর্দকরণ প্রতিবেদন ও পুলিশ রিমান্ডের আবেদন।

সূত্র: হাজারীবাগ থানার মামলা নং-১০, তাং-২৯/৩/১৪ ইং, ধারা-৩০২/৩৪ পিসি।

মহাত্মন,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, এতদ্সঙ্গে সূত্রে বর্ণিত মামলায় গ্রেপ্তারকৃত আসামি রহমত আলী (৩৫), পিতা মৃত সুরুজ আলী, সাং-৩২/৩ মনেশ্বর রোড, থানা-হাজারীবাগ, ডিএমপি, ঢাকাকে যথাযথ পুলিশ প্রহরায় আপনার আদালতে প্রেরণ করে এই মর্মে জানাচ্ছি যে, একটি মোবাইল কললিস্টের (CDR) সূত্র ধরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত আসামিকে গত ইং-২১/৪/১৪ খ্রিঃ সন্ধ্যায় কামরাঙ্গীরচর থানাধীন নবীনগর এলাকা হতে গ্রেপ্তার করা হয়। উল্লেখ থাকে যে, গত ইং-২৮/৩/১৪ খ্রিঃ তারিখ দিবাগত রাত আনুঃ ১১.০০ টার সময় অত্র মামলার বাদীর ছেলে মামুন (১৬)-এর লাশ গলাকাটা অবস্থায় বছিলার বিলে ভাসমানভাবে স্থানীয় লোকজন পেয়ে অত্র থানা পুলিশকে সংবাদ দিলে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে যায়। ইতোমধ্যে সংবাদ পেয়ে নিহতের পিতা ও আত্মীয়-স্বজন উক্ত স্থানে গিয়ে লাশ শনাক্ত করে। পরে পুলিশ লাশের সুরতহাল প্রস্তুত করে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে। উপরি-উক্ত আসামিকে গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদে সে আলোচ্য হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে নিজের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ করে। এ ছাড়াও উক্ত ঘটনায় জড়িত অপরাপর আসামিদের বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করে। অতঃপর আসামির দেখানো ও স্বীকারোক্তি মোতাবেক অদ্য ইং-২২/৪/১৪ তারিখ সকাল অনুঃ ৯.০০ টার সময় বছিলা বিলের উত্তর পার্শ্বে তালদিঘী হাইস্কুলের পেছনে থাকা কাঁঠাল গাছের নিচ হতে আলোচ্য হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় একটি বড় ধরনের ছোরা, লম্বা অনুমান ১০ ইঞ্চি সাক্ষীদের মোকাবিলায় জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়েছে। জব্দ তালিকার মূল কপি সংযুক্ত করা হলো। পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে আসামিকে ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয়নি। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ, তথা মূল রহস্য উদ্ঘাটনসহ সহযোগী অপরাপর পলাতক খুনিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে আসামিকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন বিধায় আসামিকে পুলিশ রিমান্ডে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা অতীব জরুরি।

অতএব, মহোদয় সমীপে বিনীত প্রার্থনা এই, মামলার সুষ্ঠু তদন্ত, ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন ও সঙ্গীয় অপরাপর পলাতক খুনিদের চিহ্নিতকরণ ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে তাকে ০৭ (সাত) দিনের পুলিশ রিমান্ড প্রদান করতে মর্জি হয়। আমি তার জামিন প্রদানে ঘোর আপত্তি করছি।

দাখিলকারী

(এস.এম জিয়াউল হক)
এসআই
বিপি নং-৭৫৮১০৮০২৪৮
হাজারীবাগ থানা, ডিএমপি, ঢাকা।

২০.১৭ পুলিশ রিমান্ড শেষে আসামি আদালতে ফেরত পাঠানোর নমুনা ফরোয়ার্ডিং রিপোর্ট

বরাবর
বিজ্ঞ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা।

মাধ্যম: ডিপিসি (প্রসিকিউশন) ডিএমপি, ঢাকা।

বিষয়: ০২ দিনের পুলিশ রিমান্ড শেষে আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে ফেরত পাঠানো প্রসঙ্গে।

সূত্র: উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-০২, তাং-২/৩/১৪, ধারা-৩০২/৩৪ পিসি।

জনাব

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, সূত্রে বর্ণিত মামলার এজাহার নামীয় গ্রেপ্তারকৃত আসামি (১) মোঃ জহিরুল ইসলাম (২৮), পিতা মৃত কোরবান আলী, সাং-সুলতানপুর, থানা-ফুলপুর, জেলা-ময়মনসিংহ, বর্তমানে দিয়াবাড়ি (কাশেমের বাড়ির ভাড়াটিয়া) থানা-তুরাগ, ডিএমপি, ঢাকাকে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক গত ১৫/৪/১৪ ইং তারিখ বিকেলে দুই দিনের পুলিশ রিমান্ডে অত্র থানায় এনে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মহামান্য হাইকোর্টের প্রদত্ত দিকনির্দেশনা (55 DLR HC) মোতাবেক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদকালে উক্ত আসামি চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি, বিশেষ করে হত্যাকাণ্ডের মোটিভ এবং সহযোগী আসামিদের বিষয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রদান করেছে। যা আমার কেস ডায়েরিতে উল্লেখ আছে। আলোচ্য হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি ধারালো ছোরা, যা বাঁটসহ লম্বা অনুমান ১১ ইঞ্চি। উক্ত আসামির প্রদত্ত স্বীকারোক্তি এবং তার দেখানো মতে, সাক্ষীদের মোকাবিলায় অত্র থানাধীন ১৩ নং সেক্টর লেকের উত্তর পাড়ে বটগাছের নিচ হতে মাটি খুঁড়ে জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়েছে। জব্দ তালিকার মূল কপি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। মামলার গুরুত্বপূর্ণ আলামত হিসাবে জব্দকৃত ছোরা থানা মালখানায় রাখা আছে। জব্দকৃত ছোরাটি সে কোথা হতে সংগ্রহ করেছিল তদ্বিষয়েও আসামি সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করেছে। যা যাচাই করা হচ্ছে। উক্ত আসামি আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত মর্মে ইতোমধ্যেই তথ্যনির্ভর সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে। আসামির নাম, ঠিকানা এখনও যাচাই হয়নি। তার স্থায়ী ঠিকানায় নাম, ঠিকানা যাচাই করার জন্য E/S, বেতার বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। প্রদত্ত তথ্যাবলি যাচাইয়ের প্রয়োজনে তাকে পুনরায় পুলিশ রিমান্ডের প্রার্থনা করার প্রয়োজন হতে পারে।

অতএব, মহোদয়ের সমীপে বিনীত প্রার্থনা এই যে, আসামিকে জেলহাজতে আটক রাখতে মর্জি হয়। আসামি জামিনে মুক্তি পেলে চিরতরে পলাতক হতে পারে এবং সাক্ষীগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন বিধায় আমি উক্ত আসামির জামিনের ঘোর বিরোধিতা করছি।

বিনীত

(আঃ আজিজ)
এসআই
বিপি নং-৭৬৯৬০২২৬২১
উত্তরা পশ্চিম থানা, ডিএমপি, ঢাকা।

২০.১৮ হত্যা মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবেদন

বরাবর
বিজ্ঞ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা।
মাধ্যম: ডিপিসি (প্রসিকিউশন) ডিএমপি, ঢাকা।

বিষয়: তদন্তের অগ্রগতি বিষয়ে প্রতিবেদন।

সূত্র: ওয়ারী থানার মামলা নং-১৩(২)১৪, ধারা-৩০২/২০১/৩৪ পিসি।

জনাব

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক এই মর্মে জানাচ্ছি যে, সূত্রে বর্ণিত মামলাটি আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ তদারকিতে তদন্তকার্য পরিচালনা করে আসছি। ইতোমধ্যে এই মামলায় জড়িত সন্দেহ গ্রেপ্তারকৃত আসামি আব্দুর রহমান (৩২), পিতা মৃত কামাল উদ্দিন, সাং-১২ নং টিপুসুলতান রোড, থানা সূত্রাপুর, ডিএমপি, ঢাকাকে গ্রেপ্তারপূর্বক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়। আসামি নিজেকে উক্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত করে একাধিক হত্যাকারীর নাম উল্লেখ করে বিজ্ঞ আদালতে কাঃ বিঃ আইনের ১৬৪ ধারা মতে, দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। জবানবন্দিতে প্রকাশিত অন্য আসামিদের চিহ্নিত করে তাদের আশু গ্রেপ্তারের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা অব্যাহত আছে। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত আলামত জব্দ করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন শিগ্‌গিরই সংগ্রহ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় অবিরত তদন্ত অব্যাহত আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে মামলাটির তদন্ত তদারকি করছেন। দ্রুত তদন্ত-কাজ সমাপ্ত করে কাঃ বিঃ ১৭৩ ধারা মতে, পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা হবে।

এটি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য পেশ করলাম।

বিনীত

(মোঃ জহিরুল ইসলাম)
এসআই
বিপি নং-৭১৮৬০৩০৫৭১

২০.১৯ সাক্ষ্য সংগ্রহকালীন আসামির স্বীকারোক্তি

মামলার সূত্র.....

ক্রমিক নং	আসামির নাম	প্রাপ্ত প্রমাণাদি	যে সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ করবে	মন্তব্য

কোনো সাক্ষী/ভিকটিম বা আসামি হাকিমের কাছে দেয়া স্বীকারোক্তি করলে বিজ্ঞ হাকিমের নাম ও সাক্ষী/ভিকটিমের নাম লিখতে হবে। এজাহারে বর্ণিত আসামি বা কার নিকট হতে মামলার বা অন্য কিছু উদ্ধার করলে বা প্রাপ্ত প্রমাণাদি কলামে উল্লেখ করতে হবে। এটি মামলার ব্রিফ হিসেবে কোর্টে বিচারের সময় বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করিয়া থাকে।

২০.২০ হত্যা মামলার সাক্ষ্যের তালিকা প্রস্তুত, তদন্ত ও তদারকির নির্দেশনাসমূহ

(৬ই অক্টোবর, ১৯৮২ বাংলাদেশে পুলিশ গেজেটের অষ্টম খণ্ডে প্রকাশিত)

১৯৮২ সালের ১ নং পুলিশ আদেশ

লক্ষ্য করা গেছে যে, থানা পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত হত্যা মামলাসমূহের তদন্তের গুণগতমান প্রায়ই নিম্নমানের হয়ে থাকে। প্রায়ই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সকল মামলার তদন্ত তদারকি করেন না। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সাক্ষীগণ প্রমাণ করবেন এরূপ সাক্ষ্যের সুনির্দিষ্ট বিষয় সংবলিত কোনো সাক্ষ্যের তালিকা ছাড়া তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক এ সকল মামলার দাখিলকৃত সাক্ষ্যের স্মারকলিপি অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ।

সুতরাং, আদেশ প্রদান করা যাচ্ছে যে,

(ক) মামলা রুজুর সঙ্গে সঙ্গে স্ব, স্ব সহকারী পুলিশ সুপার সার্কেল কর্তৃক সকল হত্যা মামলার তদন্ত তদারকি করতে হবে।

(খ) প্রাথমিক তথ্য প্রাপ্তির পর অবিলম্বে [মহকুমা পুলিশ অফিসার] হত্যা মামলা তদারকি করবেন।

(গ) বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য আছে বা অন্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় এরূপ হত্যা মামলাসমূহ আবশ্যিকভাবে পুলিশ সুপার বা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তদন্ত তদারকি করবেন।

(ঘ) সকল তদন্তকারী অফিসারের তদারকি প্রতিবেদন অবিলম্বে দাখিল করতে হবে এবং তদন্তের ওপর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রতিবেদনে দাখিল থাকবে।

(ঙ) কেস ডায়েরিসমূহ পর্যালোচনা করে তদন্তকারী অফিসারগণ নিজেরাই সন্তুষ্ট হবেন যে, তদন্ত সম্পর্কে তাদের পূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে এবং সে মর্মে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) তদারককারী অফিসার সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাই করবেন, বিশেষ করে ঘটনার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির শনাক্তকরণের বিষয়টি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত অন্যত্র স্থিতির অজুহাত যদি থাকে। তারা নিজেরাই সন্তুষ্ট হবেন যে, এসব বিষয় সঠিকভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে। পরবর্তী অগ্রগতি প্রতিবেদন বা তদন্ত তদারকি প্রতিবেদনে অন্যত্র স্থিতির অজুহাত বা অন্যথায় শনাক্তকরণ বিষয়ে বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তারা তাদের ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রদান করবেন।

(ছ) তদন্ত শেষে তদন্তকারী অফিসার পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামত ও অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সাক্ষীগণ প্রমাণ করবেন এরূপ সাক্ষ্যের সুনির্দিষ্ট বিষয় সংবলিত সাক্ষ্যের তালিকাসহ সাক্ষ্যের স্মারকলিপি সহকারী পুলিশ সুপারের মাধ্যমে পুলিশ সুপারের নিকট দাখিল করবেন। যদি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কর্তৃক তদারকি করা হয়ে থাকে, তবে তার মন্তব্যও সাক্ষ্যের ও স্মারকলিপিতে প্রদান করতে হবে।

(জ) পুলিশ সুপার ব্যক্তিগতভাবে সকল খুনের মামলার সাক্ষ্যের স্মারকলিপি পর্যালোচনা করবেন এবং নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিবেন।

	এম. এম. আর খান ইন্সপেক্টর জেনারেল অব বাংলাদেশ পুলিশ

তদন্তকারী অফিসারদের পরিচালনার জন্য সাক্ষ্যের তালিকার (চার্ট অব এভিডেন্স) একটি নমুনা সংযুক্ত করা হলো:

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম	যে বিষয়ে প্রমাণ করতে হবে	যে সকল সাক্ষী প্রমাণ করবে
১. মোঃ আমির আলী, চেয়ারম্যান, বেনুপুর (গ্রেপ্তারকৃত)।	১. প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ২. অন্যান্য অভিযুক্তের সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসেন, ভিকটিমকে আঘাত করেন এবং চোর বলে অভিহিত করেন। তাদেরকে হত্যার জন্য অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন। সে মোতাবেক অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ৯ জন ভিকটিমকে দড়ি ইত্যাদি দিয়ে বেঁধে ফেলেন, নির্দয়ভাবে আঘাত করেন এবং ভিকটিমদের নৌকায় তোলেন এবং ভিকটিম নৌকাসহ পূর্ব দিকে অগ্রসর হন।	১. বাদী ২. চৌধুরী বিদু ৩. চৌধুরী দারোগ আলী

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম	যে বিষয় প্রমাণ করতে হবে	যে সকল সাক্ষী প্রমাণ করবে
	৩. উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে ভিকটিমগণ চাকিদাম বিলে নিমজ্জিত হন। ৩ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ৪. কাউকে কোনো কিছু প্রকাশ না করার জন্য তিনি চৌকিদারদের সতর্ক করে দেন। ৫. ঘটনার রাতের আগের দিন ত্রাণ অফিসারসহ তিনি দিউআর ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে গিয়েছিলেন। ৬. ঘটনার রাত্রে তিনি কালিয়াকৈরে অবস্থান করেননি এবং একটি মিথ্যা ওজর তৈরি করেন যে, তিনি অন্য চেয়ারম্যানদের সঙ্গে সভা করেছিলেন।	৪. টোকাই (স্বীকারোক্তিকারী অভিযুক্ত) সাক্ষী ২ ও ৩ ৫. দিউআরের আব্দুল করিম ৬. দিউআরের হাসেম আলী
২. আছর উদ্দীন ব্যাপারী, পিং-মৃত কুর্ণ ব্যাপারী, গালারপুর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে (শ্রুতিমূলক সাক্ষ্য)	১. বাদী
৩. হাসান মেম্বর ওরফে আব্দুল হামিদ, পিং-মৃত তাহের মণ্ডল, ডুবাইল (গ্রেপ্তারকৃত)।	১. প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে (শ্রুতিমূলক সাক্ষ্য)	১. বাদী
৪. ইয়ার উদ্দীন (মেম্বর), পিং-নেহাল উদ্দীন মুন্সী নিশিন্দাহাতি (গ্রেপ্তারকৃত)।	১. ঘটনার সময় তিনি ঘটনাস্থলে আসেন এবং ৯ ভিকটিমকে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের একটি কক্ষে তালা-চাবি বন্ধ করে রাখেন। অন্যরাসহ তিনি চেয়ারম্যানসহ ঘটনাস্থলে ফেরত আসেন। ভিকটিমদের আঘাত করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ তিনি ভিকটিমদের খুন করার জন্য আদেশ দেন। তাদেরকে নৌকায় রেখে তারা ওই স্থান ত্যাগ করেন। ২. যেখানে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হয়, সেই চাকিদাম বিল পর্যন্ত তিনি ভিকটিমদের নৌকার সঙ্গে ছিলেন। ৩. অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং চেয়ারম্যানকে ডাকার জন্য গিয়েছিলেন এবং তিনিসহ চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে এসেছিলেন।	সাক্ষী নং ২, ৩ ও ৪ সাক্ষী নং ৪
৫. সাবেদ আলী, পিং-মৃত শেখ আব্দুল করিম, গালার পাড়া (গ্রেপ্তার হননি)।	১. প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। (শ্রুতিমূলক সাক্ষ্য)	১. বাদী
৬. জোবেদ আলী, পিতা মৃতঃ আলীম উদ্দীন, নিশিন্দাহাতি (গ্রেপ্তার হননি)।	১. প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। (শ্রুতিমূলক সাক্ষ্য)	১. বাদী

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম	যে বিষয় প্রমাণ করতে হবে	যে সকল সাক্ষী প্রমাণ করবে
৭. ফালু মাস্টার ওরফে মজিবর রহমান, নিশিন্দাহাতি (গ্রেপ্তারকৃত)। স্বীকারোক্তিকারী	১. প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। (শ্রুতিমূলক সাক্ষ্য) ২. অভিযুক্ত এয়ারউদ্দীন মেম্বর ও অন্যরাসহ তিনি ঘটনার রাত্রে চেয়ারম্যানকে জানানোর জন্য গিয়েছিলেন। অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ একটি সভা করেন এবং অভিযুক্ত চেয়ারম্যান ভিকটিমদের হত্যা করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন।	১. বাদী ২. চৌধুরী বিদু ৩. চৌধুরী দারোগ আলী
৮.সোনামউদ্দীন চৌকিদার, পিতা-ভাসানী, বাহাদুরপুর। (গ্রেপ্তারকৃত)।	১. এজাহারে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে (শ্রুতিমূলক) ২. তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অব্যাহতিমূলক বিবৃতি প্রদান করেছেন এবং অন্যদেরকে জড়িত করেছেন। ৩. সরকারি কর্মচারী হিসেবে তিনি পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করেননি।	১. বাদী ৮. জনাব এ. আই আজিজ (ম্যাজিস্ট্রেট) ৯. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর থানা
৯. আলতাফ হোসেন, পিতা-আমির আলী, বেনুপুর (গ্রেপ্তারকৃত)।	১. এজাহারে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে (শ্রুতিমূলক)।	১. বাদী
১০. চাঁদ মিয়া, পিং আব্দুল বারেক, নিশিন্দাহাতি।	১. তাকে সন্দেহবশত গ্রেপ্তার করা হয়েছে।	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কালিয়াকৈর থানা
১১. মোঃ জলিম উদ্দিন, পিং-আব্দুল বারেক, নিশিন্দাহাতি।	ঐ	ঐ
১২. তোফাজ্জল হোসেন, পিং-সিরাজউদ্দীন, নিশিন্দাহাতি।	ঐ	ঐ
১৩. নিয়ত আলী, পিং-ইছাব আলী, মেদুলিয়া।	ঐ	ঐ
১৪. বেলাল উদ্দীন, পিতা-নাছিমুদ্দীন, নিশিন্দাহাতি।	ঐ	ঐ
১৫. হেলাল উদ্দীন, পিতা-মৃত সাধন ব্যাপারী, পুরা টেঙ্গরী।	ঐ	ঐ
১৬. মোঃ শাহজাহান, পিতা-আছর উদ্দীন হাজী, মেদুলিয়া।	ঐ	ঐ
১৭. মালেক কুদ্দুস, পিতা-মৃত নিয়ত আলী, মেদুলিয়া।	ঐ	ঐ
১৮. কুজরত আলী চৌকিদার, পিতা-শহীত আলী, বেনীপুর।	ঐ	ঐ
১৯. ছানা সিদ্ধা, পিতা-মৃত বলাই সিদ্ধা, ছিনাইল।	ঐ	ঐ
২০.জগবন্ধু মজুমদার, পিতা-বসন্ত কুমার মজুমদার, সিনাইল। (ক্রমিক নং ১০-২০ পর্যন্ত	ঐ	ঐ

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম	যে বিষয় প্রমাণ করতে হবে	যে সকল সাক্ষী প্রমাণ করবে
২১. সিদ্দিক, পিং-ফজলু মোল্লা, মুদিপাড়া (গ্রেপ্তারকৃত)।	১. তাকে সন্দেহবশত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত এ বাসেদ এবং নুরুজ্জামান কর্তৃক বিচারকের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	৮. জনাব এ. আই আজিজ, ম্যাজিস্ট্রেট
২২. নূরুল ইসলাম, পিতা-জমশের, নিশিন্দাহাতি (গ্রেপ্তারকৃত)।	২. তাকে সন্দেহবশত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু সে পুলিশ হেফাজত হতে পলায়ন করে। এ জন্য তার বিরুদ্ধে একটি আলাদা মামলা রুজু করা হয়েছে।	৯. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কালিয়াকৈর থানা
২৩. ভুলু, পিতা-আমির আলী, দিউআর	১. ভিকটিমদের বোটকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেন ও 'চোর চোর' বলে চিৎকার করেন এবং নৌকাকে অনুসরণ করেন যেটি দিউআর ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে আশ্রয় নেয়। হৈচৈ শুনে প্রায় ২০০-৩০০ লোক সেখানে সমবেত হয়, কিন্তু তিনি ভিকটিমদের বাইরে যেতে দেননি। ২. এ বাসেদ; নুরুজ্জামান ও টোকাই কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং তিনি সক্রিয়ভাবে এ ঘটনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।	২. চৌধুরী বিদু জনাব এ. আই আজিজ, ম্যাজিস্ট্রেট ১০. মিঃ কে এইচ এস ইসলাম, ৪ অভিযুক্ত টোকাই।
২৪. মান্নাফ, পিং-শাহীন, দিউআর	১. ভিকটিমদের নৌকাটি ইউনিয়ন পরিষদ অফিস পর্যন্ত তিনি অনুসরণ করেন এবং তাদেরকে বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। ২. অভিযুক্ত এ বাসেদ ও নুরুজ্জামান কর্তৃক বিচারকের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	১. চৌধুরী বিদু ৮. জনাব এ. আই আজিজ, ম্যাজিস্ট্রেট
২৫. আকালি, পিং-শ্রীবাস দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)।	ঘটনার কথা শুনে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক আহূত হয়ে তিনি সভায় যোগদান করেন এবং তাদেরকে হত্যা করার জন্য চেয়ারম্যান উপস্থিত লোকজনদেরকে আদেশ দেন।	২. চৌধুরী বিদু ৩. চৌধুরী দারোগ আলী
২৬. মনিন্দ্র, পিং-শ্রীবাস দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. ঐ	চৌধুরী বিদু
২৭. পরিমল, পিং-মৃত দেবেন্দ্র দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. হৈচৈ শুনে তারা ঘটনাস্থলে আসেন।	ঐ ঐ
২৮. নিলু, পিং-মৃত দেবেন্দ্র দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. ঐ	ঐ
২৯. রেজু, পিং-মুনসুর, দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. ঐ	
৩০. সুরত আলী মাস্টার ওরফে সুরু, পিং-আছরউদ্দীন, দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. তিনি ঘটনাস্থলে আসেন এবং চেয়ারম্যানকে সভা করতে দেখেন। তিনি আংশিক ঘটনা দেখেছিলেন এবং তিনি মামলার একজন সাক্ষী।	১. চৌধুরী বিদু

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম	যে বিষয় প্রমাণ করতে হবে	যে সকল সাক্ষী প্রমাণ করবে
৩১. অলিম উদ্দীন, পিং-কছিম উদ্দীন, দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. তিনি ঘটনাস্থালে এসেছিলেন, চেয়াম্যানকে আনার জন্য গিয়েছিলেন এবং খুন থেকে শুরু করে সকল ঘটনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ১. অভিযুক্ত এ বাসেদ, নুরুজ্জামান ও টোকাই কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুনামউদ্দীনের অব্যাহতিমূলক বিবৃতিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	২. চৌধুরী বিদু ৩. চৌধুরী দারোগ আলী সাক্ষী নং ৪, ৮, ১০ ও ১১ সুরত আলী মাস্টার
৩২. মাসুদ আলী, পিং-ফজল, দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. উপরে বর্ণিতভাবে তিনি ঘটনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।	১. ঐ
৩৩. হাসেম আলী, পিং-ফজল, গ্রাম-দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)	১. তিনি ঘটনাস্থলে আসেন এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে মৃত ব্যক্তিদের বহনকারী নৌকার সঙ্গে ছিলেন। অভিযুক্ত এ বাসেদ, নুরুজ্জামান ও টোকাই কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	২. চৌধুরী বিদু, ৩. চৌধুরী দারোগ আলী, ১১. সুরত আলী মাস্টার, ক্রমিক নং ৬ ও ১০।
৩৪. আব্দুল হাই (সচিব) পিং-ফেদু মুন্সী ওরফে আব্দুল হাকিম, গ্রাম-আলীপুর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. চেয়ারম্যানের বাড়ি হতে তিনি তার সঙ্গে ছিলেন। অভিযুক্ত চেয়াম্যানের নির্দেশ মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের কক্ষের দরজা তিনি খোলেন এবং ভিকটিমদের (দুটি দলে) বের করে আনেন। অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাদেরকে জীবন্ত নিমজ্জিত করেছিলেন। অভিযুক্ত এ বাসেদ ও নুরুজ্জামান কর্তৃক বিচারকের নিকট প্রদত্ত স্বীকরোক্তিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	সাক্ষী নং ২, ৩, ৪, ৮-১০ ও অন্যরা
৩৫. ডাকু ওরফে দলিলউদ্দীন, পিতা-ওমর আলী, দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)	১. এ বাসেদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	সাক্ষী নং ৮
৩৬. আব্দুল বাসেদ, পিতা-মৃত হাফিজ উদ্দীন, গ্রাম দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. তিনি ঘটনা সংঘটনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং নিজে ও অন্যদেরকে জড়িত করে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিলেন।	সাক্ষী নং ২, ৩, ৪, ৮ ও অন্যরা
৩৭. মিনা ওরফে মিনাজউদ্দীন, পিং-রাজিউদ্দীন, গ্রাম-দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)	১. এ বাসেদ ও নুরুজ্জামানের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং তিনি এ ঘটনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। চৌধুরী সোনামউদ্দীনের অব্যাহতিমূলক বিবৃতিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	সাক্ষী নং ৮, ১১
৩৮. আমালন ওরফে আমিল উদ্দীন, পিং-শ্যামাউদ্দীন, গ্রাম দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)।	১. তিনি ঘটনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এ বাসেদ, নুরুজ্জামান ও টোকাই কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে তাকে জড়িত করা হয়েছে।	সাক্ষী নং ৪, ৮, ১০, ১১
৩৯. বশির, পিতা-চান্দু মৃধা, গ্রাম-নিশিন্দাহাতি, (গ্রেপ্তার হননি)।	১. অভিযুক্ত সোনামউদ্দীনের অব্যাহতিমূলক বিবৃতিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তবে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে তাকে উপস্থিত দেখা যায়নি।	সাক্ষী নং ৮

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম	যে বিষয় প্রমাণ করতে হবে	যে সকল সাক্ষী প্রমাণ করবে
৪০. মলু, পিতা-মহিউদ্দীন, গ্রাম-নিশিন্দাহাতি (গ্রেপ্তার হননি)	১. অভিযুক্ত সোনামউদ্দীনের অব্যাহতিমূলক বিবৃতিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	সাক্ষী নং ৮
৪১. আসামউদ্দীন ওরফে আফাজ উদ্দীন, পিং-নমির, গ্রাম-নিশিন্দাহাতি (গ্রেপ্তার হয়নি)	১. অভিযুক্ত সোনামউদ্দীনের অব্যাহতিমূলক বিবৃতিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	ঐ
৪২. কলিম উদ্দীন, পিতা-অজ্ঞাত।	১. অভিযুক্ত সোনামউদ্দীনের অব্যাহতিমূলক জবানবন্দিতে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এরূপ কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।	ঐ
৪৩. মোরশেদ আলম ওরফে হুকুন, পিং-আব্দুর রহমান, গ্রাম-দিউআর (গ্রেপ্তার হননি)	১. এ বাসেদ, নুরুজ্জামান ও টোকাই কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে তাকে জড়িত করা হয়েছে।	সাক্ষী নং ৪, ৮, ১০, ১১ ও অন্যরা
৪৪. সোনামউদ্দীন, পিং-মহিউদ্দীন, গ্রাম-দিউআর, (গ্রেপ্তার হয়নি) স্বীকারোক্তিকারী।	১. তিনি সক্রিয়ভাবে ঘটনায় অংশ নিয়েছিলেন।	২. চৌধুরী বিদু
৪৫. নুরুজ্জামান ওরফে গাইটা, পিতা-ওকালউদ্দীন মুন্সী, দিউআর, (গ্রেপ্তারকৃত)।	১. তিনি দোষ স্বীকার করেছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে তিনি নিজেকে ও অন্যদেরকে সম্পৃক্ত করেন। অভিযুক্ত আব্দুল বাসেদ ও টোকাই কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতেও তাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।	সাক্ষী নং ৮, ১০, ৪
৪৬. টোকাই, পিং-খবিরউদ্দীন, দিউয়ার (গ্রেপ্তারকৃত)।	১. ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে তিনি নিজেকে ও অন্যদেরকে সম্পৃক্ত করেন। অভিযুক্ত এ বাসেদ ও নুরুজ্জামান কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদও স্বীকারোক্তিতে তাকে জড়িত করা হয়েছে।	সাক্ষী নং ৪, ১০
৪৭. সন্তোষ কুমার সরকার, পিং- রমা সরকার, গ্রাম-দিউয়ার (গ্রেপ্তার হননি)।	১. ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার ব্যাপারে তাকে জোরালোভাবে সন্দেহ করা হয়।	তদন্তকারী অফিসার
৪৮. মকবুল, পিং-(১) ওকাল মুন্সী, গ্রাম-দিউয়ার, (গ্রেপ্তার হয়নি)।	১. (১) ঐ	ঐ

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম	যে বিষয় প্রমাণ করতে হবে	যে সকল সাক্ষী প্রমাণ করবে
৪৯. ওকালউদ্দীন (১) মুন্সী, গ্রাম-দিউয়ার	(১) ঐ	২. চৌধুরী বিদু

২০.২১ বিভিন্ন ধরনের চালানের নমুনা

(ক) জব্দ তালিকা অনুযায়ী জব্দকৃত আলামতের তালিকা

(২৮০ পিআরবি, সাক্ষ্য আইন ২৭-৪৫)

জব্দকৃত আলামত/ চোরাই উদ্ধার/অন্যান্য	কেস ডকেট সংক্রান্ত	চার্জশিট/এফআর সংক্রান্ত	মন্তব্য

(খ) কেস ডকেট সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	পাতা নং------হতে ------পর্যন্ত	বিস্তারিত বিবরণ	মন্তব্য

(গ) চার্জশিট ফাইনাল রিপোর্ট ১৭৩ কাঃ বিঃ সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	পাতা নং------হতে ------পর্যন্ত	বিস্তারিত বিবরণ	মন্তব্য

বর্ণনা মতে বুঝে পেলাম।

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর নাম ও পদবি, কর্মস্থল	দাখিলকারীর স্বাক্ষর নাম ও পদবি, কর্মস্থল

(ঘ) বিশেষজ্ঞের মতামত সংক্রান্ত (সাক্ষ্য আইন ৪৫ ধারা)

ক্রমিক নং	বিষয়	মতামত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য

	মতামত প্রদানকারীর স্বাক্ষর নাম ও পদবি, কর্মস্থল

২০.২২ একটি হত্যা মামলার কেস স্টাডি (সার্জেন্ট আহাদ হত্যা মামলা)

সূত্রঃ মতিঝিল থানার মামলা নং-১৭৮ তাং- ২৮/১০/৯৯ ধারা-৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০২/৩৪ পিসি।
অভিযোগকারীর নাম: এসআই মেজবাহ উদ্দিন, মতিঝিল থানা, ডিএমপি, ঢাকা।

ঘটনাস্থল: মতিঝিল শাপলা চত্বর হতে অনুমান ২০০ গজ পশ্চিমে রাস্তার ওপর অনুমান দুই কিঃমিঃ পূর্ব-দক্ষিণে, মতিঝিল, পুলিশ ফাঁড়ি।

ঘটনার তারিখ ও সময়: ২৮/১০/৯৯ ইং, সময় ২০.১০ ঘটিকা।

মামলা রুজুর তারিখ ও সময়: ২৮/১০/৯৯ ইং, রাত ২৩.৫০ ঘটিকা।

তদন্তকারী কর্মকর্তা

১. এসআই জালাল উদ্দিন, মতিঝিল থানা।
২. আব্দুল কাহার আকন্দ, (বিপিএম (বার), পিপিএম (বার),
(বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা)।

এজাহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

এজাহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অত্র মামলার বাদী এসআই মেজবাহ উদ্দিন, ইনচার্জ গুলিস্তান পুলিশ বক্স, শাহাবুদ্দিন, দিলীপ পিআই গুলিস্তান সাহেবের নেতৃত্বে সঙ্গীয় সার্জেন্ট আনোয়ার, সার্জেন্ট আহাদ, হাবিলদার ২১৮৪ মফিজ, কং ৭৮৬৮ সাঈদ, কং ৪১৫৩ সামশুল হক ও ডিএমপি ও এসএএফ-এর ৪ জন ফোর্সসহ অদ্য ইং ২৮/১০/৯৯ তাং সন্ধ্যা অনুমান ১৯.৩০ ঘটিকার সময় দিলকুশা ও মতিঝিল এলাকায় টেম্পো দ্বারা ছিনতাই প্রতিরোধের জন্য উক্ত এলাকায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে চেকপোস্ট ডিউটিতে নিয়োজিত হন। সার্জেন্ট আনোয়ার ফোর্সসহ বিমান অফিসের পিছনে, সার্জেন্ট আহাদ ফোর্সসহ হোটেল পূর্বাণীর বাহির গেইটের সামনে এবং বাদী ও পিআই সাহেব বিমান অফিস বলাকা যাওয়ার পয়েন্ট-এর সামনে দাঁড়ান। অনুমান ২০.০০ ঘটিকায় ৭-৮ জন ছিনতাইকারী একটি টেম্পো নং ঢাকা মেট্রো-ফ-১১-১৪৩১ হোটেল পূর্বাণীর সামনে দিয়ে পূর্ব দিকে যাওয়ার সাথে সাথে সার্জেন্ট আনোয়ার টেম্পোটি থামানোর সংকেত দেন। সাথে সাথে চালক টেম্পো না থামিয়ে বিপরীত দিকে ঘুরে বিমান অফিসের সামনে দিয়ে উত্তর দিকে ঘুরলে হোটেল পূর্বাণীর সামনে অবস্থানরত সার্জেন্ট আহাদ চলন্ত টেম্পোতে উঠে পড়েন এবং সেখানে দণ্ডায়মান নাজমা কনস্ট্রাকশন-এর সুপারভাইজার সোহেল সার্জেন্ট আহাদকে সাহায্য করার জন্য টেম্পোর সামনের সিটে উঠে পড়েন। টেম্পোর চালক টেম্পো না থামিয়ে বিমান অফিসের সামনে দিয়ে জনতা ব্যাংক-এর ভবনের পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে শাপলা চত্বরের দিকে যেতে থাকে। তখন বাদী ও পিআই সাহেব টেম্পোর পিছু ধাওয়া করতে থাকেন। ইতোমধ্যে শাপলা চত্বরের অনুমান ২০০ গজ পশ্চিমে বাদীসহ পিআই সাহেব দেখতে পান টেম্পোর ভিতরে থাকা দুষ্কৃতকারীরা সার্জেন্ট আহাদকে মারধর করছে। বাদীসহ পিআই কাছাকাছি পৌছলে অনুমান ২০.১০ ঘটিকার সময় টেম্পোর ভিতরে থাকা দুষ্কৃতকারীরা সার্জেন্ট আহাদকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলন্ত টেম্পো হতে রাস্তায় ফেলে দেয় এবং সামনের সিটে বসা সার্জেন্ট আহাদকে সাহায্যকারী সোহেলকেও টেম্পো হতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। তখন উপস্থিত জনতা তাদের ধাওয়া করলে দুষ্কৃতকারীরা টেম্পো ফেলে এলোপাতাড়িভাবে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এরপর বাদী সার্জেন্ট আহাদ সাহেবের কাছে পৌছে দেখতে পান যে, তার মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়ে নাক, কান দিয়ে অনবরত রক্ত ঝরছে। বাদী বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে বেতারযোগে পুলিশ কন্ট্রোল রুমসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন এবং সার্জেন্ট আহাদের অবস্থা খুবই সংকটজনক দেখে তাৎক্ষণিকভাবে টেক্সিযোগে পুলিশ হাসপাতালে পৌছলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পিজি হাসপাতালে রেফার করে। পিজি হাসপাতালে পৌছলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সার্জেন্ট আহাদের অবস্থার অবনতি দেখে সিএমএইচ হাসপাতালে রেফার করে। এরপর সিএমএইচ-এর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে জরুরি চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় অনুমান রাত ২২.১০ ঘটিকার সময় সার্জেন্ট আহাদ মৃত্যুবরণ করেছেন বলে কর্তব্যরত ডাক্তার জানান। বাদী তার লাশ ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পান যে, তার বুকের বাম পার্শ্বে দুইটি চাপা জখমের চিহ্ন আছে এবং বাম হাতের কব্জির উপর ও অনামিকা আঙুলে জখমের চিহ্নসহ মাথার পিছনে জখমের চিহ্ন আছে। অজ্ঞাতনামা টেম্পো চালকসহ টেম্পোতে থাকা ৭-৮ জন দুষ্কৃতকারী সার্জেন্ট আহাদকে সরকারি কাজে বাধাদান, মারপিট, গুরুতর জখম করে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলন্ত টেম্পো হতে রাস্তায় ফেলে দিয়ে হত্যা করায় উক্ত টেম্পোর চালকসহ ৭-৮ জন দুষ্কৃতকারীরা দঃ বিঃ ৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০২/৩৪ ধারায় অপরাধ করায় এসআই মেজবাহ উদ্দিন নিজে বাদী হয়ে মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অভিযোগ দাখিল করলে থানার কর্তব্যরত অফিসার এসআই মাঈন উদ্দিন এই মামলা রুজু করেন এবং ওসি সাহেবের হাওলা মতে, এসআই জালাল উদ্দিন মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করেন।

জব্দকৃত আলামতের বর্ণনা: তদন্তকারী অফিসার তদন্তের সময় নিম্নলিখিত মালামাল সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ করেন এবং এই মামলার আলামত হিসেবে গণ্য করেন।

- একটি আগুনে পোড়া বেবিট্যাক্সি নং-ঢাকা-ফ-১১-১৪৩১। এই টেম্পোটি ছিনতাইকারীরা ছিনতাই কাজে ব্যবহার করত।
- একটি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্জেন্টের ইউনিফরমের হাফহাতা জামা রক্তমাখা যাতে নেম প্লেট 'আহাদ' লেখা, শোল্ডারে ২টি করে ৪টি পুলিশ বাংলায় লেখা, বাম হাতার উপরে ১টি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিপ সাইন এবং ডান পার্শ্বে কলার হতে হাতা পর্যন্ত কাটা।
- একটি খাকি রঙের সুতি রক্তমাখা ফুলপ্যান্ট।
- একটি সুতি ছাই রঙের রক্তমাখা জাঙ্গিয়া কাটা।
- প্যান্টের পিছনের বাম পকেটে থাকা সাদা রঙের ডাস্টার ক্লথের রুমাল।
- একটি সবুজ রঙের ছোট চিরুনি। উল্লিখিত ইউনিফর্ম ও কাপড়-চোপড় সার্জেন্ট আহাদ পরিহিত ছিলেন।

থানা পুলিশের তদন্ত

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মতিঝিল থানার নির্দেশে এসআই জালাল উদ্দিন মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। তদন্তকালে এসআই জালাল উদ্দিন মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র সূচি ব্যাখ্যাসহ তৈরি করেন। তদন্তকারী অফিসার মামলার তদন্তকালে কয়েকজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দি কাঃ বিঃ আইনের ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করেন এবং ঘটনাস্থল হতে অপরাধে ব্যবহৃত টেম্পোটি আলামত হিসেবে জব্দ করে হেফাজতে নেন। তিনি তদন্তকালে সর্বমোট ১৬ (ষোলো) জন আসামিকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করেন। আসামিদের বিভিন্ন সময় রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

এই মামলাটি ছিনতাইকারী কর্তৃক টেম্পো ব্যবহার করে সার্জেন্ট আহাদকে হত্যা মামলা। ঘটনার পূর্বে বেশ কিছুদিন যাবৎ স্টেডিয়াম এলাকা হতে মুগদা যাওয়ার পথে টেম্পোতে প্রায়ই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটত। এই ছিনতাইয়ের ঘটনাকে দমন করার জন্য পূর্বাণী হোটেলের সামনে বলাকা এলাকায় সার্জেন্ট আহাদসহ বেশ কিছু পুলিশ ছিনতাই প্রতিরোধের জন্য ওঁত পেতে ছিলেন। ছিনতাইকারীরা মামলার ঘটনার সময় তাদের একটি টেম্পোতে মতিঝিল এলাকার বলাকার সামনে উপস্থিত হলে সার্জেন্ট আহাদসহ অন্যান্য পুলিশকে ডিউটিরত দেখিয়া টেম্পো ঘুরিয়ে অন্যদিকে যাওয়ার সময় সার্জেন্ট আহাদ পিছন দিক দিয়ে টেম্পোতে উঠে পড়েন। তখন ছিনতাইকারীরা উপায়ান্তর না দেখে সার্জেন্ট আহাদকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে এবং হত্যার উদ্দেশ্যে ধাক্কা দিয়ে টেম্পো হতে ফেলে দেয়। গুরুতর জখমপ্রাপ্ত হয়ে সার্জেন্ট আহাদ পরবর্তীতে হাসপাতালে মারা যান। স্থানীয় জনগণ টেম্পোটিকে ধাওয়া করলে ছিনতাইকারীরা মতিঝিল শাপলা চত্বরের কাছে টেম্পোটি রেখে পালিয়ে যায়। অতঃপর স্থানীয় লোকজন টেম্পোটিকে পুড়িয়ে দেয়। থানা পুলিশ প্রাথমিক পর্যায়ে ওই টেম্পোটি জব্দ করে এবং মামলার মূল আলামত হিসেবে টেম্পোটির রেজিস্ট্রেশন, চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বরের সূত্র ধরে তদন্ত আরম্ভ করে। এসআই জালাল উদ্দিন এর তদন্তকালে রেজিস্ট্রেশন মোতাবেক টেম্পোর মালিক মজিবর রহমানকে শনাক্ত করেন এবং মালিকের জবানবন্দি অনুযায়ী টেম্পোর মূল ড্রাইভার শহিদুল, হেলপার আবুল হোসেন বাবুকে শনাক্ত করেন এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করেন। মূল ড্রাইভার শহিদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে, ঘটনার দিনের প্রথম ভাগে শহিদুল ইসলাম শহিদুল গাড়িটি হেলপার বাবুসহ চালিয়েছিল। দিনের দ্বিতীয় ভাগে বিকেল বেলায় বদলি ড্রাইভার জাকির ও হেলপার রব গাড়ি চালায়। এসআই জালাল ঘটনায় জড়িত সন্দিগ্ধ হিসেবে ঘটনার ১ দিন পর ২৯/১০/৯৯ তারিখ তাদের গ্রেপ্তার করেন। তাদেরকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাদের জবানবন্দিতে বদলি ড্রাইভার জাকির ও হেলপার রবের নাম পাওয়ার পর তাদের সম্ভাব্য ঠিকানা করাইল বস্তি এলাকায় অভিযান চালান কিন্তু তাদের ঠিকানা সংগ্রহ ও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হননি। ইতোমধ্যে ৩১/১০/৯৯ তারিখ এসআই জালাল তার নিয়োজিত গুপ্তচরের মাধ্যমে গোপন সূত্রে সংবাদ পান যে মজিদ, হাফিজুর ও দিপুগণ মামলার ঘটনায় জড়িত আছে। কারণ তারা মতিঝিল এলাকার চিহ্নিত ছিনতাইকারী দলের সদস্য। অতঃপর তিনি সোর্সের দেখানো মতে তাদেরকে গ্রেপ্তার করেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, মামলার মূল সূত্র সিএনজি। সিএনজি সূত্র

ধরে তদন্তে অগ্রসর না হয়ে হঠাৎ করে সোর্সের সংবাদের ভিত্তিতে উপরি-উক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়, যা তদন্তের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক ভুল ছিল।

আবার দেখা যায় একইভাবে ১২/১১/৯৯ তারিখ কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এবং সঠিক শনাক্ত না করে তদন্তকারী অফিসার সন্দেহবশত বিভিন্ন টিমের মাধ্যমে সন্দিগ্ধ আসামি জাকির @ কাঙ্গালী জাকির, পিতা মৃত মোসলেম, সাং-দীঘলী, থানা-লৌহজং, জেলা মুন্সীগঞ্জ, বর্তমান ঠিকানা সিপাহীবাগ, কালু হাজির বস্তি, থানা-খিলগাঁও, ঢাকাসহ আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন। তাদেরকে কীসের ভিত্তিতে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট নয়। ধৃত আসামি কাঙ্গালী জাকিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে ঘটনায় জড়িত মর্মে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। ১৭/১১/৯৯ তারিখের কেস ডায়েরিতে দেখা যায়, আইও তার জবানবন্দির সঠিকতা যাচাই-বাছাই না করে আদালতে লিপিবদ্ধ করান। এখানে এই কাঙ্গালী জাকির মামলা টেম্পোর ড্রাইভার ছিল কি না, এই সম্পর্কে টেম্পোর মালিক বা পূর্বের ধৃত ড্রাইভার শহিদুল ইসলাম এবং হেলপার বাবুল হোসেনের কোনো মতামত নেয়া হয় নি। উক্ত কাঙ্গালী জাকির তার জবানবন্দিতে আরো যে সমস্ত আসামির নাম প্রকাশ করেছে, তাদের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করেন নি। ফলে মামলার তদন্ত আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই।

সিআইডির তদন্তঃ

মামালার তদন্তে অগ্রগতি না হওয়ায় প্রায় ৩ মাস পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশ মোতাবেক মামলার তদন্তভার সিআইডি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আমার উপর তদন্তভার ন্যস্ত করলে আমি ৫-৬-২০০০ ইং তারিখ তদন্তভার গ্রহণ করি। তদন্তকালে পূর্বের তদন্তকারী অফিসার-এর ডকেট পর্যালোচনাসহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। এই মামলার কাঃ বিঃ আইনের ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদানকারী আসামি জাকির ওরফে কাঙ্গালী জাকির, সংশ্লিষ্ট টেম্পোর মূল ড্রাইভার ধৃত শহিদুলকে জেল গেইটে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি।

আসামি কাঙ্গালী জাকিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে এই ঘটনায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে। ধৃত আসামি ড্রাইভার শহিদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে প্রকাশ করে যে, ঘটনায় টেম্পোর ড্রাইভার সে নিজেই ছিল। ঘটনার দিন অর্থাৎ ২৮-১০-৯৯ তারিখ এই গাড়িটি ড্রাইভার জাকির হোসেন (পিরোজপুর) ও হেলপার রব (মাদারীপুর)-কে বিকেল ৩টায় মালিকের অনুমতি ছাড়াই সে চালাতে দেয়। তারা ওই টেম্পো নিয়ে রাতে আর ফিরে আসে নি। এই গাড়ির সাহায্যে সার্জেন্ট আহাদকে হত্যা করা হয়েছে। সে আরো প্রকাশ করে যে, পূর্বে উল্লিখিত কাঙ্গালী জাকির এই ঘটনায় জড়িত প্রকৃত জাকির নয়। সে আরো প্রকাশ করে যে, উক্ত জাকির হোসেন (পিরোজপুর) উক্ত রবের সহায়তায় টেম্পো নং-ঢাকা মেট্রো ফ-১১-০৭৭৪ (যার মালিক সাব্বির আলী, পিতা মীর হায়দার আলী, সাং ৭/১৮ পল্লবী বর্তমানে ৯/৭ পল্লবী মিরপুর, ঢাকা ফোন-৮০১১৮৬) নিয়ে ২০-১০-৯৯ ইং তারিখ ছিনতাই করার পর ছিনতাই-এ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মোঃ মামুন খান, পিতা বদরুদ্দোজা খান, সাং-গহরডাঙ্গা, থানা-টুঙ্গিপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ বর্তমানে প্রোপ্রাইটার খান ফ্যাশন, ৬৭ হাজী জলিল খান প্লাজা, টঙ্গীবাজার, গাজীপুর ওই গাড়ির শেষ নম্বর ৭৪ উল্লেখ করে এজাহার দায়ের করে যা তেজগাঁও থানার মামলা নং-৭৩ তাং ২০-১০-৯৯ ধারা ৩৪১/৩৭৯ রুজু হয়। পরবর্তীতে উক্ত মামলা তদন্তকালে গাড়ির নম্বর ঢাকা মেট্রো ফ-১১-০৭৭৪ প্রকাশ পায় এবং গাড়িটি থানা পুলিশ জব্দ করে। উক্ত আসামি শহিদুলের দেওয়া তথ্যানুয়ায়ী তেজগাঁও থানার উপরি-উক্ত মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা করি এবং টেম্পো নং-ঢাকা মেট্রো-১১-০৭৭৪-এর মালিক সাব্বির আলী, পিতা-মীর হায়দার আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। তখন তারা ছিনতাই হওয়ার কারণে তাদের গাড়ির বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার কথা প্রকাশ করেন। তাদের নিকট হইতে টেম্পোর ড্রাইভার জাকিরের পূর্ণ পরিচয় যথাঃ মোঃ জাকির হোসেন, পিতা-কাঞ্চন আলী, মাতা-আমেনা বেগম, সাং-বাদুরতলা, থানা-মঠবাড়িয়া, জেলা-পিরোজপুর, বর্তমানে ২৬১-২৬২ 'দ' ব্লক, থানা-পল্লবী, ঢাকার নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়। সেই মোতাবেক তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে স্বীকার করে যে, তার টেম্পো নং-ঢাকা মেট্রো-ফ ১১-০৭৭৪ তার সহযোগী আলাউদ্দিন, লাল ভাই, ফইরা বাচ্চু, তালেব রানা, জীবন, শাহ আলম, খোকন, মনির, কবির, নিশান ছিনতাইয়ের জন্য তার হেলপার রবসহ নিয়ে যায়। ইং ২০/১০/৯৯ তারিখ ছিনতাইয়ের কারণে তার গাড়ির বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় উপরি-উক্ত মামলা হওয়ায় সে পালিয়ে যায় এবং দাড়ি রেখে ভুয়া হোসেন নামে ভুয়া ড্রাইভার লাইসেন্স নিয়ে অন্য গাড়ি চালাতে থাকে। তার নিজের উপরি-উক্ত গাড়ি পুলিশ কর্তৃক আটক হওয়ার পর এই মামলার ঘটনার দিন

অর্থাৎ ২৮-১০-৯৯ তারিখ সে তার হেলপার রবের মাধ্যমে পূর্বে বর্ণিত শহিদ ড্রাইভারের টেম্পো নং-ঢাকা মেট্রো ফ-১১-১৪৩১ নিয়ে এই মামলার ঘটনায় ছিনতাইয়ের জন্য সঙ্গীয় ছিনতাইকারীদের দেয়।

জাকির হোসেন ওরফে কানা জাকির, পিতা-মৃত শেখ মোহাম্মদ আলী, মাতা জহুরা খাতুন, সাং-কুমারভোগ, বর্তমানে প্রযত্নে খোরশেদ শেখ, সাং-উত্তর কুমারভোগ, থানা-লৌহজং, জেলা-মুন্সীগঞ্জ নিজে ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট টেম্পোটি চালাচ্ছিল উল্লেখপূর্বক সহযোগী সকলের নাম প্রকাশ করে বিস্তারিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে, যা আদালতে বিচারিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, পুলিশ কর্তৃক ধৃত আসামি কানা জাকিরের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানায়। ইতোপূর্বে থানা পুলিশ কর্তৃক কাঙ্গালী জাকির বলে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, গ্রেপ্তারের সময় তার বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানায় উল্লেখ আছে কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে কাঙ্গালী জাকির বলে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানায় নয়।

উক্ত কানা জাকির-এর জবানবন্দি মোতাবেক আসামি তালেব হোসেন রানাকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে নিজে সার্জেন্ট আহাদকে লাথি মেরে ফেলে দেয় বলে স্বীকার করে। তার স্বীকারোক্তি ও কানা জাকিরের স্বীকারোক্তিতে প্রায় হুবহু মিল পাওয়া যায়। তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও আদালতে বিচারিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আসামি কানা জাকির তার স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ করে যে, ঘটনার পর সে তার সহযোগী আসামি ফইরা বাচ্চুর বাসায় যায় এবং সেখান থেকে ফইরা বাচ্চুর বোন জামাই আজিজকে ঘটনার খবর নিয়া বিস্তারিত জানাতে বলে। আজিজ পরিস্থিতি জেনে তাদের জানায়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আজিজকে গ্রেপ্তার করলে সেও উক্ত ঘটনার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি প্রদান করে। আসামি জাকির হোসেন ওরফে কানা জাকির, তালেব রানা ওরফে তালেব রানা ও আঃ আজিজদের স্বীকারোক্তিতে আসামি (১) জাকির পিতা-কাঞ্চন আলী, মাতা-আমেনা বেগম, সাং-বাদুরতলা, থানা-মঠবাড়িয়া, জেলা-পিরোজপুর। বর্তমানে-২৬১-২৬২ 'দ' ব্লক, থানা-পল্লবী, ঢাকা, (২) সৈয়দ লাল মিয়া, পিতা-মোঃ মনসুর আলী, মাতা-আমেনা বেগম, সাং-বড়কাটোলা, থানা-বাজিতপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ। বর্তমানে ও/১২ নুরজাহান রোড, থানা-মোহাম্মদপুর, ঢাকা, (৩) মোঃ জাকির হোসেন ওরফে কানা জাকির, পিতা-শেখ মোহাম্মদ আলী, মাতা-জহুরা খাতুন, সাং-কুমারভোগ, প্রযত্নে খোরশেদ শেখ, সাং-উত্তর কুমারভোগ, থানা-লৌহজং, জেলা-মুন্সীগঞ্জ বর্তমানে গোলাপবাগ, থানা-ডেমরা, ঢাকা (৪) মোঃ তালেব হোসেন রানা ওরফে তালেব রানা ওরফে ঢাকার বাদশা, পিতা-মৃত জয়নাল আবেদীন, মাতা-মৃত রওশনারা বেগম, সাং-চাইল্লা (পাতারহাট), থানা-মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা-বরিশাল (যাচাই হয় নাই), বর্তমানে ৩০/কে/১ সতীশ সরকার রোড, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা (৫) আজিজুল হক ব্যাপারী ওরফে আজিজ, পিতা-ওসমান ব্যাপারী ওরফে ওসমান গণি, মাতা-মৃত রাবেয়া খাতুন, সাং-পূর্ব নাগেরহাট, থানা-লৌহজং, জেলা-মুন্সীগঞ্জ, বর্তমানে-৫৮ নং নারিন্দা রোড, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা, (৬) মোঃ শাহ আলম, পিতা-আঃ রব, মাতা আয়মন-বিবি, সাং-দড়িচড় মাজিয়া ওরফে চড়াকখড়িয়া, থানা-মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা-বরিশাল, বর্তমানে মজিবরের বাড়ি শ্যামপুর, (সবুজবাগ) থানা-শ্যামপুর, ঢাকা, (৭) সেলিম ওরফে নিশান, পিতা-আব্দুস ছোবহান, মাতা-মনোয়ারা বেগম, সাং-গোয়ড়ীভাঙ্গা, থানা-হোমনা, জেলা-কুমিল্লা, বর্তমানে ৯৭ উত্তর বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা, (৮) মোঃ কবির, পিতা-মৃত ইকবাল হোসেন ওরফে মোসলেম, মাতা-আসিয়া খাতুন, সাং-ঝাউতলা, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-বরিশাল, বর্তমানে পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, থানা-ডেমরা, ঢাকা, (৯) মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিতা-মোঃ সেলিম, সাং-সিঙ্গাইরমুড়ি, থানা-নড়িয়া, জেলা-শরীয়তপুর। বর্তমানে ১৮২ দক্ষিণ পীরেরবাগ, হানিফ পাটোয়ারীর বাড়ি, থানা-মোহাম্মদপুর, ঢাকা (১০) রব, পিতা-মৃত কাদির, মাতা-কাঞ্চন, সাং-উত্তর বাঁশকান্দি, থানা-শিবচর, জেলা-মাদারীপুর। বর্তমানে কড়াইল বস্তি প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ১ নং ইউনিট, গুলশান-এর সামনের বাড়ি, (১১) বাচ্চু বেপারী ওরফে ফইরা বাচ্চু, পিতা-মৃত আরশেদ বেপারী, সাং-ঝাউদি, থানা ও জেলা-মাদারীপুর, বর্তমানে ৫৮ নং নারিন্দা রোড, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা, (১২) আলাউদ্দিন, পিতা-মৃত আফেজ উদ্দিন হাওলাদার, সাং-বাকেরকাঠি খেজুরতলা, থানা-বাকেরগঞ্জ, জেলা-বরিশাল, (১৩) খোকন, পিতা-সাং-থানা-জেলা-অজ্ঞাত, (১৪) জীবন পিতা-সাং-থানা-জেলা-অজ্ঞাত, (১৫) মনির, পিতা-সাং-থানা-জেলা-অজ্ঞাতদের নাম প্রকাশ পায়।

টেম্পো নম্বর মেট্রো ফ-১১-১৪৩১-এর মালিক মজিবর ও তার পার্টনার হুমায়ুন কবির ও ধৃত ড্রাইভার শহিদুল হক, টেম্পো নম্বর মেট্রো-ফ-১১-০৭৭৪-এর মালিক মীর ছাব্বির ও তার পিতা-মীর হায়দার আলী, তেজগাঁও থানার

মামলা নং-৭৩(১০)৯৯-এর এজাহারকারী মোঃ মামুন খানদের দেয়া তথ্য ও ধৃত আসামি জাকির হোসেন, ধৃত আসামি কানা জাকির, লাল ভাই, তালেব রানা, আঃ আজিজের জবানবন্দিগুলির একে-অন্যের সাথে মিল আছে।

থানা পুলিশ তদন্তকালে ঘটনায় জড়িত সন্দিগ্ধ হিসেবে ১৬ (ষোলো) জনকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তের প্রথম অবস্থায় ঘটনায় ব্যবহৃত টেম্পো ড্রাইভার শহিদুলকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। শহিদুলকে জিজ্ঞাসাবাদে উপরে বর্ণিত ড্রাইভার জাকির হোসেন, পিতা-কাঞ্চন আলী ও হেলপার আঃ রব তার টেম্পো নিয়ে যায় বলে প্রকাশ করে। কিন্তু থানার এসআই জালাল উক্ত প্রকৃত জাকিরকে গ্রেপ্তার না করে জাকির হোসেন ওরফে কাঙ্গালী জাকির, পিতা আঃ আজিজকে সঙ্গীয় আরো কয়েকজনসহ গ্রেপ্তার করেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত কাঙ্গালী জাকির এই ঘটনায় জড়িত নয়। কিন্তু কাঙ্গালী জাকির প্রকৃত আসামিদের বাদ দিয়ে অন্যদের নাম প্রকাশ করে নিজে ঘটনায় জড়িত থাকার কথা বলে প্রথমে থানায় ও পরে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রকাশ করে এবং প্রকৃত আসামিদের বাঁচাবার চেষ্টা করে। আসামি কাঙ্গালী জাকির একজন খারাপ প্রকৃতির লোক বলে প্রকাশ করা হয়। সে প্রথমে তার ভুল ঠিকানা প্রদান করে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘটনাকে অন্যদিকে প্রবাহিত করিয়া প্রকৃত আসামিদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আদালতে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে দঃ বিঃ আইনের ২০১ ধারার অপরাধ করেছে।

তদন্তের ফলাফল

আমার তদন্ত প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে আসামি ১. জাকির, পিতা-কাঞ্চন আলী, মাতা-আমেনা বেগম, সাং-বাদুরতলা, থানা-মঠবাড়িয়া, জেলা-পিরোজপুর। বর্তমানে ২৬১-২৬২ 'দ' ব্লক, থানা-পল্লবী, ঢাকা। ২. সৈয়দ লাল মিয়া, পিতা-মোঃ মনসুর আলী, মাতা আমেনা বেগম, সাং-বড়কাটোলা, থানা-বাজিতপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ। বর্তমানে ও/১২ নুরজাহান রোড, থানা-মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ৩. মোঃ জাকির হোসেন ওরফে কানা জাকির, পিতা-শেখ মোহাম্মদ আলী, মাতা-জহুরা খাতুন, সাং-কুমারভোগ, প্রযত্নে-খোরশেদ শেখ, সাং-উত্তর কুমারভোগ, থানা-লৌহজং, জেলা-মুন্সীগঞ্জ এবং গোলাপবাগ, থানা-ডেমরা, ঢাকা। ৪. মোঃ তালেব হোসেন রানা ওরফে তালেব রানা ওরফে ঢাকার বাদশা, পিতা-মৃত জয়নাল আবেদীন, মাতা-মৃত রওশনারা বেগম, সাং-চাইল্লা (পাতারহাট), থানা-মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা-বরিশাল (যাচাই হয় নাই), বর্তমানে ৩০/কে/১, সতীশ সরকার রোড, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা। ৫. আজিজুল হক ব্যাপারী ওরফে আজিজ, পিতা-ওসমান ব্যাপারী ওরফে ওসমান গনি, মাতা-মৃত রাবেয়া খাতুন, সাং-পূর্ব নাগেরহাট, থানা-লৌহজং, জেলা-মুন্সীগঞ্জ, বর্তমানে-৫৮ নং নারিন্দা রোড, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা। ৬. মোঃ শাহ আলম, পিতা-আঃ রব, মাতা-আয়মন বিবি, সাং-দড়িচর মাজিয়া (চড়াকখড়িয়া), থানা-মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা-বরিশাল, বর্তমানে-মজিবরের বাড়ি শ্যামপুর, (সবুজবাগ) থানা-শ্যামপুর, ঢাকা ৭. সেলিম ওরফে নিশান, পিতা-আব্দুস ছোবহান, মাতা-মনোয়ারা বেগম, সাং-গোয়ড়ী ভাঙ্গা, থানা-হোমনা, জেলা-কুমিল্লা, বর্তমানে-৯৭ উত্তর বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা। ৮. মোঃ কবির, পিতা-মৃত ইকবাল হোসেন ওরফে মোসলেম, মাতা আসিয়া খাতুন, সাং-ঝাউতলা, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-বরিশাল, বর্তমানে পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, থানা-ডেমরা, ঢাকা। ৯. মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিতা-মোঃ সেলিম, সাং-সিঙ্গাইরমুড়ি, থানা-নড়িয়া, জেলা-শরীয়তপুর। বর্তমানে ১৮২ দক্ষিণ পীরেরবাগ, হানিফ পাটোয়ারীর বাড়ি, থানা-মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ১০. রব, পিতা-মৃত কাদির, মাতা-কাঞ্চন, সাং-উত্তর বাঁশকান্দি, থানা-শিবচর, জেলা-মাদারীপুর। বর্তমানে কড়াইল বস্তি প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ১ নং ইউনিট, গুলশান, ঢাকা-এর সামনের বাড়ি। ১১. বাচ্চু বেপারী ওরফে ফইরা বাচ্চু, পিতা-মৃত আরশেদ বেপারী, সাং-ঝাউদি, থানা ও জেলা-মাদারীপুর, বর্তমানে-৫৮ নং নারিন্দা রোড, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা। ১২. মোঃ আলাউদ্দিন, পিতা-মৃত আফেজ উদ্দিন হাওলাদার, সাং-বাকেরকাঠি (খেজুরতলা), থানা-বাকেরগঞ্জ, জেলা-বরিশাল, ১৩. জাকির ওরফে কাঙ্গালী জাকির ওরফে জাকির হোসেন, পিতা-মৃত আঃ আজিজ, সাং-চাউলা পট্টি কাঞ্চন কলোনী, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-দিনাজপুর, বর্তমানে সিপাহীবাগ, কালু হাজীর বস্তি, থানা-খিলগাঁও, ঢাকা। (ভুয়া ঠিকানা-জাকির ওরফে কাঙ্গালী জাকির, পিতা-মোসলেম, সাং-দিঘলী, থানা-লৌহজং, জেলা-মুন্সীগঞ্জদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ আইনের ৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০২/২০১/৩৪/১০৯ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের সকলের বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত ধারায় অভিযোগ দাখিল করা হয়।

এই মামলার কেস ডকেট এবং তদন্ত স্টাডি করে পাওয়া যায় যে, থানা পুলিশ তদন্তের প্রথম পর্যায়ে সঠিক লাইনে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে হঠাৎ করে কথিত সোর্সের তথ্যানুযায়ী ভিন্ন আসামি কাঙ্গালী জাকিরকে গ্রেপ্তার করে মামলার তদন্ত অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। ফলে একপর্যায়ে মামলার তদন্ত স্থবির হয়ে যায়। পরবর্তীতে সিআইডির তদন্তের সময় থানা পুলিশের মূল তদন্তকে কেন্দ্র করেই সঠিক আসামি শনাক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আসল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় এবং মামলায় চার্জশিট হয়। বিচারে কিছু আসামির ফাঁসির আদেশ হয় এবং কিছু আসামির বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়।

২০.২৩ সাইবার ক্রাইম কেস তদন্ত বিষয়ক নমুনা কেস স্টাডি

২০১৪ সালের অক্টোবর মাস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুগদা থানা, ডিএমপি, ঢাকার একটি পুলিশ টিম একটি স্টুডিওতে অভিযান চালিয়ে দুইটি কম্পিউটার এবং বিপুল পরিমাণ ছবি ও ভিডিও ম্যাটেরিয়াল আটক করে। ছবি ও ভিডিওতে বিভিন্ন নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত ছবি দেখা যায়, যা ব্যক্তিগত ব্যবহারের বাইরে যাওয়ার কথা নয় বলে প্রতীয়মান হয়। ধারণা করা হয় যে, স্টুডিওর একজন ব্যক্তি উক্ত স্টুডিওতে ছবি ও ভিডিও প্রিন্টিং-এর জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন ক্যামেরা, মোবাইল ও পেনড্রাইভ হতে সংশ্লিষ্ট কাস্টমারের অজান্তে এসব ডিলেটকৃত ফাইল রিকভার ও কপি করে বেআইনিভাবে ব্যবহার করছে।

স্টুডিওর মালিকপক্ষ এতে সরাসরি জড়িত নয় বলে প্রতীয়মান হলেও একজন কর্মচারী স্টুডিওতে পুলিশি অভিযানের খবর পেয়ে সেদিন আর অফিসে আসেনি। উক্ত কর্মচারী কিছুদিন আগে উক্ত স্টুডিওতে কাজে যোগদান করেছে বলে জানা যায়, কিন্তু তার সঠিক নাম-ঠিকানা বা মোবাইল নম্বর পাওয়া যায় না।

পুলিশ উক্ত জব্দকৃত আলামত আইটি ফরেনসিক, সিআইডি বরাবর বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য প্রেরণ করে। সিআইডি আইটি ফরেনসিক ইউনিট প্রেরণকৃত কম্পিউটার, ক্যামেরা, মোবাইল ও পেনড্রাইভ পরীক্ষা করে কম্পিউটার দুইটিতে ডিলেটেড ফাইল রিকভারি প্রোগ্রাম বহুল ব্যবহারের প্রমাণ পায়। প্রতি ক্ষেত্রেই ফাইল রিকভারি প্রোগ্রাম চালানোর ঠিক পূর্বে উক্ত কম্পিউটার দুইটিতে বিভিন্ন ক্যামেরা, পেনড্রাইভ ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে বলে দেখা যায়।

আইটি ফরেনসিক, সিআইডি থেকে মতামত পাওয়ার পর মুগদা থানা পুলিশের বিশেষ টিম উক্ত সন্দেহভাজন পলাতক কর্মচারীর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালালেও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মুগদা থানা পুলিশের বিশেষ টিমের বিশেষজ্ঞরা ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখে যে, প্রাপ্ত ছবিগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন ফেইক ফেসবুক আইডি তৈরি করা হয়েছে এবং কিছু কিছু ওয়েবসাইটেও কিছু কিছু ব্যক্তিগত বা আপত্তিকর ছবি আপলোড করা হয়েছে। উক্ত ফেসবুক আইডিগুলোকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করে একই বা কাছাকাছি নামের প্রকৃত ফেসবুক আইডিগুলো পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত প্রকৃত ফেসবুক আইডির মালিকদের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, জনৈক ব্যক্তি ইন্টারনেট ফোন ব্যবহার করে প্রকৃত ফেসবুক আইডির মালিকদের ফোন দিয়ে তাদের প্রকৃত নামের ফেসবুক আইডি খুলে তাতে তাদের ব্যক্তিগত ছবি আপলোড করার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে অনেক ক্ষেত্রেই বিকাশের (BKASH) মাধ্যমে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে টাকা পাওয়ার পরেও উক্ত ভুয়া আইডি ডিঅ্যাক্টিভেট না করে আরো টাকা চেয়ে ব্ল্যাকমেইল অব্যাহত রেখেছে।

উক্ত ফেইক ফেসবুক আইডিগুলো সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ফেসবুক আইডিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক পুনরায় আইটি ফরেনসিক, সিআইডি বরাবর বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। সিআইডি আইটি ফরেনসিক ইউনিট প্রেরণকৃত ফেসবুক আইডিগুলো পরীক্ষা করলে সেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে ব্যবহার করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ সম্পর্কে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ উপায়ে লিগ্যাল রিকোয়েস্ট পাঠালে মাসখানেক পরে কয়েকটি ফেইক অ্যাকাউন্টের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। সবগুলো অ্যাকাউন্টেই পাসওয়ার্ড রিকভারির জন্য একই মোবাইল ফোন সেটিংস দেয়া আছে বলে দেখা যায়।

আইটি ফরেনসিক, সিআইডি থেকে ফেসবুক আইডিগুলো ব্যবহারের স্থান (Location) ও পাসওয়ার্ড সেটিংসে ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটি পাওয়ার পর মুগদা থানা পুলিশের বিশেষ টিম সিডিআর (CDR)-এর মাধ্যমে যাচাই করে কেরানীগঞ্জ এলাকাতেই উক্ত মোবাইলটি বহুল ব্যবহারের প্রমাণ পায়। উক্ত কললিস্টের সূত্র ধরে মুগদা থানার পুলিশ পরবর্তী সপ্তাহেই উক্ত পলাতক কর্মচারীকে কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত কর্মচারী জানায় যে, স্টুডিওতে কাস্টমাররা যেসব ক্যামেরা, মোবাইল ও পেনড্রাইভ হতে ছবি প্রিন্ট করতে দেয়, তার কোনো কোনোটিতে উক্ত কাস্টমার বা তার পরিবারের লোকজনের ব্যক্তিগত অনেক ছবি থাকে, যা স্টুডিওতে প্রেরণের আগে সাধারণত কাস্টমাররা ডিলেট করে দেন। কিন্তু উক্ত কর্মচারী ফাইল রিকভারি সফটওয়্যার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্যামেরা, মোবাইল ও পেনড্রাইভ হতে এসব ডিলেটকৃত ফাইল রিকভার করে তা থেকে ব্যক্তিগত ও আপত্তিকর ছবিগুলো সংশ্লিষ্ট কাস্টমারের অজান্তে বেআইনিভাবে ব্যবহার করে ভুয়া ফেসবুক আইডি তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্ল্যাকমেইল করে।

তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত আসামির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণসহ অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

২০.২৪ নরহত্যা মামলা তদন্ত

(১) মৃত্যু কী এবং কী কারণে মৃত্যু হয় তার বর্ণনা

মানবদেহের ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের যেকোনো একটির ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হলে অপর দুইটির ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও এদের ক্রিয়াকলাপও বন্ধ হয়ে যায় যার ফলশ্রুতিতে মৃত্যু হয়।

(ক) মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ বন্ধের কারণে যে মৃত্যু ঘটে তাকে কোমা (Coma) বলে।

(খ) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপ বন্ধের কারণে যে মৃত্যু ঘটে তাকে সিনকপ (Syncop) বলে।

(গ) ফুসফুসের ক্রিয়াকলাপ বন্ধের কারণে যে মৃত্যু ঘটে তাকে এসপেক্সিয়া (Asphyxia) বলে।

(২) কীভাবে মৃত্যু হতে পারে

(ক) স্বাভাবিক মৃত্যু: যা রোগ, বার্ধক্যজনিত এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপ বন্ধের কারণে হতে পারে।

(খ) দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু: যা নানা কারণে হতে পারে।

(গ) আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু।

(ঘ) মানুষ কর্তৃক মানুষ খুন।

(৩) অপরাধজনক নরহত্যা

(ক) নরহত্যা বলতে বোঝায় মানুষ কর্তৃক মানুষ খুন। সব নরহত্যাই অপরাধজনক হত্যা নয়। যদি একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হত্যা করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে শারীরিক এমন জখম বা আঘাত করে যা মৃত্যুর কারণ হয় তা নরহত্যা। দঃ বিঃ ২৯৯ ধারা।

(খ) নরহত্যা যা অপরাধজনক হত্যা নয়। দঃ বিঃ ৩০০ ধারা। উদাহরণ:

১. চরমভাবে হঠাৎ উত্তেজিত মুহূর্তে কেহ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারাইয়া নরহত্যা করিলে।

২. সরল বিশ্বাসে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেঃ ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার প্রয়োগ করার সময় নরহত্যা করলে এবং এই অধিকার প্রয়োগের সময় আইন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার বাড়াবাড়ির মাধ্যমে নরহত্যা করলে।

৩. সরকারি কর্মচারীর আইনসম্মত ক্ষমতার বাড়াবাড়ির ফলে নরহত্যা সংঘটিত হলে।

৪. পূর্বপরিকল্পনা ব্যতীত হঠাৎ উত্তেজিত মুহূর্তে ঝগড়া-বিবাদের সময় নরহত্যা।

৫. ১৮ বছরের উর্ধ্বে মানুষ স্বেচ্ছায় কোনো মল্লযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিলে।

(৪) হত্যার জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি বা উপায় গ্রহণ করা হয়

(ক) জখম বা আঘাত করে। যেমন: ১. বন্দুকের গুলির আঘাত, ২. কাটা জখম, ৩. থেঁতলানো জখম, ৪. ফোলা জখম, ৫. ছিদ্র জখম ইত্যাদি। এই সমস্ত জখম প্রধানত আগ্নেয়াস্ত্র, দা, ছোরা, চাকু, লেজা, বল্লম, সড়কি, লাঠি, লোহার রড, নানা প্রকার কঠিন বস্তু দ্বারা করা হয়।

(খ) ফুসফুসের ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে। যথা: ১. গলায় দড়ি দিয়ে, ২. গলা চেপে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে, ৩. পানিতে ডুবিয়ে এবং আরো নানা প্রকারে।

(গ) বিষ প্রয়োগ করে।
(ঘ) আগুনে পুড়িয়ে।
(ঙ) কোন বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে রেখে ইত্যাদি।

(৫) হত্যা মামলার তদন্ত পদ্ধতি

অপরাধ তদন্ত একটি কলা/শিল্প যা নির্ভর করে সমাজ, জনসাধারণের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক এবং তদন্তকারী অফিসারের তদন্ত পদ্ধতির উপর। রহস্যাবৃত অজানা ঘটনাবলি উন্মোচন করার জন্য একজন অপরাধ তদন্তকারী অফিসারকে পেশাগত ও বাস্তব জ্ঞানে ঋদ্ধ হতে হবে। তদন্তের সময় মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক ঘটনার তিনটি পর্যায় থাকে। যেমন: ১. ঘটনার পূর্বে, ২. ঘটনার সময়, ৩. ঘটনার পর। এই তিনটি পর্যায়কে মাথায় রেখে তদন্তকাজ চালাতে হবে। সফল তদন্তের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নিতে হবে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

(ক) এজাহার

আইনানুগভাবে পিআরবিকে অনুসরণ করে যথাযথভাবে এজাহার লিপিবদ্ধ করতে হবে। এজাহার লিপিবদ্ধ করার সময় নিম্নের বিষয়গুলো অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে:

- বাদী/সংবাদদাতার মৌখিক জবানবন্দি মোতাবেক ওসি অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার নিজ হাতে এজাহার লিপিবদ্ধ করবেন। কোনো কারণে লিখিত এজাহারও গ্রহণযোগ্য। তবে তদন্তের সময় বাদী/সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এজাহারের বাইরে নতুন তথ্য প্রদান করলে তা জবানবন্দি আকারে পুনরায় লিখে নিতে হবে।
- ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- ঘটনার প্রকৃতি ও সংশ্লিষ্ট ধারা এজাহারের ফর্মে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- অপরাধীর অনুসৃত অপরাধ প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- অপরাধীর শারীরিক ও পোশাকের বর্ণনা যদি পাওয়া যায় তা নিতে হবে।
- ঘটনাস্থলে অপরাধীর আগমন ও নির্গমনের পথ উল্লেখ করতে হবে।
- হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রের বর্ণনা দিতে হবে।
- লাশের শরীরের জখমের বর্ণনা উল্লেখ করতে হবে।
- অপরাধী কর্তৃক ঘটনাস্থলে ফেলে যাওয়া বস্তুগত সাক্ষ্যের বর্ণনা থাকতে হবে।
- আসামি চিনে থাকলে তা দেখার বর্ণনা, যেমন: অন্ধকারে চিনে থাকলে, কীসের আলোতে চিনল তা উল্লেখ করতে হবে। আবার কণ্ঠস্বরে চিনল কি না তা উল্লেখ করতে হবে।
- হত্যাকাণ্ডের সময় কোনো মালামাল চুরি, লুট করে থাকলে তার পূর্ণ বর্ণনা শনাক্তকরণ চিহ্নসহ উল্লেখ করতে হবে।
- হত্যাকাণ্ডের সময় ধর্ষণ বা অন্য কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে।
- অপরাধীর সহায়তাকারীর নাম পাওয়া গেলে তা উল্লেখ করতে হবে।
- প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বা ঘটনার পর যারা ঘটনা জ্ঞাত হয়েছেন তাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ইত্যাদির বর্ণনা থাকতে হবে।
- মামলা রুজুর বিলম্বের কারণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

(খ) রেকর্ড পর্যালোচনা

- ইতোপূর্বে একই ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকলে সেই ঘটনার রেকর্ড পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় নোট নিতে হবে।

(গ) প্রস্তুতি

ঘটনাস্থলে রওনা হওয়ার পূর্বে নিম্নের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে:

- ঘটনাস্থল Protect করার জন্য ফিতা সঙ্গে নিতে হবে।
- আলামত সংগ্রহ করার জন্য Kit Box সাথে নিতে হবে। সিআইডির ক্রাইমসিন ভ্যানের সহায়তা নিতে হবে।
- সংগৃহীত আলামত সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিতে হবে।
- ডিএনএ Profile-এর জন্য আলামত সংগ্রহের প্রয়োজনে সিআইডির ডিএনএ ল্যাবের জনবলের জন্য যোগাযোগ করতে হবে।
- সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে যত দ্রুত সম্ভব ঘটনাস্থলে পৌছাতে হবে।

(ঘ) ঘটনাস্থল

- সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছাতে হবে এবং ঘটনাস্থলের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।
- সুশৃঙ্খলভাবে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। মৃতদেহের যাবতীয় বর্ণনাসহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনাও নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করতে হবে।
- সুরতহাল তৈরি করার পূর্বে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থানের আলোকচিত্র, ভিডিও সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রাসঙ্গিক বস্তুগত প্রমাণাদি সংগ্রহ ও জব্দ করতে হবে।
- মৃতদেহসহ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থানের আলোকচিত্র নিতে হবে।
- নিহত ব্যক্তি অজ্ঞাত হলে তা শনাক্তকরণের জন্য নিম্নের ব্যবস্থাদি নিতে হবে:
  (ক) মৃত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ শনাক্তকরণ চিহ্নসহ লিপিবদ্ধ করতে হবে।
  (খ) দশ আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করতে হবে এবং সিআইডির অঙ্গুলাঙ্ক শাখায় শনাক্ত করার জন্য পাঠাতে হবে।
  (গ) লাশের সাথে প্রাপ্ত অন্যান্য মালামালের বিস্তারিত বর্ণনাসহ জব্দ করতে হবে।
  (ঘ) ছবি নিয়ে পত্রিকা এবং সিআইজিতে প্রকাশ করতে হবে।
  (ঙ) দাঁত সম্পর্কিত আলামত সংগ্রহ করতে হবে।
  (চ) কঙ্কাল পরীক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে।
  (ছ) জন্ম দাগ বা কোনো ট্যাটুস মার্ক থাকলে উল্লেখ করতে হবে।
  (জ) ডিএনএ প্রোফাইল সংগ্রহ করতে হবে।

(ঙ) সাক্ষ্য সংগ্রহ

- ঘটনাস্থল ও আশপাশ এলাকার সকল পর্যায়ের লোকজনকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জবানবন্দি নিতে হবে এবং প্রাপ্ত জবানবন্দি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করতে হবে। সাক্ষীদের জবানবন্দি পরস্পর মিল আছে কি না তা নির্ণয় করতে হবে।
- ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় লাশ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানেই হত্যা করা হয়েছে নাকি অন্যত্র হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে।
- মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করার ব্যবস্থা নিতে হবে (যদি প্রয়োজন হয়)।
- সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদকালে নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে:

  (ক) কে: কে ঘটনায় জড়িত? কে কী করেছিল? কে কী গুরুত্বপূর্ণ কী দেখেছে বা শুনেছে?

  (খ) কখন: কখন ঘটনা ঘটেছে? কখন ঘটনা জানাজানি হয়েছে? কখন পুলিশকে জানানো হয়েছে? ভিকটিমকে সর্বশেষ কখন দেখা গেছে?

  (গ) কোথায়: কোথায় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে? ঘটনার সময় ভিকটিম কোথায় ছিল? সাক্ষী কোথায় ছিল? সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে সর্বশেষ কোথায় দেখা গেছে? মালামাল কোথা হতে নেয়া হয়েছে?

(ঘ) কীভাবে: কীভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে? আসামি/সন্দিগ্ধ ব্যক্তি কীভাবে ঘটনাস্থলে ঢুকেছে? সন্দিগ্ধ ব্যক্তি বা আসামি কীভাবে বাইরের হয়ে গেল? কতজন লোক ঘটনায় জড়িত? কী পরিমাণ টাকা বা সম্পদ লুট করা হয়েছে?

(ঙ) কেন: কেন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে? পুলিশকে জানাতে বেশি সময় কেন নেয়া হলো (Cause of delay lodging FIR)? কেন ওই ব্যক্তিকে আঘাত করা হলো? কেন অপরাধী এই পদ্ধতিতে অপরাধ সংঘটন করল?

(চ) কী সংঘটিত হয়েছে: কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে? অপরাধ সংঘটনের কারণ কী? কী যানবাহন ব্যবহার করা হয়েছে?

(চ) হত্যার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো

- প্রতিশোধমূলক
- দুই পক্ষের মধ্যে বংশগত শত্রুতা
- ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা
- খেয়ালবশত
- আর্থিক লাভের জন্য
- দেওয়ানি সংক্রান্ত মামলার শত্রুতা (Civil Suit)
- যৌন সুখ লাভ সংক্রান্ত
- ধর্ষণকাম ব্যতীত যৌনকর্মের জন্য
- নৈতিক স্খলনের কারণে
- মানসিক ভারসাম্যহীনতা বা পাগল
- আত্মরক্ষার জন্য
- সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য
- হঠাৎ উসকানি দানের কারণে উত্তেজনাবশত খুন। ইত্যাদি করণে খুন সংঘটিত হতে পারে। তদন্তের সময় অবশ্যই হত্যার মোটিভ নির্ণয় করতে হবে।

(ছ) হত্যা মামলা উদ্‌ঘাটনের জন্য যা করণীয়

- হত্যা মামলার ঘটনা উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রথমেই ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত লাশের সুরতহাল তৈরি করার সময় ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত বিভিন্ন আলামত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে ভালোভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত আলামতেই মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা।
- নিহত ব্যক্তির জীবনচরিত ভালোভাবে জানতে হবে। ইতোপূর্বে নিহত ব্যক্তির কোনো মামলা বা জিডি আছে কি না, তা জানতে হবে।
- হত্যা মামলায় হত্যা-সংক্রান্ত তথ্যের উৎস জানতে হবে (Sources of information). অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সম্ভাব্য উৎসের সন্ধান করতে হবে। যেমন:

  (ক) নিহত ব্যক্তি ইতোপূর্বে থানা, কোর্ট বা অন্যত্র কোনো তথ্য রেখে গেছে কি না, তা সন্ধান করা।

  (খ) নিহত ব্যক্তির বিষয়ে কোনো সময় কোনো সালিশ বৈঠক ইত্যাদি হয়েছে কি না?

  (গ) নিহত ব্যক্তি কোনো সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের সদস্য কি না? ইত্যাদি।

  (ঘ) ময়নাতদন্তকালে তদন্তকারী/সুরতহাল তৈরিকারী মর্গে উপস্থিত থেকে জখমের বর্ণনাসহ কোনো খুন-জখম বা আঘাত বা অন্য কোনো কারণে মৃত্যু হয়েছে তা জানতে হবে। সুরতহাল এবং ময়নাতদন্তের বর্ণনার সাথে কোনো পার্থক্য থাকলে তা সমাধানের চেষ্টা করা।

ময়নাতদন্তকারীকে ডাক্তারের কাছ থেকে নিচের বিষয়গুলো জেনে নিতে হবে:

১. কোন জখমটি গুরুতর ছিল?

২. জখমের সময় মৃত ব্যক্তি কোন অবস্থায় ছিল?

৩. কোন দিক হতে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিল?

৪. ধস্তাধস্তি হয়েছিল কি না?
৫. ধর্ষণের আলামত আছে কি না?
৬. লাশ টেনে আনার কোনো চিহ্ন আছে কি না?
৭. কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে?
৮. মৃত ব্যক্তি মাদক ব্যবহার করেছিল কি না?
৯. মৃত ব্যক্তি কোনো ঔষধ সেবন করেছিল কি না?
১০. শরীরে বাইরের কোনো বস্তু পাওয়া গেছে কি না? ধর্ষণের ঘটনায় Spermatoza পাওয়া গেছে কি না?
১১. বুলেট, ছুরি ইত্যাদি কোনো কিছুর অংশ শরীরে ছিল কি না?
১২. মৃত্যুর সময়কাল।

(জ) আসামি গ্রেপ্তার করা

- জড়িত আসামি বা সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং তাদের দখলে থাকা আলামত বা লুণ্ঠিত/চোরাই মালামাল উদ্ধার করা। দ্রুত ধৃত আসামি বা সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা।
- স্বীকারোক্তি: কোনো আসামি স্বীকারোক্তি প্রদান করলে তা পিআরবি ২৮৩ অনুযায়ী যথাযথ যাচাইপূর্বক বিচারিকভাবে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। হত্যার সময় আসামির অবস্থান যাচাই করতে হবে।
- আসামিকে প্রয়োজনবোধে শনাক্তকরণ মহড়ায় উপস্থাপন করতে হবে।
- আসামির প্রকৃত নাম-ঠিকানা যথাযথভাবে তাৎক্ষণিক যাচাই-বাছাই করা। যাচাই না হলে আদালতে প্রেরণের Forwarding-এ লাল কালিতে Unidentified (ঠিকানা যাচাই হয়নি) মর্মে অবশ্যই লিখতে হবে এবং জামিনের বিরোধিতা করতে হবে।

(ঝ) শ্বাসরোধ করে হত্যাকাণ্ডের তদন্তে করণীয়

- শ্বাসরোধ করে হত্যার বেলায় কীভাবে শ্বাসরোধ করা হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। একইভাবে পানিতে ডুবিয়ে মারার বেলায় খেয়াল করতে হবে লাশের ঘাড় মটকানো কি না?
- শ্বাসরোধ করে হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে মৃতদেহের বাহ্যিক নিদর্শনসমূহ সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(ট) ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা

ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক করা সুরতহাল প্রতিবেদনের সঙ্গে মিলিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হবে এবং এ সময় মৃতের স্বাস্থ্যের গঠন প্রণালি বা খাদ্যদ্রব্যাদির ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

(ঠ) নবজাতক হত্যার ক্ষেত্রে

সাধারণত জারজ সন্তানের অপরাধ হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য নবজাতক বা ভ্রূণ হত্যা করা হয়। এটা সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করা হয়:

- শ্বাসরোধ করে • রক্ত চলাচল বন্ধ করে • পানিতে ডুবিয়ে • মাথার খুলি উঠিয়ে • ঘাড় কামড়িয়ে
- দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে সুচ বা এই প্রকারের অস্ত্র ঢুকিয়ে • খাদ্য ও পানির সরবরাহ না করে
- ঝোপ-জঙ্গলে ফেলে রেখে • দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ফেলে রেখে • বিষ প্রয়োগ করে।

তদন্তের সময় এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে তদন্ত করতে হবে।

(ড) মামলার ডকেট তৈরি করা

মামলা তদন্তের প্রথম পর্যায় থেকেই যথাযথভাবে ডকেট তৈরি করতে হবে। কেস ডায়েরি লেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। আসামি চালানসহ অন্যান্য কাগজপত্র সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে মিল রেখে তৈরি করতে হবে।

(ঢ) চেকলিস্ট

মামলা তদন্তের প্রথম পর্যায়ে তদন্তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে চেকলিস্ট তৈরি করতে হবে এবং চেকলিস্ট অনুযায়ী তদন্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে কি না তা যাচাই-বাছাই করতে হবে। যেমন: ঘটনাস্থল, আলামত ইত্যাদি সম্পর্কে চেকলিস্ট তৈরি করতে হবে।

(ণ) অভিযোগপত্র/চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল

তদন্তের শেষে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে চূড়ান্ত রিপোর্ট/চার্জশিট দাখিল করতে হবে। চার্জশিটের ক্ষেত্রে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ কী ধরনের অপরাধ কে, কীভাবে সংঘটিত করেছে তা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২০.২৫ বিগ কেস ম্যানেজমেন্ট

অনেক সময় বিশাল এলাকা নিয়ে অত্যধিক সংখ্যক আসামি এবং তাতে বহু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অনেক আলামত সংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে সেই ঘটনার তদন্তের ক্ষেত্রে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তার পক্ষে এককভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয় না। সেই ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক অফিসার ও সোর্সকে কাজে লাগাতে হয়। মামলার কর্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। যেমন ২০০৯ সালে পিলখানায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ মামলা। সেই ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারকে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক অফিসারের সহায়তা নিতে হয়। পিলখানা হত্যাযজ্ঞ মামলায় ঘটনাস্থলে প্রায় ৭ হাজার লোক ছিল। প্রায় তিন মাইল এলাকা নিয়ে ঘটনাস্থল এবং প্রায় প্রত্যেকটি স্থানে ঘটনা সংঘটিত হয়। ৭৪ জনকে এ মামলায় হত্যা করা হয়। একই ঘটনাস্থলে লুণ্ঠন, মারপিট, হত্যা, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সংঘটিত হয়। প্রায় ২ দিন যাবৎ ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ধরনের মামলায় একজন তদন্তকারী কর্মকর্তাকে এককভাবে তদন্তকার্য চালানো সম্ভব নয়। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তকাজে সহায়তা করার জন্য বিধি মোতাবেক, বিভিন্ন পদবির পুলিশ অফিসারের সমন্বয়ে একাধিক টিমের সহায়তা নেয়া প্রয়োজন হয়। পিলখানা হত্যাযজ্ঞ মামলা তদন্তকার্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে উক্ত মামালাটি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে যথাযথ সময়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র পেশ করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি মামলার বিচারকার্য চলাকালে প্রসিকিউশনকে সহায়তা করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তার নেতৃত্বে একজন সহকারী পুলিশ সুপার কয়েকজন ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য পদমর্যাদার সিআইডির একটি টিম সার্বক্ষণিক কাজ করেছে। ফলশ্রুতিতে যথাসময়ে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে।

সুষ্ঠুভাবে তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি

- তদন্তকাজে নিয়োজিত টিমগুলোর কাজের সমন্বয় সাধন, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান এবং প্রতিদিনের তদন্ত-কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তদন্তের অগ্রগতি অবহিতকরণ, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ, হেফাজত, দ্রুততার সাথে আসামিদের কোর্টে গমন-প্রত্যাগমন, রিমান্ডের আবেদন, রিমান্ড শেষে যথাসময়ে আসামিকে কোর্টে প্রেরণ, আলামত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ, তাদের নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি কাজের যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সিআইডি হলরুমে একটি 'সেন্ট্রাল কমান্ড পোস্ট' স্থাপন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে তদন্তকাজে নিয়োজিত টিমগুলোর সাথে সেন্ট্রাল কমান্ড পোস্ট হতে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। কোনো টিম কোনো প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হলে তা নিরসনকল্পে 'সেন্ট্রাল কমান্ড পোস্ট' হতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- পিলখানা হত্যা মামলার ঘটনাস্থলের পরিধি প্রায় ৩ কিঃ মিঃ এলাকাব্যাপী এবং বিভিন্ন স্থাপনায় ও উন্মুক্ত স্থানে প্রায় ৬২টি স্থানে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন, ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র তৈরি, আলামত সংগ্রহ, জব্দ তালিকা প্রস্তুত এবং আলামত সংরক্ষণের জন্য বিডিআর হেডকোয়ার্টার্স ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে তদন্তকারী অফিসারের নির্দেশনা (আইও-এর রিকুইজিশন মতে) কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রত্যেক টিমের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য একজন এএসপি পদমর্যাদার অফিসারকে টিম লিডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া সমগ্র পিলখানা এলাকার একটি

খসড়া মানচিত্র ড্রাফটস্ম্যান কর্তৃক প্রস্তুত করার জন্য পুলিশ রেগুলেশন ২৭৩-এর সি মোতাবেক স্থানীয় পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষকে রিকুইজিশন দেয়া হয়। উক্ত রিকুইজিশন অনুসারে পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষ সমগ্র বিডিআর হেডকোয়ার্টার্স এলাকার একটি মানচিত্র তৈরি করে তাতে বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ চিহ্নিত করে।

এই মামলার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরপর জড়িত অনেক আসামি দেশের বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের আটক করার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশের সকল জেলার অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞটিকে সাফল্যের সাথে সুষ্ঠু এবং নিখুঁতভাবে সম্পাদনের জন্য পূর্বোক্ত সেন্ট্রাল কমান্ড পোস্ট গঠন করে এই কাজে নিয়োজিত অফিসারদের কর্ম বন্টন করা হয়। এই সেন্ট্রাল কমান্ড পোস্টটি সিআইডির সদর দপ্তর হলরুমে স্থাপন করা হয়। এই হলরুমটিকে এই মামলায় নিয়োজিত বিভিন্ন অফিসারের দায়িত্ব অনুযায়ী ভাগ করা হয়। হলরুমের একপ্রান্তে তদন্তকারী কর্মকর্তার বসার স্থান রেখে নিম্নবর্ণিত অফিসারদের বিভিন্ন ভাগে কাজের স্থান নির্বাচন করে দেয়া হয়। যা নিম্নরূপ:

(ক) তদন্তকারী অফিসার: এই মামলায় তদন্তকারী অফিসারের নেতৃত্বে ৩৫০ জন অফিসার ও ফোর্স তদন্তকাজে নিয়োজিত ছিলেন। তদন্তকারী অফিসারের রিকুইজিশন মোতাবেক উক্ত ৩৫০ জন অফিসার ও ফোর্স ছাড়াও বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলার থানাসমূহের অফিসার ইনচার্জগণ তাদের নিয়োজিত অফিসার ও ফোর্সগণ সহায়তা করেছেন।

(খ) প্রশাসনিক কার্যক্রম: একজন এএসপির নেতৃত্বে একজন ইন্সপেক্টর ও ৪ জন সাব-ইন্সপেক্টর প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত করা হয়। এই টিমের দায়িত্ব ছিল এই তদন্তকাজে নিয়োজিত সকল অফিসার, ফোর্স এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। যেমন: আইও-এর রিকুইজিশন মোতাবেক অফিসার সরবরাহ, দায়িত্ব বন্টন, হাজিরা প্রতিবেদন প্রস্তুত, প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, প্রাত্যহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, আসামি গ্রেপ্তার, রিমান্ডে আনয়ন এবং কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারার জবানবন্দির সংরক্ষণ ইত্যাদি আইওর নিকট উপস্থাপন করা।

(গ) গ্রেপ্তারকৃত আসামি জিজ্ঞাসাবাদ: দুজন এএসপির নেতৃতে ১৫ জন ইন্সপেক্টর নিয়ে একটি টিম করা হয়। তাদের দায়িত্ব ছিল গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের প্রদত্ত জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা এবং আসামিদের প্রদত্ত জবানবন্দি সংগ্রহ করে তা যাচাই-বাছাই করা, কোনো আসামি দোষ স্বীকারোক্তি প্রদান করলে সেই স্বীকারোক্তিতে প্রকাশিত আসামিদের নাম-ঠিকানা এবং অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য উপস্থাপন করা। ধৃত আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিআইডির বিল্ডিং-এর ৪র্থ তলায় স্থাপিত অস্থায়ী হাজতখানার পাশে ১০টি ইন্টারোগেশনস সেল স্থাপন করা হয়।

(ঘ) সাক্ষী জিজ্ঞাসাবাদ: একজন এএসপির নেতৃত্বে ৩০ জন ইন্সপেক্টর নিয়ে একটি টিম করা হয়। তাদের দায়িত্ব ছিল তদন্তকারী কর্মকর্তার রিকুইজিশন মোতাবেক মামলার বিভিন্ন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করা, প্রাপ্ত জবানবন্দি যাচাই-বাছাই করা এবং জবানবন্দিতে প্রাপ্ত আসামি ও সাক্ষীর নাম, আলামত ইত্যাদি ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য উপস্থাপন করা।

(ঙ) কাগজপত্র সংরক্ষণ: একজন ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে কয়েকজন সাব-ইন্সপেক্টর নিয়ে একটি টিম গঠন করা হয়। তাদের দায়িত্ব ছিল তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত সন্দিগ্ধ আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য পিলখানায় অবস্থানরত কর্মকর্তাদের সাথে পত্রালাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া এবং আসামিদের আদালতে প্রেরণ, রিমান্ড আনয়ন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ করা এবং দাপ্তরিক সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংরক্ষণ ও প্রেরণ করা।

(চ) ই/এস প্রেরণ ও সংগ্রহ: একজন ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে ধৃত আসামিদের সিআ্যান্ডএ যাচাই করা। পিসি অ্যান্ড পিআর সংগ্রহ করার জন্য আসামির সংশ্লিষ্ট থানায় ইনকোয়ারি স্লিপ প্রেরণ ও ফলাফল সংগ্রহ করা এবং যথাসময়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট ফলাফল উপস্থাপন করা।

(ছ) কেস ডায়েরি প্রস্তুতকরণ: তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সরবরাহকৃত তদন্তের ফলাফলের কেস ডায়েরি তৈরি করার জন্য একজন এএসপির নেতৃত্বে কার্যক্রম চালানো হয়।

(জ) সাক্ষী সংগ্রহ: মামলার ঘটনাস্থল ও তার আশপাশের এলাকার লোকদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২০/২৫ জন লোক নিয়ে একটি টিম গঠন করা হয়। যারা পিলখানাতে অবস্থান করে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং ফলাফল তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট 'ঘ' টিমের মাধ্যমে উপস্থাপন করে।

(ঝ) আলামত সংগ্রহ: দুজন এএসপির নেতৃত্বে ১৫ জন ইন্সপেক্টর সমন্বয়ে গঠিত টিম তদন্তকারী কর্মকর্তার রিকুইজিশন মোতাবেক পিলখানার ভেতরে ও বাইরে প্রাপ্ত আলামত জব্দ তালিকা অনুযায়ী সংগ্রহপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপনকরণ।

(ঞ) আলামত সংরক্ষণ: তদন্তকারী কর্মকর্তার রিকুইজিশন মোতাবেক তিনজন সাব-ইন্সপেক্টরের সমন্বয়ে গঠিত টিম পিলখানার ভেতর ও বাইর হতে জব্দ তালিকানুযায়ী মামলায় সংগৃহীত আলামত সংরক্ষণ, কোর্টে উপস্থাপন, শনাক্তকরণ মহড়া (টিআইপি) অনুষ্ঠানের জন্য আলামত প্রস্তুতকরণ এবং সার্বিক অবস্থা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ।

(ট) ছবি, ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: একজন এএসপির নেতৃত্বে একটি টিম ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে সংঘটিত অপরাধের অপরাধী শনাক্তকরণের নিমিত্তে ঘটনাস্থলের সিসি টিভি, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের ধারণকৃত স্থিরচিত্র ও ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করে আসামি শনাক্তকরণে সহায়তা করেন।

(ঠ) ফিঙ্গারপ্রিন্ট: একজন এএসপির নেতৃত্বে একটি টিম আসামি এবং সন্দিগ্ধদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ সহ অন্যান্য আলামত সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক প্রাপ্ত ফলাফল তদন্তকারী অফিসারের নিকট উপস্থাপন করে প্রকৃত আসামি শনাক্তকরণে সহায়তা করেন।

(ড) ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট: পিলখানায় একজন এএসপির নেতৃত্বে গঠিত টিম পিলখানা হত্যাযজ্ঞে ব্যবহৃত সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহৃত/অব্যবহৃত সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত তদন্তকারী অফিসারের নিকট উপস্থাপন করেন।

(ঢ) টিএফআই সেল: এর সহায়তায় মামলার গুরুত্বপূর্ণ আসামিদের নিকট হতে সার্বিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের নিমিত্তে সকল গোয়েন্দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত টিএফআই সেলের সহায়তায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা।

(ণ) নথি প্রস্তুতকরণ: মামলার সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করে বিজ্ঞ আদালতে মামলার ডকেট উপস্থাপনের নিমিত্তে ৩৮,০০১ (আটত্রিশ হাজার এক) পাতাব্যাপী হত্যা ও বিস্ফোরক মামলার পৃথক দুটি নথি প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে দুজন ইন্সপেক্টর ও তিনজন সাব-ইন্সপেক্টের সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করে উক্ত কাজ সম্পাদন করা।

(ত) চার্ট অব এভিডেন্স প্রস্তুকরণ: একজন এএসপির নেতৃত্বে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী মামলার চার্ট অব এভিডেন্স তৈরি করা। প্রতিদিন গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের নাম চার্ট অব এভিডেন্সে অন্তর্ভুক্ত করা এবং আসামিদের জড়িত থাকা সংক্রান্তে প্রাপ্ত তথ্যাদি সাক্ষীর নাম ইত্যাদি চার্ট অব এভিডেন্সে সংযুক্ত করা। (ফরমেট সংযুক্ত)

(থ) সাক্ষ্য স্মারকলিপি প্রস্তুতকরণ: একজন অ্যাডিশনাল এসপির নেতৃত্বে প্রতিদিন প্রাপ্ত সাক্ষ্য, আলামত ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে একটি খসড়া সাক্ষ্য স্মারকলিপি প্রস্তুত করা।

(দ) চার্জশিট প্রস্তুতকরণ: একজন ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে চার্ট অব এভিডেন্সের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী খসড়া চার্জশিট তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করে মূল অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা হয়।

(ধ) এই মামলার কর্যক্রমকে সহজ করার প্রয়োজনে নিম্নের চার্ট অব এভিডেন্স প্রদান করা হয়েছে। এই চার্ট অব এভিডেন্সটি আদালতে বিচারকার্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সূত্রঃ

চার্ট অব এভিডেন্স

ক্রমিক নং	আসামির পদবি, নাম, নম্বর ও ঠিকানা	প্রমাণিতব্য বিষয়	কে প্রমাণ করবে/ (সাক্ষী)	ফৌজদারি কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মতে, স্বীকারোক্তিমূলক, জবানবন্দি প্রদানকারী (যদি থাকে)	কোন ধারার অপরাধ করেছে	মন্তব্য

সেন্ট্রাল কমান্ড পোস্ট (সিআইডি হলরুম)

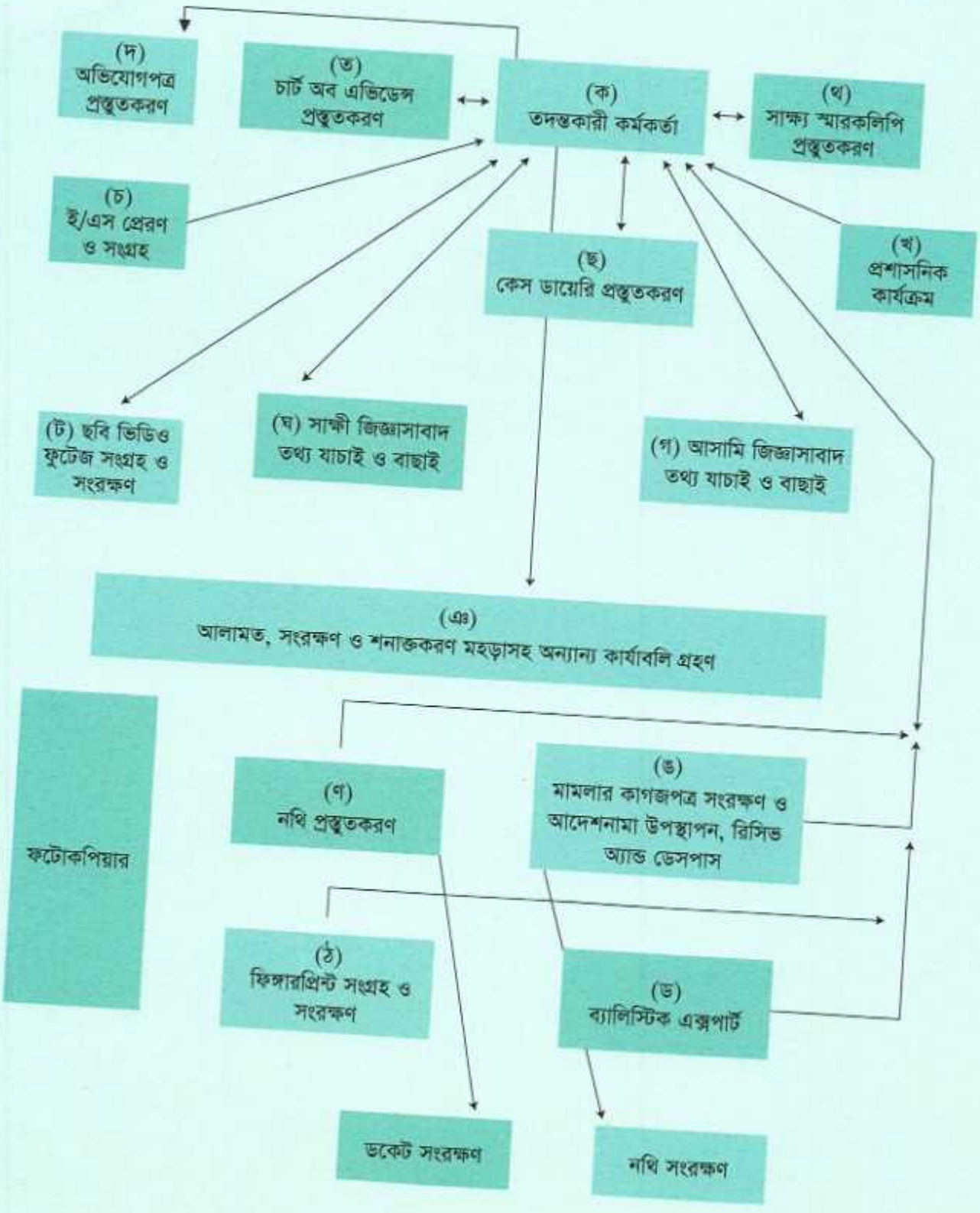

কমান্ড পোস্ট (পিলখানা)

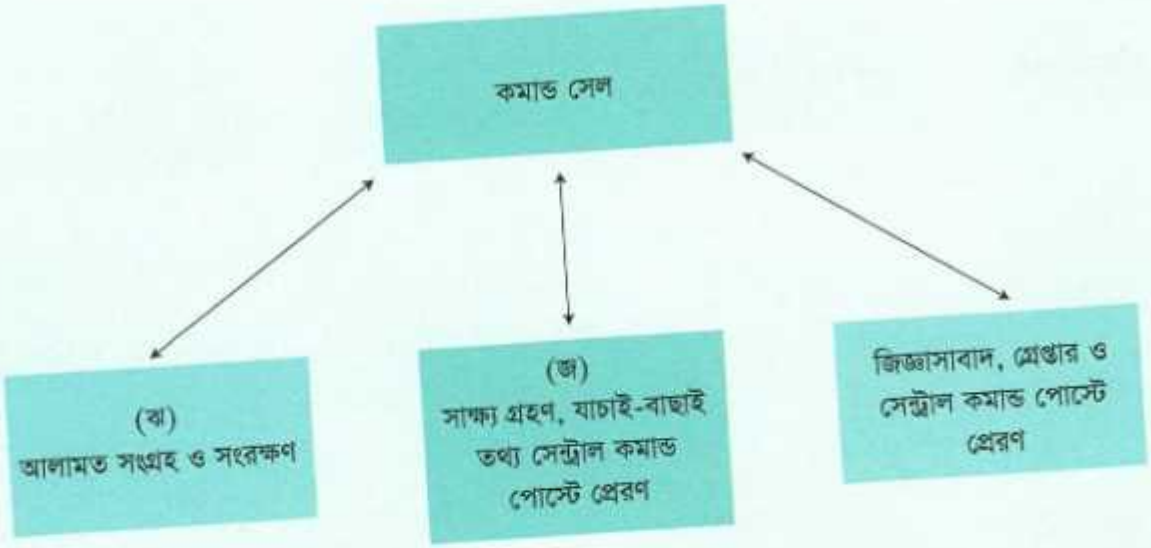

২০.২৬ ডাকাতি মামলার সাক্ষীর লিংক চার্ট

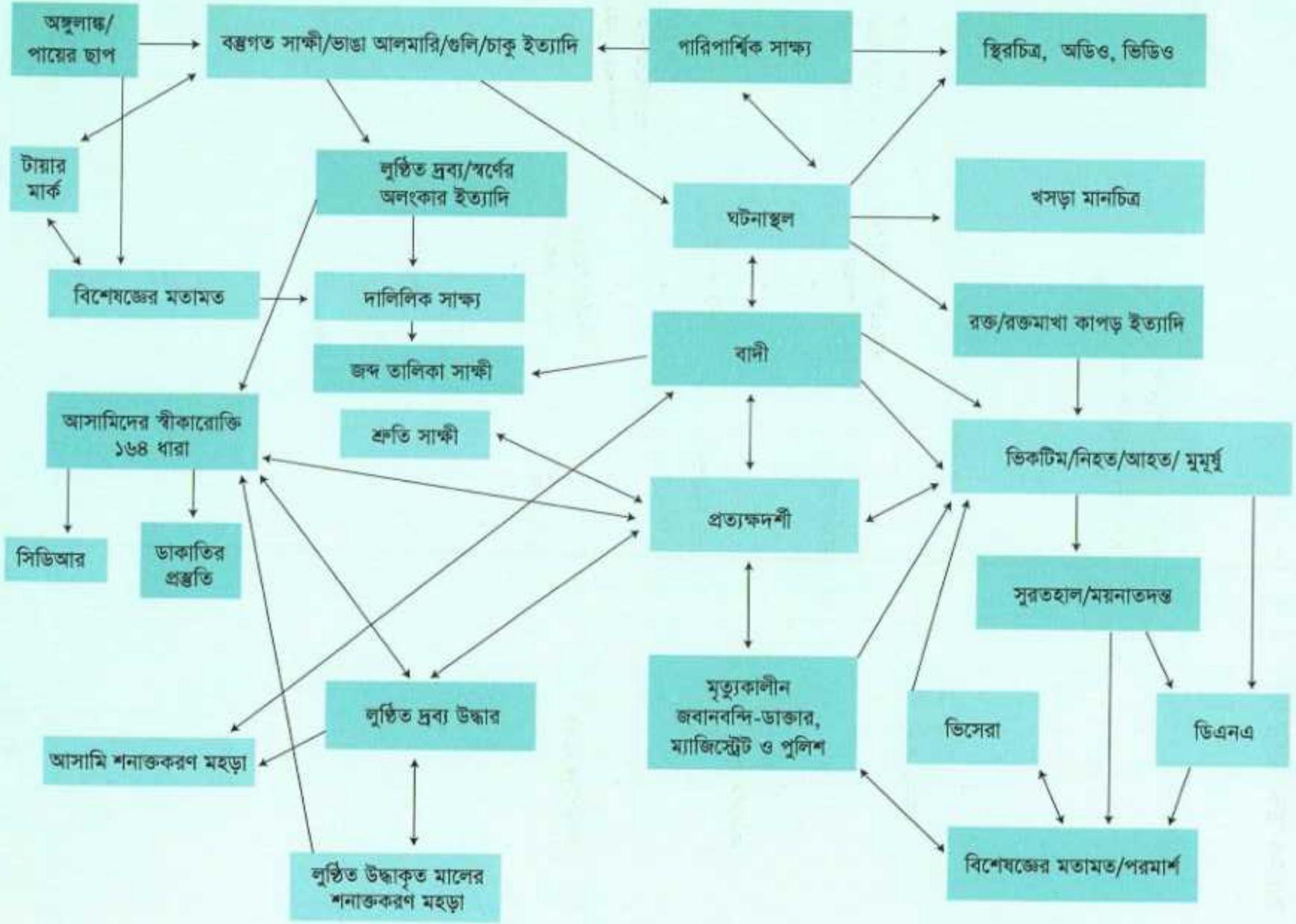

২০.২৭ সাক্ষ্য লিংক চার্ট

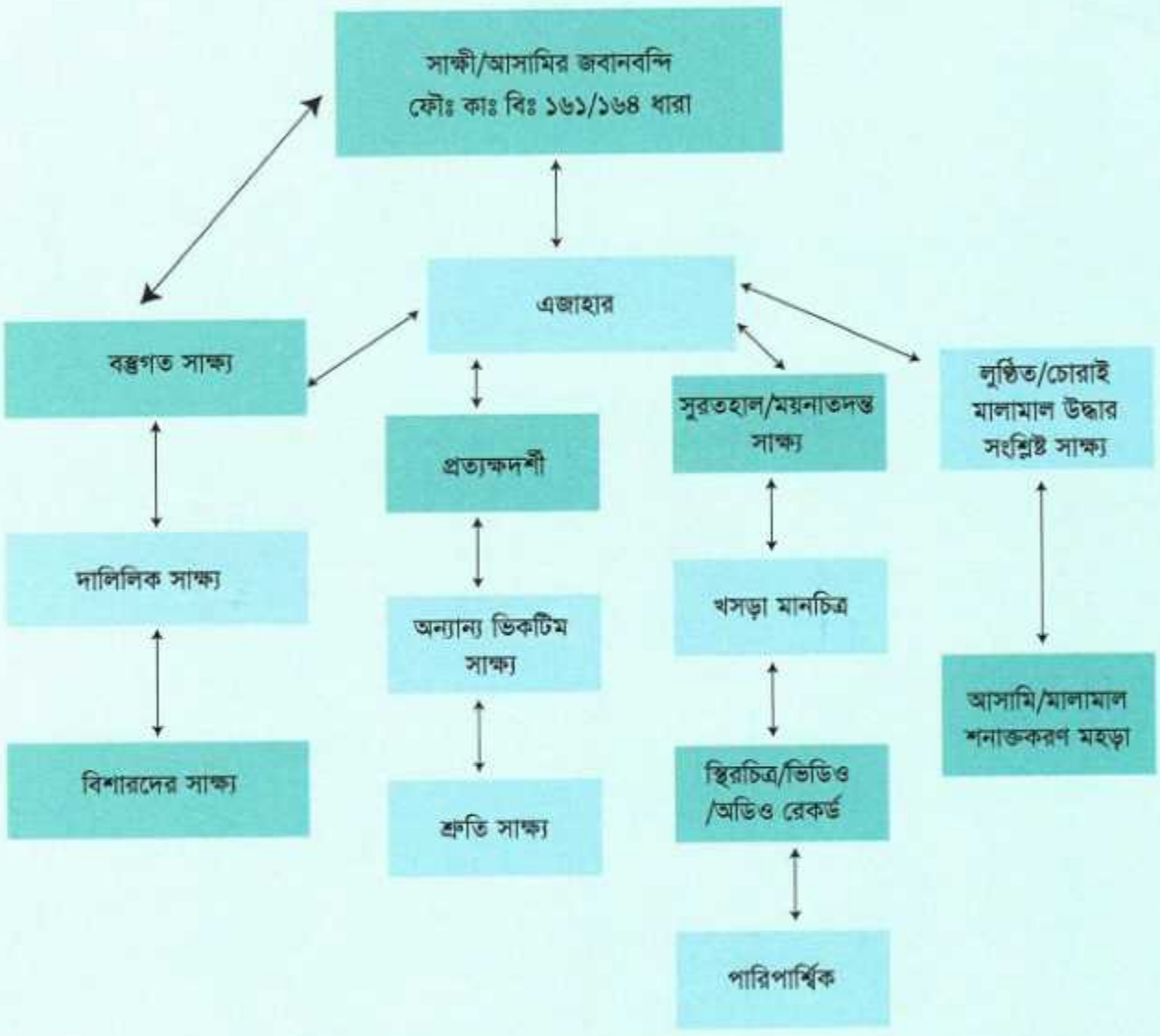

২০.২৮ সিআইবি রেফারেন্স ফরম

বিপি ফরম নং-১৩৭
বাংলা ফরম নং-৫২৯৮

ক্রমিক নং	তারিখ	মামলা নং, ঘটনাস্থল, গ্রাম, থানা এবং জিলা	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আসামি এবং সন্দিগ্ধ আসামির নাম ও ডাক নাম, পিতার নাম, ঠিকানা (যদি থাকে)	জাতি/বংশ অথবা উপজাতি	যত দূর সম্ভব পূর্ণ বিবরণ	পূর্বপুরুষের ঘটনাবলি যাচাইয়ের পদক্ষেপসমূহ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
						বয়স উচ্চতা বর্ণ বা চেহারা গঠন মাথা ভ্রূ কপাল চোখ নাক দাঁত কান মুখ দাড়ি মোচ কোন দিকে মুখ করা নির্দিষ্ট চিহ্ন (আঁচড়ের দাগ, জখম, পোড়া চিহ্ন, ফোলা, কামড়ের চিহ্ন, ট্যাটু, জন্ম দাগ ইত্যাদি) অদ্ভুত ধরনের কোনো আচরণ অভ্যাস ভঙ্গি ইত্যাদি।	

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা..... P.S.

তারিখ.....

এই সিআইবি রেফারেন্সটি সিআইডিতে তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি এবং তা হতে তদন্তকারীদের দ্রুত তথ্য প্রদান করে মামলা উদ্‌ঘাটনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই সিআইবি রেফারেন্স যাতে কার্যকর করা হয় সে জন্য সকল ইউনিটে অবহিত করা যেতে পারে।

Reply

FROM

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো

প্রতি.....

.....

জনাব,

আপনার মেমো নং.....তারিখ.....আমি জানাইতেছি

অত্র সংস্থায় কোন রেকর্ড নাই.....

.....

.....

আপনার বিশ্বস্ত

তারিখ.....

২০.২৯ বাংলাদেশ অপরাধ সমীক্ষা
গোপনীয়

.....তম সংখ্যা-২০১৫

রেজিস্টার্ড নং- ঢাকা- ২৪৪
একমাত্র সরকারি কর্মচারীদের জন্য

বাংলাদেশ অপরাধ সমীক্ষা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত
কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত

(সিআইডি কার্যালয় হতে প্রেরিত ------- তারিখ ------ হতে ------- তারিখ ------- পর্যন্ত সংঘটিত অপরাধের বিবরণী)

(পিআরবি প্রবিধি-৭২)

ঢাকা:----------বার--------জুলাই----------খ্রিঃ,----------আষাঢ় ১৪২২ বাংলা (প্রকাশ:-------জুলাই ২০১৫ খ্রিঃ)

		বিষয়সূচি:	অনুচ্ছেদ
ক্রমিক নং	খণ্ড	বিষয়	
১. পলাতক আসামি ও ডাকাতি মামলার বিবরণ	১ম খণ্ড	(ক) ২০১৫ খ্রিঃ সনের---মাসের---সপ্তাহের---তারিখ---বার হতে---তারিখ----বার পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত (Custody) হতে আসামি পলাতক মামলার বিবরণ।	
		(খ) ২০১৫ খ্রিঃ সনের---মাসের---সপ্তাহের---তারিখ---বার হতে---তারিখ-বার পর্যন্ত ডাকাতি মামলার বিবরণী।	
২২. হারানো, চোরাই, সন্দেহকৃত আটক মালামাল ও সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের তালিকা	২য়	শনাক্তযোগ্য (পিআরবি প্রবিধি ২৫০ মৈচে বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত অপরাধ সম্বন্ধে):	
		(ক) হারানো মালামাল।	
		(খ) চোরাই মালামাল।	
		(গ) অপরাধের সাথে জড়িত সন্দেহে আটককৃত মালামালের বিবরণ (পিআরবি প্রবিধি-২৫০ এবং বিপি ফরম নং-২৮-এ উদ্ধৃত অপরাধীদের সাথে সংশ্লিষ্ট মালামালের বিবরণ)।	
৩. হারানো, চোরাই ও উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ	৩য়	(ক) হারানো হৈচৈ বিজ্ঞপ্তি (প্রবিধি-২৫০)	
		(খ) চোরাই	
		(গ) উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ (পিআরবি প্রবিধি-২৫০-এর বিপির বিপি ফরম নং-২৮-এ উদ্ধৃত অপরাধীদের সাথে সংশ্লিষ্ট মালামালের বিবরণ)	
৪. ফেরারি, আত্মগোপনকারী, দুর্ধর্ষ অপরাধী জেলার বাইরে অবস্থানকারীর সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল	৪র্থ	ফেরারি, আত্মগোপনকারী, দুর্ধর্ষ অপরাধী অথবা পুলিশের গ্রেপ্তার এড়ানো, জেলার বাইরে অবস্থান করছে এমন অপরাধীদের বিবরণী নিম্নলিখিত তথ্যসহ উল্লেখ করতে হবে–	
		(ক) আত্মগোপনকারী ব্যক্তিদের একান্ত নিকট আত্মীয়স্বজন, সহচরদের নাম ও ঠিকানা।	
		(খ) তাদের সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল।	
		(গ) পলাতক/অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলার সূত্র।	
		(ঘ) সন্দেহজনকভাবে গ্রেপ্তারকৃত সন্দিগ্ধ অপরাধী যার বিরুদ্ধে অন্য পুলিশ ইউনিটে মামলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।	

		বিষয়সূচি:	অনুচ্ছেদ
ক্রমিক নং	খণ্ড	বিষয়	
৫.	৫ম	সন্দেহজনক এবং অসৎ চরিত্রের লোকজন সম্পর্কে তথ্য।	
৬.	৬ষ্ঠ	আগন্তুক, সন্দিগ্ধ প্রচারণাকারী ভিক্ষুক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।	
৭.	৭ম	সংঘবদ্ধ ভ্রাম্যমাণ অপরাধী দলের বিবৃতি।	
৮.	৮ম	সন্ত্রাস দমন আইনে অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের তালিকা।	
৯.	৯ম	সন্দেহভাজন ও বাতিলকৃত মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স।	
১০. ক্রাইমসিন, পলাতক সৈনিক ও নিখোঁজ ব্যক্তি এবং অশনাক্তকৃত মৃতদেহের বিজ্ঞপ্তি।	১০ম	বিবিধ বিজ্ঞপ্তি:	
		ক্রাইমসিন সংরক্ষণের গুরুত্ব।	
		পলাতক সৈনিক।	
		নিখোঁজ ব্যক্তি এবং অশনাক্তকৃত মৃতদেহ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি (সম্ভব হলে ছবিসহ)।	
		বুদ্ধিমত্তার সাথে অনুসন্ধানকৃত ঘটনা ও অন্যান্য ভালো কাজ এবং আগ্রহোদ্দীপক কেসসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।	
১১। বন্দি, প্রতারক ও অন্যান্য অপরাধীর ছবি, গ্যাং মামলার বিবরণ	১১তম	(ক) বন্দি, প্রতারক ও অন্যান্য অপরাধীদের ছবি যদি ছাপানোর যোগ্য বিবেচিত হয়।	
		(খ) গ্যাং মামলা ও বিভিন্ন অপরাধী গ্যাংদের ইতিহাস (যদি বিবেচিত হয়)।	
		(গ) গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি মামলা সংক্রান্তে উচ্চ আদালতের নজির।	

এই অপরাধ সমীক্ষায় বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধ বিশেষ করে সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ, লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার, লুণ্ঠিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ, উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ, হারানো ব্যক্তি, অশনাক্তকৃত লাশ, সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই অপরাধ সমীক্ষাটি যথাসময়ে প্রকাশ করা এবং দ্রুত সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করার এবং এই অপরাধ সমীক্ষাটি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করলে অপরাধী শনাক্ত, অপরাধ উদ্‌ঘাটন ও আসামি গ্রেপ্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সমীক্ষাটি বাংলাদেশ পুলিশের সকল স্থানে পৌছালে এবং যথাযথভাবে অনুসরণ করলে অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই সমীক্ষাটি বর্তমান সময়ে পুলিশের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করলে অপরাধ দমনে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

২০.৩০ গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের তদন্ত চেকলিস্ট

(১) ডাকাতি মামলার তদন্তসংক্রান্ত চেকলিস্ট

মেট্রো/জেলা:..... থানা:.....

মামলা নং:..... তারিখ:.....

ধারা:.....

- ঘটনাস্থলে তদন্ত টিম পৌছবার তারিখ ও সময় নোট করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ক্রাইমসিন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ক্রাইমসিন হলুদ টেপ দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের ছবি তোলা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আলামত ঠিকমতো জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- জব্দকৃত আলামতের মধ্যে যেগুলোর বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন সেগুলো বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- রক্ত, লালা, চুল থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য সিআইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ফিঙ্গারপ্রিন্ট উত্তোলন করে ম্যাচ করাবার চেষ্টা করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মোবাইলে সিডিআর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)?
- বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রত্যক্ষ (Direct) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (যদি থাকে)? শোনা সাক্ষীর (Hearsay) সাক্ষ্য পরিহার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার সময় তাদের সাক্ষ্যগত Weight বিবেচনা করা হয়েছে কি না (নিরপেক্ষ, অনাত্মীয় কিংবা কোনো স্বার্থ নেই এমন)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শেষবারের মতো ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত তদারকি সঠিক সময়ে হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ডাকাতদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সন্দিগ্ধ গ্রেফতারকৃত আসামিদের শনাক্তকরণ মহড়া (TIP) এর মাধ্যমে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন ধরনের অস্ত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবহার করা হয়েছে তা আলামত হিসেবে জব্দ হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমের সাথে পূর্বে শত্রুতা ছিল সে বিষয়ে কারো মাধ্যমে তথ্য পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

- অভিযুক্তদের পরিচিতি (ID) নিশ্চিত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Substantive evidence (DNA/ফিঙ্গারপ্রিন্ট/কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মতে, স্বীকারোক্তি ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Corroborative evidence (ব্যালিস্টিক রিপোর্ট/হস্তরেখা বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট/ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন/পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য/TIP/উদ্ধার) ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- CDMS- এ প্রয়োজনীয় এন্ট্রি দেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে বাদীর সাথে পরামর্শ করা হয়েছে কি না হ্যাঁ ☐ না ☐
- মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিরা যে সকল অজুহাত (Alibi) বিচারকালে উপস্থাপন করতে পারে তা অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- চার্টার অব এভিডেন্স (Charter of Evidence) প্রস্তুত করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- বিজ্ঞ পিপির মতামত নেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কি না (সাক্ষীর জবানবন্দি/ স্বীকারোক্তি/ডাক্তারি সনদ /বিশেষজ্ঞের মতামত/দলিল/ চার্টার অব এভিডেন্স/ আসামিদের NID-এর ফটোকপি ইত্যাদি)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....
নাম ও পদবি:.....
বিপি নম্বর:.....
তারিখ: .....

(২) খুনসহ ডাকাতি মামলার তদন্তসংক্রান্ত চেকলিস্ট

মেট্রো/জেলা:..... থানা:.....

মামলা নং:..... তারিখ:.....

ধারা:.....

- ঘটনাস্থলে তদন্ত টিম পৌঁছবার তারিখ ও সময় নোট করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ক্রাইমসিন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ক্রাইমসিন হলুদ টেপ দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের ছবি তোলা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আলামত ঠিকমতো জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- জব্দকৃত আলামতের মধ্যে যেগুলোর বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন সেগুলো বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- রক্ত, লালা, চুল থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য সিআইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ফিঙ্গারপ্রিন্ট উত্তোলন করে ম্যাচ করাবার চেষ্টা করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মোবাইলের সিডিআর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রত্যক্ষ (Direct) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (যদি থাকে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শোনার সাক্ষীর (Hearsay) সাক্ষ্য পরিহার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার সময় তাদের সাক্ষ্যগত Weight বিবেচনা করা হয়েছে কি না (নিরপেক্ষ, অনাত্মীয় কিংবা কোনো স্বার্থ নেই এমন)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- লাশ ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শেষবারের মতো ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত তদারকি সঠিক সময়ে হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ডাকাতদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সন্দিগ্ধ গ্রেফতারকৃত আসামিদের শনাক্তকরণ মহড়া (TIP)- এর মাধ্যমে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমের মৃত্যুকালীন জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐

- ভিকটিমকে (মহিলা খুনের ক্ষেত্রে) ধর্ষণ করা হয়েছিল কি না জানার জন্য ময়নাতদন্তের সময় পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মৃত্যুর সময়কাল নির্ধারণ করার জন্য ময়নাতদন্তের সময় ডাক্তারকে অনুরোধ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন ধরনের অস্ত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবহার করা হয়েছে তা আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমের সাথে পূর্বে শত্রুতা ছিল সে বিষয়ে কারো মাধ্যমে তথ্য পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- অভিযুক্তদের পরিচিতি (ID) নিশ্চিত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Substantive evidence (DNA/ফিঙ্গারপ্রিন্ট/কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মতে, স্বীকারোক্তি ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Corroborative evidence (ব্যালিস্টিক রিপোর্ট/হস্তরেখা বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট/ময়নাদতন্ত প্রতিবেদন/ পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য/ TIP/ উদ্ধার) ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- CDMS- এ প্রয়োজনীয় এন্ট্রি দেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রস্তাবিত পুলিশ রিপোর্টের সাথে বাদী একমত পোষণ করেন কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিরা যে সকল অজুহাত (Alibi) বিচারকালে উপস্থাপন করতে পারে তা অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- চার্টার অব এভিডেন্স (Charter of Evidence) প্রস্তুত করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- বিজ্ঞ পিপির মতামত নেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কি না (সাক্ষীর জবানবন্দি /স্বীকারোক্তি/ রিপোর্ট/ডাক্তারি সনদ /বিশেষজ্ঞের মতামত/দলিল/চার্টার অব এভিডেন্স/ আসামিদের NID- এর ফটোকপি ইত্যাদি)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....

নাম ও পদবি:.....

বিপি নম্বর:.....

তারিখ:.....

(৩) খুনের মামলার তদন্তসংক্রান্ত চেকলিস্ট

মেট্রো/জেলা:..... থানা:.....

মামলা নং:..... তারিখ:.....

ধারা:.....

- ঘটনাস্থালে তদন্ত টিম পৌছবার তারিখ ও সময় নোট করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ক্রাইমসিন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ক্রাইমসিন হলুদ টেপ দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের ছবি তোলা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আলামত ঠিকমতো জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- জব্দকৃত আলামতের মধ্যে যেগুলোর বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন আছে সেগুলো বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- রক্ত, লালা, চুল থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য সিআইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ফিঙ্গারপ্রিন্ট উত্তোলন করে সিআইডির AFIS-এ পাঠানো হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- জব্দকৃত আলামতের মধ্যে মোবাইল-সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে কি না এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিডিআর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রত্যক্ষ (Direct) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (যদি থাকে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শোনা সাক্ষীর (Hearsay) সাক্ষ্য পরিহার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার সময় তাদের সাক্ষ্যগত Weight বিবেচনা করা হয়েছে কি না (নিরপেক্ষ, অনাত্মীয় কিংবা কোনো স্বার্থ নাই এমন)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- লাশ ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শেষবারের মতো ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত তদরকি সঠিক সময়ে হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমের মৃত্যুকালীন জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐

- ভিকটিম (মহিলা খুনের ক্ষেত্রে) গর্ভবতী ছিল কি না জানার জন্য ময়নাতদন্তের সময় পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করা হয়েছে কি না ? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমকে (মহিলা খুনের ক্ষেত্রে) ধর্ষণ করা হয়েছিল কি না জানার জন্য ময়নাতদন্তের সময় পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মৃত্যুর সময়কাল নির্ধারণ করার জন্য ময়নাতদন্তের সময় ডাক্তারকে অনুরোধ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ফাঁসির ক্ষেত্রে Anti mortem বা Post Mortem- এর রিপোর্ট অনুযায়ী তদন্ত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে খুন হলে ভিসেরা সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন ধরনের অস্ত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবহার করা হয়েছে তা আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমের সাথে পূর্বে শত্রুতা ছিল সে বিষয়ে কারো মাধ্যমে তথ্য পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Substantive evidence (DNA/ফিঙ্গারপ্রিন্ট/কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মতে, স্বীকারোক্তি ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Corroborative evidence (ব্যালিস্টিক রিপোর্ট/হস্তরেখা বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট/ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন/পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য) ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- CDMS- এ প্রয়োজনীয় এন্ট্রি দেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে বাদীর সাথে পরামর্শ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রস্তাবিত পুলিশ রিপোর্টের সাথে বাদী একমত পোষণ করেন কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিরা যে সকল অজুহাত (Alibi) বিচারকালে উপস্থাপন করতে পারে তা অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- চার্টার অব এভিডেন্স (Charter of Evidence) প্রস্তুত করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারার অপরাধ প্রমানিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- বিজ্ঞ পিপির মতামত নেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কি না (সাক্ষীর জবানবন্দি/ স্বীকারোক্তি/রিপোর্ট/ডাক্তারি সনদ/ বিশেষজ্ঞের মতামত/ দলিল/চার্টার অব এভিডেন্স/ আসামিদের NID- এর ফটোকপি ইত্যাদি? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....

নাম ও পদবি:.....

বিপি নম্বর:.....

তারিখ:.....

(৪) দস্যুতা মামলার তদন্তসংক্রান্ত চেকলিস্ট

মেট্রো/জেলা:..... থানা:.....

মামলা নং:..... তারিখ:.....

ধারা:.....

- ঘটনাস্থলে তদন্ত টিম পৌঁছবার তারিখ ও সময় নোট করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ক্রাইমসিন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ক্রাইমসিন হলুদ টেপ দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের ছবি তোলা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আলামত ঠিকমতো জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- জব্দকৃত আলামতের মধ্যে যেগুলোর বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন সেগুলো বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- রক্ত, লালা, চুল থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য সিআইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ফিঙ্গারপ্রিন্ট উত্তোলন করে ম্যাচ করাবার চেষ্টা করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মোবাইলের সিডিআর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- বাদীকে জিজ্ঞাবাসাদ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রত্যক্ষ (Direct) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (যদি থাকে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শোনা সাক্ষীর (Hearsay) সাক্ষ্য পরিহার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার সময় তাদের সাক্ষ্য গত Weight বিবেচনা করা হয়েছে কি না (নিরপেক্ষ, অনাত্মীয় কিংবা কোনো স্বার্থ নেই এমন)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শেষবারের মতো ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত তদারকি সঠিক সময়ে হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- দস্যুদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সন্দিগ্ধ গ্রেফতারকৃত আসামিদের শনাক্তকরণ মহড়া (TIP)-এর মাধ্যমে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন ধরনের অস্ত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবহার করা হয়েছে তা আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমের সাথে পূর্বে শত্রুতা ছিল সে বিষয়ে কারো মাধ্যমে তথ্য পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

- অভিযুক্তদের পরিচিতি (ID) নিশ্চিত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Substantive evidence (DNA/ফিঙ্গারপ্রিন্ট/কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মতো স্বীকারোক্তি ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Corroborative evidence (ব্যালিস্টিক রিপোর্ট/ হস্তরেখা বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট/ ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন/ পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য/TIP/ উদ্ধার) ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- CDMS- এ প্রয়োজনীয় এন্ট্রি দেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে বাদীর সাথে পরামর্শ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিরা যে সকল অজুহাত (Alibi) বিচারকালে উপস্থাপন করতে পারে তা অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- চার্টার অব এভিডেন্স (Charter of Evidence) প্রস্তুত করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কি না (সাক্ষীর জবানবন্দি/ স্বীকারোক্তি/রিপোর্ট/ ডাক্তারি সনদ/ বিশেষজ্ঞের মতামত/দলিল/ চার্টার অব এভিডেন্স/ আসামিদের NID- এর ফটোকপি ইত্যাদি? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....
নাম ও পদবি:.....
বিপি নম্বর:.....
তারিখ:.....

(৫) অস্ত্র মামলার তদন্তসংক্রান্ত চেকলিস্ট

মেট্রো/জেলা:..... থানা:.....

মামলা নং:..... তারিখ:.....

ধারা:.....

- ঘটনাস্থালে তদন্ত টিম পৌছবার তারিখ ও সময় নোট করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের ছবি তোলা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আলামত ঠিকমতো জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- জব্দকৃত আলামতের মধ্যে মোবাইল-সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে কি না এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিডিআর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রত্যক্ষ (Direct) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (যদি থাকে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শোনা সাক্ষীর (Hearsay) সাক্ষ্য পরিহার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার সময় তাদের সাক্ষ্যগত Weight বিবেচনা করা হয়েছে কি না (নিরপেক্ষ, অনাত্মীয় কিংবা কোনো স্বার্থ নেই এমন)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শেষবারের মতো ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত তদারকি সঠিক সময়ে হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মূল অস্ত্র ব্যবসায়ী চক্রকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Substantive evidence (বিশেষজ্ঞের মতামত/ ফিঙ্গারপ্রিন্ট/ কাঃ বি ১৬৪ ধারা মতে, স্বীকারোক্তি ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Corroborative evidence (ব্যালিস্টিক রিপোর্ট/পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য) ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- CDMS-এ প্রয়োজনীয় এন্ট্রি দেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিরা যে সকল অজুহাত (Alibi) বিচারকালে উপস্থাপন করতে পারে তা অপ্রমাণিত (disproof) করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- চার্টার অব এভিডেন্স (Charter of Evidence) প্রস্তুত করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কি না (সাক্ষীর জবানবন্দি/স্বীকারোক্তি/ রিপোর্ট/ডাক্তারি সনদ/ বিশেষজ্ঞের মতামত/দলিল/ চার্টার অব এভিডেন্স/আসামিদের NID- এর ফটোকপি ইত্যাদি)? হ্যাঁ ☐ না ☐

- আইনে নির্ধারিত অথবা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত তদন্তের সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....
নাম ও পদবি:.....
বিপি নম্বর:.....
তারিখ: .....

(৬) মাদক মামলার তদন্তসংক্রান্ত চেকলিস্ট

মেট্রো/জেলা:..... থানা:.....

মামলা নং:..... তারিখ:.....

ধারা:.....

- ঘটনাস্থালে তদন্ত টিম পৌছবার তারিখ ও সময় নোট করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের ছবি তোলা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আলামত ঠিকমতো জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- জব্দকৃত আলামত বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- জব্দকৃত আলামতের মধ্যে মোবাইল-সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে কি না এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিডিআর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রত্যক্ষ (Direct) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (যদি থাকে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শোনা সাক্ষীর (Hearsay) সাক্ষ্য পরিহার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার সময় তাদের সাক্ষ্যগত Weight বিবেচনা করা হয়েছে কি না (নিরপেক্ষ, অনাত্মীয় কিংবা কোনো স্বার্থ নেই এমন)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শেষবারের মতো ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত তদারকি সঠিক সময়ে হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মূল মাদক ব্যবসায়ী চক্রকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আলামত সংক্রান্তে বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Substantive evidence (বিশেষজ্ঞের মতামতা /DNA/ ফিঙ্গারপ্রিন্ট/ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মতে, স্বীকরোক্তি ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না হ্যাঁ ☐ না ☐
- Corroborative evidence (ব্যালিস্টিক রিপোর্ট/হস্তরেখা বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট/পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য) ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- CDMS-এ প্রয়োজনীয় এন্ট্রি দেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিরা যে সকল অজুহাত (Alibi) বিচারকালে উপস্থাপন করতে পারে তা অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- চার্টার অব এভিডেন্স (Charter of Evidence) প্রস্তুত করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐

- পুলিশ রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কি না (সাক্ষীর জবানবন্দি/ স্বীকারোক্তি/ রিপোর্ট/ডাক্তারি সনদ/ বিশেষজ্ঞের মতামত/ দলিল/চার্টার অব এভিডেন্স/ আসামিদের NID-এর ফটোকপি ইত্যাদি? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আইনে নির্ধারিত অথবা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত তদন্তের সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....
নাম ও পদবি:.....
বিপি নম্বর:.....
তারিখ:.....

(৭) মানবপাচার মামলার তদন্তসংক্রান্ত চেকলিস্ট

মেট্রো/জেলা:..... থানা:.....

মামলা নং:..... তারিখ:.....

ধারা:.....

- ঘটনাস্থালে তদন্ত টিম পৌছবার তারিখ ও সময় নোট করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের ছবি তোলা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আলামত ঠিকমতো জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- জব্দকৃত আলামতের মধ্যে যেগুলো বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন আছে সেগুলো বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- জব্দকৃত আলামতের মধ্যে মোবাইল-সংক্রান্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে কি না এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিডিআর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রত্যক্ষ (Direct) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (যদি থাকে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শোনা সাক্ষীর (Hearsay) সাক্ষ্য পরিহার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার সময় তাদের সাক্ষ্যগত Weight বিবেচনা করা হয়েছে কি না (নিরপেক্ষ, অনাত্মীয় কিংবা কোনো স্বার্থ নেই এমন)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শেষবারের মতো ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত তদারকি সঠিক সময়ে হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমের জবানবন্দি কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- i2 সফটওয়্যার বিশ্লেষণপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মানবপাচারে মূল ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- দালালদের চিহ্নিত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Substantive evidence (DNA/ ফিঙ্গারপ্রিন্ট/ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মতে, স্বীকরোক্তি ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না হ্যাঁ ☐ না ☐
- Corroborative evidence (ব্যালিস্টিক রিপোর্ট/হস্তরেখা বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট/পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য) ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে বাদীর সাথে পরামর্শ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

- মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিরা যে সকল অজুহাত (Alibi) বিচারকালে উপস্থাপন করতে পারে তা অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- চার্টার অব এভিডেন্স (Charter of Evidence) প্রস্তুত করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কি না (সাক্ষীর জবানবন্দি/ স্বীকারোক্তি/ রিপোর্ট/ডাক্তারি সনদ/ বিশেষজ্ঞের মতামত/ দলিল/চার্টার অব এভিডেন্স/ আসামিদের NID-এর ফটোকপি ইত্যাদি)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আইনে নির্ধারিত অথবা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত তদন্তের সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিরা যে সকল অজুহাত (Alibi) বিচারকালে উপস্থাপন করতে পারে তা অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- চার্টার অব এভিডেন্স (Charter of Evidence) প্রস্তুত করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কি না (সাক্ষীর জবানবন্দি/ স্বীকারোক্তি/ রিপোর্ট/ডাক্তারি সনদ/ বিশেষজ্ঞের মতামত/ দলিল/চার্টার অব এভিডেন্স/ আসামিদের ঘওউ-এর ফটোকপি ইত্যাদি)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আইনে নির্ধারিত অথবা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত তদন্তের সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- তদন্ত সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....

নাম ও পদবি:.....

বিপি নম্বর:.....

তারিখ:.....

(৮) সি আর মামলার তদন্তসংক্রান্ত চেকলিস্ট

মেট্রো/জেলা:..... থানা:.....

মামলা নং:..... তারিখ:.....

ধারা:.....

- ঘটনাস্থালে তদন্ত টিম পৌছবার তারিখ ও সময় নোট করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের ছবি তোলা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আলামত ঠিকমতো জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মোবাইলের সিডিআর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হ্যাঁ ☐ না ☐
- বাদীকে জিজ্ঞাবাসাদ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রত্যক্ষ (Direct) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (যদি থাকে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শোনা সাক্ষীর (Hearsay) সাক্ষ্য পরিহার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার সময় তাদের সাক্ষ্যগত Weight বিবেচনা করা হয়েছে কি না (নিরপেক্ষ, অনাত্মীয় কিংবা কোনো স্বার্থ নেই এমন)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সংশ্লিষ্ট দলিল/ কাগজপত্রাদি জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমের সাথে পূর্বশত্রুতা সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Substantive evidence (মূল দলিল/চাক্ষুষ সাক্ষী ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Corroborative evidence (পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য/ সালিশনামা ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে বাদীর সাথে পরামর্শ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রস্তাবিত পুলিশ রিপোর্টের সাথে বাদী একমত পোষণ করেন কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আদালতে দায়েরকৃত আবেদনে উল্লিখিত সকল অপরাধ অথবা কোন কোন অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে এবং কোন কোন ধারা প্রমাণিত হয়, তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রতিটি জবানবন্দিতে সাক্ষীর স্বাক্ষর, নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য, দলিলপত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- অনুসন্ধান সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....

নাম ও পদবি:.....

বিপি নম্বর:.....

তারিখ:.....

(৯) অন্যান্য মামলার তদন্তসংক্রান্ত চেকলিস্ট

মেট্রো/জেলা:..... থানা:.....

মামলা নং:..... তারিখ:.....

ধারা:.....

- ঘটনাস্থালে তদন্ত টিম পৌছবার তারিখ ও সময় নোট করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের স্কেচ ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থলের ছবি তোলা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ঘটনাস্থল ভালোভাবে তল্লাশি করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আলামত ঠিকমতো জব্দ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মোবাইলের সিডিআর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- বাদীকে জিজ্ঞাবাসাদ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- প্রত্যক্ষ (Direct) সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (যদি থাকে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- শোনা সাক্ষীর (Hearsay) সাক্ষ্য পরিহার করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার সময় তাদের সাক্ষ্যগত Weight বিবেচনা করা হয়েছে কি না (নিরপেক্ষ, অনাত্মীয় কিংবা কোনো স্বার্থ নেই এমন)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সংশ্লিষ্ট দলিল/কাগজপত্রাদি জব্দ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মেডিক্যাল সার্টিফিকেট (MC) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমের জবানবন্দি কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- ভিকটিমের সাথে পূর্বশত্রুতা সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া গেছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- অভিযুক্তদের পরিচিতি (ID) নিশ্চিত করা হয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Substantive evidence (মূল দলিল/চাক্ষুষ সাক্ষী/কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মতে, লিপিবদ্ধ জবানবন্দি ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- Corroborative evidence (পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য/ সালিশনামা/ উদ্ধার ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে বাদীর সাথে পরামর্শ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে (Beyond reasonable doubt) প্রমাণিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

- আসামিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- আসামিরা যে সকল অজুহাত (Alibi) বিচারকালে উপস্থাপন করতে পারে তা অপ্রমাণিত (disproof) হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- চার্টার অব এভিডেন্স (Charter of Evidence) প্রস্তুত করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন কোন ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না (অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- পুলিশ রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে কি না (সাক্ষীর জবানবন্দি/স্বীকারোক্তি/রিপোর্ট/ডাক্তারি সনদ /বিশেষজ্ঞের মতামত/ দলিল/ চার্টার অব এভিডেন্স/আসামিদের NID- এর ফটোকপি ইত্যাদি)? হ্যাঁ ☐ না ☐
- সাক্ষীদের সাক্ষ্য, দলিলপত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
- অনুসন্ধান সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....

নাম ও পদবি:.....

বিপি নম্বর:.....

তারিখ:.....

প্রদায়ক

তদন্ত নির্দেশিকা প্রস্তুতকালে বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন অধ্যায় রচনায় স্বস্ব প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেনঃ

জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া, অতিঃ ডিআইজি, (এসসিএন্ডপি), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা, **জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ,** অতিঃ ডিআইজি, পিবিআই, **জনাব মোঃ কামরুল আহসান,** কমিশনার, এসএমপি, **জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম** বিপিএম (বার), পিপিএম, ডিআইজি (এইচআর), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা, **জনাব মোঃ মতিউর রহমান শেখ,** অতিঃ ডিআইজি, পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ, **জনাব মোঃ গোলাম রসুল,** অতিঃ ডিআইজি, পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ, **জনাব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ,** অতিঃ ডিআইজি, সিআইডি, ঢাকা, **জনাব মোঃ শাহআলম,** অতিঃ ডিআইজি, সিআইডি, ঢাকা, **জনাব ড. হাসান উল হায়দার,** অতিঃ ডিআইজি, এপিবিএন হেডকোয়ার্টার্স, **জনাব মনিরুল ইসলাম** বিপিএম, পিপিএম, জয়েন্ট কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা, **জনাব তৌফিক মাহমুদ চৌধুরী,** অতিঃ ডিআইজি, এসবি, ঢাকা, **জনাব শেখ মোঃ রেজাউল হায়দার** পিপিএম, বিশেষ পুলিশ সুপার (ফরেনসিক), সিআইডি, ঢাকা, **জনাব আব্দুল কাহার আকন্দ** বিপিএম (বার), পিপিএম (বার), বিশেষ পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা, **জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান** পিপিএম, পরিচালক, রিসার্চ, প্লানিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন, পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ, **জনাব কানিজ ফাতেমা,** পরিচালক (ট্রেনিং), পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ, **জনাব মোঃ আনিসুর রহমান,** উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) (ভারপ্রাপ্ত), ডিএমপি, ঢাকা, **জনাব এম. এ. জলিল,** উপ-পরিচালক (ট্রেনিং), পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ, **জনাব মুহাঃ মুজিবুল হক,** অতিঃ পুলিশ সুপার, পিবিআই, **জনাব মোঃ ওবায়দুল হক** পিপিএম (বার), সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার, ডিবি (উত্তর), ডিএমপি, ঢাকা, **জনাব এস. এম. শিবলী নোমান** পিপিএম (বার), সহকারী পুলিশ কমিশনার, রমনা জোন, ডিএমপি, ঢাকা, **জনাব মোঃ মিরাশ উদ্দিন,** সহকারী পুলিশ কমিশনার (অপরাধ, তথ্য ও প্রসিকিউশন), ডিএমপি, ঢাকা।